মৃত্যুর অন্তরালে

মৃত্যুর অন্তরালে

মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহ্‌রী

মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী

মৃত্যুর অন্তরালে

মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

মৃত্যুর অন্তরালে
মূল : মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী
অনুবাদ : মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ

অনুবাদ ও সংকলন : ০৬
ই. ফা. বা. প্রকাশনা : ১৩১৯
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার : ২৯৭.২৩

প্রকাশকাল
শ্রাবণ ১৩৯৩ বাংলা
যিলকাদ ১৪০৬ হিজরী
জুলাই ১৯৮৬ ইং

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রচ্ছদে :
কাজী শামসুল হক

মুদ্রণে :
মোস্তাফা শহীদুল হক
মোস্তাফা প্রিন্টার্স
১৩, কারকুন বাড়ী লেন
ঢাকা—১

বাঁধাইয়ে :
অরিয়েন্টাল বাইন্ডার্স
৫৯, পূর্ব বসাবো বাজার
ঢাকা—১৪

মূল্য : ৪৫·০০ (পঁয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র।

MRITTUR ANTARALE : Life after Death written by Maulana Ashek Elahi Bulandshahari, translated by Abul Basher Akand into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh. July 1986

Price : Tk. 45·00
U. S. Dollar : 3·00

www.pathagar.com

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান

মৌলভী মোহাম্মাদ ছানাউল্লাহ্ আখন্দ

ও

শ্রদ্ধেয়া জননী

বেগম যোবায়দার দস্ত মুবারকে—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমাদের কথা

দুনিয়া ও আখিরাত সম্পর্কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন হচ্ছে ইসলাম। পার্থিব জীবনকে বাদ দিয়ে বৈরাগ্য-বাদ বা তথাকথিত সন্ন্যাসব্রতকে ইসলাম স্বীকার করে না। তাই দুনিয়াবী কল্যাণের সাথে সাথে আখিরাতের সাফল্যকেও ইসলাম মানব জীবনের কামিয়াবীর অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে মনে করে। এক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ভিত্তিক আইন আচরণ বিধি হচ্ছে এই পথ পরিক্রমার একমাত্র উপায়। এর অনুসরণেই মুসলিম মিল্লাতের জীবন প্রবাহ পরিবেষ্টিত।

ইসলামের বুনিয়াদী আকীদাসমূহের অন্যতম হচ্ছে আখিরাতে বিশ্বাস, যেখানে রয়েছে কতগুলো পর্যায়। এ পর্যায়গুলোর সূচনা হয় ইন্তিকালকে কেন্দ্র করে। এরপর শুরু হয় আলমে বরযখ, কিয়ামত, ময়দানে হাশর, বেহেশ্ত, দোযখ ইত্যাদি স্তর। এসব বিষয়ে লিখিত পুস্তকের অভাব নেই। তবে মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী প্রণীত 'মরণে কে বাদ কেয়া হোগা' এ বিষয়ের উপর একটি প্রামাণ্য তথ্যসমৃদ্ধ অনবদ্য কিতাব।

অত্র কিতাবখানা বাংলায় অনুবাদ করেছেন মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কিতাবখানা 'মৃত্যুর অন্তরালে' নামে প্রকাশ করছে। এ ধরনের পুস্তক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে এর আগে বের হয়নি। পাঠক মহলে এটা পৌঁছে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ শুকরিয়া জানাই।

পরিশেষে রাহ্‌মানুর রাহীম যেন আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করতঃ কিয়ামতে নাজাতের ওয়াসিলা হিসাবে মনযুর করেন—এটাই মুনাজাত।

৩০শে জুলাই ১৯৮৬
ঢাকা

পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

ইসলামে বৈরাগ্যবাদের স্থান নেই। ইসলাম ইহকাল ও পরকালের সমস্যাবলীর সমাধানের দিক নির্দেশনা দিয়ে একটা ভারসাম্যপূর্ণ ও সমন্বিত জীবন দর্শন মানব জাতিকে উপহার দিয়েছে। তাই মানব তথা মুসলিম মিল্লাতের প্রত্যেকের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজের সাথে একদিকে যেমন দুনিয়ার স্বার্থ জড়িত রয়েছে, ঠিক তেমনি আখিরাতের ব্যাপারটি সম্পৃক্ত। মূলত একজন সাচ্চা মুসলমানের নিকট তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আখিরাতের সাফল্য। পৃথিবী তো একেবারেই ক্ষণভঙ্গুর ও নশ্বর, জ্ঞানীরা এটাকে মাকড়সার জালের সাথে, সকাল বেলার শিশিরের স্থায়িত্বের সাথে তুলনা করেছেন।

'দুনিয়া' ও 'আখিরাত' শব্দ দুটো প্রতিটি মুসলমানের নিকট যেমনিভাবে অতীব পরিচিত তেমনিভাবে 'জান্নাত' ও 'জাহান্নাম' শব্দযুগলও বহুল প্রচলিত। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় বই-এর অভাব নেই সত্য, তবে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক প্রামাণ্য এবং সাজানো গোছানো পূর্ণাঙ্গ কিতাবের অভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী একজন খ্যাতিমান আলিম। তাঁর রচিত 'মরণে কে বাদ কেয়া হোগা' বরযখ, কিয়ামত- হাশর, জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে একটি বিস্তারিত আলোচনাপূর্ণ অনবদ্য কিতাব। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে অধমকে উক্ত কিতাবখানা বাংলা ভাষায় ভাষান্তরিত করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় বছরখানেক আগে। কিতাবখানা যথাসময়ে অনুবাদ করে প্রকাশনার জন্য দেওয়া হয়। জনাব মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী উক্ত অনুবাদটি সম্পাদনা করে প্রকাশনার ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন। সেজন্য তাঁকে আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জানিয়ে খাটো করতে চাই না। অভিজ্ঞ প্রুফ রিডার মোহাম্মদ মোকসেদ সাহেব কষ্ট স্বীকার করে এর প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। সর্বোপরি স্নেহভাজন মোঃ আবদুর রাজ্জাক পাণ্ডুলিপি টাইপ করে ছাপার ব্যাপারে বেশ পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের সকলের প্রতি রইল

www.pathagar.com

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। আল্লাহ্ সকলকে নেক বদলা দান করুন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বইটি প্রকাশ করে এতদিনকার একটি অভাব পূরণ করলো। পি. জি. হাসপাতালের পরিচালক প্রফেসর ডাঃ নূরুল ইসলাম সাহেব বইটি অনুবাদের প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও হৃদয়ের গভীরতম প্রকোষ্ঠ থেকে উৎসারিত অভিনন্দন।

পরিশেষে রাহমানুর রাহীমের শাহী দরবারে এই মুনাজাত করি তিনি যেন বইটি কবুল করেন এবং পরকালের নাজাতের ওয়াসিলা হিসাবে এটাকে গ্রহণ করেন। আমীন। ছুম্মা আমীন।।

যিলকা'দ, ১৪০৬ হিজরী —মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ
রামপুরা, ঢাকা—১৭।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ১

বরকতের অবস্থাসমূহ ৬—৩৭

মৃত্যুর সময় এবং পরে মুমিন ব্যক্তির সম্মান ৬

কাফির ব্যক্তির লাঞ্ছনা ৮

কবরে মুমিন ব্যক্তির নামাযের ধ্যান ১০

কবরে মুমিনের নির্ভীক হওয়া এবং তার সম্মুখে জান্নাত পেশ করা ১১

মুমিন ব্যক্তিকে ফিরিশতা বলবে নব বরের ন্যায় নিদ্রা যাও এবং
মুনাফিক ও কাফিরকে মাটির সাথে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে ১২

কবরবাসী মুমিনকে জিজ্ঞেস করবে, অমুক ব্যক্তির কি অবস্থা ১৫

কবরবাসীদের কাছে জীবিতদের কার্যাবলীর ফিরিস্তি পেশ করা হবে ১৫

মুমিন ব্যক্তিকে তার কবর এমনভাবে চাপ দেবে যেমনভাবে মা তার
সন্তানের মাথায় হাত বুলিয়ে থাকেন ১৬

আসমান-যমীন মুমিনকে ভালবাসে এবং তার মৃত্যুতে ক্রন্দন করে ১৬

সাদকায়ে জারিয়া এবং সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে মাগফিরাত কামনা ১৭

আযরাঈল (আঃ)-এর পক্ষ থেকে মুমিনের প্রতি সালাম ১৮

মুমিন ব্যক্তির দুনিয়ায় থাকাত অস্বীকার এবং তার সুসংবাদ
প্রাপ্ত হওয়া ১৮

শহীদদের প্রতি আল্লাহ্র সম্বোধন ১৮

শাহাদাতের কষ্ট পিঁপড়ায় দংশন করার সমতুল্য হয়ে থাকে ২০

কবরের শাস্তির বিস্তারিত বর্ণনা ২০

কবরে শাস্তি প্রদানকারী সাপ ২১

কবরে শাস্তির কারণে মৃতের চিৎকার এবং লোহার গদা দ্বারা
তাকে প্রহার ২১

পরনিন্দা এবং প্রস্রাব থেকে অসতর্কতার দরুন কবরে আযাব হয়ে থাকে ২৩

www.pathagar.com

কতিপয় বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ আযাব ২৪
মৃত্যুর সাথে যমীনের কথাবার্তা ২৬
কবরের আযাব থেকে অব্যাহতি লাভকারী ২৭
সূরা মুল্‌ক ও আলিফ লাম সিজদা তিলাওয়াতকারী ২৮
পেটের অসুখে মৃত্যুবরণকারী ২৯
জুমু'আর রাতে কিংবা দিনে মৃত্যুবরণকারী ২৯
রমযান মাসে মৃত্যুবরণকারী ২৯
যিনি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান ৩০
মুজাহিদ, রিবাত পালনকারী এবং শহীদ ৩০
এক ব্যক্তিকে মাটি কবুল করেনি ৩১
বরযখে সকালে সন্ধ্যায় জান্নাত অথবা জাহান্নাম পেশ করা হবে ৩২
হুযূর (স.)-এর নিকট তাঁর উম্মতের কার্যাবলীর একটি ফিরিস্তি পেশ করা হয় ৩২
বরযখে আম্বিয়া (আঃ) জীবিত ৩৩
উহুদের যুদ্ধের কোন কোন শহীদের দেহ কয়েক বছর পরও যথাযথ অবস্থায় পাওয়া গেছে ৩৬

জাহান্নামের অবস্থাসমূহ ৩৮—৬৬
জাহান্নামের গভীরতা ৩৮
জাহান্নামের প্রাচীরসমূহ ৩৮
জাহান্নামের তোরণসমূহ ৩৯
জাহান্নামের আগুন ও অন্ধকার ৩৯
জাহান্নামের শাস্তির পরিমাণ ৪০
জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাস ৪০
জাহান্নামের ইন্ধন ৪২
জাহান্নামের স্তরসমূহ ৪৩
জাহান্নামের একটি বিশেষ গর্দান ৪৪
অগ্নিনির্মিত স্তরসমূহের মধ্যে পরিবেষ্টিত রাখা হবে ৪৪
জাহান্নামের নির্ধারিত ফিরিশতাদের সংখ্যা ৪৫
জাহান্নামের গোস্বা, ক্রোধ, চিৎকার জাহান্নামীদেরকে উচ্চস্বরে আহ্বান করা এবং জাহান্নামীদের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপকরণ ৪৬
জাহান্নামের বাগডোর (লাগাম) এবং তার টানার ফিরিশতা ৪৮
জাহান্নামের সাপ ও বিচ্ছু ৪৯
জাহান্নামে মৃত্যু আসবে না এবং শাস্তি লাঘব করা হবে না ৫০

www.pathagar.com

জাহান্নামের শব্দ আরও আছে কি ? ৫০
ধৈর্য ধারণ করলেও শাস্তি থেকে অব্যাহতি মিলবে না ৫১
জাহান্নামীদের পানাহার অর্থাৎ আগুনের কাঁটা ৫১
গিসলীন ঃ ক্ষতস্থানের নিঃসৃত স্রাব ৫২
যাককুম ৫২
গাস্সাক (পুঁজ ও ক্ষত নিঃসৃত) স্রাব ৫৪
গলিত ধাতুর ন্যায় পানি ৫৫
পুজে নিঃসৃত পানি ৫৫
হামীম (ফুটন্ত পানি) ৫৫
গলায় আটককৃত খাদ্য ৫৬
শাস্তির বিভিন্ন পদ্ধতি ৫৭
'সাহ্র' অর্থাৎ গরম পানি ৫৭
মাকামি বা লৌহ নির্মিত গদা বিশেষ ৫৮
ত্বক পরিবর্তন ৫৮
ইলম গোপনকারীর শাস্তি ৫৯
মাদক দ্রব্য কিংবা নেশাগ্রস্ত বস্তু পানকারীর শাস্তি ৫৯
আমলবিহীন বক্তাদের শাস্তি ৬০
স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পানপাত্র ব্যবহারকারীদের শাস্তি ৬০
চিত্রকরদের শাস্তি ৬১
আত্মহত্যাকারীদের শাস্তি ৬১
দাম্ভিকের শাস্তি ৬১
রিয়াকার ইবাদতকারীর শাস্তি ৬২
'সাউদ' (আগুনের এক পাহাড়) ৬২
সিলসিলা (অত্যধিক লম্বা শিকল) ৬৩
তাওক (গলাবন্ধ) ৬৪
গন্ধকের কাপড় ৬৫
জাহান্নামের দারোগার ভর্ৎসনা ৬৬

জাহান্নামীদের অবস্থা ৬৮-৮৬

জাহান্নামীদের সংখ্যা ৬৮
জাহান্নামীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক ৬৮
জাহান্নামীদের কুৎসিত আকৃতি ৬৯
জাহান্নামীদের চোখের পানি ৭০
জাহান্নামীদের জিহ্বা ৭০

www.pathagar.com

জাহান্নামীদের দেহ ৭১
পুলসিরাত অতিক্রমকালে জাহান্নামে পতিত হওয়া ৭২
জাহান্নামে প্রবেশের অবস্থা ৭৩
জাহান্নামীদের প্রতি শয়তানের সম্বোধন ৭৫
পথভ্রষ্টকারীদের প্রতি জাহান্নামীদের রাগ ৭৭
জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিক-এর নিকট কাকুতি-মিনতি ৭৮
জাহান্নামীদের চিৎকার ও আহ্বান ৮০
জাহান্নামের শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ফিদ্ইয়া প্রদান ৮১
জান্নাতীদের উপহাস ৮২
চিন্তা ও উপদেশ গ্রহণ ৮৩
পরিশিষ্ট ৮৭-৮৮
দোযখ থেকে বাঁচার কতিপয় দোয়া ৮৭
শেষ লাইন ৮৭

ময়দানে হাশর ৮৯–১০০

উপসংহার ৯৯

কিয়ামত কাদের উপর আপতিত হবে ১০১–২৩২

কিয়ামতের নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে অবহিত করা হয় নাই ১০২
কিয়ামত আকস্মিকভাবে সংঘটিত হবে ১০৪
শিঙ্গা ও শিঙ্গায় ফুঁকদান ১০৫
সমগ্র বিশ্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে ১০৮
পাহাড়ের অবস্থা ১০৮
আকাশ ও পৃথিবী ১১০
চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি ১১৪
মানুষ কবর থেকে বের হবে ১১৬
উলঙ্গ ও লিঙ্গাগ্র-চর্মচ্ছেদন ব্যতীতই কবর থেকে উঠানো হবে ১১৬
সবাই কবর থেকে উঠে একত্রিত হওয়ার জন্য হাশরের দিকে ছুটবে ১১৭
কাফিরদেরকে মূক, বধির এবং অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে ১১৮
কাফিরদের চক্ষু নীল রঙের হবে ১১৯
কিয়ামত দিবসের হতবুদ্ধিতা ও অস্থিরতা ১২২
চেহারায় প্রফুল্লতা ও উদাসীনতা ১২৫
হাশরের মাঠে ঘামের বিপদ ১২৭
হাশরের মাঠে উপস্থিত জনতার বিভিন্ন অবস্থা ১২৮
ভিক্ষুকদের অবস্থা ১২৮
যে এক স্ত্রীর সহিত অবিচার করেছে ১২৮

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ভুলে গেছে ১২৯
বেনামাযীদের হাশর ১২৯
হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি ১২৯
হত্যাকারীর সাহায্যকারী ১৩০
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী ১৩০
আমীর অথবা বাদশা ১৩০
যাকাত অনাদায়ী ১৩১
কিয়ামতের দিন সবচেয়ে অধিক ক্ষুধা ১৩৩
দুমুখী ব্যাক্তির হাশর ১৩৩
স্বপ্নের মিথ্যা ব্যাখ্যাকারী ১৩৩
অপমানের পোশাক ১৩৩
ভূমি আত্মসাৎকারী ১৩৪
আগুনের লাগাম ১৩৪
ক্রোধ নিবারণকারী ১৩৪
উভয় হরমে মৃত্যুবরণকারী ১৩৪
যে ব্যক্তি হজ্জ পালন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ১৩৫
শহীদগণ ১৩৫
পূর্ণ আলো বিশিষ্ট লোক ১৩৫
মুয়ায্যিন ১৩৫
আল্লাহ্ প্রেমিকগণ ১৩৬
আরশের ছায়ার নীচে ১৩৬
নূরের মুকুটধারী ১৩৬
হালাল উপার্জনকারী ১৩৭
বন্ধু ও প্রতিবেশী কোন কাজে আসবে না ১৩৭
বন্ধু শত্রু হয়ে যাবে ১৩৮
সুচের বিনিময়ে সমস্ত জগত দিতে প্রস্তুত থাকবে ১৩৯
পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমনের দরখাস্ত ১৪০
নেতাদের প্রতি অভিশাপ ১৪১
নেতাদের অসন্তুষ্টি ১৪৪
হাশরের মাঠে দু'জাহানের নেতা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উচ্চ মর্যাদার প্রকাশ ১৪৫
মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের পরিচিতি ১৪৯
হাউজে কাউসার ১৫০
উভয় জগতের নেতার হাউজের বৈশিষ্ট্য ১৫০

www.pathagar.com

সর্বপ্রথম হাউজে কাউসারে কে আসবে ? ১৫১
হাউজে কাউসার থেকে যাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হবে ১৫৩
নিজ নিজ পিতার নাম নিয়ে ডাকা হবে ১৫৪
কিয়ামত কাউকে করবে নীচু এবং কাউকে করবে উচু ১৫৪
প্রতিদান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ ১৫৬
পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞাসাবাদ ১৫৯
ফিরিশতাদের প্রতি সম্বোধন ১৬২
ফিরিশতাদের উত্তর ১৬২
মহানবী (স.)-এর উম্মতগণ হযরত নূহ (আঃ)-এর
উম্মতের বিপরীত সাক্ষী দেবে ১৬৩
মুশরিকরা অস্বীকার করবে যে, তারা মুশরিক ছিল না ১৬৬
তারা যাদের পূজা করত তারাও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে ১৬৭
হযরত ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে ১৬৭
হযরত ঈসা (আঃ)-এর উত্তর ১৬৮
হিসাব, কিতাব, কিসাস, মিজান ১৬৯
নিয়ত অনুযায়ী মীমাংসা ১৬৯
নামাযের হিসাব ও নফলের বিরাট উপকারিতা ১৭২
বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশকারী ১৭২
সহজ হিসাব ১৭৩
কঠিন হিসাব ১৭৪
মুমিনের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ১৭৪
কোন মাধ্যম এবং আবরণ ছাড়াই আল্লাহ্‌র কাছে
জবাবদিহি করতে হবে ১৭৪
কারো উপর জুলুম করা হবে না, অণুপরিমাণ
খারাপ ভালোও উপস্থিত করা হবে ১৭৫
বান্দার অধিকার ১৭৬
সৎ ও অসৎ কার্য দ্বারা লেনদেন করা হবে ১৭৬
কিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিঃস্ব ১৭৭
পিতা-মাতাও হক ছেড়ে দিতে সম্মত হবে না ১৭৮
সর্বপ্রথম অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৭৮
চতুষ্পদ প্রাণীর বিচার মীমাংসা ১৭৯
প্রভু ও গোলামের ন্যায়বিচার ১৮১
জিনদের প্রতি সম্বোধন ১৮২

www.pathagar.com

অপরাধের অস্বীকৃতিতে সাক্ষী দ্বারা অপরাধ প্রমাণ
এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য ১৮৪
ভূমির সাক্ষী ১৮৬
আমলনামা ১৮৬
আমলনামায় সব কিছু থাকবে, অপরাধীরা আতঙ্কিত হবে
ও অপেক্ষা করতে থাকবে ১৮৭
আমলনামা বণ্টন ১৮৮
আমলনামা হস্তগত হলে সৎকর্মশীলরা চরম আনন্দিত
এবং অপরাধীরা পরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে ১৮৯
আমলের পরিমাপ ১৯১
একজন লোকের আমলের ওজন ১৯৪
সবচেয়ে অধিক ওজনযোগ্য আমল ১৯৫
কাফিরদের সৎকর্ম ওজন দেওয়া হবে না ১৯৫
আল্লাহ্র অনুগ্রহে ক্ষমা করা হবে ১৯৯
প্রত্যেক ব্যক্তি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে ২০০
শাফা'আত ২০০
সতর্কবাণী ২০৪
মু'মিনদের শাফা'আত ২০৪
অভিশাপ দ্বারা শাফ'আতের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হবে ২০৫
মুজাহিদের শাফা'আত ২০৫
পিতা-মাতার জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের সুপারিশ ২০৫
হাফেজে কুরআনের শাফা'আত ২০৬
সতর্কবাণী ২০৬
রোযা ও কুরআনের শাফা'আত ২০৭
গোড়ালির ঔজ্জ্বল্য, পুলসিরাত, আলো বণ্টন কাফির মুশরিক
ও মুনাফিকদের সীমাহীন বিপদ ২০৭
আলো বিতরণ ২০৮
পায়ের গোড়ালীর ঔজ্জ্বল্য ২১১
উভয় জগতের মুকুটধারী (স.) বেহেশতের দ্বার উন্মুক্ত করবেন ২১৭
লোক দলে দলে বেহেশতে ও দোযখে প্রবেশ করবে ২১৭
দোযখীরা পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দেবে ২২০
দোযখীদের এক আকস্মিক হতবুদ্ধিতা ২২০
নিজের অনুগতদের সম্মুখে শয়তান কি নিজকে দোষী হিসাবে পেশ
করবে ২২১

www.pathagar.com

সর্ব প্রথম উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সংখ্যায় তারা সর্বাধিক হবে ২২২
হিসাব বুঝাতে গিয়ে মালদাররা দেরীতে জান্নাতে প্রবেশ করবে ২২৩
অধিকাংশ নারী ও মালদার জাহান্নামী হবে ২২৪
জান্নাতবাসীকে জাহান্নাম এবং জাহান্নামবাসীকে জান্নাত দেখানো হবে ২২৫
জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই পরিপূর্ণ হবে ২২৬
দোযখগামীদের পরিমাণ ২২৬
কিয়ামত দিবসের পরিমাণ ২২৭
মৃত্যুর মৃত্যু ২২৮
আ'রাফবাসী ২২৯

বেহেশতের বিবরণ ২৩৩—৩৩৪

জান্নাত কিসের তৈরী ২৩৩
জান্নাতের বিস্তৃতি ২৩৩
জান্নাতের তোরণদ্বার ২৩৪
জান্নাতে প্রবেশকারী দুটি দল ২৩৭
জান্নাতে সসম্মানে প্রবেশাধিকার. ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে সালাম, অভ্যর্থনা, মুবারকবাদ জ্ঞাপন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে চিরস্থায়ী-ভাবে অবস্থানের ঘোষণা ২৪১
প্রবেশের পর মুবারকবাদ ২৪২
জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতবাসীদের কৃতজ্ঞতাসূচক বাণী ২৪৩
প্রবেশের পর জান্নাতীদের প্রথম নাশতা ২৪৪
জান্নাতবাসীদের আকৃতি, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য ২৪৬
জান্নাতীদের দাঁড়ি হবে না এবং তাদের চক্ষুযুগল সুরমা মাখা হবে ২৪৮
জান্নাতীদের সুস্থতা ও যৌবন শক্তি ২৪৯
জান্নাতীদের বয়স ২৫০
জান্নাতের উদ্যান ও বৃক্ষরাজি ২৫১
জান্নাতের ফলমূল ২৫৫
জান্নাতে কৃষিকার্য ২৬০
জান্নাতের নহরসমূহ ২৬১
কাউসার নামক নহর ২৬৩
জান্নাতের ঝরনাসমূহ ২৬৫
জান্নাতের পানীয় দ্রব্যাদি ২৬৬
জান্নাতের বিহঙ্গকুল ২৬৯

www.pathagar.com

জান্নাতীদের পানপাত্র ২৭২
জান্নাতের পানীয় দ্রব্যে নেশা হবে না এবং তাতে মাথাব্যথাও হবে না ২৭৩
জান্নাতীদের বাহন (সাওয়ারী) ২৭৪
জান্নাতীদের পারস্পরিক সম্প্রীতি ২৭৫
জান্নাতীদের অন্তরঙ্গতা ২৭৬
জান্নাতীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার ২৭৭
জান্নাতীদের মুকুট ২৮১
জান্নাতীদের বিছানা ২৮১
জান্নাতীদের আসন ২৮৩
চিরকিশোর ও পরিচর্যাকারী বালকবৃন্দ ২৮৫
জান্নাতের পূত-পবিত্রা সহধর্মিণীগণ ২৮৮
জান্নাতী স্ত্রীদের সৌন্দর্য ও অন্যান্য অবস্থা ২৮৯
হুর-ঈন (আয়াতলোচনা হুর বালা) ২৯২
আয়তলোচনা হুরদের বিশেষ দোয়া এবং স্বামীদের প্রতি সহমর্মিতা ২৯৪
জান্নাতে হুর-ঈনদের সঙ্গীত ২৯৬
একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী ২৯৬
পৌরুষ শক্তি ২৯৮
জান্নাতের বাজার যেখানে আল্লাহ্‌র দর্শন পাওয়া যাবে এবং সৌন্দর্য ও রূপলাবন্য বৃদ্ধি পাবে ৩০০
জান্নাতের সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত আল্লাহ্‌র দর্শন ৩০২
অপরাধী মুসলমানদের দোযখ থেকে মুক্তিলাভ ও জান্নাতে প্রবেশ ৩০৫
সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতী ৩০৮
জান্নাতীরা জান্নাতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, সেখানে মৃত্যু ও নিদ্রা নেই ৩১৫
চাহিদা পূরণের সামগ্রিক বস্তু জান্নাতে পাওয়া যাবে ৩১৭
জান্নাতী ব্যক্তিকে জান্নাত থেকে বের করা হবে না, এবং সে নিজেও অন্যত্র যাওয়া পসন্দ করবে না ৩১৮
আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রেযামন্দীর আহবান ৩১৮
জান্নাতে মর্যাদার স্তরসমূহ ৩১৯
জান্নাতের বালাখানাসমূহ ৩২১
জান্নাতের তাঁবু ও গম্বুজ ৩২২
জান্নাতের মওসুম ৩২৩

www.pathagar.com

জান্নাতে মহা সুখ-স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে অবসন্ন ও দুঃখিত হবার মত কোন ব্যাপার নেই ৩২৫
জান্নাতীদের কিছু বৈঠক ও আলাপ আলোচনা ৩২৬
জান্নাতীদের অভিবাদন হবে সালাম সালাম ৩২৮
জান্নাতের নিয়ামতরাজির অবস্থা ও পরিমাণ দুনিয়ায় অনুধাবন করা যায় না ৩২৯
জান্নাতের সুঘ্রাণ ৩৩০
জান্নাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী কেউ আছে কি? ৩৩১
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র ৩৩৪

www.pathagar.com

মৃত্যুর অন্তরালে

www.pathagar.com

ভূমিকা

الحمد لله رب العلمين والصلوة على خير خلقه سيدنا
محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه هداة الدين
المتقين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين —

রসূলে করীম (স.)-এর বাণীসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তিদের যদিও আমরা মুর্দা মনে করে থাকি, প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত যদিও তাদের জীবন আমাদের জীবন থেকে ভিন্নতর। হুযূর আকরাম (স.) ইরশাদ করেনঃ মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে হাড় বিচ্ছিন্ন করা, জীবিত ব্যক্তির দেহ থেকে হাড় বিচ্ছিন্ন করার মতই।

একদা সারোয়ারে দো'আলম হযরত রসূল (স.) হযরত আমর ইবনে হাজম (রাঃ)-কে একটি কবরের সাথে ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট দেখতে পেয়ে ইরশাদ করেন, "এই কবরবাসীকে কষ্ট দিও না।" —মিশকাত শরীফ

মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে মানুষকে তাৎক্ষণিকভাবে কবরে রাখা না হলেও কিংবা আগুনে ভস্মীভূত করা না হলেও সে এ পৃথিবী থেকে স্হানান্তরিত হয়ে আলমে বরযখে পেঁাছে যায়; তার মধ্যে উপলব্ধি ও অনুভূতি জাগ্রত হয়। রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ যখন মৃত-দেহ (চারপায়া, খাট ইত্যাদির উপর) রাখা হয় এবং কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে লোকেরা তাকে উঠায়, তখন সে যদি পুণ্যবান হয়, বলতে থাকে, 'আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল, আর যদি সে পাপী হয় তাহলে পরিবার-পরিজনদের বলতে থাকে, 'হায়রে পোড়া কপাল! আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? অতঃপর তিনি ইরশাদ করেনঃ মানুষ ব্যতীত প্রত্যেক প্রাণীই তার আওয়াজ শুনতে পায়। যদি মানুষ তা শুনতে পেতো তাহলে অবশ্যই সংজ্ঞা হারাত। —বুখারী শরীফ

মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কালকে বরযখ বলা হয়। 'বরযখ' শব্দের আভিধানিক অর্থ পর্দা, অন্তরায়। যেহেতু এই সময়কাল দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে একটি যবনিকা সদৃশ, তাই একে বরযখ বলা যায়

www.pathagar.com

সাধারণত মানুষ মৃতদেহকে দাফন করে। তাই হাদীসসমূহে বরযখের শান্তি ও শাস্তির ব্যাপারে 'কবর' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, যাদের আগুনে ভস্মীভূত করা হয়েছে কিংবা যারা পানিতে ডুবে মারা গিয়েছে তারা বরযখে জীবিত থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে আযাব ও প্রতিদানের সম্পর্ক আত্মার সাথে। আর এটাও স্মরণ রাখার মত যে, আল্লাহতা'আলা ভস্মীভূত অণু-পরমাণুকে একত্রিত করে শাস্তি ও প্রতিদান দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

হাদীস শরীফে উক্ত হয়েছে যে, প্রাচীনকালে এক ব্যক্তি অনেক কুকর্ম করেছিল। মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে সে তার সন্তানদেরকে ডেকে অসিয়ত করলো, 'আমি মরে গেলে আমাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলো আর ভস্মের অর্ধাংশ স্থলভাগে উড়িয়ে দেবে এবং বাকী অর্ধাংশ সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। অসিয়ত করার পর সে আরো বললো, 'যদি আল্লাহ্ আমার উপর শক্তিধর হন এবং এত কিছু সত্ত্বেও আমাকে জীবিত করেন তাহলে আমাকে অবশ্যই এত কঠিন শাস্তি দেবেন, যা বিশ্বের অন্য কাউকে দেওয়া হবে না। সে যখন মারা গেল, সন্তানেরা তার অসীয়ত অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করলো।

তখন আল্লাহ্তা'আলা সমুদ্রকে নির্দেশ দিলেন, ঐ ব্যক্তির শরীরের সমস্ত অণু-পরমাণু একত্রিত কর। সমুদ্র তার অভ্যন্তরে নিক্ষেপিত কণাগুলোকে একত্রিত করলো। অনুরূপভাবে স্থলভাগকেও আল্লাহ্তা'আলা নির্দেশ দিলেন। স্থলভাগও সে নির্দেশ অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির অণুগুলোকে জমা করলো। আল্লাহ্তা'আলা অণু-পরমাণু থেকে ঐ ব্যক্তিকে জীবিত করলেন। অতঃপর তাকে বললেন, "তুমি এমন অসিয়ত করলে কেন? সে আরয করলে, হে আমার প্রভু, আপনার শাস্তির ভয়ে আমি এরূপ করেছি এবং আপনি এ বিষয়ে সমধিক জ্ঞাত। এর পর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। —বুখারী ও মুসলিম শরীফ

হাদীস শরীফের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ঈমানদার ব্যক্তিরা বরযখে একে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তারা এই নশ্বর পৃথিবী থেকে গমনকারীদের জিজ্ঞাসা করেন, 'অমুক ব্যক্তির অবস্থা কি? অমুক ব্যক্তি কেমন আছে?'

www.pathagar.com

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলতেন: যখন কোন ব্যক্তি ইনতিকাল করে তখন আলমে বরযখে তার সন্তানেরা তাকে এমন ভাবে অভ্যর্থনা করে যেমনভাবে পৃথিবীতে দূরদেশ থেকে আগমন-কারীদের অভ্যর্থনা করা হয়।

হযরত সাবিত বানানী (রাঃ) বলতেন: যখন কোন ব্যক্তি ইনতিকাল করে, তখন বরযখে তার পূর্বগামী মৃত আত্মীয়-স্বজন তাকে ঘিরে দাঁড়ায় এবং তারা পরস্পর মিলিত হয়ে পৃথিবীতে দূরদেশ থেকে আগমনকারীদের সাথে মিলিত হওয়ার চাইতে বেশী আনন্দ উপভোগ করে। —ইবনে আবিদ দুনিয়া

হযরত কায়েস ইবনে কাবীসা (রাঃ) বলেন, রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, অবিশ্বাসী ব্যক্তিদেরকে অন্য মৃতদের সাথে কথাবার্তা বলার অনুমতি দেওয়া হয় না। জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! মৃত ব্যক্তিরা কি কথা বলতে পারবে?" ইরশাদ করলেন, "হ্যাঁ, তারা একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারবে।" মুমিন-জননী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে এবং তার নিকট বসে, কবরবাসী তার সালামের উত্তর দেয় এবং তার সাথে ভাব করে যতক্ষণ না যিয়ারতকারী সেখান থেকে চলে যায়। —ইবনে আবিদ দুনিয়া

হযরত উম্মে বাশার (রাঃ) বলেন, "আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল, মৃত ব্যক্তিরা কি একে অপরকে চিনতে পারবে? তিনি বললেন: তোমার মঙ্গল হোক, পরিতৃপ্ত আত্মা জান্নাতে সবুজ পাখির অবয়বে বিচরণ করবে। অতএব পাখিরা পরস্পর মিলিত হতে পারলে আত্মারাও নিশ্চয়ই একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারবে। —ইবনে সাদ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়া আরম্ভ করল কিন্তু সম্পূর্ণ কুরআন পাঠের পূর্বেই ইনতিকাল করল (তখন), কবরে তাকে কুরআন পড়ানোর জন্য একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করা হবে। অতএব

www.pathagar.com

সে আল্লাহ্‌র সাথে এমতাবস্থায় মিলিত হবে যে, সমস্ত কুরআনই তার কণ্ঠস্থ। —শওকে ওয়াতন

যারা ভাল কাজের মধ্যে জীবন নির্বাহ করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, এ পার্থিব জগতের সাথে তাদের অন্তর সম্পৃক্ত হয় না। তারা মৃত্যুকে পার্থিব জীবনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আর যারা অসৎ কর্মে লিপ্ত তারা মৃত্যুকে ভয় করে থাকে। সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক হযরত আবু হাজম (রাঃ)-এর নিকট আরয করলেন, 'আপনি বলুন আমরা মৃত্যুকে কেন ভয় করি?' তিনি বললেন; 'মৃত্যুকে ভয় করার কারণ হলো, তোমরা পৃথিবীকে আবাদ করেছ এবং আখিরাতকে ধ্বংস করে দিয়েছ। তাই আবাদী থেকে ধ্বংস-প্রাপ্ত স্থানে যাওয়া পছন্দ করো না। সুলায়মান বললেন, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন।

কবরের জীবনের প্রতি যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং নিজের সৎ কার্যাবলীর বিনিময়ে সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার প্রত্যাশা আছে, সে মনে করে যে, যখন এ পৃথিবীর বন্ধু-বান্ধব ও স্বজনদের ছেড়ে চলে যাবো তখন বরযখে আত্মীয়-স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের সাথে মিলবো। অত-এব সে মৃত্যুকে ভয় করবে কেন এবং পার্থিব জীবনকে বরযখের উপর প্রাধান্যই বা দেবে কেন? রসূল (স.) ইরশাদ করেনঃ মানুষ জীবিত থাকাকেই পছন্দ করে এমতাবস্থায় যে, মৃত্যুই তার জন্য শ্রেষ্ঠ (যদি সে মুমিন ও সৎকর্মশীল হয়) —বায়হাকী

কোন কোন বর্ণনায় আছে, রসূল করীম (স.) মৃত্যুকে মুমিন ব্যক্তির উপহার বলে আখ্যায়িত করেছেন (মিশকাত)। তিনি আরও বলেছেন, মানুষ মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ মৃত্যু ফিতনার চাইতে উত্তম। যত তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয় তত তাড়াতাড়ি পার্থিব বিশৃঙ্খলা থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। —মুসনাদে আহমদ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন দুনিয়া থেকে মানুষের ইন্তিকাল যেন মায়ের পেট (সংকীর্ণ ও অন্ধ-কার) থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে দুনিয়ার আয়েশ-আরামের মধ্যে শিশুর আগমন। —তিরমিযী

www.pathagar.com

মোটকথা, মৃত্যু মুমিনের জন্য অত্যন্ত ভাল জিনিস। তবে তাকে অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণ ও আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলো ঠিক করে নিতে হবে। যারা সৎ জীবন যাপন করেন তারা মৃত্যুকে পার্থিব জীবনের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং এখানকার মুসীবত ও অস্থিরতা থেকে অব্যাহতি লাভ করে অতি সত্তর পরম প্রশান্তিময় ও আরামপ্রদ চিরস্থায়ী জীবন লাভের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন।

একদা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" তিনি বললেন, 'বাজারের উদ্দেশ্যে।' তিনি বললেন, যদি সম্ভব হয় আমার জন্য মৃত্যু কিনে নিয়ে আসবে। একথার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এ পৃথিবীতে থাকা আমার আর পছন্দ নয়। যদি মূল্য দিয়েও মৃত্যু পাওয়া যায়, তাহলে আমার জন্য কিনে নিয়ে আসবেন।

হযরত খালিদ ইবনে মা'দান (রাঃ) বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি ঘোষণা করত, যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম অমুক জিনিসটি স্পর্শ করবে সে তখনই মারা যাবে, তাহলে আমার আগে সে বস্তুটি কেউ স্পর্শ করতে পারত না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি আমার চাইতে দ্রুত দৌড়াতে পারে এবং আমার আগে সেখানে পৌঁছে যায় তাহলে সেট স্বতন্ত্র কথা।

—শরহে সুদূর

www.pathagar.com

বরযখের অবস্থাসমূহ

মৃত্যুর সময় এবং পরে মু'মিন ব্যক্তিদের সম্মান

হযরত বারা বিন আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা আমরা রসূল (স.)-এর সাথে এক আনসারীর জানাযার উদ্দেশ্যে কবরস্থানে গমন করি। কবর পর্যন্ত পৌঁছে দেখতে পেলাম, তখনও লাহাদ (এক প্রকার কবর) বানানো হয়নি। এ কারণে নবী করীম (স,) বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারদিকে এমন সৌজন্য সহকারে বসে পড়লাম, যেন পাখিরা আমাদের মাথার উপর (কাষ্ঠখণ্ড মনে করে) বসে আছে।"

রসূল (স.) হস্ত মুবারকে একটি কাঠের ছড়ি ছিল যার দ্বারা তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন (যা কোন চিন্তাযুক্ত ব্যক্তি করে থাকেন)। তিনি মাথা তুলে ইরশাদ করলেন, কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও। দুই কিংবা তিনবার তিনি একথাটি বললেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই মু'মিন ব্যক্তি যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় এবং পরকালের দিকে রওনা হয় তখন তার নিকট আসমান থেকে ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়, যাদের গৌরবর্ণ আকৃতি সূর্যের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল। তাদের সাথে জান্নাতী কাফন থাকে এবং জান্নাতের সুগন্ধিও থাকে। ফিরিশতাদের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, যতদূর পর্যন্ত তার দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত তাদের উপবিষ্ট দেখা যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত হযরত আযরাঈল (আঃ) তার শিয়রে এসে বসেন এবং বলতে থাকেন, হে পবিত্রাত্মা! আল্লাহ্র ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে এসো। সুতরাং তার রূহ্ পাত্র থেকে প্রবাহিত পানি বিন্দুর বাইরে গড়িয়ে পড়ার ন্যায় অতি সহজে দেহ থেকে বের হয়ে আসে। অতঃপর মৃত্যুদূত হযরত আযরাঈল (আঃ) সেটাকে হাতে নেন। কিন্তু অন্যান্য ফিরিশতা (যারা দূরে অবস্থান করছিল) সেটাকে এক পলকের জন্যও তার হাতে থাকতে দেয় না। বরং সেটাকে কাফন ও সুগন্ধির মধ্যে রেখে

---

১. এমন মৌনতা অবলম্বন করে আমরা বসে গেলাম যেন আমাদের মধ্যে কোন নড়াচড়া ছিল না। পাখিরা অচেতন বস্তুর উপর বসে থাকে। হযরত সাহাবা-ই-কিরামদের এই অবস্থা হাদীস শোনার সময় বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয় ছিল।

www.pathagar.com

আসমানের পানে ছুটে চলে। এ সুগন্ধি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছেঃ ভূপৃষ্ঠে যে উত্তম সুগন্ধিযুক্ত কস্তুরী পাওয়া যায় এটা তারই অনুরূপ।

অতঃপর হুযুর (স.) ইরশাদ করেন, সেই আত্মাকে কোলে নিয়ে ফিরিশতারা আসমানের দিকে রওনা হয় যে ফিরিশতাদের কাছ দিয়েই যারা যায়, তারাই প্রশ্ন করে এ কোন্ পবিত্র আত্মা? বাহক ফিরিশতা সেই ভাল নামেই তাকে সম্বোধন করে, যে নামে তাকে দুনিয়াতে ডাকা হতো, অর্থাৎ অমুকের পুত্র অমুক। এভাবে প্রথম আসমানে তারা পেঁছে এবং তাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এভাবে বাহকরা তাকে নিয়ে সপ্ত আসমান পর্যন্ত পেঁছে। প্রত্যেক আসমানের নৈকট্যপ্রাপ্তগণ দ্বিতীয় আসমান পর্যন্ত তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। (এভাবে সমস্ত আসমান পর্যন্ত তাকে নিয়ে যাওয়া হয়) তখন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ আমার বান্দার আমলনামায় 'ইল্লিন, লিখে দাও এবং তাকে নিয়ে যমীনে চলে যাও। কেননা মানবকুলকে আমি মৃত্তিকা থেকেই সৃষ্টি করেছি এবং সেখানেই ফিরিয়ে নেব এবং সেখান থেকেই পুনরায় জীবিত করবো। সুতরাং তার আত্মাকে তার দেহের সাথে সংযুক্ত করে দাও। এর পর দু'জন ফিরিশতা তাকে বসাবে এবং জিজ্ঞেস করবে, তোমার রব কে? সে উত্তরে বলবে, আমার রব আল্লাহ্তা'আলা। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার দীন কি? সে উত্তরে বলবে, আমার দীন ইসলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার কাছে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে? সে উত্তরে বলবে, তিনি আল্লাহ্র রসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার আমল কি ছি'ল? সে বলবে, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি, সেটাকে বিশ্বাস করেছি এবং সত্য বলে জেনেছি। এরপর একজন আহ্বায়ক আসমান থেকে উচ্চস্বরে বলবে (যা আল্লাহ্রই আহবান) আমার বান্দা সত্য বলেছে। অতএব তার জন্য জান্নাতী বিছানা বিছিয়ে দাও এবং জান্নাতী কাপড় পরিয়ে দাও। আর তার জন্য জান্নাতের একটি দ্বার খুলে দাও অতএব তার জন্য জান্নাতের একটি দ্বার খুলে দেওয়া হবে। যা দিয়ে জান্নাতের সুখ-সমৃদ্ধি সুগন্ধি আসতে থাকবে এবং তার কবর ততদূর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যতদূর তার

www.pathagar.com

দৃষ্টি যায়। এরপর তার কাছে উত্তম পোশাক পরিহিত, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরম সুশ্রী এক ব্যক্তি এসে বলবেন, 'সুসংবাদ নাও' এটা সেই দিন যার অঙ্গীকার তোমার সাথে করা হয়েছিল।' সে (মৃত) বলবে, আপনি কে? আপনার চেহারা প্রকৃত প্রস্তাবে খুবই মানানসই এবং আপনি প্রকৃতই উপযুক্ত সুসংবাদদাতা। সে বলবে, আমি তোমার নেক আমল। এরপর সে (মৃত) আনন্দচিত্তে বলে উঠবে, 'হে আমার প্রভু, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হোক যাতে করে আমি আমার পরিবারবর্গ ও ধন-সম্পদের কাছে পেঁৗছে যেতে পারি।[১]

কাফির ব্যক্তির লাঞ্ছনা

কাফির ব্যক্তি মৃত্যুর পর যখন আখিরাতের দিকে রওনা হবে, তখন আসমান থেকে একজন কৃষ্ণবর্ণ ফিরিশতা মোটা কাপড় নিয়ে তার কাছে আসবে এবং তার দৃষ্টির আওতার মধ্যেই বসবে। অতঃপর আযরাঈল (আঃ) আসবেন এবং তার মাথার উপরই বসে যাবেন। তিনি বলবেন,' হে হতভাগ্যা। তুমি আল্লাহ্‌র রোষানলের দিকে ধাবিত হচ্ছো। এ কথা শুনে তার আত্মা এদিক সেদিক পলায়ন করতে চাবে। অতঃপর হযরত আযরাঈল (আঃ) তার আত্মা দেহ থেকে এভাবে বের করে নেবেন, যেভাবে মাংস ভুনার শিক ভিজা পশম দ্বারা পরিষ্কার করা হয় (অর্থাৎ জবরদস্তি করে তার আত্মা দেহ থেকে বের করে নেওয়া হবে)। অতঃপর আযরাঈল (আঃ) তার আত্মাটি হাতে নেন। কিন্তু অন্য ফিরিশতারা চোখের পলক ফিরানোর সময়টুকুও তাকে দেয় না। অবিলম্বে তাকে চট দ্বারা—যা তাদের সাথে থাকে—আচ্ছাদিত করে ফেলে। আর ঐ চট থেকে এরূপ দুর্গন্ধ আসবে যেরূপ দুর্গন্ধ আসে গলিত শবদেহ থেকে। ঐ ফিরিশতা তাকে নিয়ে আসমানের উদ্দেশ্যে রওনা হবে এবং যাদের কাছেই পেঁৗছবে তারাই বলবে এ কোন হতভাগার আত্মা? তারা তাকে ঐ নিকৃষ্টতম নামে ডাকবে যে নামে সে দুনিয়াতে খ্যাত ছিল-অর্থাৎ অমুকের পুত্র অমুক। তারা তাকে নিয়ে ঊর্ধ্ব আসমানের দিকে রওনা হলে তার জন্য ঐ আসমানের দ্বার খুলে দেওয়া হবে না।

---

১. উহার দ্বারা জান্নাতের হুর ও নিয়ামতরাজির কথা বোঝান হয়েছে। —মিরকাত

www.pathagar.com

এ পর্যায়ে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط ـ

তাদের জন্য আসমানের দ্বার খুলে দেওয়া হবে না এবং তারা (কস্মিনকালেও) জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যতক্ষণ না উট সূচের ছিদ্র দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। যেহেতু উট সূচের ছিদ্র দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না, তাই তারাও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।—আরাফ ঃ ৪০

অতঃপর আল্লাহ পাক ইরশাদ ফরমাবেন, তার আমলনামায় সিজ্জীল লিখে দাও যা যমীনের সর্ব নিম্ন দেশে অবস্থিত। অতএব ওখান থেকে তার আত্মা নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর হুযূর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন ঃ

ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوى به الريح فى مكان سحيق ـ

এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করলো তার অবস্থা হলো এই যে, সে যেন আকাশ থেকে নীচে পড়ে গেল। অতঃপর পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বায়ু তাকে অন্যত্র কোথাও এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো। —হজ্জ ঃ ৩১

অতঃপর আত্মাকে তার দেহের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তার কাছে দু'জন ফিরিশতা এসে তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমার প্রভু কে।' সে বলবে, 'হায় হায়। আমার তো তা জানা নেই।' অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'তোমার ধর্ম কি ছিল?' সে 'বলবে, হায়-হায়। আমার তো তা জানা নেই।' অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, "এই ব্যক্তি কে, যিনি তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন?' সে বলবে, 'হায় হায়। আমার তো তা জানা নেই।' যখন এ প্রশ্নোত্তরের প্রসঙ্গ শেষ হবে, তখন একজন আহবায়ক তাকে ডেকে বলবে, 'সে মিথ্যা

www.pathagar.com

বলেছে। তার নীচে দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোযখের একটি দ্বার তার জন্য খুলে দাও।' সুতরাং দোযখের দরজা খুলে দেওয়া হবে। ফলে দোযখ থেকে উষ্ণ বায়ু আসতে থাকবে এবং তার কবরকে সঙ্কুচিত করে দেওয়া হবে। এমন কি, তার পাঁজর বিধ্বস্ত হয়ে একটির সাথে অন্যটি জড়িয়ে যাবে। তখন দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় পরে এক ব্যক্তি আসবে। তার দেহ থেকে দুর্গন্ধ আসতে থাকবে। ঐ ব্যক্তি তাকে বলবে, 'দুঃসংবাদ নাও। এটা ঐ দিন যে সম্পর্কে তোমার সাথে অঙ্গীকার করা হয়েছিল। সে (মৃত) বলবে, তুমি কে? নিশ্চিত ভাবে বলছি, তোমার চেহারাই এ উপযোগী যে, তুমি এরূপ দুঃসংবাদ শোনাবে। সে বলবে, 'আমি তোমার বদ আমল।' এ কথা শুনে সে (কিয়ামতের দিবসে অধিকতর শাস্তির ভয়ে) বলবে, হে আমার প্রভু! কিয়ামত যেন সংঘটিত না হয়।' —মিশকাত

এক বর্ণনায় আছে, যখন কোন মুমিন মৃত্যুবরণ করে তখন আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে এবং আসমানে অবস্থানকারী ফিরিশতারা তার প্রতি রহমত পাঠিয়ে থাকে। আর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দরজায় নিয়োজিত ফিরিশতা তার জন্য এই বলে দোয়া করে যে, তার বিদেহী আত্মাকে আমাদের নিকট থেকে নিয়ে যেন উপরে (ইল্লিনে) পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর কাফিরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের প্রাণ শিরা-উপশিরাসহ বের করা হয় এবং আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে এবং আসমানে অবস্থানকারী ফিরিশতারা তার উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করে থাকে। আর তার জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দরজায় নিয়োজিত ফিরিশতারা তার জন্য এই বলে বদ্‌দোয়া করে যে, তার বিদেহী আত্মা যেন আমাদের কাছ থেকে নিয়ে উপরে (ইল্লীনে) না পাঠানো হয়। —মিশকাত

কবরে মুমিন ব্যক্তির নামাযের ধ্যান

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, মু'মিন ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয়, তখন সে মনে করবে যে, সূর্য ডুবে যাচ্ছে। যখন তার দেহে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে তখন সে উঠে বসবে এবং

www.pathagar.com

ফিরিশতাদেরকে বলবে, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি নামায পড়বো।
—ইবনে মাজাহ.

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রাঃ) লিখেছেন ঃ মৃত ব্যক্তি ঐ সময়কে তার দুনিয়ার জীবন মনে করবে এবং বলবে, 'তোমরা প্রশ্নোত্তর রাখ এবং আমাকে ফরয নামায আদায় করতে দাও। কেননা নামাযের সময় চলে যাচ্ছে। তিনি আরো লিখেছেন, এ কথা কেবল ঐ ব্যক্তিই বলবে যে দুনিয়াতে নামাযী ছিল এবং সর্বদা যার অন্তরে নামাযের কথা জাগরূক ছিল।

এ থেকে বেনামাযীদের উপদেশ গ্রহণ করা উচিত এবং স্বীয় অবস্থাকে ঐ অবস্থার সাথে তুলনা করে দেখা উচিত। আর একথা খুব ভেবে দেখা উচিত, যখন প্রশ্ন করা হবে তখন কেমন হতাশার সৃষ্টি হবে।

কবরে মুমিনের নির্ভীক হওয়া এবং তার সম্মুখে জান্নাত পেশ করা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে মৃত মুমিন ব্যক্তি নির্ভীক চিত্তে বসবে, অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হবে। বলা হবে, তুমি দুনিয়ায় কোন্ ধর্মানুসারী ছিলে ? সে বলবে, 'আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'তোমার বিশ্বাস মতে এই ব্যক্তি কে (যিনি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন) ? সে বলবে, 'উনি হযরত মুহাম্মদ (স.) যিনি আল্লাহ্‌র মু'জিযা নিয়ে আমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করেছি। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হবে, 'তুমি কি আল্লাহ্‌কে দেখেছ ?' সে বলবে, দুনিয়াতে কেউ তো আল্লাহ্‌কে দেখতে পারে না। কাজেই আমি কিভাবে তাকে দেখবো ?"

অতঃপর দোযখের একটি আলোকরশ্মি তার দিকে খুলে দেওয়া হবে, যার মাধ্যমে সে দোযখ দেখতে পাবে। তখন দোযখের অগ্নিশিখা একটি অন্যটিকে খেতে থাকবে এবং তাকে বলা হবে—দেখ আল্লাহ পাক তোমাকে কেমন বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। অতঃপর তার সম্মুখে জান্নাতের একটি আলোকরশ্মি খুলে দেওয়া হবে, যার দ্বারা সে জান্নাত দেখতে পাবে। অতঃপর তাকে বলা হবে এ জান্নাতই তোমার বাসস্থান। তখন

www.pathagar.com

তাকে বলা হবে তুমি সত্যের উপর জীবন অতিবাহিত করেছ এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছ এবং এ অবস্থায়ই তোমাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে।

অতঃপর হুযূর (স.) ইরশাদ করেছেন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কবরে বসবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি দুনিয়াতে কোন্ ধর্মানুসারী ছিলে? সে জবাবে বলবে, এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। অতঃপর রসূলে করীম (স.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে—এই ব্যক্তি কে? জবাবে সে বলবে, এর ব্যাপারে আমি তাই বলেছি যা অন্য লোকেরা বলেছে। অতঃপর তার সম্মুখে জান্নাতের একটি আলোকরশ্মি খুলে দেওয়া হবে, যার দ্বারা সে জান্নাতের সার্বিক অবস্থা অবলোকন করবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'দেখ, আল্লাহ্ তোমাকে কি নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করলেন। অতঃপর তার সম্মুখে দোযখের একটি আলোকরশ্মি খুলে দেওয়া হবে, যার দ্বারা সে দোযখের ভয়াবহ অবস্থাদি অবলোকন করবে। তখন দোযখের অগ্নিশিখা একটি অপরটিকে ভক্ষণ করতে থাকবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, এই দোযখই তোমার বাসস্থান। তুমি সন্দিহান অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করেছ, সন্দিহান অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেছ এবং কিয়ামতের দিন সন্দিহান অবস্থায়ই উত্থিত হবে। —মিশকাত, ইবনে মাজা

মুমিন ব্যক্তিকে ফিরিশতা বলবে নব বরের ন্যায় নিদ্রা যাও এবং মুনাফিক ও কাফিরকে মাটির সাথে ধর্ষিয়ে দেওয়া হবে

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন হুযূর (স.) ইরশাদ করেছেন, মৃতকে যখন কবরে রাখা হয় তখন নীল চক্ষু বিশিষ্ট দুজন ফিরিশতা আসে। তাদের একজনকে মুনকার ও অপরজনকে নাকির বলা হয়। তারা মৃতকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল, যিনি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন? মৃত ব্যক্তি যদি মুমিন হয় তাহলে বলবে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল হযরত মুহাম্মদ (স.)। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই এবং নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রসূল। এ উত্তর শুনে ফিরিশতাদ্বয় বলবে, আমরা জ্ঞাত ছিলাম যে, তুমি এমন উত্তর দেবে। অতঃপর তার কবরকে সত্তর হাত প্রশস্ত করে দেওয়া হবে এবং আলোকিত করা হবে। অতঃপর তারা বলবে, 'এখন তুমি নিদ্রা যাও।' সে বলবে,

www.pathagar.com

"আমি আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমার অবস্থাদি জানাতে চাই।" তারা বলবে, "এখান থেকে ফিরে যাবার কোন নিয়ম নেই। তুমি দুলহানের ন্যায় শুয়ে থাক, যাকে তার স্বামী ছাড়া অন্য কেউ জাগাতে পারে না। এমন কি আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এই জায়গা থেকেই পুনরুত্থিত করবেন।

আর যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফিক অথবা সত্যত্যাগী হয় তাহলে সে মুনকার-নাকিরের প্রশ্নোত্তরে বলবে, "আমি অপরাপর লোককে যা বলতে শুনেছি তাই বলছি। অতিরিক্ত আমি কিছু জানি না। ফিরিশতাদ্বয় তাকে বলবে, 'আমরা তো জ্ঞাত ছিলাম যে, তুমি এ জবাব দেবে। অতঃপর যমীনকে বলা হবে তাকে কঠোরভাবে চাপা দাও। যমীন তাকে কঠোরভাবে চাপা দিতে থাকবে, যার ফলে তার পাঁজরের অস্থি এক দিকেরটা অন্যদিকে চলে যাবে। অতঃপর তার কবরে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে এমন কি কিয়ামত পর্যন্ত সে ঐ অবস্থায় থাকবে। —তিরমিযী

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, মুমিন ব্যক্তিকে কবরে আনন্দমুখর ও অনুভূতিশীল অবস্থায় রাখা হবে। এমন কি তার নামায পড়ারও ধ্যান হবে। সে ফিরিশতাদের প্রশ্নোত্তর নির্ভীক চিত্তেই দেবে। আর সে তার কুশলাদি জানানোর জন্য ফিরিশতাদের কাছে এই মর্মে আরযি করবে যে, আমাকে দুনিয়ায় যেতে দাও। বলা হবে এখানে এসে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে যাবার কোন বিধান নেই। তখন সে আনন্দচিত্তে কিয়ামত সংঘটিত হবার কথা বলবে যাতে জান্নাতী হবার পথ তাড়াতাড়ি সুগম হয়ে যাবে। যার উপর আল্লাহর দয়া ও অনুকম্পা থাকবে তার চেতনা যথাযথ থাকবে এবং আল্লাহ্ পাক তাকে সহীহ্ জবাব দেবার তওফীক দেবেন। সূরা ইবরাহীমে বলা হয়েছে :

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

وَفِي الْآخِرَةِ ـ

যারা শাশ্বত বাণীতে (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্) বিশ্বাসী তাদেরকে ইহ-পরকালে আল্লাহ্ তা'আলা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন। —সূরা ইবরাহীম : ২৭

www.pathagar.com

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেন, হুযুর সে ইরশাদ করেছেন, 'হে উমর, যখন তোমাকে দাফন করে সবাই চলে যাবে এবং তোমার নিকট পরীক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে দু'জন কঠোর স্বভাবের এবং বিদ্যুৎ চমকিত চক্ষু বিশিষ্ট ফিরিশতা এসে তড়িৎ প্রশ্নোত্তর চাইবে তখন তোমার কি অবস্থা হবে?' হযরত উমর (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল, তখন কি আমার বুদ্ধি-জ্ঞান থাকবে?' হুযুর (স.) বললেন, 'তোমার বুদ্ধি-জ্ঞান আজ যে রকম আছে তখনও এ রকমই থাকবে। একথা শুনে হযরত উমর (রাঃ) বললেন, 'তাহলে আমিও সামলে নেব।' —তাবারানী

মহান আল্লাহ্ পাক বরযখের শাস্তি সম্পর্কে তাঁর রসূলকে শুধু বলেন নি বরং তাঁকে চাক্ষুষ দেখিয়েছেন কেননা চাক্ষুষ দর্শন করার যোগ্যতা তাঁর ছিল। এমন কি দোযখের ভয়াবহ দৃশ্যকেও দেখান হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সাহাবা-ই-কিরামদের মধ্যে উঠাবসা ও চলাফেরার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। এ পর্যায়ে হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) বলেন যে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, একদা সূর্যাস্তের পর হুযুর (স.) মদীনার বাইরে কোথাও তশরীফ আনলেন। তিনি একটি বিকট শব্দ শুনে বললেন, য়াহূদীদেরকে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। —বুখারী, মুসলিম

হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রাঃ) বলেন, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, একদা তিনি খচ্চরে আরোহণ করে বানু নাজ্জার গোত্রের এক কাননে তশরীফ আনলেন আর আমরাও তার সাথে ছিলাম। হঠাৎ হুযুর (স.) খচ্চর থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হলেন। আর এর পার্শ্বেই ছিল কয়েকটি কবর। আমাদেরকে হুযুর (স.) জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা কি কবরবাসীদিগকে চিন? আমাদের একজন বলল ঃ হ্যাঁ, আমি চিনি। হুযুর (স.) জিজ্ঞেস করলেন এরা কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছে? সে বললে সে শিরক-এরা উপর মৃত্যুবরণ করেছে। হুযুর (স.) ইরশাদ করলেন এ সকল কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। যদি আমার আশংকা না হতো তাহলে আমি তোমাদিগকে দাফন করতাম না। আর এ পর্যায়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতাম তিনি যেন তোমাদিগকে শাস্তি সম্পর্কে জানিয়ে দেন, যা আমি শুনতে পাই। —মুসলিম

www.pathagar.com

কবরবাসী মুমিনকে জিজ্ঞেস করবে, অমুক ব্যক্তির কি অবস্থা?

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, ফিরিশতারা যখন মুমিন ব্যক্তির রূহ ঐ মুমিন রূহ সমূহের কাছে (যারা ইতিপূর্বে গত হয়েছেন) নিয়ে যাবে তখন ঐ রূহসমূহ এই আত্মাকে পেয়ে এত বেশী আনন্দিত হবে যে, এ দুনিয়ায় হারিয়ে যাওয়া কেউ ফিরে এলেও তোমরা এত খুশী হবে না। অতঃপর তার এই আত্মাকে জিজ্ঞেস করবে, অমুক ব্যক্তি কেমন আছে? অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে বলবে, ভাল আছে, একটু থামো, একে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। দুনিয়ায় খুবই শশব্যস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। অতঃপর সে বলতে থাকবে—অমুক এভাবে এবং অমুক এভাবে আছে। এমনি ভাবে সে তার পূর্বে মারা গেছে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে, সে তো মরে গেছে, সে কি তোমাদের কাছে আসে নি? এটা শুনে তারা বলবে, সে দুনিয়া ছেড়েছে অথচ আমাদের কাছে আসেনি। তাহলে নিশ্চয়ই তাকে দোযখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—আহমদ এবং নাসাঈ

কবরবাসীদের কাছে জীবিতদের কার্যাবলীর ফিরিস্তি পেশ করা হবে

তাবরানীর এক বর্ণনায় আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন নিঃসন্দেহে তোমাদের কার্যাবলীর ফিরিস্তি তোমাদের কবরবাসী আত্মীয়-স্বজনের সম্মুখে পেশ করা হয়। যদি তোমরা সৎ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাক তাহলে তারা খুশী হয় এবং আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে বলে, 'হে আল্লাহ, এটা তোমার দয়া ও অনুকম্পা। অতএব তুমি তাদের উপর তোমার পরিপূর্ণ নিয়ামত দান কর এবং এ অবস্থায়ই তাদেরকে মৃত্যু দাও। আর যদি তাদের সামনে অসৎ কার্যাবলীর ফিরিস্তি পেশ করা হয় তখন তারা বলবে, 'হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে সৎ কাজ সম্পাদনের এবং তোমার রিযামন্দী ও নৈকট্য লাভের তওফীক দাও।

—শওকে ওয়াতন

www.pathagar.com

মুমিন ব্যক্তিকে তার কবর এমন ভাবে চাপ দেবে যেমনভাবে মা তার সন্তানের মাথায় হাত বুলিয়ে থাকেন

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাঃ) বলেন, মুমিন জননী হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুর (স.)-এর সমীপে আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল যে দিন আপনি মুনকার-নাকিরের (ভয়াবহ) শব্দ ও কবরের চাপা দেওয়ার কথা বলছেন ঐ দিন থেকে কোন জিনিসই আমাকে প্রশান্তি দিতে পারেনি এবং আমার অস্থিরতা দূর হয়নি। হুযুর (স.) ইরশাদ করলেন, "হে আয়েশা, মুমিন ব্যক্তির কাছে মুনকার নাকিরের গম্ভীর শব্দ একটি সুমধুর শব্দ বলে মনে হবে যেমন চোখে সুরমা দিলে চোখকে আকর্ষণীয় মনে হয়। আর মুমিনকে তার কবর এমনভাবে চাপ দেবে যেমনভাবে স্নেহময়ী মাতা তার সন্তানের মাথায় হাত বুলিয়ে থাকেন। হে আয়েশা ! আল্লাহ্‌তে অবিশ্বাসীদের জন্য ভয়ানক বিপদ রয়েছে। কবর তাদেরকে এমনভাবে চাপা দেবে যেমনভাবে ডিমের উপর পাথর রেখে চাপা দেওয়া হয়।

আসমান-যমীন মুমিনকে ভালবাসে এবং তার মৃত্যুতে ক্রন্দন করে

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেকটি মানুষের জন্য আসমানে দুটি দরজা আছে। একটি তার কার্যাবলী নির্ধারণ করে এবং অপরটি তার জীবিকা সরবরাহ করে। মুমিন যখন মারা যায় তখন উভয় দরজাই তার জন্য ক্রন্দন করতে থাকে।'

—তিরমিযী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে হুযুর (স.) বলেছেন, কোন মুমিন যখন মৃত্যুবরণ করে তখন গোরস্থান নিজকে সাজিয়ে নেয়। তাই তার প্রত্যেকটি অংশই কামনা করে যেন এই মুমিনকে তার মধ্যেই দাফন করা হয়। —ইবনে আসাকির

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মুমিনের মৃত্যুতে যমীন চল্লিশ দিন পর্যন্ত ক্রন্দন করতে থাকে।

হযরত আতাআল খুরাসানী (রাঃ) বলেন, মানুষ যে স্থানে সিজদা করেছে ঐ স্থানগুলো কিয়ামতের দিন তার সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আর ঐ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে ঐ স্থানগুলো রোধন করতে থাকবে।

—আবু নাঈম বরাত যোগে শওকে ওয়াতনা

www.pathagar.com

আদকায়ে জারিয়া এবং সন্তান-সন্ততির পক্ষ থেকে মাগফিরাত কামনা

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন ইনতিকালের পরে যেসব সৎকর্মের প্রতিদান মুমিন ব্যক্তির নিকট পেঁছবে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে তার প্রচারিত ইলম এবং অন্যটি হচ্ছে তার রেখে যাওয়া সৎ সন্তান অথবা কুরআন শরীফ যা উত্তরাধিকারীর জন্য সে রেখে গেছে) অথবা মসজিদ, মুসাফিরখানা, ও নহর (যা সে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করে গেছে) অথবা সেই সম্পদ যা জীবদ্দশায় ও সুস্থ অবস্থায় সে ব্যয় করে গেছে (এগুলোর সওয়াব মৃত্যুর পর তার নিকট পেঁছবে)। —মিশকাত শরীফ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে তাঁর নেক বান্দাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। সে বলবে, "প্রভু হে! এ সম্মান আমাকে কি করে দেয়া হলো?" আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করবেন, "তোমার সন্তানেরা তোমার জন্য যে মাগফিরাত কামনা করেছে তার বদৌলতে তোমাকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।" —মিশকাত শরীফ

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, কতিপয় লোকের নিকট কিয়ামত দিবসে পাহাড় বরাবর নেকী থাকবে। তারা এগুলো দেখে আরয করবে, আমাদের নিকট এগুলো কোত্থেকে এসেছে? ইরশাদ হবে, তোমার সন্তানেরা তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার দরুন তোমাকে এগুলো প্রদান করা হয়েছে। —মিশকাত

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, মৃত ব্যক্তি ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়। অতঃপর ইরশাদ করেছেন, সে তার মাতাপিতা ও ভাই-বন্ধুর কাছ থেকে দোয়া পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। যখন এদের কারো দোয়া তার কাছে পেঁছে, তখন সে সেটাকে দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু থেকে উত্তম মনে করে। আর জীবিত ব্যক্তিদের দোয়া কবরবাসীর কাছে পাহাড়তুল্য করে দেখানো

www.pathagar.com

হয়। আর জীবিতদের হাদিয়া মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে। —মিশকাত

আযরাঈল (আঃ)-এর পক্ষ থেকে মুমিনের প্রতি সালাম

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আযরাঈল (আঃ) যখন আল্লাহ্‌র প্রিয় কোন বান্দার কাছে আসেন, তখন তাকে সালাম করেন এবং বলেন, "হে আল্লাহ্‌র বন্ধু, তোমার উপর সালাম। তুমি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়, যে ঘরটি (কামনা বাসনা পরিত্যাগ করার ফলে) তুমি বরবাদ করে ফেলেছ এবং সেই ঘরের দিকে চলো যে ঘরটি (ইবাদত করে) তুমি আবাদ করেছ। —শরহে সুদূর

মুমিন ব্যক্তির দুনিয়ায় থাকতে অস্বীকার এবং তার সুসংবাদ প্রাপ্ত হওয়া

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জারিয (রাঃ) বলেন রসূলে করীম (স.) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে ইরশাদ করলেন, মুমিন ব্যক্তি (মৃত্যুকালে) যখন ফিরিশতা দেখে তখন ফিরিশতারা তাকে বলে, 'আমরা কি তোমাকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেব এবং প্রাণ সংহার করবো না ? সে বলবে, তোমরা কেন আমাকে দুশ্চিন্তার মধ্যে ছেড়ে যেতে চাও ? আমি আর এখানে থাকতে চাই না। আমাকে আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে চল। —ইবনে জারির

হযরত যায়দ বিন আসলাম (রাঃ) বলেন যে, মৃত্যুর সময় মুমিন ব্যক্তির কাছে ফিরিশতা এসে তাকে সুসংবাদ শোনায় এবং বলে, 'তুমি যেখানে যাচ্ছ সেখানে তোমার কোন ভয়-ভীতির আশংকা নেই।' অতএব তার ভয় দূর হয়ে যায়। ফিরিশতা তাকে এও বলে, 'দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার কারণে দুঃখিত হইও না এবং জান্নাতের সুসংবাদ শোন। যা হোক সে এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, এই দুনিয়ায়ই আল্লাহ্ পাক তার চক্ষু শীতল করে দেন। —ইবনে আবি হাতিম

শহীদদের প্রতি আল্লাহ্‌র সম্বোধন

হযরত মাসরুক (তাবেয়ী) (রঃ) বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ঃ

www.pathagar.com

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ —

যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত ভেবো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে রিযিক পাচ্ছে।

—সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৬৯

ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন এ আয়াতের ব্যাখ্যা আমি রসূলে করীম (স.)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। হুযূর (স.) ইরশাদ করলেন, শহীদদের প্রাণ সবুজ রঙের পাখিদের গলার থলেতে রয়েছে। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র আরশের নীচে কিনদীল ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছে সেখানে ঘোরাফেরা করে। অতঃপর কিনদিলে এসে অবস্থান করে। আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কিছু চাও ?' তারা বলল, 'আমরা আর কি চাইব, আমরা তো বেহেশতের যেখানে চাচ্ছি ঘোরাফেরা করছি। এভাবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। যখন তারা বুঝতে পারল যে, তারা যতক্ষণ জবাব না দেবে ততক্ষণ এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকবে। তখন তারা এই বলে আরয করল, 'আপনি আমাদের আত্মাগুলো দেহের সাথে সংযুক্ত করে দিন যাতে আমরা আপনার রাস্তায় দ্বিতীয়বার শহীদ হতে পারি। যাহোক আল্লাহ্ যখন তাদের কাছ থেকে জেনে নিল যে, তাদের কোন চাহিদা নেই, তখন তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল অর্থাৎ ওখানকার কোন কিছু সম্পর্কে আর তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হল না, কোন জিনিসই তারা চাইল না এবং যখনই প্রশ্ন করা হল, দুনিয়ায় ফিরে যেতে চাইল; যা রীতি-বিরুদ্ধ। অতএব তাদেরকে আর কোন প্রশ্নই করা হল না।

—মুসলিম

সবুজ রঙের পাখিদের মধ্যে আত্মা রাখা শুধু শহীদদের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং অপরাপর মুমিনও সবুজ রঙের পাখির থলেতে জান্নাতে পায়চারী করবে। যেমন হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম

www.pathagar.com

(স.) ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে মুমিনদের প্রাণ সেই সবুজ রঙের পাখিদের মধ্যে থাকে, যারা জান্নাতের গাছগাছালি থেকে আহার করে।

—মিশকাত

আল্লামা মোল্লা আলী কারী (রাঃ) মিরকাতে লিখেছেন, এক হাদীসে আছে যে, নিঃসন্দেহে মুমিনদের প্রাণ সেই সবুজ রঙের পাখিদের গলথলিতে থাকে, যারা জান্নাতের ফল-মূল এবং পানি থেকে পানাহার করে এবং আল্লাহ্‌র আরশের নীচে স্বর্ণের কিনদিলের মধ্যে নিদ্রা যায়।

শাহাদাতের কষ্ট পিঁপড়ায় দংশন করার সমতুল্য হয়ে থাকে

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, শহীদ ব্যক্তি তার মৃত্যুর কষ্ট ঠিক ততটুকু অনুভব করে যতটুকু কষ্ট অনুভব কর পিঁপড়ার দংশনে। —মিশকাত

কবরে শাস্তির বিস্তারিত বর্ণনা

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা মতে কবরের আযাব সত্য। মুমিন ও সালেহ ব্যক্তিরা যেমন কবরে শান্তি পায় এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে থাকে তেমনি কাফির ও পাপকারীরা কবরের শাস্তি ভোগ করে। হাদীস দ্বারা এসব কথা প্রমাণিত। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট একজন য়াহুদী মহিলা এল এবং তার সামনে কবরের শাস্তি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করল। সে বলল, 'তুমি আল্লাহ্‌র কাছে কবরের শাস্তি থেকে পানা চাইবে।' এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযুর (স.)-কে জিজ্ঞেস করলে হুযুর (স.) বললেন, 'হ্যাঁ, কবরের আযাব সত্য। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন 'এরপর থেকে হুযুর যখনই নামায পড়তেন তখনই কবরের আযাব থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানা চাইতেন।'

—বুখারী, মুসলিম

হযরত উসমান গনী (রাঃ) যখনই কোন কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন তখন এমনভাবে কাঁদতেন, যেন তাঁর দাঁড়ি মুবারক অশ্রুতে ভিজে যেত। বলা হলো, যখন জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনা হয় তখন আপনি কাঁদেন না অথচ কবর দেখলে এত বেশী কাঁদেন। হযরত উসমান (রাঃ) জবাবে বললেন, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, কবর আখিরাতের

www.pathagar.com

মনযিলসমূহের প্রথম মনযিল। অতএব এ থেকে (কবরের আযাব) যদি পরিত্রাণ পাওয়া যায়, (কেননা) পরবর্তী মনযিলসমূহ এ থেকেও ভয়াবহ।
—তিরমিযী

কবরে শাস্তি প্রদানকারী সাপ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রসূলে আকরাম (স.) ইরশাদ করেছেন, কাফির ব্যক্তির কবরে নিরানব্বইটি সাপ নিয়োগ করা হবে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকবে। ওদের বিষাক্ততার পরিচয় হলো এই যে, যদি ওদের একটি মাত্র পৃথিবীতে একবার নিঃশ্বাস ফেলে তাহলে যমীনে কখনো শাকসব্জি জন্মাবে না। —দারেমী

অর্থাৎ ওদের দংশনের নিদর্শন হলো এই যে, উক্ত সাপগুলোর কোন একটি যদি পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ছাড়ে তাহলে বিষাক্ততার প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে কখনো গাছপালা জন্মাবে না। আধুনিক সমরাস্ত্র যেমন এ্যাটম বোমা ইত্যাদির দিকে তাকালে হুযুর (স.)-এর এ বাণী বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হবে না।

কবরে শাস্তির কারণে মৃতের চিৎকার এবং লোহার গদা দ্বারা তাকে প্রহার

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, যখন কাফির উত্তর দেবে, হায় হায়! আমার কিছুই জানা নেই, তখন আসমান থেকে একজন আহ্বানকারী বলবে, 'সে মিথ্যা বলছে, তাকে আগুনের উপর শুইয়ে দাও এবং অগ্নিবস্ত্র পরাও, আর তার জন্য দোযখের একটি দরজা খুলে দাও। অতএব দোযখের দরজা খুলে দেওয়া হবে, যার দ্বারা দোযখের উষ্ণ বায়ু তার দিকে বইতে থাকবে এবং তার কবর সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে, যাতে তার পাঁজর এদিক-সেদিক হয়ে যাবে। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির শাস্তি প্রদানকারী নিযুক্ত করা হবে। তার কাছে লোহার গদা থাকবে, যার বর্ণনা হলো এই যে, উহা দ্বারা যদি পাহাড়ে আঘাত করা হয় তাহলে সাথে সাথে পাহাড় মৃত্তিকায় পরিণত হবে। অতঃপর ইরশাদ করেন, যখন লোহার গদা দ্বারা আঘাত করা হয় তখন উহার শব্দ মানব দানব ছাড়া পূর্ব

www.pathagar.com

পশ্চিমের অন্য সমস্ত সৃষ্টিই শুনতে পায়। একবার আঘাত করার পর সে মৃত্তিকায় পরিণত হয়। অতঃপর তার দেহে পুনরায় প্রাণ দেওয়া হয়।
—আহমদ ও আবু দাঊদ

বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, মৃত ব্যক্তিকে গদা দ্বারা আঘাত করলে সে এমন জোরে চিৎকার করে যে, মানব-দানব ছাড়া উহার নিকটবর্তী অন্য সব বস্তুই তার চিৎকার শুনতে পায়। এখন জিজ্ঞাসা— মানব ও দানব মৃতকে প্রহার করার শব্দ এবং চিৎকার শুনতে পায় না কেন? জবাব এই যে, বরযখ থেকে মানব ও দানব জাতির হিসাব নিকাশ নেওয়া হয়। যদি তাদেরকে কবরের শাস্তি দেখান হয় অথবা ওখানকার বেদনাদায়ক বিপদের অসহনীয় চিৎকার শোনানো হয়, তাহলে তারা সকলেই মুমিন ও নেককার হয়ে যাবে। এতে অদৃশ্যের উপর ঈমান আনার তাৎপর্য ব্যাহত হবে। শুধু রসূলে করীম (স.)-এর কথা শুনেই মানতে হবে-চাই তা বোধগম্য হোক অথবা নাই হোক। রসূলের কথা সঠিক জেনেই মানতে হবে। আর একেই ঈমান বলা হয়।

ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة و اجر كبير —

নিঃসন্দেহে যারা অদৃশ্য থেকে নিজেদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে মাগফিরাত ও ও মহাপুরস্কার।

জান্নাত, জাহান্নাম ও বরযখ যদি চাক্ষুষ দেখান হতো তাহলে ঈমান বিল গায়েব বা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনয়ন করার তাৎপর্য বহাল থাকতো না। কেননা এতে সবাই মুমিন হয়ে যেত। কিন্তু মৃত্যুর সময় ঈমান আনয়নে কোন লাভ নেই, কেননা ঐ সময় শাস্তি প্রদানকারী ফিরিশতারা দৃষ্ট হয়। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন:

فلم يك ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا —

www.pathagar.com

যখন তারা আমার শাস্তি দেখে ঈমান আনবে তখন তা তাদের কোন উপকারে আসবে না। —সূরা মুমিন : ৮৫

যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং জান্নাত ও জাহান্নাম চাক্ষুষ দেখা যাবে, তখন সবাই ঈমান আনবে এবং রসূলগণের বাণীর সত্যতা ঘোষণা কোন কাজে আসবে না।

মানুষকে কবরের আযাব না দেখানো এবং চিৎকারের শব্দ না শোনানোর মধ্যে রহস্য এই যে, মানুষ এটা সহ্য করতে পারত না। যেমন হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)-এর এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, পাপাসক্ত মৃতকে যখন কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন সে বলে : হায় ! আমাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। মৃতের এ কথার শব্দ মানব-দানব ব্যতীত সকলেই শুনতে পায়। মানুষ যদি শুনতে পারত তাহলে অচৈতন্য হয়ে যেত। —বুখারী

পরনিন্দা এবং প্রস্রাব থেকে অসতর্কতার দরুন কবরে আযাব হয়ে থাকে

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রসূলে করীম (স.) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন : এদের আযাব হচ্ছে কোন বড় ধরনের জটিল কাজের জন্য নয় বরং এমন মামুলী বিষয়ের জন্য, যা থেকে তারা অনায়াসে বাঁচতে পারতো। অতঃপর তিনি সেই উভয় কবরবাসীর অপরাধের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন : এদের একজন প্রস্রাব করার ব্যাপারে অসতর্ক ছিল আর অপর ব্যক্তি পর-নিন্দা করে বেড়াতো। অতঃপর তিনি একটি সজীব গাছের ডাল (শাখা) চাইলেন এবং সেটাকে দু'ভাগে ভাগ করে দু'টি কবরে গেড়ে দিলেন। সাহাবা-ই-কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আপনি এরূপ করলেন কেন ? তিনি ইরশাদ করলেন, সম্ভবত এ দুটো শুকিয়ে যাওয়া অবধি তাদের শাস্তি লাঘব থাকবে। এর ব্যাখ্যায় কোন কোন আলিম বলেছেন, তরতাজা গাছের ডালপালা আল্লাহ্‌র যিকির ও পবিত্রতা বর্ণনায় থাকে বিধায় তিনি শাস্তি লাঘব হওয়ার প্রত্যাশায় এগুলো কবরে গেড়ে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

কতিপয় বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ আযাব

বুখারী শরীফের একটি দীর্ঘ রিওয়ায়েতে রসূলে—করীম (স.)-এর একটি স্বপ্নের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। তাতে আলমে বরযখের বিশেষ বিশেষ শাস্তির কথা উল্লেখ আছে।

তিনি ইরশাদ করেনঃ আমি আজ রাতে স্বপ্ন দেখেছি যে, দু'জন লোক আমার কাছে এলো এবং আমার হাত ধরে আমাকে একটি পবিত্র যমীনের দিকে নিয়ে চললো। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি বসা অবস্থায় আছে এবং অপর ব্যক্তি দণ্ডায়মান এবং তার হাতে লৌহ নির্মিত চিমটা রয়েছে। সে চিমটা দ্বারা লোকটির মাথার খুলি চিরছে, এমন কি তার গ্রীবা পর্যন্ত চিরা হয়ে গেছে। অতঃপর মাথার খুলির অপরাংশ বা চোয়ালেও অনুরূপ করছে। প্রথম চোয়াল ঠিক হয়ে গেলে তা পুনরায় চিরছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? তারা উভয়েই বললো, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হলাম। সামনে হামাগুড়ি অবস্থায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তার মাথার উপরে এক ব্যক্তি ভারী পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দণ্ডায়মান ব্যক্তি উক্ত পাথর দ্বারা হামাগুড়ি দেয়া লোকটির মাথায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে। যখন সে মাথায় পাথর দ্বারা আঘাত করে, তখন পাথর দূরে ছিটকে পড়ে। যখন সে উক্ত পাথরটি কুড়িয়ে আনতে যায় তখন সেই ব্যক্তির মাথা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। তখন পাথর দ্বারা আবার তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি? তারা উভয়ে বললো, সম্মুখে অগ্রসর হোন। আমরা একটি গর্তের নিকট পেঁছলাম, যা দেখতে চুলার মতো। উপরিভাগ সংকীর্ণ এবং নিম্নভাগ প্রশস্ত। তাতে আগুন জ্বলছিল। তা ছিল অনেক উলঙ্গ পুরুষ ও মহিলায় ভরপুর। আগুন উপরে ওঠার সাথে সাথে ওরাও উপরের দিকে ওঠে যেতো, এমন কি বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হতো। অতঃপর আগুন নিম্নগামী হওয়ার সাথে সাথে তারাও নীচে চলে যেতো। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ ব্যাপার কি?

তারা উভয়ে বললো, সামনে অগ্রসর হোন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে একটি রক্তের ঝরনার নিকট পেঁছলাম। তার মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে এবং ঝরনার তীরে একটি লোক অবস্থান করছে

www.pathagar.com

যার আশেপাশে অসংখ্য পাথর পড়ে আছে। ঝরনার মধ্যখানে অবস্থানরত লোকটি তীরে আসার চেষ্টা করলে তীরবর্তী লোকটি এত জোরে তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ছে যে, সে তার পূর্বোক্ত স্থানে ফিরে যাচ্ছে। যতবারই সে তীরে আসার জন্য চেষ্টা করছে, ততবারই তাকে অনুরূপ-ভাবে পাথর নিক্ষেপ করে হটিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কি ?

তারা উভয়েই বললো, সামনে চলুন। আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ঘন সবুজ এক বনানীতে পেঁছলাম। তাতে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ আছে। তার নীচে একজন বৃদ্ধ ও কয়েকজন বালক বসে আছে। সেই বৃক্ষের কাছে অন্য একজন লোকও বসে আছে। তার সামনে আগুন জ্বলছে এবং সে তা আরও প্রজ্বলিত করছে। অতঃপর তারা উভয়েই আমাকে গাছে চড়িয়ে উপরের দিকে নিয়ে গেল। গাছের অভ্যন্তর ভাগে একটি উত্তম ভবন বিদ্যমান ছিল। তারা আমাকে তাতে প্রবেশ করিয়ে দিল। আমি এর চাইতে উত্তম ঘর আর কখনো দেখিনি। এর মধ্যে অনেক পুরুষ-মহিলা, যুবা-বৃদ্ধ এবং শিশু ছিল। অতঃপর আমাকে ভিতরে নিয়ে গেল। তাতে ছিল বৃদ্ধ ও যুবক শ্রেণীর লোকজন।

আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা আমাকে সারারাত ঘুরিয়েছ। এখন এসব ঘটনার রহস্য খুলে বলো।

তারা বললো, আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল চিরে যেতে দেখেছেন, সে হলো মিথ্যাবাদী। সে সর্বদা মিথ্যা কথা বলত এবং তাতে দুনিয়াতে খ্যাতিও পেত। তার সাথে কিয়ামত অবধি এমনি আচরণ করা হবে।

যার মাথা টুকরা টুকরা করতে দেখেছেন তার অবস্থা হলো এই যে, আল্লাহ্ তাকে কুরআনী ইলম দান করেছিলেন। সে রাতে তা থেকে অমনোযোগী হয়ে শুয়ে থাকতো এবং দিনেও এর উপর আমল করতো না। কিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ আচরণ করা হবে।

আর যাদেরকে আপনি আগুনের গর্তের মধ্যে দেখেছেন তারা ছিল ব্যভিচারী। আর যাদেরকে রক্তের নদীতে ভাসমান দেখেছেন তারা ছিল সুদখোর। আর বৃক্ষের নীচে যে বৃদ্ধ লোকটিকে দেখেছেন তিনি

www.pathagar.com

হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) আর তাঁর চতুষ্পার্শ্বস্থ বালকগুলো হলো মানুষের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি। আর যিনি আগুন প্রজ্বলিত করছিলেন, তিনি হলেন জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালেক ফিরিশতা। আপনি প্রথমে যে ঘরটিতে প্রবেশ করছিলেন, সেটা হচ্ছে সাধারণ মুসলমানদের আবাসস্থল এবং দ্বিতীয় ঘরটি হচ্ছে শহীদদের আবাসস্থল। আমি হলাম জিবরাঈল আর ইনি হলেন মিকাঈল। অতঃপর তাঁরা বললেন, মাথা উপরে উঠান। আমি মাথা উপরে উঠালাম। দেখলাম, আমার উপরে একখন্ড সাদা মেঘ। তারা বললো, এটা আপনার ঘর। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আমার ঘরে প্রবেশ করবো। তারা বললো, এখনও আপনার হায়াত বাকী আছে; শেষ হয়নি। যদি হতো তাহলে আপনি এখনই চলে যেতে পারতেন।

—মিশকাত শরীফ

জ্ঞাতব্য ঃ প্রকাশ থাকে যে, নবী-রসূলদের স্বপ্ন ওহীর সমতুল্য। এ সব ঘটনা সত্য। আলোচ্য হাদীসের বর্ণনায় কতকগুলো বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রথমত, মিথ্যার কঠিন শাস্তি, আমলবিহীন আলিমের শাস্তি, ব্যভি-চারীর শাস্তি, সুদখোরের শাস্তি। আল্লাহ্ সকল মুসলমানকে এসব কুৎসিত কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

মৃত্যুর সাথে যমীনের কথাবার্তা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একদা রসূলুল্লাহ্ (স.) বাইরে বের হয়ে দেখতে পেলেন, লোকেরা খিলখিল করে হাসছে, যার কারণে তাদের দাঁতসমূহ বেরিয়ে আছে। তাদের এই অবস্থা অবলোকন করে তিনি ইরশাদ করলেন, সাবধান! যদি তোমরা জীবনের স্বাদ বিনাশকারী বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে তাহলে আমি তোমাদেরকে এই অবস্থায় দেখতাম না। সুতরাং জীবনের স্বাদ বিনাশক বস্তু অর্থাৎ মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো। কেননা কবরের উপর এমন দিন যায় না, যে দিন সে একথা না বলে, 'আমি নির্জন ঘর, আমি কীট-পতঙ্গের আবাসস্থল।'

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি ইরশাদ করেনঃ মুমিন ব্যক্তিকে যখন কবরে রেখে আসা হয় তখন কবর তাকে সম্বোধন করে বলে, 'স্বাগতম' আপনি নিজ ঘরে এসেছেন। আমার উপর দিয়ে যারা চলাফেরা করতো তাদের মধ্যে আপনি সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন। সুতরাং আজ যখন আপনাকে আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে এবং আপনি আমার সান্নিধ্যে এসেছেন, তখন দেখতে পাবেন, আমি আপনার সাথে কত ভাল ব্যবহার করি।' এরপর দৃষ্টি যতদূর যায় তার কবরও ততদূর প্রশস্ত হবে। আর তার জন্য জান্নাতের একটি ফটক খুলে দেওয়া হবে।

আর যখন কাফির কিংবা পাপী ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন কবর তাকে উদ্দেশ্য করে বলে, "তোমার আগমন বড়ই খারাপ, আর তুমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থানে এসেছ। আমার উপর দিয়ে বিচরণকারীদের মধ্যে তুমিই সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় ও কুৎসিৎ ছিলে। সুতরাং আজ যখন তোমাকে আমার কাছে সোপর্দ করা হয়েছে এবং আমার বাগডোরে তুমি আবদ্ধ হয়েছ, তখন দেখতে পাবে, আমি তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করি।' এরপর তাকে এমনভাবে চাপ দেওয়া হবে যে, তার ডান পাঁজর বাম পাঁজরে এবং বাম পাঁজর ডান পাঁজরের মধ্যে বসে যাবে। এটাকে বোঝাতে গিয়ে রসূল (স.) নিজের এক হাতের আঙ্গুলগুলো অপর হাতের আঙ্গুলীর মধ্যে ঢুকিয়ে চাপ দেন।
—মিশকাতে বিস্তারিত বর্ণনা সহ উল্লেখ আছে

কবরের আযাব থেকে অব্যাহতি লাভকারী

আদম সন্তানের গৌরব মণি রাব্বুল আলামীনের প্রিয় পাত্র, রসূলকুল শিরোমণি জনাব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেন, 'সেই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং দাফন শেষে লোকজন চলে যায়, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। সে যদি ঈমানদার হয় তাহলে নামায তার মাথার পার্শ্বে এবং রোযা তার ডান পার্শ্বে, এবং যাকাত তার বাম পার্শ্বে এসে দাঁড়ায়। দান, সাদকা, খয়রাত, নফল নামায মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার ও অন্যান্য ভাল কাজ তার পায়ের কাছে এসে জড় হয়। যদি তার মাথার দিক থেকে আযাব আসে তাহলে নামায বলবে, আমার দিকে কোন জায়গা মিলবে না, ডানপার্শ্ব থেকে আযাব এলে রোযা বলবে আমার দিকে কোন জায়গা মিলবে

না, বাম পার্শ্ব থেকে আযাব এলে যাকাত বলবে, আমার দিকে কোন জায়গা মিলবে না। আর পায়ের দিক থেকে আযাব এলে সৎকাজ, দান, সাদকা, খয়রাত, সদ্ব্যবহার ইত্যাদি বলবে আমাদের দিকে কোন জায়গা মিলবে না।
—আত তারগীব

সূরা মুলক ও আলিফ লাম সিজদা তিলাওয়াতকারী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.)-এর এক সাহাবী একটি কবরের পার্শ্বে তাঁবু স্থাপন করেছিল। সে জানতো না যে এটা কবর। তাঁবুতে বসা অবস্থায় হঠাৎ সে দেখতে পেলো, এক ব্যক্তি সূরা মুলক তিলাওয়াত করছে। সে সম্পূর্ণ সূরাটি পড়ে ফেললো। সাহাবী ঘটনাটি রসূলে করীম (স.)-এর কাছে ব্যক্ত করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন, এ সূরাটি শাস্তি প্রতিরোধকারী এবং কবরবাসীকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করেছে। —মিশকাত শরীফ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, কুরআন শরীফে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে সূরাটি এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছিল, তার সুপারিশে উক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। অতঃপর বললেন, উক্ত সূরাটি হচ্ছে তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক। —মিশকাত শরীফ

হযরত খালিদ ইবনে মে'দান (রঃ) (তাবেঈ) সূরা মুলক এবং সূরা আলিফ লাম মীম সিজদা সম্পর্কে বলতেন যে, এই সূরা দু'টি তাদের তিলাওয়াতকারীদের জন্য আল্লাহ্‌র সাথে ঝগড়া করবে। এরা উভয়েই বলবে, হে আল্লাহ্, যদি আমরা তোমার কিতাবের অংশ হয়ে থাকি, তাহলে তাদের ব্যাপারে আমাদের সুপারিশ গ্রহণ করো আর যদি আমরা তোমার কিতাবের অংশ না হয়ে থাকি তাহলে তোমার কিতাব থেকে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দাও। তিনি এও বলতেন যে, এই সূরা দু'টি পাখির ন্যায় তাদের তিলাওয়াতকারীদের উপর পক্ষ বিস্তার করে দেবে এবং তাদেরকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবে। —মিশকাত শরীফ

কবরের আযাব থেকে রেহাই দেওয়ার ব্যাপারে আলোচ্য সূরা দু'টির ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য, যেমন উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হলো।

www.pathagar.com

রসূলে করীম (স.) উক্ত সূরা দুটি তিলাওয়াত ব্যতিরেকে শয্যা গ্রহণ করতেন না। —মিশকাত শরীফ

জ্ঞাতব্য ঃ একদিকে সূরা মুলক এবং আলিফ-লাম মীম সিজদা যেমন কবরের আযাব প্রতিরোধ করে অন্যদিকে তেমনি পরনিন্দা ও প্রস্রাব থেকে অসতর্কতা কবরের আযাবে নিক্ষিপ্ত করে।

পেটের অসুখে মৃত্যুবরণকারী

হযরত সুলায়মান ইবনে সরুর (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ার দরুন নিহত হয় তাকে কবরে শাস্তি দেওয়া হবে না। —আহমদ ও তিরমিযী

পেটের পীড়া বিভিন্ন প্রকারের। যে কোন প্রকারের পেটের পীড়ায় মৃত্যু হলেও মৃতকে শাস্তি দেওয়া হবে না। প্রত্যেক প্রকারই হাদীসের বিষয়ের আলোকে এর অন্তর্ভুক্ত—যেমন পানির পিপাসাজনিত রোগ, কলেরা, পেটের বেদনা ইত্যাদি।

জুম'আর রাতে কিংবা দিনে মৃত্যুবরণকারী

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন, যে কোন মুসলমান ব্যক্তি জুম'আর রাতে কিংবা দিনে ইনতিকাল করলে তাকে আল্লাহ্ কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন। —আহমদ ও তিরমিযী

রমযান মাসে মৃত্যুবরণকারী

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলতেন, রমযান মাসে মৃতদের উপর থেকে নিঃসন্দেহে কবরের আযাব উঠিয়ে নেয়া হয়। এই ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনা হচ্ছে, "নিশ্চয়ই রমযান মাসে মৃতদের উপর থেকে কবরের আযাব উঠিয়ে নেওয়া হয়।" —বায়হাকী—দুর্বল সনদে

www.pathagar.com

যিনি রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যান

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন যিনি রোগাক্রান্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তিনি শহীদী মৃত্যু অর্জন করেন (অথবা তিনি বলেছেন) সে ব্যক্তি কবরের ফিতনা থেকে অব্যাহতি পাবে এবং সকাল ও সন্ধ্যায় জান্নাত থেকে জীবিকা লাভ করবে।—মিশকাত শরীফ

মুজাহিদ, রিবাত [১] পালনকারী এবং শহীদ

হযরত মাকদাম ইবনে মে'দীকরব (রঃ) বলেন, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র কাছে শহীদদের জন্য ছয়টি পুরস্কার রয়েছে। যথা (১) প্রথম রক্তবিন্দু ঝরতেই তাকে মাফ করে দেওয়া হয় এবং জান্নাত যে তার আবাস নিকেতন তা চাক্ষুষ দেখানো হয়। (২) তাকে কবরের আযাব থেকে রেহাই দেওয়া হয় (৩) সে ভয়ানক আতংক থেকে নিরাপদে থাকে (যা সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সময় মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হবে। (৪) তার মাথায় সম্মানের টুপি পরিয়ে দেওয়া হবে, যার (এক একটি) ইয়াকুত দুনিয়া এবং উহার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকেও উত্তম। (৫) তাকে উপঢৌকন স্বরূপ বড় বড় নয়নবিশিষ্ট হুর দান করা হবে এবং (৬) তাকে সত্তর জন আত্মীয়-স্বজনকে সুপারিশ করার ক্ষমতা দান করা হবে।

—তিরমিযী, ইবনে মাজা

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ্‌ (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য একদিন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানায় পাহারা দেওয়া এক মাস নফল রোযা ও নামায পড়া থেকে উত্তম। আর ঐ রক্ষক যদি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে যে কাজে সে নিয়োজিত ছিল উহার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং তার জীবিকারও সংস্থান করা হবে (যে ভাবে শহীদদের জন্য করা হয়ে থাকে) আর সে কবরে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের থেকে নিরাপদ থাকবে। —মিশকাত, মুসলিম

১. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা থেকে বহিঃশত্রু প্রবেশ যাতে না করতে পারে এমন উদ্যোগকে মোরাবাতা বলা হয়।

www.pathagar.com

হযরত আবু আইউব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—তিনি বলেন, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখীন হলো এবং দৃঢ় রইল এমনকি এই অবস্থায় পরাজিত অথবা নিহত হয়ে গেল তাকে কবরে কোন প্রকার ফিতনার সম্মুখীন হতে হবে না। —তাবরানী

এক ব্যক্তিকে মাটি কবুল করেনি

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হুযূর (স.)-এর কাতিব (ওহী-লেখক) ছিল। সে ইসলাম-চ্যুত হয়ে মুশরিকদের সাথে হাত মিলায়। তখন হুযূর (স.) বদ দোয়া করলেন যেন মাটি তাকে কবুল না করে। এর পর যখন সে মৃত্যুবরণ করল, তখন হযরত আবু তালহা (রাঃ) তার কবরের দিকে গেলেন এবং দেখলেন, তাকে কবর থেকে উঠিয়ে উপরে রাখা হয়েছে। এ অবস্থা দেখে তিনি তথাকার লোকদিগকে জিজ্ঞেস করলেন, এ মৃত ব্যক্তির এহেন অবস্থা কেন হলো? তারা বললো আমরা তাকে কয়েকবার সমাধিস্থ করেছি কিন্তু মাটি তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে। তাকে বাইরেই ফেলে রেখেছি। —বুখারী, মুসলিম

কোন কোন উস্তাদ থেকে লেখক এ ঘটনাটি শুনেছেন। একজন আলিমের কবর বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে খনন করা হলো, যিনি মদীনা শরীফে সমাধিস্থ ছিলেন। তখন তার কবরের মধ্য থেকে একটি বালিকার শবদেহ বের হলো। দর্শকদের অনেকেই ঐ বালিকাটিকে চিনতে পারলো এবং তাদের এও জানা ছিল যে, বালিকাটি অমুক শহরের অমুক ঈসায়ীর মেয়ে। সুতরাং তারা সেখানে গিয়ে তার মাতাপিতার কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল এবং তার কবর সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা তার কবর কোথায় আছে সে সম্পর্কে অবহিত করলো আর এও বললো যে, সে আন্তরিকভাবে মুসলমান এবং মদীনা মুনাওয়ারায় ইনতিকালের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করত। অতঃপর তার কবর খনন করে দেখা গেল যে, তাতে সেই আলিম ব্যক্তির শবদেহ বিদ্যমান, যার কবরে সেই বালিকাটির লাশ দেখা গিয়েছিল। অতঃপর সেই

www.pathagar.com

আলিম ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট তার আমল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সে বললো, সে অত্যন্ত নেক বান্দা ছিল। অবশ্য সে এ কথাও প্রায়শই বলতো যে, ঈসায়ী ধর্ম খুবই সহজতর। কেননা তাদের ধর্মমতে স্ত্রী সহবাসে গোসলের আবশ্যকতা নেই। এই কারণেই সে উক্ত বালিকার কবরে পৌঁছেছিল।

বরযখে সকালে সন্ধ্যায় জান্নাত অথবা জাহান্নাম পেশ করা হবে

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রসূলে আকরাম (স.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে এবং সে জান্নাতী হয় তা হলে কবরে সকালে বিকালে তার সামনে জান্নাত পেশ করা হবে। আর যদি সে জাহান্নামী হয় তাহলে সকালে বিকালে তার সামনে জাহান্নাম পেশ করে বলা হবে, এই তোমার আবাসস্থল। অতঃপর ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন (যে দিন আল্লাহ্ তাকে উঠাবেন) সামনে সকালে বিকালে এমনটি করা হবে। —বুখারী, মুসলিম

হুযুর (স.)-এর নিকট তাঁর উম্মতের কার্যাবলীর একটি ফিরিস্তি পেশ করা হয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, আমার জীবন তোমাদের জন্য উত্তম আর আমার তিরোধানও তোমাদের জন্য উত্তম। তোমাদের কার্যাবলীর একটি ফিরিস্তি আমার সামনে পেশ করা হবে। তোমাদের কোন সৎ কাজ দেখলে আমি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবো, আর কোন অসৎ কাজ দেখলে আল্লাহ্‌র কাছে মাগফিরাত কামনা করবো। —জামেউল ফাওয়ায়েদ

হুযুর (স.)-এর রওজা শরীফে যদি দরূদ প্রেরণ করা হয় তা হলে তিনি তা শুনেন। যদি কেউ দূর থেকে দরূদ পাঠায় তাহলে ফিরিশতা হুযুর (স.)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন, কেউ যদি আমার রওজায় দরূদ পাঠায় আমি তা শুনে থাকি আর কেউ যদি দূর থেকে আমার প্রতি দরূদ পাঠায় তা আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। —বায়হাকী

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র অসংখ্য ফিরিশতা যমীনে বিচরণ করে এবং আমার কাছে আমার উম্মতের সালাম পেঁীছিয়ে দেয়।

—হাকিম, নাসাঈ ও অন্যান্য

দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম হলো এই যে, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ পরস্পর সালাম বিনিময় করে থাকে। আর যারা দূরে থাকে তাদেরকে ডাকযোগেও মানুষের মাধ্যমে সালাম পেঁীছানো হয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর অশেষ কৃপার দ্বারা এ সিলসিলা জারী রেখেছেন যে, যে মুসলমান ব্যক্তি স্বীয় নবী (স.)-এর উপর বহুদূর থেকে সালাম ও দরূদ পাঠায় তা ফিরিশতাদের মাধ্যমে তাঁর কাছে পেঁীছিয়ে দেওয়া হয়। এ হাদীস দ্বারা এ কথার প্রমাণ মিলে যে, বরযখী জীবনেও স্বীয় উম্মতের সাথে হুযূরের যোগাযোগ রয়েছে। আর উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মর্যাদাস্বরূপ আল্লাহ্ এটা করেছেন যে, তাদের কাছে ফিরিশতাদের নিয়োজিত রাখা হয়েছে যাতে তারা উম্মতের দরূদ ও সালাম তাদের নবী (স.)-এর কাছে পেঁীছিয়ে দেয়। এর দ্বারা বোঝা গেল, আম্বিয়া (আঃ) বরযখে জীবিত থাকেন কিন্তু সর্বত্র তঁারা হাযির-নাযির নন (এ ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হচ্ছি) আর তাঁরা বহুদূরের কথাও শুনতে পান না। যখন আম্বিয়া (আঃ) সম্পর্কে ইহা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, তারা সর্বত্র হাযির-নাযির নন এবং সব কথা শুনতে পান না তখন আউলিয়া কিরামের ব্যাপারে এ রকম ধারণা পোষণ করা সম্পূর্ণ রূপে অবান্তর এবং বিদ'আতের শামিল। আউলিয়ারা নিঃসন্দেহে আম্বিয়ায়ে কিরাম ও সাহাবা-ই-কিরামদের থেকে নিম্ন মর্যাদার।

বরযখে আম্বিয়া (আঃ) জীবিত

আম্বিয়া (আঃ) এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরও জীবিত অবস্থায় আছেন। শহীদগণও যে জীবিত তা তো কুরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। কুরআনে বলা হয়েছে, 'তাদেরকে মৃত বলো না।' কিন্তু আম্বিয়া (আঃ) এর জীবিত হওয়া সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস ও মতামত পাওয়া যায়। আম্বিয়া কিরাম (আঃ) তিরোধানের পরও বরযখে জীবিতবস্থায় থাকেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা বায়হাকী ও খ্যাতনামা গ্রন্থকার আল্লামা জালালুদ্দীন

www.pathagar.com

সুয়ূতী (রঃ) এ বিষয়ের উপর পৃথক পৃথক রিসালা (পুস্তক) প্রণয়ন করেছেন এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম যে জীবিত এ পর্যায়ে ইতিবাচক শব্দ উচ্চারণ করেছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রঃ) স্বীয় 'ফতোয়া' গ্রন্থে লিখেছেন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সহ অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম যে বরযখে জীবিত অবস্থায় আছেন সে ব্যাপারে আমার দৃঢ় আস্থা রয়েছে এবং এ প্রসঙ্গে মুতাওয়াতির হাদীসও রয়েছে। ইমাম কুরতুবী (রঃ) স্বীয় 'তাযকিরা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আম্বিয়ায়ে কিরামদের মৃত্যুর ব্যাপারে এতটুকু জানা যায় যে, তাঁরা আমাদের দৃষ্টি বহির্ভূত হয়ে গেছেন এবং আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের অবস্থা ফিরিশতার ন্যায় (আমরা ফিরিশতাদেরকে দেখি না অথচ তারা আমাদেরকে দেখে)। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস আলামা বায়হাকী (রঃ) বলেন, 'আম্বিয়ায়ে কিরামদের আত্মা কবজ করার পর পুনরায় ফেরত দেওয়া হয়। এজন্যই তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের বিশেষ কৃপায় জীবিত অবস্থায় থাকেন, যেভাবে শহীদগণ জীবিত রয়েছেন।'

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, আম্বিয়ায়ে কিরাম তাঁদের কবরে জীবিত থেকে নামায আদায় করেন (আবূ ইয়ালা)। এ নামায শরীয়ত পালনের জন্য নয় বরং স্বাদের জন্য পড়া হয়। হযরত আবুদ্ দারদা (রাঃ) বলেন, হুযূর (স.) ইরশাদ করেছেন, জুমআর দিন আমার প্রতি বেশী দরূদ ও সালাম পাঠাও। কেননা দিন-গুলোর মধ্যে এটা অধিক প্রসিদ্ধ ও মর্যাদাপূর্ণ, যার অর্থ হলো এই যে, ঐ দিন অসংখ্য ফিরিশতা যমীনে পায়চারী করে থাকে। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, 'তোমাদের কারোর কাছ থেকে যদি আমার নিকট দরূদ ও সালাম প্রেরণ করা হয় তা হলে তা আমার সম্মুখে পেশ করা হয়।' জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্র রসূল। আপনার তিরোধানের পর ? হুযূর (স.) বললেন, মৃত্যুর পরও আমার কাছে প্রেরিত দরূদ পেঁছান হয়। কেননা বরযখের জগতেও আল্লাহ্র রসূল জীবিত অবস্থায় আছেন আর এ জীবিত থাকা আত্মিক নয় বরং দৈহিক। কারণ আল্লাহ্ পাক আম্বিয়ায়ে কিরামদের দেহ যমীনের জন্য ভক্ষণ করাকে হারাম করে দিয়েছেন। অতএব আম্বিয়ায়ে কিরাম জীবিত এবং এ অবস্থায়ই জীবিকা প্রাপ্ত হচ্ছেন। —ইবনে মাজাহ্

www.pathagar.com

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম তিরোধানের পরও স্বশরীরে জীবিত থাকেন এবং জীবিকা প্রাপ্ত হন। তবে তাঁদের জীবিত অবস্থায় থাকা আর শহীদদের জীবিত থাকার মধ্যে অনেক ব্যবধান আছে। হযরত শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) মিশকাতের শরাহ 'আশয়াতুল লুমা'আত' গ্রন্থ লিখেছেন, আম্বিয়ায়ে কিরাম বরযখে যে জীবিত আছেন এ ব্যাপারে সবাই একমত। আর এ জীবন শারীরিক জীবন। এটাকে আত্মিক জীবন বলা ঠিক হবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সাথে এক দিন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে সফর করছিলাম। হুযূর (স.) একটি উপত্যকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন্ উপত্যকা ? উপস্থিত সাহাবা-ই-কিরাম জবাব দিলেন, এটা আরযাক নামক উপত্যকা। হুযূর (স.) ইরশাদ করলেন, আমি যেন হযরত মূসা (আঃ)-কে দেখছি। এই বলে তিনি তাঁর গায়ের রং ও চুলের অবস্থা বর্ণনা করলেন। তিনি আরো ইরশাদ করলেন, মনে হচ্ছে তাঁকে যেন আমাকে দেখান হচ্ছে এমতাবস্থায় যে, তিনি দুটি অঙ্গুলি তাঁর কানে ঢুকিয়ে স্বীয় প্রভুর নামে স্বরবে তালবীয়া পাঠ করতে করতে উপত্যকা অতিক্রম করছেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—এর পর আমরা উক্ত উপত্যকা অতিক্রম করে আরেক উপত্যকার নিকটে গিয়ে পেঁছলাম। ঐ উপত্যকা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (স.) জিজ্ঞেস করলেন এ উপত্যকার নাম কি ? উপস্থিত সাহাবা-ই-কিরাম উত্তর দিলেন এটা হারশাই উপত্যকা। হুযূর (স.) ইরশাদ করলেন, আমি এখানে হযরত ইউনুস (আঃ)-কে উলের শেরওয়ানী পরিহিত অবস্থায় লাল রঙের একটি উষ্ট্রীর উপর আরোহী দেখতে পাচ্ছি। তাঁর উষ্ট্রীর লাগাম গাছের ছালের। আমরা তালবীয়া পাঠ করতে করতে ঐ উপত্যকা অতিক্রম করলাম। —মুসলিম

উল্লিখিত হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, রসূলে করীম (স.) হযরত মূসা (আঃ) ও ইউনুস (আঃ)-কে জীবিতাবস্থায় তালবীয়া পাঠ করতে দেখেছেন। জানা গেল যে, হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ)-এর বরযখী জীবন এত পূর্ণাঙ্গ ও উচ্চ মর্যাদার যে, তাঁরা দুনিয়াতে স্বশরীরে উপস্থিত হবারও ক্ষমতা রাখেন। আর তাঁরা যে হজ্জের কার্যাবলী সম্পাদন করেন

www.pathagar.com

তাও দেখা সম্ভব। কোন কোন বুযুর্গ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা হুযূর (স.)-কে জীবিত দেখেছেন। অতএব তাঁদের একথা মিথ্যা হতে পারে না। কেউ যদি এটা বিশ্বাস না করে তাহলে তার বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ হবার দরকার আছে। মিরাজের ঘটনা, যার সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্পর্কে হুযূর (স.) এও ইরশাদ করেছেন যে, আমি হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)-কে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেছি এবং আমি তাঁদের নামাযে ইমামতি করেছি।

—মুসলিম

হুযূর (স.) দুনিয়ায় থেকে যে সকল নবীদের নামাযের ইমামতি করেছিলেন, তাঁরা সবাই বরযখে জীবিত ছিলেন। হযরত ঈসা (আঃ) এ দুনিয়াতে নেই আবার বরযখেও নেই বরং তিনি জীবিত আছেন এবং দ্বিতীয়বার এ ধরায় তশরীফ এনে তারপর মৃত্যুবরণ করবেন।

উহুদের যুদ্ধের কোন কোন শহীদের দেহ কয়েক বছর পরও যথাযথ অবস্থায় পাওয়া গেছে

'মুয়াত্তা-ই-ইমাম মালিক' গ্রন্থে আছে, আমর ইবনে জামুহ এবং আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) উভয়েই আনসারী এবং উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেছিলেন এবং তাঁদেরকে একই কবরে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। প্রবল বেগে পানি প্রবাহিত হওয়ায় তাঁদের কবর ভেঙ্গে গিয়েছিল। পানির প্রবল চাপ দর্শন করে যখন তাঁদেরকে অন্যত্র সমাধিস্থ করার জন্য কবর খনন করা হলো, তখন তাঁদেরকে ঐ অবস্থায় পাওয়া গেল, যে অবস্থায় তাঁরা নিহত হয়েছিলেন। এটা ঐ সময়কার ঘটনা যখন উহুদ যুদ্ধের পর ছিচল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল।

হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ) তাঁর শাসনামলে মদীনা শরীফে কূপ খনন করতে মনস্থ করলেন। কূপ খননের আওতায় উহুদ যুদ্ধের শহীদদের সমাধি পড়ে গেল। হযরত আমীর মুআবিয়া (রাঃ) ঘোষণা দিলেন, 'তোমরা তোমাদের আত্মীয়-স্বজনের শবদেহ অন্যত্র নিয়ে যাও। এ ঘোষণার পর শবদেহ উঠিয়ে ফেলা হলো এবং দেখা গেল যে, তাঁরা যে অবস্থায় নিহত হয়েছিলেন ঠিক তদ্রূপই রয়েছেন। খনন করতে করতে হযরত আমীর হামযা (রাঃ)-এর পায়ে কোদালের আঘাত লাগলো এবং দেখা যাচ্ছিল

www.pathagar.com

যে তাঁর পা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। এ ঘটনা উহুদ যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর পরের।
—কুরতুবীর সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণকারীদের ছাড়াও অনেক খ্যাতনামা বুযুর্গের ইতিহাস ও জীবন-চরিত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁদেরকে দাফন করার পর বহু বছর অতিক্রান্ত হলেও তাঁরা অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান আছেন এবং তাঁদের দেহে কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি। হযরত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আঃ) সম্পর্কে তো হাদীসে একটি দলীলে রয়েছে যে, তাঁদের শরীর যমীন ভক্ষণ করতে পারবে না। তাঁদের ব্যতীত আল্লাহ্ তাঁর কোন কোন প্রিয় বান্দাকেও এ ফযীলত দান করেছেন, কেননা আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তাঁর শক্তির বাইরে কিছুই নেই।

হে আল্লাহ্! আমি আপনার কাছেই পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন। নিশ্চয় আপনি আমার প্রতিপালক, কাজেই আমার তওবা কবুল করুন, আপনিই আমার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিভাবক। আর সৃষ্টির গৌরব আমাদের মহান নেতা হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর পরিবারবর্গ সাহাবা-ই-কিরামের উপর আল্লাহ্র করুণা বর্ষিত হোক।

www.pathagar.com

জাহান্নামের অবস্থানসমূহ

লেখক এ পুস্তকটিকে দু'অংশে বিভক্ত করেছেন। একটি জাহান্নামের অবস্থা, অপরটি জাহান্নামীদের অবস্থা। প্রথমে জাহান্নামের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতঃপর জাহান্নামীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

জাহান্নামের গভীরতা

হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রাঃ) রসূলে করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলে করীম (স.) জাহান্নামের গভীরতা আলোচনা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেনঃ যদি জাহান্নামের ভিতরের দিকে একটি পাথর ছুঁড়ে মারা হয় তাহলে সেটা জাহান্নামের তলদেশে পেঁৗছার পূর্বে সত্তর বছর পর্যন্ত গড়াতে থাকবে। —তারগীব, ইবনে হাব্বান

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ একদা আমরা রসূলে পাক (স.)-এর পবিত্র খিদমতে বসা ছিলাম। হঠাৎ আমরা কোন বস্তু পতিত হওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। রসূলে পাক (স.) ইরশাদ করলেন, তোমরা কি জান এটা কিসের শব্দ? আমরা আরয করলাম, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলই সম্যক জ্ঞাত। তিনি বললেন, এটা একটা পাথর। আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের তলদেশে পেঁৗছানোর নিমিত্ত এটাকে জাহান্নামের মুখে নিক্ষেপ করেছেন। সেটা সত্তর বছর পর্যন্ত গড়াতে গড়াতে জাহান্নামের তলদেশে পেঁৗছেছে। এটা সেই পতিত হওয়ারই শব্দ।

—মুসলিম শরীফ

জাহান্নামের প্রাচীরসমূহ

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ চারটি প্রাচীর দ্বারা জাহান্নাম পরিবেষ্টিত। এর প্রতিটি প্রাচীরের প্রস্থ চল্লিশ বছর পথ চলার দূরত্বের সমান। অর্থাৎ জাহান্নামের প্রাচীরগুলো এত পুরু যে, কেবলমাত্র একটি প্রাচীর অতিক্রম করতে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে যাবে।

—তিরমিযী শরীফ

www.pathagar.com

জাহান্নামের তোরণসমূহ

জাহান্নামের ফটক সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ভাষ্য হচ্ছেঃ

وان جهنم لموعدهم اجمعين - لها سبعة ابواب لكل
باب منهم جزء مقسوم -

অবশ্যই তোমার অনুসারীদিগের সকলেরই নির্ধারিত স্থান হবে জাহান্নাম। এর সাতটি দরজা আছে। আর প্রত্যেক দরজার জন্য এদের পৃথক পৃথক ভাগ আছে। —সূরা আল-হিজরঃ ৪৩-৪৪

রসূলুল্লাহ্ (স.) স্বয়ং ইরশাদ করেনঃ জাহান্নামের দরজা সাতটি। তন্মধ্যে একটি আমার উম্মতের উপর অস্ত্র ধারণকারীদের জন্য নির্দিষ্ট।
—মিশকাত শরীফ

জাহান্নামের আগুন ও অন্ধকার

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ এক হাজার বছর জাহান্নামকে উত্তাপ দেওয়া হয়েছে। ফলে তার আগুন রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে। অতঃপর পুনরায় এক হাজার বছর উত্তাপ দেওয়ার ফলে উহা সাদা রং পরিগ্রহ করেছে। অতঃপর আরও এক হাজার বছর উত্তাপ দেওয়ার ফলে উহার আগুন কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। সুতরাং জাহান্নাম এখন সম্পূর্ণরূপে গাঢ় কাল তমসাচ্ছন্ন।
—তিরমিযী শরীফ

অন্য এক রিওয়ায়েতে 'অন্ধকার রাতের ন্যায় তমসাচ্ছন্ন' বলা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে এ কারণে অগ্নিশিখা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয় না। অর্থাৎ সেখানে সার্বক্ষণিক অন্ধকার বিরাজ করছে। —তারগীব

বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ তোমাদের ব্যবহৃত এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) আরয করলেনঃ দহনের জন্য তো এই আগুনই যথেষ্ট। তিনি ইরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, এতদসত্ত্বেও পৃথিবীর আগুনের চাইতে জাহান্নামের আগুন ঊনসত্তর গুণ শক্তিশালী।

www.pathagar.com

ঐ এক রিওয়ায়েতে আছে, জাহান্নামীরা যদি পৃথিবীর আগুনে আসতো তাহলে তাদের (সুখ) নিদ্রা এসে যেতো (তারগীব)। কেননা জাহান্নামের আগুনের তুলনায় পৃথিবীর আগুন ঠান্ডা ছাড়া কিছু নয়। কাজেই জাহান্নামের মুকাবিলায় এতে আরামই অনুভূত হবে।

জাহান্নামের শাস্তির পরিমাণ

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ জাহান্নামের মধ্যে সেই ব্যক্তির শাস্তি সর্বাপেক্ষা হালকা যার পাদুকাদ্বয় ও জুতার ফিতা হবে আগুনের তৈরী, যার কারণে হাঁড়ির ন্যায় তার মস্তিষ্ক ফুটতে থাকবে এবং সে মনে করবে যে, তার শাস্তিই সর্বাপেক্ষা কঠিন, অথচ তার আযাবই সর্বাপেক্ষা হালকা। —বুখারী ও মুসলিম শরীফ

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ কিয়ামতের দিন পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা অধিক ভোগ-বিলাস ও আরাম উপভোগকারী জাহান্নামীকে পাকড়াও করে কেবলমাত্র একবার জাহান্নামের মধ্যে চুবানো হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, 'হে আদম সন্তান, তুমি কি কখনো আরামপ্রদ সামগ্রী দেখেছো? তুমি কি কখনো শান্তি উপভোগ করেছ? তখন সে বলবে, 'আল্লাহ্র শপথ, হে আমার প্রতিপালক, কখনো না, আমি কখনো আরামের ক্ষীণরশ্মিও দেখিনি। অতঃপর তিনি বললেনঃ কিয়ামতের দিন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক দুর্দশাগ্রস্ত এক জান্নাতীকে ধরে এনে জান্নাতে বিচরণ করানোর পর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'হে আদম সন্তান, তুমি কি কখনো দুঃখ-কষ্ট দেখেছ? তোমার উপর কখনো কঠিন বিপদ এসেছিল? সে বলবে, 'আল্লাহ্র কসম, হে আমার প্রতিপালক, আমার উপর কখনো মুসিবত আসেনি, আমি কখনো মুসিবত দেখিনি।

জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাস

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ প্রখর তাপের সময় যোহরের নামায বিলম্বে আদায় করো। কেননা এ তাপের তীব্রতা জাহান্নামের প্রচন্ড উত্তাপের কারণে হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি বলেনঃ জাহান্নাম

www.pathagar.com

তার প্রতিপালকের দরবারে অভিযোগ করলো, হে প্রতিপালক, আমার উত্তাপের তীব্রতা এত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে যে, আমার এক অংশ অপর অংশকে ভক্ষণ করছে। সুতরাং আমাকে উত্তাপের তীব্রতা হ্রাস করার অনুমতি দিন। সেমতে রাব্বুল আলামীন তাকে দু'বার শ্বাস নেওয়ার অনুমতি দিলেন। একটা শীতকালে, অপরটা গ্রীষ্মকালে। অতএব তোমরা যে গরম অনুভব কর, তা হচ্ছে জাহান্নামের লু' হাওয়ার প্রতিক্রিয়া, যা শ্বাসের সাথে বহির্গত হয় আর তোমরা যে তীব্র শীত অনুভব কর, তা হচ্ছে জাহান্নামের শীতল অংশের প্রতিক্রিয়া।

—বুখারী ও মুসলিম শরীফ

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হয়।

জ্ঞাতব্য ঃ জাহান্নামের শ্বাস নেওয়ার কারণে উত্তাপ বেড়ে যাওয়া তো অনুধাবন করা যায়, কিন্তু ঠাণ্ডা বেড়ে যাওয়াটা তো বুঝে আসে না। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, গরমের সময় জাহান্নাম শ্বাস বাইরে নিক্ষেপ করে থাকে। ফলে পৃথিবীতে গরম বৃদ্ধি পায়। আর শীতকালে শ্বাস ভিতরে এসে থাকে। ফলে সমগ্র পৃথিবীর গরম ভিতরে টেনে নেয়। এ কারণে ঠাণ্ডা আরও বেড়ে যায়। কোন কোন আলিম এর ব্যাখ্যা এমনভাবে করেছেন যে, জাহান্নামে কেবল জ্বালানো পুড়ানোজনিত শাস্তি নেই বরং শৈত্য প্রবাহজনিত শাস্তিও আছে। উম্মতে মুহাম্মদীর বিখ্যাত কাশ্‌ফওয়ালা বুযুর্গ হযরত আবদুল আযীয দাব্বাগ (চামড়া ব্যবসায়ী) (রঃ) বর্ণনা করেন যে, জীন জাতিকে ভস্মীভূত হওয়ার শাস্তি দেওয়া হবে না। কেননা আগুন হচ্ছে তাদের স্বভাবজাত বরং তাদেরকে যামহারীর অর্থাৎ অত্যধিক ঠাণ্ডাজনিত শাস্তি প্রদান করা হবে। জীনেরা পৃথিবীতে ঠাণ্ডাকে ভয়ানকভাবে ভয় করে থাকে এবং ঠাণ্ডা বায়ু থেকে জংলী গাধার ন্যায় অচেতন হয়ে পালাতে থাকে। তিনি বলেন, পানির মধ্যে না শয়তান প্রবেশ করতে পারে, না জীন। যদি কেউ ওদের পানিতে নিক্ষেপ করতে পারে তাহলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেন, হত্যাকারীদেরকে শয়তানের সাথে ঠাণ্ডাজনিত শাস্তি প্রদান করা হবে।

এবারে চক্ষু উন্মোচিত করে চিন্তা করা দরকার যে, এই পৃথিবীর মামুলী ধরনের ঠাণ্ডা ও গরম মানুষ সহ্য করতে পারে না, যা জাহান্নামের শ্বাস

www.pathagar.com

প্রশ্বাস থেকে পয়দা হয়ে থাকে। তাহলে জাহান্নামের প্রকৃত গরম ও ঠান্ডা কেমন করে বরদাশ্ত করবে! হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! এর থেকে উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করো। এটা কত দুঃখের বিষয় যে, কোটি কোটি মানুষ পৃথিবীর মামুলী ধরনের সর্দি ও গরমী থেকে বাঁচার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করছে অথচ জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য তাদের কোন চেষ্টা নেই।

জাহান্নামের ইন্ধন

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا

النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ —

হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের অধীনস্থদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হচ্ছে মানুষ ও পাথর। —সূরা তাহরীম

জ্ঞাতব্য ঃ পাথর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? এই পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) ইরশাদ করেন ঃ জাহান্নামের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত পাথর হচ্ছে কিবরীতের (গন্ধক) পাথর। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলা আসমান যমীন সৃষ্টির দিনে নিকটবর্তী আসমানে পয়দা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ কাফিরদের শাস্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ্ এসব পাথর তৈরী করেছেন। —হাকিম

এসব পাথর ব্যতীত মুশরিকদের পূজিত সেই সব প্রতিমাও জাহান্নামে যাবে, যেগুলোর পাদদেশে তারা অর্ঘ্য দিত। সূরা আম্বিয়ায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ - أَنتُمْ لَهَا

وَارِدُونَ —

www.pathagar.com

হে মুশরিক সম্প্রদায়। তোমরা এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর তারা তো জাহান্নামের ইন্ধন। তোমরা তাতে প্রবেশ করবেই। —সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৮

জাহান্নামের স্তরসমূহ

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, জাহান্নামের ফটক হবে সাতটি। সুতরাং ইরশাদ হচ্ছেঃ

لها سبعة ابواب - لكل باب منهم جزء مقسوم

উহার সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য পৃথক পৃথক দল আছে।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বায়তুল কুরআনের লেখক মাওলানা আশ-রাফ আলী থানবী (রঃ) বলেছেন, কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা সাতটি স্তর বোঝানো হয়েছে, যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের শাস্তি মজুদ আছে। যে ব্যক্তি যে ধরনের শাস্তির উপযুক্ত হবে সে সে ধরনেরই স্তরে প্রবেশ করবে, যেহেতু প্রত্যেক স্তরের ফটক পৃথক পৃথক। তাই সাতটি দরজা দ্বারা উহার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ এর দ্বারা সাতটি দরজাই বোঝানো হয়েছে। আর এর দ্বারা একথা বলা উদ্দেশ্য যে, জাহান্নামীদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার দরুন তাদের জন্য একটি প্রবেশপথ যথেষ্ট হবে না; তাই সাতটি দরজা বানানো হয়েছে।

আল্লামা ইবনে কাসীর (রঃ) এ ক্ষেত্রে হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ণনার বরাত দিয়ে বলেন, তিনি সাতটি দরজা সম্পর্কে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করে বলেছেন, জাহান্নামের দরজাগুলো এরূপ অর্থাৎ উপরে-নীচে। আলোচ্য ব্যাখ্যা দ্বারা অনুমিত হয় যে, নীচ থেকে উপরে জাহান্নামের সাতটি স্তর আছে। আর প্রত্যেক স্তরের জন্য পৃথক পৃথক দরজা আছে। আর পবিত্র কুরআনের আয়াত

ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار -

নিঃসন্দেহে মুনাফিকেরা জাহান্নামের সর্বাপেক্ষা নীচ স্তরে অবস্থান করবে।

www.pathagar.com

এ আয়াত দ্বারাও এটা স্পষ্টত বোঝা যায় যে, জাহান্নামের একাধিক স্তর রয়েছে।

আমাদের সম্মানিত পূর্বপুরুষেরা সেসব স্তরের নাম এবং তাতে অবস্থানকারীদেরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সর্বাপেক্ষা নিচস্তরে মুনাফিক, ফিরআউন, তার সাহায্যকারীরা অবস্থান করবে। এর নাম হচ্ছে হাবীয়া। হাবীয়ার উপরের স্তরের নাম জাহীম। তথায় মুশরিকদের অবস্থান। জাহীমের উপরের স্তরের নাম সাকার। তথায় ধর্মহীন সাবীঈনরা অবস্থান করবে। সাকারের উপরের স্তরের নাম লাখ, তথায় ইবলীস ও তার অনুসারীরা অবস্থান করবে। লাখের উপরের স্তরের নাম হুতামা। তথায় য়াহুদীরা অবস্থান করবে। ষষ্ঠ স্তর হচ্ছে সাঈর। এটা নাসারীদের অবস্থান ক্ষেত্র। আর সর্বাপেক্ষা উপরে অবস্থিত জাহান্নাম। এটা পাপী মুসলমানদের জন্য। এর উপর দিয়ে পুলসিরাত প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা উপরের তবকার নাম জাহান্নাম। যদি, সব স্তরের ক্ষেত্রে 'জাহান্নাম' শব্দটি ব্যবহৃত হয় জাহান্নামের এক দরজা থেকে অন্য দরজার দূরত্ব সাতশত বছরের সফরের দূরত্বের সমান।

জাহান্নামের একটি বিশেষ গর্দান

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ কিয়ামতের দিনে জাহান্নাম থেকে দুই চক্ষুবিশিষ্ট একটি গর্দান বের হবে। এর দুটো কান থাকবে, যদ্দ্বারা সে শুনতে পাবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে যদ্দ্বারা সে কথা বলবে। সে বলতে থাকবে, আমাকে তিন ব্যক্তির উপর আধিপত্য প্রদান করা হয়েছে (১) জেদী বিদ্রোহী (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টিকে উপাস্য স্থির করেছে এবং (৩) চিত্রকর। —তিরমিযী

অগ্নিনির্মিত স্তম্ভসমূহের মধ্যে পরিবেষ্টিত রাখা হবে

نار الله الموقدة التى تطلع على الافئدة انها عليهم

مؤصدة فى عمد ممددة —

www.pathagar.com

ইহা (হুতামা) আল্লাহ্র প্রজ্বলিত হুতাশন, যা হৃদয়কে গ্রাস করবে। এ আগুন তাদেরকে দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে পরিবেষ্টন করে রাখবে।
—সূরা হুমাযা ঃ ৬-৯

পৃথিবীতে যদি কেউ অগ্নিদগ্ধ হয় তাহলে হৃদপিণ্ডে আগুন পৌঁছার পূর্বেই সে মারা যায়। কিন্তু জাহান্নামের ব্যাপারটি অন্যরূপ। সেখানে মৃত্যু নেই বিধায় সর্বাঙ্গে প্রজ্বলিত হওয়ার পর হৃদয়ের উপরও আগুন চড়াও হবে এবং ভীষণ ভাবে জ্বালাতে থাকবে। আগুনের বেষ্টনী তৈরী করে দেওয়া হবে অর্থাৎ জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে ঢুকিয়ে দিয়ে সম্মুখের দরজা অর্গলবদ্ধ করে দেওয়া হবে। তথায় তারা সর্বদা অবস্থান করবে। বের হওয়ার কোন সুবিধা আর থাকবে না। সুদীর্ঘ স্তম্ভসমূহ থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ আগুনের এত বিরাটকায় স্ফুলিংগ হবে যেগুলো খাম্বাকৃতির আর জাহান্নামীরা তাতে পরিবেষ্টিত থাকবে। —বায়ানুল কুরআন

জাহান্নামের নির্ধারিত ফিরিশতাদের সংখ্যা

জাহান্নামে উনিশ জন ফিরিশতা নির্ধারিত থাকবেন। —সূরা মুদ্দাসসির

জ্ঞাতব্য ঃ এ উনিশজনের একজন হচ্ছেন মালিক, অবশিষ্টরা হচ্ছেন খাযেনা। যদিও জাহান্নামীদের শায়েস্তা করার জন্য একজন ফিরিশতাই যথেষ্ট কিন্তু বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেওয়া এবং শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯জন ফিরিশতাই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূরা তাহরীমে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

مَا يُؤْمَرُونَ —

উহার (জাহান্নামের) নিয়ন্ত্রণভার অর্পিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব ফিরিশতাদের উপর, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত আদেশ বিন্দুমাত্র অমান্য করে না এবং তিনি যা আদেশ করেন তাই করে থাকে। —সূরা তাহরিম ঃ ৬

www.pathagar.com

বায়ানুল কুরআনে দুররে মানসুরের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ জাহান্নামে নির্ধারিত ফিরিশতাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সমগ্র জীন ও মানবের সমপরিমাণ শক্তি বিদ্যমান।

জাহান্নামের গোস্বা, ক্রোধ, চিৎকার, জাহান্নামীদেরকে উচ্চস্বরে আহবান করা এবং জাহান্নামীদের সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপকরণ

এ ব্যাপারে সূরা আল-মুলক এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا
القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهى تفور تكاد تميز
من الغيظ —

যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি। উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল। যখন তারা নিক্ষিপ্ত হবে তখন শুনতে পাবে ওর প্রজ্বলিত শিখা থেকে উদ্ভূত একটি বিকট শব্দ। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে। —সূরা আল-মুলক ঃ ৬-৮

হযরত হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবী (রঃ) বয়ানুল কুরআনে লিখেছেন ঃ হয়ত বা আল্লাহতা'আলা ওর মধ্যে অনুভূতি ও গোস্বা সৃষ্টি করবেন।[১] এমন কি রোষান্বিতদের উপর ওরও ক্রোধ পতিত হবে। কিংবা উপমা দিয়ে এই বোঝানোই উদ্দেশ্য, এমন অনুভূতি হবে, যেন জাহানাম গোস্বা করছে।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا

---

১. অন্যান্য রিওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নামেক আল্লাহ্ তা'আলা অনুভূতি ও উপলব্ধির ক্ষমতা প্রদান করবেন।

www.pathagar.com

وَاِذَآ اُلْقُوْا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا

দূর থেকে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা ওর ক্রুদ্ধ গর্জন ও চীৎকার শুনতে পাবে। এবং যখন তাদেরকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তথায় ধ্বংস কামনা করবে। —সূরা আল-ফুরকান ঃ ১২-১৩

জ্ঞাতব্য ঃ একশত বছরের দূরত্বের ব্যবধানে জাহান্নামের দৃষ্টি জাহান্নামীদের উপর পতিত হবে এবং জাহান্নামীদের দৃষ্টিও জাহান্নামের উপর পতিত হবে। তাদের দেখা মাত্রই জাহান্নাম উথলিয়ে উঠবে এবং তা থেকে উচ্চস্বরে আওয়াজ বেরুতে থাকবে, যা জাহান্নামীরা শুনতে পাবে। আর যখন তাদেরকে ওতে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে তখন তারা মৃত্যুকে ডাকতে থাকবে অর্থাৎ যেমন পৃথিবীতে কঠিন মুসিবতের সময় বলা হয়ে থাকে, হায় মরণ।

ইবনে আবি হাতিমের একটি বর্ণনায় আছে, রসূল করীম (স) اِذَا رَاَتْهُم এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে জাহান্নামের দুটি চক্ষু প্রমাণ করেছেন। —ইবনে কাসীর

যদিও জাহান্নামের বিস্তৃতি ব্যাপক কিন্তু শাস্তির উদ্দেশ্যে জাহান্নামীদের অত্যন্ত সংকীর্ণ স্থানে রাখা হবে। কোন কোন রিওয়ায়েতে স্বয়ং নবী করীম (স.) থেকে এর ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে ঃ প্রাচীরগাত্রে যেমন অর্গল (খিল) লাগানো হয় অনুরূপভাবে জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে আবদ্ধ করা হবে। —ইবনে কাসীর

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ـ

জাহান্নাম সে ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্য থেকে পলায়ন করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, যে সম্পদ পুঞ্জীভূত করতো এবং তা আঁকড়িয়ে ধরে রাখতো। —সূরা মা'আরিজ ঃ-১৭ ১৮

'ইবনে কাসীর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে, বন্যপ্রাণী যেমনভাবে শস্য দানা অনুসন্ধান করে নেয় অনুরূপভাবে জাহান্নাম হাশরের ময়দান থেকে

www.pathagar.com

মন্দ লোকগুলোকে এক এক করে খুঁজে নেবে। আলোচ্য আয়াতে সম্পদ পুঞ্জীভূত করার উল্লেখ আছে। হযরত কাতাদা (রাঃ) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতেন, সম্পদ পুঞ্জীভূত করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি হালাল-হারামের প্রতি লক্ষ্য করেনি এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার ক্ষেত্রে তা ব্যয় করেনি সেই ব্যক্তিকে আলোচ্য আয়াতে বোঝানো হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে হাকীম (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ভীতি প্রদর্শনের দরুন কখনো থলের মুখ বন্ধ করতেন না। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলতেন, হে আদম সন্তান। তুমি আল্লাহ্‌র সাবধান বাণী শ্রবণ করছ অথচ সম্পদ জমা করছ। রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন: কিয়ামত দিবসে মানব গোষ্ঠীকে বকরীছানার মত আল্লাহ্‌র সামনে দাঁড় করানো হবে (অর্থাৎ অবমাননাকর অবস্থায় হাযির করা হবে)। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সম্বোধন করে বলবেন, 'আমি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করি নি? চতুষ্পদ জন্তু, গোলাম ও খাদিম দিই নি? তোমার প্রতি কি আমি অনুগ্রহ প্রদর্শন করি নি? বলো, এগুলোর শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি কাজ করেছ? এর জবাবে সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আমি সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছি, খুব বৃদ্ধি করেছি এবং যা ছিল তার কয়েকগুণ রেখে এসেছি। আমাকে ঐগুলো নিয়ে আসার অনুমতি দিন। মোদ্দা কথা, সে ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকাকালীন কোন ভাল কাজ করেনি। সুতরাং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। —তিরমিযী শরীফ

তিনি আরো ইরশাদ করেন: যার কোন আবাস নেই তার আবাস হচ্ছে পৃথিবী (যার কোন স্থায়িত্ব নেই), যার কোন সম্পদ নেই তার সম্পদ হচ্ছে পৃথিবী, আর পৃথিবীর জন্য জমা করে সে-ই, যার কোন বিবেক-বুদ্ধি নেই। —মিশকাত শরীফ

বায়হাকী 'শু'আবে ঈমান' গ্রন্থে এক মারফু হাদীস নকল করেছেন: যখন কোন ব্যক্তি ইন্তিকাল করে তখন ফিরিশতারা বলতে থাকে, সে পরকালের জন্য কি পাঠিয়েছে, আর মানুষ বলাবলি করতে থাকে, সে পৃথিবীতে কি রেখে গেছে?

জাহান্নামের বাগডোর (লাগাম) এবং তার টানার ফিরিশতা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ

www.pathagar.com

করেছেন, ঐদিন জাহান্নামকে উপস্থাপন করা হবে যার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে এবং প্রতিটি লাগামের জন্য সত্তর হাজার ফিরিশতা নির্ধারিত থাকবে যারা তা টানতে থাকবে। —মুসলিম শরীফ

হাফিজ আবদুল আযীয মান্যারী (রাঃ) আত-তারগীব ওয়াত্ তারহীব গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রিওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আল্লাহ্ না করুন, যদি সে সময় ফিরিশতারা জাহান্নামের লাগাম ছেড়ে দেয় তাহলে প্রত্যেক সৎ ও অসৎ ব্যক্তিকে সে তার থাবায় টেনে নেবে।

জাহান্নামের সাপ ও বিচ্ছু

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ জাহান্নামে বড় ঘাড় বিশিষ্ট উটের ন্যায় সাপ রয়েছে। সেগুলোর বিশেষ হাকীকত হচ্ছে এই যে, একবার দংশন করলে জাহান্নামী ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার বিষ ও দংশন জ্বালা অনুভব করতে থাকবে। অতঃপর তিনি বলেনঃ জাহান্নামে কাষ্ঠ বোঝাই খচ্চরের ন্যায় বিচ্ছু রয়েছে। এগুলোর বিষাক্ততার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এই যে, একবার দংশন করলে জাহান্নামী ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার দংশন জ্বালা অনুভব করতে থাকবে। —আহমদ

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

زدناهم عذابا فوق العذاب —

আমরা তাদের শাস্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেবো, তাদের সেসব কুৎসিত কার্যকলাপের কারণে, যা তারা দুনিয়াতে সম্পাদন করেছিল।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আগুনের স্বাভাবিক শাস্তির অতিরিক্ত হিসেবে তাদের ক্ষেত্রে এ শাস্তি নিপতিত হবে যে, তাদের উপর লম্বা লম্বা খেজুরের ন্যায় দাঁত বিশিষ্ট বিচ্ছু নির্ধারিত করা হবে।

www.pathagar.com

জাহান্নামে মৃত্যু আসবে না এবং শাস্তি লাঘব করা হবে না

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون —

তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তারা উহাতে নিরাশ হয়ে অবস্থান করবে। —সূরা যুখরুফ

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছেঃ

لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها —

তাদেরকে না মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। —সূরা ফাতির ঃ ৩৬

অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ভোগের পরও তাদের মৃত্যু আসবে না এবং তারা শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না; বরং সীমাতিরিক্ত শাস্তি ভোগের পরও জীবিত থাকবে। হাদীসে উল্লেখ আছে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে পৌঁছবে, আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে উপনীত হবে এবং জান্নাতে প্রবেশকারী কেউ জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবে না, তখন জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে ভেড়ার আকৃতিতে মৃত্যুকে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীরা। এখন আর মৃত্যু আসবে না এবং হে জাহান্নামীরা, এখন আর মৃত্যু আসবে না। এই ঘোষণা শুনা মাত্র জান্নাতীদের আনন্দোল্লাস বৃদ্ধি পাবে এবং জাহান্নামীদের কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। —বুখারী ও মুসলিম শরীফ

জাহান্নামের খবর আরও আছে কি ?

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد —

www.pathagar.com

স্মরণ কর সেদিনের কথা, যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গিয়েছ? জাহান্নাম বলবে, আরও আছে কি?
সূরা কাফ ঃ ৩০

হাদীসে উল্লেখ আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন ঃ জাহান্নামে দোযখীদের অনবরত ফেলা হবে এবং জাহান্নাম 'আরও আছে কি' বলতে থাকবে। তাতে সমস্ত জাহান্নামী প্রবেশ করবে, তবু তার পেট ভরবে না, এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা তাতে তাঁর কদম মুবারক রেখে দেবেন। ফলে জাহান্নাম কুঞ্চিত হয়ে যাবে। আর আরম্ভ করতে থাকবে ব্যস, ব্যস। আপনার ইযযত ও অনুগ্রহের শপথ করে বলছি।
—মিশকাত শরীফ

ধৈর্য ধারণ করলেও শাস্তি থেকে অব্যাহতি মিলবে না

ধৈর্য ধারণ মুসীবতের পর প্রশান্তি নসীব হওয়াটাই পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়ম। কিন্তু জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون
ما كنتم تعملون ـ

তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্যধারণ কর কিংবা না কর উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা দুনিয়াতে যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে। —সূরা তূর ঃ ১৬

জাহান্নামীদের পানাহার অর্থাৎ আগুনের কাঁটা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

تسقى من عين انية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن
ولا يغنى من جوع ـ

www.pathagar.com

অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ থেকে পানি পান করানো হবে এবং 'দরী' ব্যতীত তাদের আর কোন খাদ্য থাকবে না, যা তাদের পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না। —সূরা গাসিয়াঃ ৫-৭

মিরকাতের লেখক বলেন (দরী) হিজাজের একটি কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষের নাম যার মালিন্যের কারণে চতুষ্পদ জন্তুও তার ধারে ঘেষে না। ওটা ভক্ষণ করলে প্রাণী নির্ঘাত মারা যায়। এখানে 'দরী' দ্বারা আগুনের কাঁটা বোঝানো হয়েছে যা 'এলোয়ে' থেকে তিক্ততর, মৃত লাশ থেকে অধিক দুর্গন্ধযুক্ত এবং আগুনের চাইতে অধিকতর উত্তপ্ত এবং যা অধিক পরিমাণ ভক্ষণ করলেও ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না।

গিসলীন ঃ ক্ষতস্থানের-নিঃসৃত স্রাব

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ وَلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ

لَا يَأْكُلُهُ اِلَّا الْخَاطِئُوْنَ —

অতএব এইদিন সেথায় তার কোন সুহৃদ থাকবে না; এবং ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত কোন আহার্য দ্রব্য থাকবে না, অপরাধী ব্যতীত কেউ ভক্ষণ করবে না। —সূরা হাক্কঃ ৩৫-৩৭

যাককুম

اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْاَثِيْمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ

كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ —

যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য, ওটা গলিত তাম্র সদৃশ, তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত। —সূরা দুখানঃ ৪৩-৪৬

www.pathagar.com

ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجرة من
زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم
فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين —

অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কুম বৃক্ষ থেকে, এর দ্বারা তোমরা উদর পূর্তি করবে। তারপর তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি—পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়। কিয়ামত দিবসে এটাই হবে ওদের আপ্যায়ন।

—সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৫১-৫৬

আরও ইরশাদ হচ্ছে ঃ

انها شجرة تخرج فى اصل الجحيم طلعها كانه رءوس
الشيطين —

এই বৃক্ষ উদগত হয় জাহান্নামের তলদেশ থেকে, এর মোচা সাপের ফণার মত। —সূরা সাফ্ফাত ঃ ৬৪-৬৫

জ্ঞাতব্য ঃ যাক্কুমের অনুবাদ করা হয়েছে সিণ্ড (উদূর্) দ্বারা, যা তিক্ত গাছ হিসাবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু এটা কেবলমাত্র বোঝানোর জন্য। কেননা তথাকার প্রত্যেকটি জিনিস এখানকার চাইতে অধিকতর তিক্ত ও দুর্গন্ধময়। এই বৃক্ষ থেকে জাহান্নামীরা ভক্ষণ করবে তখন কতই না কুৎসিত দৃশ্যের অবতারণা হবে। অতঃপর উপর থেকে ফুটন্ত পানি পান করবে এবং তাও আবার কম না বরং তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায় প্রচুর পরিমাণ পানি পান করবে।

www.pathagar.com

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ যদি যাক্কুমের এক বিন্দুও পৃথিবীতে পড়ে তাহলে তা নিশ্চিতভাবে সারা বিশ্বের প্রাণীকুলের আহার্য দ্রব্যাদি বিকৃত করে ফেলবে অর্থাৎ সব কিছু তিক্ত হয়ে যাবে। এবার ভেবে দেখুন, যার আহার্য দ্রব্য হবে শুধুমাত্র যাক্কুম তার অবস্থা কি দাঁড়াবে?
—তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ইত্যাদি

হাকীম -এর এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্র শপথ, যদি যাক্কুমের এক ফোঁটা পৃথিবীর নদ-নদীতে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে সমস্ত বিশ্ববাসীর আহার্য দ্রব্যাদি তিক্ত করে দেবে। তাহলে এবার ভেবে দেখুন যার আহার্য সামগ্রী হবে যাক্কুম তার অবস্থা কি হবে? —তারগীব

গাস্সাক (পুঁজ ও ক্ষত নিঃসৃত স্রাব)

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا -

সেখানে ওরা কোন শীতল বস্তু উপভোগ করবে না, পানীয়ও নয়, কেবল ফুটন্ত পানি ও পুঁজের আস্বাদ গ্রহণ করবে। —সূরা নাবাঃ ২৪-২৫

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন ঃ যদি গাস্সাকের এক বালতি দুনিয়াতে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সমস্ত দুনিয়াবাসী বোকা বনে যাবে (জ্ঞানশূন্য হয়ে যাবে)। —তিরমিযী, হাকীম

'গাসসাক'—এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী নেতৃস্থানীয় আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। মিরকাত গ্রন্থকার চারটি মতবাদের উল্লেখ করেছেন যেমন, (১) জাহান্নামীদের পুঁজ ও তাদের ক্ষত নিঃসৃত স্রাব (২) জাহান্নামীদের অশ্রু (৩) যামহারীর অর্থাৎ হিমপ্রবাহ জনিত জাহান্নামের শাস্তি (৪) দুর্গন্ধযুক্ত ঠান্ডা পুঁজ, যা অত্যধিক ঠান্ডার কারণে পানযোগ্য নয় কিন্তু চরম জঠর জ্বালায় জাহান্নামীরা তা পান করতে বাধ্য হবে।

www.pathagar.com

গলিত ধাতুর ন্যায় পানি

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس
الشراب وساءت مرتفقا -

তারা পানির আকাঙ্ক্ষা করলে গলিত ধাতুর ন্যায় পানি সরবরাহ করা হবে; যা তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধীভূত করে দেবে। এটা কত নিকৃষ্ট পানীয়। আর জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট স্থান। —সূরা কাহাফ ঃ ২৯

পুঁজ নিঃসৃত পানি

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

و يسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه و يأتيه
الموت من كل مكان وما هو بميت -

এবং প্রত্যেককে গলিত পুঁজ পান করানো হবে, যা সে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করবে এবং তা গলাধঃকরণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। সব দিক থেকে তার দিকে মৃত্যু যন্ত্রণা আসবে। কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না।
—সূরা ইবরাহীম

অর্থাৎ চতুর্দিকের রকমারি শাস্তি দেখে সে মনে করবে যে, আমি মরে গেছি। কিন্তু সেখানে মৃত্যু আসবে না, যাতে করে পাপ কেটে যায় এবং শাস্তি থেকে অব্যাহতি মেলে।

হামীম (ফুটন্ত পানি)

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم -

www.pathagar.com

তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে। —সূরা মুহাম্মদ ঃ ১৫

গলায় আটককৃত খাদ্য

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذاغصة وعذابا اليما -

আমার নিকট মজুদ রয়েছে শৃঙ্খল ও প্রজ্বলিত অগ্নি, গলায় বিদ্ধ হয় এমন আহার্য সামগ্রী এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।

—সূরা—মুজাম্মিল ঃ ১২—১৩

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন যে, طعام ذي غصة একটি কাঁটার নাম যা এমনভাবে গলায় বিদ্ধ হবে যে, না বের হবে, আর না নীচে নেমে যাবে। —তারগীব

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) রসূলে করীম (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেন ঃ জাহান্নামীদের ভয়ানক ক্ষুধা পাবে যা একাই সে সমুদয় শাস্তির সমান যা ক্ষুধা ব্যতিরেকে তাদেরকে দেওয়া হবে। তাই তারা আহার্য দ্রব্যের জন্য ফরিয়াদ করবে। সেই ফরিয়াদ অনুযায়ী তাদেরকে 'দরী' জাতীয় খানা পরিবেশন করা হবে, যাতে না তাদের পুষ্টি বাড়বে, আর না ক্ষুধা নিবৃত্ত হবে। তারা পুনরায় খাদ্য চাইবে। এবারে তাদেরকে গলায় আটকিয়ে যাওয়া খাদ্য দেওয়া হবে। তারা এগুলো বের করানোর জন্য পন্থা খুঁজবে। তাদের তখন স্মরণ হবে যে, পৃথিবীতে পানীয় দ্রব্যাদি দ্বারা আটকে যাওয়া বস্তুসমূহ বের করা যেত। কাজেই তারা পানীয় দ্রব্যাদির আকাঙ্ক্ষা করবে। তখন ফুটন্ত পানি লোহ নির্মিত পায়খানার পাত্রে তাদের সম্মুখে পেশ করা হবে। সেসব মলপাত্র যখন তাদের মুখমণ্ডলের নিকটবর্তী করা হবে তখন তা তাদের চেহারাসমূহ দগ্ধীভূত করে দেবে। অতঃপর যখন

www.pathagar.com

উক্ত পানি পাকস্থলীতে পেঁছবে তখন তা পেটের ভিতরকার বস্তুসমূহ অর্থাৎ পাকস্থলী ইত্যাদি ছিন্নভিন্ন করে দেবে। —মিশকাত শরীফ

আবূ উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) يُسْقَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ এই আয়াতটি পড়ে ইরশাদ করেনঃ পুঁজ নিঃসৃত পানি যখন জাহান্নামীদের মুখের নিকটবর্তী করা হবে তখন তারা সেটাকে ঘৃণা করবে। অতঃপর যখন আরও নিকটবর্তী করা হবে তখন তাদের চেহারা বিগড়ে যাবে এবং তাদের মাথার চামড়া খসে পড়বে। অতঃপর যখন তা তাদেরকে পান করানো হবে তখন তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং পরিশেষে মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

শাস্তির বিভিন্ন পদ্ধতি

জাহান্নামের আগুন, তার প্রখর তাপ, সাপ, বিচ্ছু, আহার্য দ্রব্যাদি, অন্ধকার এসব এক একটি শাস্তি। কিন্তু এখন পর্যন্ত যে সব শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা জাহান্নামের শাস্তির একটা ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব রকমারি শাস্তি ব্যতিরেকে জাহান্নামীদের আরও অনেক ধরনের শাস্তি দেওয়া হবে। নিম্নে সে সব শাস্তির কিছুটা উল্লেখ করা গেল।

'হামীম' অর্থাৎ গরম পানি

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي
بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ـ

তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, যার ফলে তাদের চর্ম ও তাদের উদরে যা আছে তা গলে যাবে। —সূরা হাজ্জ ১৯-২০

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ইরশাদ করেনঃ

ফুটন্ত পানি জাহান্নামীদের মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে, যা তাদের পাকস্থলীতে পেঁছে গিয়ে তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দেবে এবং

www.pathagar.com

পরিশেষে পদযুগলের মধ্য দিয়ে বের হয়ে যাবে। এরপর জাহান্নামীদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন : আলোচ্য আয়াতে يُصْهَرُ শব্দ দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে।—তিরমিযী ও বায়হাকী

মাকামি' বা লৌহ নির্মিত গদা বিশেষ

ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا
مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ —

এবং তাদের জন্য লৌহনির্মিত গদা (মুদগর) থাকবে, যখনই তারা জাহান্নামের যন্ত্রণা থেকে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, দহন যন্ত্রণার আস্বাদ গ্রহণ কর। —সূরা হাজ্জ : ২১—২২

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন : জাহান্নামের লৌহনির্মিত একটি গদা যদি ভূপৃষ্ঠে রেখে দেওয়া হয় এবং সমগ্র জিন ও মানব জাতি সম্মিলিত-ভাবে তা উত্তোলন করতে চায় তাহলেও উত্তোলন করতে পারবে না।

—আবু ইয়ালা, আহমদ

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, জাহান্নামের একটি লৌহনির্মিত গদার দ্বারা যদি পর্বতের উপর আঘাত হানা হয় তাহলে তা নিশ্চিতভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলো হয়ে যাবে। —তারগীব

ত্বক পরিবর্তন

ইরশাদ হচ্ছে :

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا
الْعَذَابَ —

www.pathagar.com

যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হবে তখন উহার স্থলে নতুন একটি চর্ম তৈরী করবো, যাতে তারা শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে।

—সূরা নিসা ঃ ৫৬

হযরত হাসান বসরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, জাহান্নামীদেরকে আগুন প্রত্যহ সত্তর হাজার বার জ্বালানো হবে। প্রত্যেকবার জ্বালাবার সময় বলা হবে যেমন ছিলে তেমন হয়ে যাও। সুতরাং সে প্রত্যেকবার সেরূপই পরিগ্রহ করবে। —তারগীব ওয়া তারহীব

ইলম গোপনকারীর শাস্তি

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন ঃ যার নিকট জ্ঞান সম্পর্কীয় কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা হয়েছে এবং সে জানা সত্ত্বেও তা বলে দেয়নি বরং তা গোপন করেছে, কিয়ামত দিবসে তার মুখে আগুনের লাগাম জুড়ে দেওয়া হবে। —মিশকাত শরীফ

মাদক দ্রব্য কিংবা নেশাগ্রস্ত বস্তু পানকারীর শাস্তি

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেছেন 'আমার মহাসম্মানিত ও মহিমান্বিত প্রতিপালক বলেন, আমার ইযযতের কসম! আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যে কেউ মাদকদ্রব্য এক ফোঁটাও পান করবে, আমি তাকে সে পরিমাণ পুঁজ পান করাবো এবং যে বান্দা আমার ভয়ে মদ্যপান পরিত্যাগ করবে আমি তাকে পূত-পবিত্র ঝর্ণা থেকে সুপেয় পানীয় পান করাবো। —আহমদ

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা নিজ জিম্মাদারীতে অঙ্গীকার করেছেন, যে কেউ নেশাগ্রস্ত বস্তু পান করবে কিয়ামতের দিন তাকে অবশ্যই 'তীনাতুল খাবাল' পান করানো হবে। সাহাবা-ই-কিরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! 'তীনাতুল খাবাল' কী জিনিস? ইরশাদ করলেন ঃ জাহান্নামীদের ঘাম অথবা তিনি বললেন জাহান্নামীদের দেহের নিংড়ানো দুর্গন্ধযুক্ত পানীয়। —মিশকাত শরীফ

www.pathagar.com

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত ছিল এবং সেই অবস্থায় ইনতিকাল করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নাহরুল গওতা থেকে পান করাবেন। আরয করা হলো, নাহরুল গওতা কি জিনিস? ইরশাদ হলো এমন একটি ঝর্ণা যা ব্যভিচারীদের লজ্জাস্থান থেকে প্রবাহিত হবে।

—আহমদ ও ইবনে হাব্বান

আমলবিহীন বক্তাদের শাস্তি

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ যেদিন আমাকে মি'রাজে গমনের সুযোগ দান করা হয়েছিল, সেদিন আমি এমন এক শ্রেণীর লোক দেখতে পেলাম যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কর্তন করা হচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে ভাই জিবরাঈল, এরা কারা? তিনি আমাকে বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সেসব লোক, যারা মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দিত কিন্তু নিজেদের বেলায় তা ভুলে যেত, তারা পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করতো কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করতো না। —মিশকাত শরীফ

বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়িভূঁড়ি ত্বরিৎ গতিতে খসে পড়বে। অতঃপর সে জাহান্নামে এমন ভাবে ঘুরতে থাকবে যেমনিভাবে গাধা যাঁতা নিয়ে ঘুরতে থাকে। তার অবস্থা দেখে জাহান্নামীরা তার নিকট জড় হবে এবং তাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে অমুক! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দিতে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে না? সে বলবে, হ্যাঁ, তোমাদেরকে আমি ভাল কাজের আদেশ দিতাম কিন্তু নিজে তা করতাম না এবং তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম।

স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পানপাত্র ব্যবহারকারীদের শাস্তি

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য নির্মিত পাত্রে অথবা এমন কোন পাত্রে কিছু আহার কিংবা পান করে যাতে স্বর্ণ-রৌপ্যের মিশ্রণ রয়েছে, সে যেন জাহান্নামের আগুন দিয়ে তার উদর পূর্তি করে। —দারুকুতনী

www.pathagar.com

চিত্রকরদের শাস্তি

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাপেক্ষা কঠিন শাস্তি হবে চিত্রকর (প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারী)-দের।

—বুখারী ও মুসলিম শরীফ

তিনি আরো ইরশাদ করেনঃ "প্রত্যেক চিত্রকর জাহান্নামী হবে। তার তৈরীকৃত প্রত্যেকটি চিত্রের পরিবর্তে একটি করে জীব তৈরী করা হবে, যা তাকে জাহান্নামে শাস্তি দিতে থাকবে। —বুখারী ও মুসলিম শরীফ

এই রিওয়ায়েতের পরে হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যদি তোমরা ছবি তৈরি করতে চাও তাহলে বৃক্ষলতা ও নিষ্প্রাণ বস্তুর ছবি তৈরী করতে পার। —মিশকাত শরীফ

আত্মহত্যাকারীদের শাস্তি

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি পর্বত থেকে পড়ে আত্ম-হত্যা করবে সে জাহান্নামের আগুনে অবস্থান করবে। সার্বক্ষণিক সে তাতে (পর্বতে) উঠতে এবং নামতে থাকবে। (এটা হলো কাফিরদের ব্যাপারে। মুসলমান আত্মহত্যাকারী আত্মহত্যার নির্ধারিত শাস্তি ভোগের পর অন্যান্য অপরাধী মুসলমানদের ন্যায় জান্নাতে প্রবেশ করবে)।

আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করবে, তার বিষ তার হাতে থাকবে যা সে জাহান্নামের আগুনে সারাক্ষণ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোন লৌহ নির্মিত অস্ত্রদ্বারা আত্মহত্যা করবে তার সেই লৌহ নির্মিত বস্তুটি তার হাতে থাকবে যাকে সে জাহান্নামের আগুনে নিজের পেটে ঢুকাতে থাকবে। —বুখারী শরীফ

দাম্ভিকের শাস্তি

রসূলুল্লাহ্‌ (স.) ইরশাদ করেনঃ অহংকারীদেরকে পিপীলিকার সমান অবয়বে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে কিন্তু তাদের আকৃতি হবে মানুষের। অতঃপর তিনি বলেন, চতুর্দিক থেকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাদেরকে ঘিরে ধরবে। তিনি আরও বলেন, তাদেরকে জাহান্নামের কারাগারের দিকে এভাবে হাঁটিয়ে নেওয়া হবে। এ কারাগারের নাম 'বৌলিস'। তাদের উপর আগুন

www.pathagar.com

প্রজ্বলনকারী আগুন চড়িয়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে ‘তীনাতুল খাবাল’ অর্থাৎ জাহান্নামীদের শরীর নিঃসৃত পানীয় পান করানো হবে।

—মিশকাত শরীফ

তিরমিযী শরীফের একটি বর্ণনায় আছে, নিশ্চয়ই জাহান্নামে একটি বিস্তীর্ণ মাঠ রয়েছে যাকে হাবহাব বলা হয়। এতে সীমালংঘনকারীরা অবস্থান করবে।

রিয়াকার ইবাদতকারীর শাস্তি

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ ‘জুব্বুল হুয়ন’ (দুর্ভাবনার কূপ) থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবা-ই-কিরাম আরয করলেন, ‘জুব্বুল হুয়ন কী জিনিস? তিনি ইরশাদ করেনঃ এটা জাহান্নামের একটি কূপ। জাহান্নাম প্রতিদিন এর থেকে চারশ বার নিষ্কৃতি কামনা করে। আরয করা হলো, ওতে কারা যাবে? তিনি বললেন, লোক দেখানো আমলকারী ব্যক্তিরা।

—তিরমিযী

ইবনে মাজার একটি বর্ণনায় আছে, এরপর তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ইবাদতকারী তারা, যারা অত্যাচারী শাসকদের নিকট আসা-যাওয়া করে অর্থাৎ তাদের তোষামোদ ও চাটুকারিতা করার জন্য যাতায়াত করে। —মিশকাত শরীফ

‘সাউদ’ (আগুনের এক পাহাড়)

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছেঃ

سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا

অনতিবিলম্বে আমি তাকে সাউদ (জাহান্নামের একটি পর্বতের নাম) এর উপর চড়াবো। —সূরা মুদ্দাসসির: ১৭

রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেনঃ সাউদ জাহান্নামের একটি পর্বতের নাম, যার চূড়ায় জাহান্নামীদেরকে সত্তর বছর পর্যন্ত চড়ানো হবে। অতঃপর সত্তর বছর পর্যন্ত নীচের দিকে নামানো হবে অর্থাৎ সত্তর বছরে

www.pathagar.com

সে চূড়ায় উঠেছিল, এবার সত্তর বছরে সেখান থেকে নামবে এবং সর্বক্ষণ তার এই অবস্থাই থাকবে। —তিরমিযী শরীফ

সিলসিলা (অত্যধিক লম্বা শিকল)

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها
سبعون ذراعا فاسلكوه -

ফিরিশতাদেরকে বলা হবে, তাদেরকে পাকড়াও করো, গলদেশে বেড়ী পরিয়ে দাও। অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ কর। পুনরায় তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক জিঞ্জিরে শৃঙ্খলিত কর। —সূরা হাক্কাহ ঃ ৩০—৩২

এ প্রসঙ্গে হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (রঃ) লিখেনঃ সেই গজের পরিমাপ আল্লাহ্ তা'আলা সম্যক জ্ঞাত। কেননা এটা হবে সেখানকার গজ। রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ যদি দস্তার একটি খণ্ড আকাশ থেকে যমীনে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে রাত আসার পূর্বে যমীন পর্যন্ত পেঁছে যাবে, যা পাঁচশো বছরের দূরত্ব। আর যদি সেই খণ্ড জাহান্নামীদের শিকলের এক মাথা থেকে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে দ্বিতীয় মাথায় পেঁছার পূর্বেই চল্লিশ বছর লেগে যাবে।
—তিরমিযী শরীফ

এতে বোঝা গেল যে, জাহান্নামীদের শৃঙ্খলিত করার শিকলসমূহ আকাশ ও ভূপৃষ্ঠের মধ্যকার দূরত্বের চাইতেও দীর্ঘায়িত হবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, এসব শিকল তা শরীরে গেঁথে দেওয়া হবে এবং মলদ্বার দিয়ে টেনে বের করা হবে। অতঃপর তাকে আগুনের মধ্যে এমনভাবে ভূনা হবে যেমন শিকের ম া কাবাব এবং তেলের মধ্যে টিড্ডি ভূনা করা হয়।

www.pathagar.com

তাওক (গলাবন্ধ)

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

انا اعتدنا للكفرين سلسلا و اغللا وسعيرا -

আমি কাফিরদের জন্য শৃঙ্খল বেড়ী ও লেলিহান অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি। —সূরা দাহর ঃ ৪

সূরা মুমিনে আছেঃ

فسوف يعلمون - اذا الاغلل في اعناقهم والسلسل يسحبون

في الحميم ثم في النار يسجرون -

অতঃপর শীঘ্রই তারা জানতে পারবে, যখন তাদের গলদেশে বেড়ী ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, অতঃপর তাদেরকে ফুটন্ত পানি ও অগ্নিতে দগ্ধ করা হবে। —সূরা মুমিন ঃ ৭০-৭২

ইবনে আবু হাতিমের একটি মারফু হাদীসে আছে যে, জাহান্নামীরা একদিক থেকে কালমেঘ ভাসতে দেখতে পাবে। তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, তবে তোমরা কি চাও? তারা পৃথিবীর ঘটনাবলীর উপর অনুমান করে বলবে, আমরা চাই বৃষ্টিপাত। তখন মেঘ থেকে শৃঙ্খল, জিঞ্জির এবং অগ্নিশিখা বর্ষাতে থাকবে। অগ্নিস্ফুলিংগ তাদেরকে ভস্মীভূত করবে এবং তাদের গলাবন্ধ ও শিকলের মধ্যে আরও ব্যাপকতার সৃষ্টি হবে। —ইবনে কাসীর

যে ফুটন্ত পানির মধ্যে জাহান্নামীদের নিক্ষেপ করা হবে সে সম্পর্কে হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেনঃ পাপীদের কেশরাশি পাকড়াও করে সেই পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হবে। ফলে তার সমগ্র দেহের মাংস বিগলিত হয়ে খসে পড়বে এবং অস্থিমজ্জার অবকাঠামো ও দুই চক্ষু ব্যতীত কিছুই রক্ষা পাবে না।

www.pathagar.com

গন্ধকের কাপড়

সূরা ইবরাহীম-এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ـ

তাদের জামা হবে আলকাতরার এবং অগ্নি তাদের মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন করবে। —সূরা ইবরাহীম ঃ ৫০

জ্ঞাতব্য ঃ হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) লিখেন ঃ বিটামিন ইমালশনকে 'কাতিরা' বলা হয় (যার অনুবাদ করা হয়েছে গন্ধক)। গন্ধকের পোশাক হওয়ার উদ্দেশ্য হলো, সমস্ত শরীরে আলকাতরার লেপ দেওয়া হবে যাতে তার শরীরে অতি দ্রুততার সাথে আগুন লেগে যায়। —বায়ানুল কুরআন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইরশাদ করেন ঃ

গলিত তাম্রকে قطران (কাতিরান) বলা হয়। জাহান্নামীদেরকে আগুনের ন্যায় কঠিন উত্তপ্ত তাম্র নির্মিত পোশাক পরিধান করানো হবে। —ইবনে কাসীর

মুসলিম শরীফে আছে, রসূলে করীম (স,) ইরশাদ করেন ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চৈস্বরে বিলাপকারিণী স্ত্রীলোকরা যদি মৃত্যুর পূর্বে তওবা না করে তাহলে কিয়ামতের দিন সে[১] আলকাতরা অথবা গলিত তাম্র মিশ্রিত জামা পরিহিত অবস্থায় উঠবে এবং তার শরীরে একটি খুজলী হবে অর্থাৎ তার শরীরে খোস-পাঁচড়া সৃষ্টি হবে এবং সেটার উপর আলকাতরার আস্তর দেওয়া হবে।

১. যদি কাতিরান দ্বারা গন্ধক বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে তার খুজলী পাঁচড়ার উপশমের জন্য হবে না বরং তার উত্তপ্ত ও দহন শক্তি বৃদ্ধির জন্য হবে। কেননা খোস পাঁচড়ায় গন্ধক লাগালে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। আল্লাহ্‌ই সম্যক জ্ঞাত।

www.pathagar.com

সূরা হাজ্জ এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار -

যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করে রাখা হয়েছে। —সূরা হাজ্জঃ ১৯

জাহান্নামের দারোগার ভর্ৎসনা

বিভিন্ন প্রকারের দৈহিক যন্ত্রণা এবং নানা প্রকৃতির শাস্তি প্রদান ব্যতিরেকে জাহান্নামীদের জন্য একটা বড় ধরনের আত্মিক শাস্তি হবে জাহান্নামের দারোগার ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। কুরআনুল করীমে বিভিন্ন শিরোনামে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সূরা সিজদায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون -

এবং তাদেরকে বলা হবে, যে অগ্নির শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে (এখন) তোমরা তার স্বাদ গ্রহণ কর।—সূরা সিজদাঃ ২০

সূরা আহকাফ—এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

اذهبتم طيبتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها

فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى

الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون -

সেদিন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ করেছ। সুতরাং আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর

www.pathagar.com

শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে উদ্ধত প্রকাশ করেছিলে এবং তোমরা সত্যদ্রোহী ছিলে।—সূরা আহকাফ : ২০

হযরত যাইদ ইবন আসলাম (রাঃ) বলেন, একদা হযরত উমর ফারূক (রাঃ) পানি চাইলেন। তাঁর সামনে মধু মিশ্রিত পানি পেশ করা হলো। তিনি তা পান করলেন না এবং বললেন, এটা তো খুব ভাল জিনিস সত্যি, কিন্তু পান করবো না। কেননা আমি পবিত্র কুরআনে অধ্যয়ন করেছি, আল্লাহ্ তা'আলা প্রবৃত্তির উপর আমলকারীদের নিন্দাবাদ করে ইরশাদ করেছেন, 'তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করেছ।' সুতরাং আমি আশংকা করছি, এমন ঘটনা যেন না ঘটে যে আমাদের নেকীর বিনিময়ে পৃথিবীতেই উপভোগ সামগ্রী মিলে যায়।

—মিশকাত শরীফ

www.pathagar.com

জাহান্নামীদের অবস্থা

জাহান্নামীদের সংখ্যা

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন: আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলবেন, 'হে আদম।' তিনি আরয করবেন, 'বান্দা হাযির, আপনার নির্দেশের অনুগত। সার্বিক কল্যাণ আপনার আয়ত্তাধীন।' আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, 'তোমার বংশধরদের থেকে দোযখীদের বের কর।' তিনি আরয করবেন, 'প্রভু হে, দোযখীদের সংখ্যা কত ?' ইরশাদ হবে, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন।' এ ঘোষণা শোনামাত্র আদম সন্তানেরা অস্থির হয়ে পড়বে এবং দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার দরুন তাৎক্ষণিকভাবে বাচ্চাদের বার্ধক্য দেখা দেবে এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের গর্ভপাত ঘটবে। অন্যান্যরাও সংজ্ঞা হারাবে। তবে তারা বাস্তবিক পক্ষে সংজ্ঞা হারাবে না, বরং আল্লাহ্র কঠোর শাস্তির ভয়েই তাদের এ অবস্থা হবে।

একথা শুনে সাহাবা-ই কিরাম আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্র রসূল! সেই জান্নাতী ব্যক্তি আমাদের ভিতর কে হবে ?' তিনি ইরশাদ করেন, 'ভয়ের কোন কারণ নেই, সন্তুষ্ট থাক। কেননা এদের মধ্যে একজন তোমরা এবং হাজার জন ইয়াজুজ-মাজুজ। —মিশকাত শরীফ

আলোচ্য বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা এত অধিক যে, যদি অন্যান্য মানুষ ও তাদের মধ্যে মুকাবিলা করা হয় তাহলে অন্যান্য-দের একজনের অনুপাতে ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা হবে এক হাজার। যেহেতু তারাও আদম (আঃ)-এর বংশধর তাই তাদের সংখ্যা মিলিয়ে প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামী হবে আর একজন মাত্র জান্নাতী হবে।

জাহান্নামীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন: আমি জান্নাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম, তাদের অধিকাংশই দরিদ্র লোক এবং জাহান্নামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম তাদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক —মিশকাত শরীফ

www.pathagar.com

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদা রসূল করীম (স.) ঈদ কিম্বা কুরবানীর সালাত আদায়ের জন্য ঈদগাহ পানে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে মহিলাদের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সম্বোধন করে তিনি বলেনঃ হে নারী সমাজ! তোমরা সাদকা করতে থাক, কেননা আমি জাহান্নামে নারীদের আধিক্য দেখেছি। মহিলারা আরয করলো, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল। এর কারণ কি?' তিনি বললেন, তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ[1] দিয়ে থাক এবং স্বামীর প্রতি অকৃ-তজ্ঞতা প্রদর্শন করে থাক। —বুখারী, মুসলিম শরীফ

জাহান্নামীদের কুৎসিত আকৃতি

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها - و ترهقهم
ذلة - مالهم من الله من عاصم - كانما اغشيت وجوههم
قطعا من اليل مظلما -

যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং তাদেরকে হীনতা আচ্ছন্ন করবে। আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই। তাদের মুখমণ্ডল যেন তমসাচ্ছন্ন রাত্রির আস্তরণে আচ্ছাদিত। —সূরা ইউনুসঃ ২৭

১. লা'নতঃ আভিধানিক অর্থ অভিসম্পাত করা, অভিশাপ দেওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে থাকাই লা'নত। নবী করীম (স.)-এর উদ্দেশ্য ছিলঃ মেয়েলোকেরা সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যান্য মেয়েলোকদের লানত করে থাকে। এ কারণে তারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে চলে যায়। আর আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে থাকা জাহান্নামে যাওয়ারই নামান্তর।

www.pathagar.com

আলোচ্য আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, জাহান্নামীদের মুখমন্ডল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হবে। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর (রাঃ) বলেন: জাহান্নামীদের কোন ব্যক্তিকে যদি পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে তার চেহারার বিশ্রী দৃশ্য দেখে এবং তার দেহের দুর্গন্ধ শুঁকে পৃথিবীর অধিবাসীরা অবশ্যই মরে যাবে। এর পর হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। —তারগীব

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ —

অগ্নি তাদের মুখমন্ডল দগ্ধীভূত করবে এবং তাদের চেহারাগুলো হবে বীভৎস। সূরা মুমিনুন: ১০৪

রসূলুল্লাহ্ (স.) 'কালিহূন' শব্দটির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইরশাদ করেনঃ জাহান্নামের আগুনে জাহান্নামীদের জ্বালানোর ফলে তার উপরের ঠোঁট মাথার মধ্যখান পর্যন্ত পেঁছবে এবং নীচের ঠোঁট বিলম্বিত হয়ে নাভীস্থল পর্যন্ত ঝুলে পড়বে। —তিরমিযী শরীফ

জাহান্নামীদের চোখের পানি

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, রসূল করীম (স.) সাহাবা-ই-কিরাম-দের সম্বোধন করে ইরশাদ করেন, 'হে লোক সকল! 'কাঁদো' যদি কাঁদতে না পার তাহলে কাঁদার ভান কর। কেননা জাহান্নামীরা জাহান্নামে বসে এত অধিক কান্নাকাটি করবে যে তাদের চেহারায় যেন নালার সৃষ্টি হবে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের চোখের পানি শেষ হয়ে যাবে, তাই রক্ত ঝরতে থাকবে এবং চক্ষু ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাবে। অর্থাৎ এত অধিক পরিমাণে চোখের পানি ও রক্ত প্রবাহিত হবে যে, যদি তাতে নৌকা ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে চলতে থাকবে। —শরহে সুন্নাহ

জাহান্নামীদের জিহ্বা

রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেনঃ কাফিররা তাদের জিহ্বা এক থেকে

www.pathagar.com

দুই ফারসাখ (তিন মাইল) বের করে দেবে যার উপর দিয়ে লোক চলাচল করবে। —তারগীব ও তারহীব

জ্ঞাতব্য: এক ফারসাখের পরিমাপ হচ্ছে তিন মাইলের সমান। এর দ্বারা স্পষ্টতই বোঝা গেল যে, কাফিরদের জিহ্বা কত লম্বা হবে।

জাহান্নামীদের দেহ

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন:

জাহান্নামে কাফিরদের উভয় কাঁধের মধ্যকার দূরত্ব দ্রুতগতি সম্পন্ন অশ্বারোহীর তিন দিনের পথের সমান হবে এবং কাফিরদের চোয়াল উহুদ পর্বতের সমান হবে। আর তার ত্বকের ঘনত্ব হবে তিনদিনের পথের সমান। —মুসলিম শরীফ

তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে: রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন: কাফিরদের চোয়াল কিয়ামতের দিন উহুদ পাহাড়ের সমান হবে এবং এবং তাদের উরু বায়দা পাহাড়ের সমান হবে। জাহান্নামে তার বসার আসনের পরিমাপ হবে তিনদিনের পথের সমান দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পরিমাপ হবে মদীনা থেকে রাবযাহ গ্রামের মধ্যকার দূরত্বের সমান। —মিশকাত

অন্য এক বর্ণনায় আছে, দোযখীর বসার আসনের পরিমাপ হবে মক্কা থেকে মদীনার দূরত্বের সমান। —মিশকাত

জ্ঞাতব্য: কোন কোন বর্ণনায় কাফিরের চামড়ার ঘনত্ব ৪২ হাত এবং মুসলিম শরীফের বর্ণনায় তিনদিনের দূরত্বের সমান উল্লেখ করা হয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, বিভিন্ন প্রকার কাফিরের বিভিন্ন প্রকার শাস্তি হবে। কাউকে তুলনামূলকভাবে কম দেওয়া হবে আবার কাউকে বেশী।

কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) ইরশাদ করেন: আমার উম্মতের কোন কোন ব্যক্তিকে জাহান্নামে এত বিরাট করে দেওয়া হবে যে, এক ব্যক্তিই জাহান্নামের একটি কোণ পরিপূর্ণ করে দেবে। —তারগীব ও তারহীম

হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে

www.pathagar.com

আব্বাস (রাঃ) বললেন, 'তুমি কী জান জাহান্নাম কতটা চওড়া ?' আমি আরয করলাম, 'জ্বী না।' তিনি বললেন, আল্লাহ্র শপথ, 'আল্লাহ্র শপথ' তোমরা জান না, নিঃসন্দেহে দোযখীদের কানের লতি এবং ঘাড়ের মধ্যবর্তী স্থানের দূরত্ব হবে সত্তর বছর চলার পথ। তাতে রক্ত ও পুঁজের নালা প্রবাহিত হবে।' —তারগীব

পুলসিরাত অতিক্রমকালে জাহান্নামে পতিত হওয়া

জাহান্নামের উপরে একটি পুল স্থাপন করা হবে, যাকে ইসলামী পরিভাষায় পুলসিরাত বলা হয়। সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলকেই এটা অতিক্রম করতে হবে।

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ـ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ـ

এবং তোমাদের প্রত্যেকেই এটা অতিক্রম করবে, এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। —সূরা মরিয়মঃ ৭১

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ জাহান্নামের পীঠের উপর পুলসিরাত প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি নবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের উম্মত সহ তা অতিক্রম করবো। আর সেদিন কেবলমাত্র রসূলই কথা বলবেন। তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী হবে اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ। হে আল্লাহ্! নিরাপদ রাখো, শান্তিতে রাখো। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেনঃ জাহান্নামে সা'দানের কাঁটার মত মোড়ানো পেরেক রয়েছে, যার বিরাটত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত। (সা'দান কাঁটাযুক্ত এক প্রকার গাছ, যার কাঁটাগুলো অনেক বড় হয়ে থাকে।)

সেই পেরেকগুলো তাদের মন্দ কার্যকলাপের দরুন পুলসিরাত অতিক্রমকারীদের ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে ফেলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালাবে, যার ফলে কিছু লোক ধ্বংস হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে (সেখান থেকে কখনো বের হতে পারবে না। এরা হলো কাফির সম্প্রদায়।) আর কিছু লোক খণ্ডিত হয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। (অতঃপর নির্ধারিত শাস্তি ভোগের

www.pathagar.com

পর মুক্তি পাবে। এরা ফাসিক সম্প্রদায়।) অন্য এক বর্ণনায় আছে, মুমিনরা চোখের পলকে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে—কেউ কেউ তড়িৎ গতিতে, কেউ কেউ বায়ু বেগে, কেউ কেউ দ্রুত অশ্বের ন্যায় আবার কেউ কেউ উটের ন্যায় পুলসিরাত পার হবে। এই অতিক্রমকারীদের মধ্যে কেউবা নিরাপদে, কেউবা পেরেকে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পার হবে, আবার কেউ কেউ অন্ধের মত জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। —বুখারী ও মুসলিম

হযরত কাব (রাঃ) বলেনঃ জাহান্নাম তার পৃষ্ঠদেশে সমস্ত লোকদের জড় করে নেবে। সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলেই যখন একত্রিত হবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করবেনঃ তুমি তোমার আপনজনদেরকে পাকড়াও করো এবং জান্নাতীদের ছেড়ে দাও। সুতরাং জাহান্নাম অসৎ লোকদের গ্রাস করবে। জাহান্নাম তাদেরকে এমনভাবে চিনবে যেমন তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে চিনে থাক বরং এর চাইতেও ভাল করে চিনবে। —ইবনে কাসীর

মোদ্দা কথা, জান্নাতীরা পুল অতিক্রম করে জান্নাতে পৌঁছবে এবং তাদের জন্য পূর্বাহ্নেই জান্নাতের তোরণদ্বার উন্মুক্ত রাখা হবে। আর জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। যেমন কুরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظّٰلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا —

অতঃপর আমি সাবধানীদেরকে উদ্ধার করবো এবং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব। সূরা মরিয়ম : ৭২

জাহান্নামে প্রবেশের অবস্থা

কুরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াতে জাহান্নামীদের প্রবেশের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তম্মধ্যে একটি হলো জাহান্নামীরা তৃষ্ণার্ত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বে তাদেরকে ফটকে দাঁড় করিয়ে ফিরিশতারা জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

www.pathagar.com

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ونسوق المجرمين الى جهنم وردا -

এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবো। —সূরা মরিয়ম ঃ ৮৬

يوم يسحبون في النار على وجوههم - ذوقوا مس سقر -

যেদিন তাদেরকে জাহান্নামের দিকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, সেদিন বলা হবে জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।—সূরা কামার ঃ ৪৮

فكبكبوا فيها هم والغاون - وجنود ابليس اجمعون -

অতঃপর তাদেরকে এবং পথভ্রষ্টদেরকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং শয়তানী বাহিনীর সকলকেও। —সূরা শু'আরা ঃ ৯৪

يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام -

অপরাধীদের পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের চেহারা থেকেই। কেশাগ্র ও পা ধরে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে। —সূরা রহমান ঃ ৪১

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'আত্‌তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর যে অভিমত বর্ণনা করা হয়েছে তা হল, পাপীদের হাত ও পা মোচড় দিয়ে এক করে দেওয়া হবে। অতঃপর জ্বালানি কাঠের মত তা ভাংচুর করা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون -

www.pathagar.com

من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم - وقفوهم انهم

مسئولون - مالكم لا تناصرون - بل هم اليوم

مستسلمون -

ফিরিশতাদেরকে বলা হবে, সীমালংঘনকারী, তাদের সহচরদের এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে স্থিরীকৃত তাদের উপাস্যদেরকে একত্রিত কর এবং তাদেরকে জাহান্নামের দিকে হাঁকাও। অতঃপর তাদেরকে থামাও, কারণ তাদের প্রশ্ন করা হবে। তোমাদের কী হলো যে, তোমরা একে অপরকে সহযোগিতা করছ না? বস্তুত সেদিন তারা আত্মসমর্পণ করবে।

—সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ২২-২৬

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون يليتنا اطعنا الله

واطعنا الرسولا -

যেদিন আগুনে তাদের চেহারাগুলো ওলট-পালট করে দগ্ধীভূত করা হবে সেদিন তারা বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ্‌ ও রসূলকে অনুসরণ করতাম ও মানতাম। —সূরা আহযাব ঃ ৬৬

জাহান্নামীদের প্রতি শয়তানের সম্বোধন

শয়তানের অনুসরণের জন্য জাহান্নামীরা পস্তাতে থাকবে। আল্লাহ্‌র দরবারে নিম্নোক্ত সম্বোধনের মাধ্যমে তাদেরকে শাসানো হবে। অপর পক্ষে শয়তান তার বক্তৃতা দ্বারা তাদেরকে নিরাশ করে দেবে।

www.pathagar.com

ইরশাদ হচ্ছেঃ

وقال الشيطن لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق
ووعدتكم فاخلفتكم - وما كان لى عليكم من سلطن
الا ان دعوتكم فاستجبتم لى - فلا تلوموني و لوموا
انفسكم - ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخى - انى
كفرت بما اشركتمون من قبل - ان الظلمين لهم
عذاب اليم -

এবং যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমিও তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করি নাই। তোমাদের উপর আমার তো কোন আধিপত্য ছিল না। আমি শুধুমাত্র তোমাদেরকে আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না। আমি তোমাদেরকে উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সক্ষম নও। তোমরা পূর্বে আল্লাহ্র সহিত আমাকে যে শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। নিঃসন্দেহে সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যই তো মর্মন্তুদ শাস্তি।

—সূরা-ইবরাহীম ঃ ২২

www.pathagar.com

শয়তান যখন তার দায়িত্বহীনতার কথা প্রকাশ করবে, তখন প্রকৃতপক্ষে জাহান্নামীদের আফসোস বৃদ্ধি পাবে। আর তারা প্রত্যেক প্রকারের সাহায্য, সহানুভূতি ও সান্ত্বনা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। সে সময় জাহান্নামীদের ক্রোধ ও গোস্বা প্রকাশ পাবে।

পথভ্রষ্টকারীদের প্রতি জাহান্নামীদের রাগ

পথভ্রষ্টকারীদের প্রতি জাহান্নামীরা রাগান্বিত হবে এবং তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে ঃ

انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء -

আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন তোমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে ? —সূরা ইবরাহীম ঃ ২১

তারা উত্তর দেবে ঃ

لو هدانا الله لهديناكم - سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص -

আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। এখন আমাদের জন্য ধৈর্যচ্যুত হওয়া বা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা। আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।
—সূরা ইবরাহীম ঃ ২১

এরা বৈরিতা ও কঠিন ক্রোধের দরুন পথভ্রষ্টকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করবে। এ পর্যায়ে সূরা হা-মীম সিজদায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

ربنا ارنا الذين اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت
اقدامنا ليكونا من الاسفلين -

হে আমাদের প্রতিপালক! যে সব জিন ও মানব আমাদিগকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করবো, যাতে করে তারা চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়। —সূরা হা-মীম সিজদা : ২৯

জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিক-এর নিকট কাকুতি মিনতি

জাহান্নামীরা শাস্তি অবলোকন করে অস্থির হয়ে কাকুতি-মিনতি আরম্ভ করে দেবে। তারা জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়কের নিকট নিবেদন করবে :

ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب -

তোমাদের প্রতিপালককে বলো, তিনি যেন আমাদের থেকে শাস্তি লাঘব করে দেন। —সূরা মু'মিন : ৪৯

তিনি জবাব দেবেন :

اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينت -

তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শন সহ রসূল আসেন নি?
—সূরা-মু'মিন : ৫০

জবাবে জাহান্নামীরা বলবে, 'জি হ্যাঁ! তাঁরা তো এসেছিলেন কিন্তু আমরা তাঁদের কথা মান্য করতাম না। ফিরিশতারা জবাবে বলবেন :

فادعوا وما دعاء الكفرين الا فى ضلل -

www.pathagar.com

তোমরাই প্রার্থনা জানাও, তবে তা হবে নিষ্ফল। কেননা কাফিরদের দোয়া কিয়ামত দিবসে বিফল।

এরপর তারা জাহান্নামের তত্ত্বাবধায়ক মালিকের নিকট দরখাস্ত পেশ করবে।

يا مالك ليقض علينا ربك -

হে মালিক! তুমি দোয়া কর, তোমার প্রতিপালক মৃত্যু দিয়ে আমাদের জীবন পাত করে দিন।

তিনি জবাব দেবেন ঃ

انكم ماكثون -

তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকবে (বেরও হবে না, মরবেও না)।

হযরত আমাশ (রাঃ) বলতেন, আমার নিকট এই মর্মে রিওয়ায়েত পেঁৗছেছে যে, মালিকের জবাব ও জাহান্নামীদের দরখাস্তের মধ্যে এক হাজার বছরের ব্যবধান হবে।

অতঃপর তারা বলবে, এসো, আমরা করজোড়ে আপন প্রভুর নিকট দরখাস্ত করি এবং তাঁর নিকট দোয়া জানাই। কেননা তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। সুতরাং তারা আরয করবে ঃ

ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين - ربنا
اخرجنا منها فان عدنا فانا ظلمون -

হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুর্ভোগ পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! এই অগ্নি থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করো, অতঃপর আমরা যদি পুনরায়

www.pathagar.com

সত্য প্রত্যাখ্যান করি তাহলে আমরা অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করে ফেলব।
—সূরা মু'মিনূন ঃ ১০৬-১০৭

মহান আল্লাহ্ উত্তরে বলবেন ঃ

اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ -

তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না। —সূরা মু'মিনূন ঃ-১০৮

হযরত আবু দ্দারদা (রাঃ) বলতেন ঃ আল্লাহ্র এই ঘোষণার পর প্রত্যেক কল্যাণ থেকে ওরা নিরাশ হয়ে পড়বে এবং গাধার ন্যায় বিকট শব্দে চীৎকার করে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকবে। —মিশকাত

তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ আছে, তাদের আকৃতি এমন বিকৃত হয়ে যাবে যে, কোন কোন মুমিন তাদের জন্য শাফা'আত নিয়ে আসবে। কিন্তু এই বিকৃতির দরুন তাদেরকে চিনতে পারবে না। জাহান্নামীরা তাকে দেখে বলবে, আমি অমুক ব্যক্তি। কিন্তু সে বলবে, 'তুমি ভুল বলছ। আমরা তোমাকে চিনি না।'

এই জবাবের পর জাহান্নামের দরজা অর্গলযুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তাতে জাহান্নামীরা ছটফট করতে থাকবে।

জাহান্নামীদের চিৎকার ও আহবান

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ
خَالِدِينَ فِيهَا -

যাহারা হতভাগ্য তাহাদের অবস্থান হবে জাহান্নামে এবং সেথায় তারা চিৎকার ও আর্তনাদ করতে থাকবে। সেথায় তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। —সূরা হূদ ঃ ১০৬-১০৭

www.pathagar.com

জাহান্নামের শাস্তি থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ফিদ্‌ইয়া প্রদান

আল্লাহ্‌ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

ولو ان للذين ظلموا ما فى الارض جميعا ومثله معه

لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيمة –

যারা সীমালঙ্ঘন করেছে, যদি কিয়ামত দিনে কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তির জন্য পণস্বরূপ তাদের দুনিয়ার সমস্ত কিছু থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে, তবুও তাদের নিকট থেকে ওটা গৃহীত হবে না। —সূরা যুমার ঃ ৪৭

সূরা মা'আরিজে ইরশাদ হচ্ছে ঃ সেদিন অপরাধী শাস্তি থেকে মুক্তি-লাভের জন্য মুক্তিপণস্বরূপ দিতে চাইবে নিজের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ভাই ও জ্ঞাতি গোষ্ঠী, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং ভূ-পৃষ্ঠের সবকিছু, যদি এই মুক্তিপণ তাকে মুক্ত করতে পারত। না, কখনো নয়। এগুলো তাকে রক্ষা করবে না, এটা তো লেলিহান অগ্নি, চামড়া ঝলসিয়ে গাত্র হতে খসিয়ে দেবে। —সূরা মা'আরিজ ঃ ১১-১৬

এ প্রসঙ্গে সূরা মায়িদাতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ان الذين كفروا لو ان لهم ما فى الارض جميعا ومثله

معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيمة ما تقبل منهم –

ولهم عذاب اليم –

যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে, কিয়ামত দিবসে শাস্তি থেকে অব্যাহতি

www.pathagar.com

লাভের জন্য পণ স্বরূপ দুনিয়ায় যা কিছু আছে তাদের, তার যদি সমস্ত থাকে এবং তার সাথে সমপরিমাণ আরও থাকে তবুও তাদের নিকট থেকে সেটা গৃহীত হবে না এবং তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। —সূরা মায়িদা ঃ ৩৬

জান্নাতীদের উপহাস

জান্নাতীরা জাহান্নামীদের অবস্থা দর্শনে উপহাস করতে থাকবে। এ পর্যায়ে সূরা তাতফীক-এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ -

আজ বিশ্বাসিগণ উপহাস করছে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদেরকে, সুসজ্জিত আসন থেকে ওদেরকে অবলোকন করে। —সূরা তাতফীক ঃ ৩৪

তাফসীরে দুররে মানসূর-এ হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে এমন কতকগুলো সুড়ঙ্গ পথ ও জানালা থাকবে, যা দিয়ে জান্নাতীরা জাহান্নামের অবস্থা অবলোকন করতে পারবে। তারা জাহান্নামীদের দুর্দশা ও শোচনীয় অবস্থা দেখে প্রতিশোধের ছলে উপহাস করবে। কেননা তারা পৃথিবীতে মুমিনদের দেখে হাসি তামাশা করতো এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ -

নিশ্চয়ই যারা নাফরমান, তারা ঈমানদারদের অবলোকন করে হাসি-তামাশা ও উপহাস করত। —সূরা মুমিনূন

www.pathagar.com

চিন্তা ও উপদেশ গ্রহণ

জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের অবস্থা সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা লেখা হলো, তা এজন্য নয় যে শুধুমাত্র একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পুস্তকটি আলমারীতে যত্ন সহকারে রেখে দেওয়া হবে এবং জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের অবস্থা-সমূহকে অন্যান্য গালগল্পের ন্যায় ভাসাভাসা বিষয় মনে করে চিরদিনের জন্য ভুলে যাওয়া হবে।

প্রকৃতপক্ষে উপরে আলোচিত ঘটনাবলী ও অবস্থাসমূহ কুরআনের আয়াতসমূহ ও হাদীসসমূহের অনুবাদ। তাই এগুলো বিশুদ্ধ ও বাস্তব-সম্মত। যদি কোন পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিও এগুলো বারংবার অধ্যয়ন করে এবং নিজের মন্দ কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাহলে এগুলোর মাধ্যমে তার জীবনেও পরিবর্তন আসতে পারে। তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (স.)-কে সত্য বলে বিশ্বাস রাখা চাই। তাদের বাতলানো রাস্তাকে সহীহ্ ও বাস্তবসম্মত বলে মেনে নেওয়া চাই। মুমিন ব্যক্তি সর্বদা তার জীবনের হিসাব-নিকাশ করতে থাকে, সে আল্লাহ্‌র সমীপে সর্বদা জাহান্নাম থেকে নাজাতের জন্য আশ্রয় চেয়ে থাকে।

রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেনঃ জাহান্নামকে স্বাদ-আহ্লাদের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে এবং জান্নাতকে অপসন্দনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। —বুখারী ও মুসলিম শরীফ

অর্থাৎ দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদে মগ্ন হয়ে অনেকে এমন সব কাজকর্ম করে থাকে, যেগুলোর অন্তরালে জাহান্নাম লুকিয়ে আছে। আর নিজের প্রবৃত্তিকে অপসন্দনীয় কার্যকলাপে আটকিয়ে রেখে সৎকর্মশীলরা এমন সব কাজকর্ম করে, যার অন্তরালে জান্নাত লুকিয়ে আছে। যারা আত্মহত্যার মাধ্যমে মুসীবত থেকে নিষ্কৃতি পাবে বলে মনে করে, জাহান্নামের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন ধারণাই নেই। আর যারা পৃথিবীর কঠিন জ্বালা ও দুঃখ-কষ্ট দেখে বিরক্ত হয়ে বলে, আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য দোযখেও জায়গা নেই। তার দোযখ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই।

বাস্তবিকপক্ষে যদি জাহান্নামের আগুন, সাপ, বিচ্ছু, আগুনের কাপড়-চোপড়, জাহান্নামের খোরাক, নানা ধরনের শাস্তির ধরন ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করা হয় তাহলে মিউনিসিপ্যালিটি ও জাতীয় সংসদের চেয়ারের

অধিকারী, অর্থ সঞ্চয়কারী, অট্টালিকার মালিক এবং শিল্পপতি তাদের সংশ্লিষ্ট পার্থিব সামগ্রীর পিছনে পড়ে অবাধে বড় বড় অপরাধে লিপ্ত হয়ে নিজেদের পরকালকে বরবাদ করতে পারতো না।

জাহান্নামের ক্ষুন্নিবৃত্তির খোঁজ-খবর যার আছে সে কি রোযা ভঙ্গ করতে পারে? যে ব্যক্তি দোযখের ভয়াবহতা সম্পর্কে জ্ঞাত, সে কি করে নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকতে পারে? যে ব্যক্তি দোযখের সাপ-বিচ্ছুর দংশন সম্পর্কে জ্ঞাত, সে কি করে একথা বলার দুঃসাহস করতে পারে যে দাড়ি রাখলে খুজলি হয়? যে ব্যক্তি 'জুব্বুল হুজ্‌ন' সম্পর্কে জ্ঞাত সে কি করে লোক দেখানো ইবাদত করতে পারে? আর যে প্রাণীর ছবি আঁকার পরিণাম সম্পর্কে জ্ঞাত, সে কি করে ছবি আঁকার দুঃসাহস করতে পারে? আর যে ব্যক্তি জানে যে মদের শাস্তি জাহান্নামীদের দেহের নিংড়ানো রস পান করা, সে কি করে মদ পান করতে পারে? এটা কখনো সম্ভব নয়—কখনো সম্ভব নয়।

বাস্তব অবস্থা হলো এই যে, মানুষ জান্নাত ও দোযখের অবস্থা শুধু ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে এবং তা তাদের বিশ্বাসের স্তর পর্যন্ত পেঁৗছে না। নতুবা কবীরা গুনাহ দূরের কথা, সগীরা গুনাহ করারও দুঃসাহস কেউ করতে পারত না। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, "জান্নাত ও জাহান্নাম যদি আমার চোখের সামনেও পেশ করা হয়, তবু আমার বিশ্বাসে কোন পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ অদৃশ্যের উপর আমার ঈমান এত দৃঢ় যে, না দেখা অবস্থায় আমার যতটুকু বিশ্বাস ছিল দেখার পরও তাই থাকবে।" দোযখের অবস্থা সম্পর্কে যে জ্ঞাত আছে সে কিভাবে গুনাহ করতে পারে, কিভাবে দুনিয়ায় হেসে-খেলে নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করতে পারে?

আত্‌তারগীব ওয়াত তারহীবে একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, "আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'মিকাঈল (আঃ) কে তো কখনো হাসতে দেখিনি। ব্যাপার কি?' বলা হলো, যে দিন থেকে দোযখ সৃষ্টি করা হয়েছে সেদিন থেকে মিকাঈল (আঃ) আর হাসেন নি।" —আহমদ

সহীহ্ মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে—ঐ সত্তার শপথ যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, আমি যে দৃশ্য দেখেছি তোমরা যদি ঐ দৃশ্য দেখতে

www.pathagar.com

তাহলে বেশী কাঁদতে এবং কম হাসতে। সাহাবা-ই-কিরাম আরয করলেন, হুযুর আপনি কি দেখেছেন? হুযুর (স.) ইরশাদ করলেন, 'জান্নাত এবং জাহান্নাম দেখেছি।' —তাবগীব

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: আমার কাছে আশ্চর্য লাগে যে, লোকেরা হাসছে অথচ দোযখ থেকে রেহাই পাবে কি না তা তাদের জানা নেই। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন: একদা রসূলে করীম (স.) ঘর থেকে বাইরে এসে দেখলেন লোকেরা অট্টহাসি দিচ্ছে। এটা দেখে হুযুর (স.) ইরশাদ করলেন, 'তোমরা যদি তোমাদের মজাহরণকারী বস্তুকে (মৃত) বেশী স্মরণ করতে তাহলে আমি তোমাদেরকে যে অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, সে অবস্থায় দেখতে পেতাম না। —মিশকাত

মোদ্দা কথা, সাবধানী ঐ ব্যক্তি, যে তার আখিরাতের জীবনকে দুরস্ত রাখে এবং অস্থায়ী ধন-সম্পদ, মান-ইযযত, রাজত্ব ও ক্ষমতার ধাঁধায় পড়ে নিজের প্রাণকে দোযখের হাতে সোপর্দ করে না। কেননা যখন সে শাস্তিতে নিপতিত হবে, তখন আক্ষেপ করে তাকে বলতে হবে:

يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ - مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ - هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ - (الحاقة - ٢٩ - ٢٨)

হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হয়ে যেত। আমার ধন-সম্পদ আমার কোন উপকারে এলো না। আমার ক্ষমতা অপসৃত হয়েছে।

—সূরা আল-হাক্কা: ২৭-২৯

যে ব্যক্তি জান্নাতের স্বাচ্ছন্দ লাভের এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষার উপায় না খুঁজে সে মূর্খেরই নামান্তর। এ পর্যায়ে হুযুর (স.) ইরশাদ করেন: তোমরা জান্নাতী হবার জন্য এবং দোযখ থেকে রক্ষা পাবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা কর। কেননা যে ব্যক্তি জান্নাতী হতে চায় এবং দোযখ থেকে বাঁচতে চায়, সে নিদ্রায় বিভোর থাকতে পারে না। —তারগীব ও তারহীব

www.pathagar.com

হযরত ইয়াহিয়া ইবন মু'আজ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, লোক যেভাবে অভাব-অনটনকে ভয় করে, সেভাবে যদি দোযখের শাস্তিকেও ভয় করত তাহলে তার জন্য জান্নাতে যাবার পথ সুগম হয়ে যেত। হযরত মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির (রাঃ) যখন কাঁদতেন, তখন তাঁর অশ্রু মুখ ও দাড়ি ভিজিয়ে নীচে গড়িয়ে পড়ত। এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমার কাছে এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, অশ্রু যতদূর প্রবাহিত হবে ততদূর জাহান্নামের আগুন পৌঁছবে না।

এক আনসারী সাহাবী একদা তাহাজ্জুদ পড়ে যারপরনাই কাঁদিলেন এবং বলতে লাগলেন, 'হে আল্লাহ্! আমি জাহান্নামের আগুন থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।' তাঁর এ অবস্থা দেখে ফিরিশতাগণও কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

হযরত জয়নুল আবেদীন (রাঃ) একদা নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ ঘরে আগুন লেগে গেল, কিন্তু তিনি নামাযেই মশগুল রইলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি এ ব্যাপারে অবহিত নন ?' তিনি বললেন, আমি কি, দুনিয়ার আগুন দেখে আখিরাতের আগুন থেকে অমনোযোগী থাকব ?'

এক ব্যক্তির অবস্থা হলো এই যে, রাতে শোয়ার সময় তিনি বহু কিছু পড়তেন এবং শোয়ার চেষ্টা করতেন কিন্তু তাঁর ঘুম আসত না, সুতরাং তিনি উঠে নামায শুরু করে দিতেন। আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করতেন, 'হে আল্লাহ্! আপনি জ্ঞাত আছেন যে, জাহান্নামের আগুনের ভয়ে আমার নিদ্রা আসছে না। অতঃপর তিনি সুবহে সাদিক পর্যন্ত নামাযে রত থাকতেন।

হযরত আবু ইয়াযিদ (রাঃ) সর্বদা কাঁদিতেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, আল্লাহ্ পাক যদি ইরশাদ করতেন 'তোমরা যদি গুনাহ কর তাহলে তোমাদেরকে চিরদিনের জন্য গোসলখানায় আবদ্ধ রাখা হবে, তাহলে ভয়েই আমার অশ্রু পড়া বন্ধ হত না। অথচ আমাকে যে ভয় দেখান হয়েছে দোযখের ঐ অগ্নি সম্পর্কে, যা তিন হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আমি আমার অশ্রু কিভাবে বন্ধ রাখতে পারি বলো ?' অতএব হে চক্ষুষ্মানগণ! উপদেশ গ্রহণ কর।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

দোযখ থেকে বাঁচার কতিপয় দোয়া

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, রসূলে করীম (স.) সাহাবা-ই-কিরামকে যেভাবে কুরআনের সূরা শেখাতেন সেভাবে এ দোয়া-টিও শিক্ষা দিয়েছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্! আমি দোযখের শাস্তি, কবরের আযাব, মসীহ্-দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন-মরণের যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা থেকে আপনার কাছে সাহায্য কামনা (প্রার্থনা) করছি।"

—তারগীব মুসলিম থেকে

২. হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম (স.) প্রায়ই এ দোয়া পাঠ করতেন, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে ইহ-পারলৌকিক কল্যাণ দান কর এবং দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দাও।' —সূরা বাকারা ঃ ২০১

৩. একদা হুযুর (স.) মুসলিম নামক একজন সাহাবীকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ মাগরিবের নামায থেকে অবসর হওয়ার পর এ দোয়াটি সাতবার পড়বে, "হে আল্লাহ্! আমাকে দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দাও।" আল্লাহ্ না করুন তুমি যদি ঐ রাতে মৃত্যুবরণ কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি দেবেন। আবার ফজরের নামায থেকে যখন অবসর হবে, তখনও উক্ত দোয়াটি সাতবার পড়বে। আল্লাহ্ না করুন, তুমি যদি ঐ দিন মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দেবেন। —আবু দাউদ

৪. রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দৈনিক তিনবার আল্লাহ্‌র কাছে জান্নাত কামনা করে, জান্নাত তার জন্য এই বলে দোয়া করতে থাকে, 'হে প্রভু! তুমি তাকে জান্নাতে দাখিল করো।' আর যে ব্যক্তি দৈনিক তিনবার আল্লাহ্‌র কাছে দোযখের শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি কামনা করে, দোযখ তার জন্য এই বলে দোয়া করে, 'হে প্রভু! তুমি তাকে দোযখের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ দাও।' —তারগীব

শেষ লাইন

এখানে আমার রিসালার যবনিকা টানছি। উপদেশ গ্রহণকারী ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য সামান্য উপদেশই যথেষ্ট, আর অমনোযোগীদের জন্য বিরাট

www.pathagar.com

গ্রন্থও কিছু নয়। পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমার আরয, তাঁরা যেন আমার জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ্ পাক যেন এ অধমকে দুনিয়াতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখেন, আর আখিরাতে যেন যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা থেকে রেহাই দেন এবং ফিরদাউস নামক জান্নাত নসীব করেন। সবাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা জনাব সূফী মুহম্মদ সিদ্দীক সাহেবের জন্যও যেন দোয়ায়ে খায়র করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় আমি কুরআনের এতদ্সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ একত্রিত করতে এবং হাদীসসমূহ নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছি। আমীন—সুম্মা আমীন।।

www.pathagar.com

ময়দানে হাশর

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله

سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين -

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রভু আল্লাহ্‌র নিমিত্তে এবং দরূদ ও সালাম তাঁর রসূল, আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ (স.), তার বংশধর ও সাহাবী-কুলের উপর।

যে-ই পৃথিবীতে এসেছে, তাকেই এটা ছেড়ে যেতে হয়েছে অন্য আর এক জগতে। জীবনের নির্দিষ্ট দিন, নির্দিষ্ট শ্বাস-প্রশ্বাসগুলি নিঃশেষ করে মানুষ মৃত্যুর কঠিন ঘাঁটি অতিক্রম করে বরযখে চলে যায়। দুঃখ-কষ্ট, আরাম-আয়েশ উভয়ই বরযখ জীবনেও ভোগ করতে হয়। আমলের ভিন্নতার কারণে বরযখের অবস্থাও হয় বিভিন্ন প্রকারের। পৃথিবী থেকে যে-ই প্রস্থান করে সে-ই বরযখে স্থান পায়। মোটকথা, যে-ই আসবে সে-ই যাবে।

জিন ও মানুষের জীবন যেমন নির্ধারিত, এ পৃথিবীর বয়সও তেমনি নির্ধারিত। পৃথিবীর বয়স শেষ হয়ে গেলে আকস্মিকভাবে এর অভ্যন্তরস্থ সব কিছুরও মৃত্যু ঘটবে। পৃথিবীর অধিবাসীর বিলুপ্তি এবং সমগ্র জগত ধ্বংস হয়ে যাওয়াকেই কিয়ামত বলে। জীবন মৃত্যুর রহস্য বর্ণনা করে আল্লাহ্‌ পাক বলেন :

الذى خلق الموت والحيوة ليبلوكم ايكم احسن عملا -

যিনি (আল্লাহ্‌) জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম ? —সূরা মুলক : ২

www.pathagar.com

অর্থাৎ তোমাদের আমল পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জীবন ও মৃত্যুর সৃষ্টি করেছেন। তিনি দেখছেন, কে অসৎ কর্ম করে, আর কে সৎ কর্ম, আর কে অতি ভাল কাজ করে? জীবনের প্রথমে আমলের সুযোগ ও কর্ম পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে তবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করেছেন। অতঃপর তিনি নির্ধারণ করেছেন দ্বিতীয় জীবন। নবী রসূলগণ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। হে মানুষ, তোমাদেরকে মরতে হবে। মৃত্যুর পর জীবিত হয়ে আল্লাহ্‌র সম্মুখে নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্ বলেন:

ثم انكم بعد ذالك لميتون ثم انكم يوم القيمة تبعثون -

অতঃপর তোমরা মরবে, তারপর কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে উঠানো হবে।

অর্থাৎ এই জীবন আসল জীবন নয়। এটা যেন হাসি-খুশী ভরা জীবনের একটি প্রতিমূর্তি। অতএব এখানে তোমাকে যে প্রাণ দান করা হয়েছে, তা চিরদিন থাকবে না। মৃত্যুর উপত্যকা অতিক্রম করে অন্য আর এক জীবনে তোমাকে পা রাখতে হবে। নিজের প্রিয় জীবন নিয়ে বিশ্বস্রষ্টার সমীপে উপস্থিত হয়ে তোমাকে وفيت كل نفس ما عملت (নাফ্স্ যা অর্জন করে তার পুরাপুরি প্রতিদান তাকে দেওয়া হবে)-এর দৃশ্য অবলোকন করতে হবে।

আমলের বিনিময় অবশ্যই পাওয়া যাবে। এতে সব যুক্তিবাদীই একমত। যেমন প্রবাদ বাক্যে আছে, যেমন কর্ম তেমন ফল—মানুষ পৃথিবীতে যে কাজ করবে তার চূড়ান্ত প্রতিদান পরকালে পাবে। পবিত্র কুরআনে কিয়ামতের দিনকে প্রতিদান দিবস, মীমাংসার দিন এবং হিসাব-নিকাশের দিন বলা হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন এই দিন কোন কাজে আসবে না। শক্তির প্রভাব থাকবে না। নিরাশ্রয় ও নিরানন্দ জগৎ হবে সেটা। আমলনামা উপস্থিত করা হবে। প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কর্ম সম্মুখে আসবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন ঃ

يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل

مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره —

সেইদিন লোক ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ তাদেরকে তাদের আমল দেখানো হবে। কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তা দেখবে, আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখবে।

কিয়ামতের মাঠে সবাই নিজে নিজে উপস্থিত হবে। পূর্ববর্তী পরবর্তীরা কেউই সেখানে লুকিয়ে থাকতে পারবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

لقد احصهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيمة فردا —

আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ভালভাবে গণনা করে রেখেছেন এবং কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে তার সম্মুখে একাকী উপস্থিত হবে।

ইহজগতে বসবাস করার সময়ই মানুষ তার কৃতকর্মের অধিকাংশ ভুলে যায়, তা হলে আখিরাতে কি এসব তার মনে থাকবে ? হ্যাঁ, থাকবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার সব আমলেরই সংবাদ দেবেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصه الله

ونسوه - والله على كل شيء شهيد —

যেদিন আল্লাহ্ ওদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং ওদেরকে জানিয়ে দেবেন, যা তারা করত। আল্লাহ্ তার হিসাব রেখেছেন যদিও তারা তা বিস্মৃত হয়েছে। —৫৮ ঃ ৬

www.pathagar.com

এখানে প্রশ্ন সৎ ও অসৎ কর্মের বিনিময় দানের কাজ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয় কেন? মৃত্যুর পরই কবরেই তো এর মীমাংসা হয়ে যেতে পারত।

উত্তর এই—আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী ও মহা প্রজ্ঞাময়। কিয়ামতের দিন পর্যন্ত বিচারের কাজ বিলম্বিত করা তাঁর হিকমত বিশেষ। মহান আল্লাহ্‌র জ্ঞানে আরো অনেক রহস্যই অনুদঘাটিত রয়েছে এবং থাকবে। অবশ্য বাহ্যিক চুক্তি এই যে ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টির সহিত সদ্ব্যবহার করতে আদেশ দিয়েছেন। আরো হুকুম দিয়েছেন, মানুষ যেন কারো উপর শারীরিক ও আর্থিক অন্যায় না করে। সৃষ্টির অধিকার সৃষ্টিকে যথাযথ-ভাবে প্রদানের জন্য শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়া অন্য কথা হলো মানুষের সৎ ও অসৎ কর্ম দু প্রকারের ; যথা—(১) যে আমল করার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষ হয়ে যায়। অতঃপর মানুষ এজন্যও শাস্তি অথবা পুরস্কারের যোগ্য হয়। (২) যে আমল করে ফেললেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। বরং এর প্রভাব বাকি থাকে। আর এই প্রভাব বাকি থাকার সম্পাদনকারী ক্রমাগত পুরস্কার অথবা তিরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হতে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি বক্তৃতা অথবা লেখনী দ্বারা ইসলাম প্রচার করল এর প্রভাব নিঃসন্দেহে অনেক দিন বলবত থাকবে। অথবা কোন ব্যক্তি কূপ খনন করল অথবা পান্থশালা নির্মাণ করল অথবা অন্য এমন কোন কাজ করল, যার উপকার এবং প্রভাব সর্বদা প্রবহমান থাকবে। এই সমস্ত কার্যের কর্তা মারা গেলেও এগুলোর পুণ্য তার কাছে পেঁছিতে থাকবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি অসৎ কর্ম চালু করে অথবা অসৎকে রাস্তা দেখায় অথবা এমন পুস্তক রচনা করে, যা মানুষকে সর্বদা পাপের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে অথবা এমন কোন কাজ করে যার পাপের প্রভাব দীর্ঘদিন জারী থাকে, তখন তার আমল-নামায় সর্বদা এই পাপ লেখা হতে থাকবে। সে মরে গেলেও তার পাপের রাস্তা জারী থাকবে। ফলে সে আরো অধিক শাস্তির যোগ্য বলে পরিগণিত হবে। অতএব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, পৃথিবীতে মানুষের জীবনকালে যেমন তার আমলনামা লেখা হতে থাকে, তেমন তার মৃত্যুর পরও তার আমল-নামায় সৎ-অসৎ কর্ম সংযোগ হতে থাকে।

www.pathagar.com

যেহেতু কবরও একটি কর্মক্ষেত্রতুল্য এবং সেখানেও আমলনামার কাজ জারী রয়েছে তাই পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় একজন মানুষের যে আমলনামা লেখা হয়েছে শুধু তা দ্বারা আমলের বিনিময় কিভাবে দেওয়া হবে? এতে তো বিচার ঠিক হবে না। আর বান্দার বিচার হওয়া প্রয়োজন। এ কারণেই কিয়ামতের দিন বিচার মীমাংসার জন্য নির্ধারিত হয়েছে। তাছাড়া মানুষের সময়কাল পৃথক। যে ব্যক্তি আজ বরযখ জগতে পৌঁছেছে, তার উপর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অন্যায় করেছিল হয়ত সে দশ বৎসর পর তথায় পৌঁছবে। যাদের উপর সে অন্যায় করেছিল সে বিশ বৎসর পর পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে বরযখে স্থান পাবে। অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত উভয়ই একসাথে উপস্থিত থাকতে হয় বিচারের সময়। অন্যথায় অভিযুক্ত ব্যক্তি তার ওযর-আপত্তি পেশ করার অবকাশ পাবে না, যা বিচার-ইনসাফের নীতি বিরুদ্ধ। কাজেই কিয়ামতের দিনই বিচারের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে যে দিন সকলেই উপস্থিত থাকবে। সেখানে সর্বপ্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আমল নিঃশেষ হয়ে যাবে। সকলের সামনেই সকলের বিচার হবে এবং সকলকে তার সম্পূর্ণ আমলের বিনিময় দেওয়া হবে।

আর একটি প্রশ্ন এই যে, পৃথিবীতেই পাপ-পুণ্যের বিনিময় দেওয়া হয় না কেন? উত্তর, এই পৃথিবী তো কর্মক্ষেত্র। মানুষ পরীক্ষার জন্যে এখানে আসে। কর্মক্ষেত্রে কর্মের প্রতিদান ভোগ করলে অদৃশ্যের উপর তো আর ঈমান থাকে না এবং পরীক্ষার উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়ে যায়। তাছাড়া আমল সর্বদা চলতে থাকলে নেক কার্যধারা বহু গুনাহ মাফ হতে থাকে এবং তওবা করারও সুযোগ মেলে। সেজন্য পৃথিবী ব্যতীত অন্য জগতেই বিচার-মীমাংসা হওয়া উত্তম ও যুক্তিযুক্ত। কিয়ামতের দিন যখন বিচার-মীমাংসা হয়ে যাবে, তখন স্ব স্ব পরিণাম অনুযায়ী মানষ জাহান্নামে অথবা জান্নাতে প্রবেশ করবে। গুনাহগার মুমিন অসৎ কর্মের ফলে জাহান্নামে প্রবেশ করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাকে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে জান্নাতে স্থানান্তরিত করা হবে। কিয়ামতের বিচারের পর জান্নাতের ফয়সালা হওয়াই প্রকৃত সাফল্য।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

كل نفس ذائقة الموت - وانما توفون اجوركم يوم

القيمة - فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز -

وما الحيوة الدنيا الا متاع الغرور -

জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। যাকে অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে সে-ই সফলকাম। এবং পার্থিব জীবন ছলনাময়—ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। —আলে-ইমরান

মানুষের কর্মফলের বিনিময় জাহান্নাম অথবা জান্নাত রূপে দেওয়া হবে। কিয়ামতের দিনের বিচার-মীমাংসার বিস্তারিত আলোচনা পবিত্র কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে। আমলের বিনিময় মুসলিম ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ে কিছু কিছু চিন্তাধারা আছে, কিন্তু সে সব চিন্তা-ধারার সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মূলনীতি পাওয়া যায় না। কারণ সেগুলো প্রধানত অনুমানভিত্তিক এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলদের বর্ণিত মতের পরিপন্থী। যেমন জন্মান্তরবাদ কোন কোন সম্প্রদায়ের মতবাদ। তাদের ধারণা এই যে, মৃত্যুর পর মানুষের প্রাণ অন্য মানুষ অথবা প্রাণীর দেহে স্থানান্তরিত হয়ে নতুন জীবন লাভ করে এবং সর্বদা এরূপই চলে আসছে। এই বিশ্বাসের কারণ এই যে, তারা পৃথিবীর মানবকুলের বিভিন্ন অবস্থা ও তারতম্য লক্ষ্য করেছেন। তারা দেখেছে যে, কেউ শাসক, কেউ শাসিত, কেউ আমীর, কেউ গরীব, কেউ সেবক কেউ সেবিত এবং এ ধরনের আরো অনেক শ্রেণীবিভাগ। এই বিভিন্নতা ও উচু-নীচুর কারণ সম্পর্কে তাঁরা চিন্তা করেছেন, কিন্তু প্রকৃত দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। ফলে জন্মান্তরবাদের মাধ্যমে বিষয়টির মীমাংসা করেছেন। তাঁরা যদি মহান পথ প্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর শরীয়তের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন, তাহলে অবশ্যই উল্লিখিত পার্থক্যের কারণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন।

www.pathagar.com

তারা সেটা না করে নিজে থেকেই বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে মেনে নিয়েছেন যে, পুনর্জীবনে মানুষ যা করেছিল বর্তমান জীবনে তারই ভাল-মন্দের ফল। কিন্তু সাধারণ যুক্তি এই যে, কর্মের বিনিময় (শাস্তি অনুসারে) বলতে প্রকৃতপক্ষে সে বিনিময়ই বুঝতে হবে, যার সম্পর্কে প্রতিদান প্রাপ্ত ব্যক্তির জ্ঞান ও বিশ্বাস থাকে। তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, এই আরাম অথবা দুঃখ-বেদনা অমুক কর্মের দরুন হয়েছে। কোন্ আমলের বিনিময়ে কোন্ আরাম বা কষ্ট এল সে ব্যাপারে যদি আরাম অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্পষ্ট ধারণা না হয় তাহলে এটাকে তো বিনিময় বলা যেতে পারে না। পৃথিবীতে অবস্থানকারী লোকেরা যদি বুঝতে না পারে যে, এই আরাম অথবা ব্যথা অমুক স্থানের অমুক আমলের কারণে হয়েছে, তাহলে এই পৃথিবীর আরাম অথবা ব্যথাকে পূর্ববর্তী জীবনের ফল হিসাবে মেনে নেবে কেন? শাস্তি ভোগকারী তখন লজ্জিত ও দুঃখিত হবে যখন সে বুঝতে পারবে যে, এটা তার অমুক সময়ের অমুক আমলেরই ফলশ্রুতি এবং এটা না করলে আজ তাকে এই বিপদে পড়তে হত না।

কুরআনে হাকীম ও মহানবীর বাণীর সাহায্যে এবার কিয়ামতের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, কেউ এটা বিশ্বাস করুক অথবা না করুক। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করত এবং এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করত তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ - قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

وَهِيَ رَمِيمٌ -

সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে, যখন তা পচে-গলে যাবে?

—ইয়াসীন

www.pathagar.com

এই পবিত্র আয়াতে মানুষের ব্যর্থ সাহসিকতার সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, দেখ, সে আল্লাহ্‌র উপর কথা বানায় এবং বলে, এই পচা-গলা হাড়গুলো কে জীবিত করবে? এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করার সময় সে তার নিজের সৃষ্টির প্রতি চিন্তা করে না। যদি এ সম্পর্কে তার ধারণা থাকত আর এই কথা ভুলে না যেতো যে, তাকে এক ফোঁটা নিকৃষ্ট পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাহলে আল্লাহ্‌ সম্পর্কে এত দুঃসাহসিক কথা বলতে পারত না। এজন্য সে অবশ্যই লজ্জিত হতো এবং নিজের বুদ্ধি বিবেক দ্বারা কাজ নিত। এই প্রশ্নের উত্তরও সে নিজের সৃষ্টির মধ্যে চিন্তা করলে নিশ্চয়ই পেয়ে যেতো। আল্লাহ্‌ এ সম্পর্কে আরো বলেন ঃ

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ -

বলো এই অস্থিগুলো তিনিই জীবিত করবেন যিনি প্রথমে (এগুলোকে) সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি সর্ব বস্তু নির্মাণ করতে মহাজ্ঞানী।

অর্থাৎ যে সত্তা প্রথমে অস্থিগুলোতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন, তিনিই দ্বিতীয়বার এগুলোতে জীবন দান করবেন। তিনি নিঃশর্ত সৃষ্টিকারী। তাঁর পক্ষে সবই সহজ। দেহের অংশসমূহ ও অস্থির টুকরাগুলো বিক্ষিপ্ত-ভাবে যেখানেই থাকুক না কেন, প্রতিটি টুকরা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান রয়েছে। অতএব এগুলোকে পুনরায় সৃষ্টি করতে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। লক্ষণীয় যে, যিনি বীর্যকে বিভিন্ন অবস্থা থেকে উন্নীত করে, জীবন্ত রূপ দিয়ে তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, তিনি মৃতকে জীবিত করতে না পারার মধ্যে তো কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ —

এই তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

এটা বিবেকসম্মত কথা যে, প্রথমে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করার পর দ্বিতীয়বার তাতে জীবন দান করা সহজ।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন ঃ

وهو الذى يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه -

তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর একে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করেন। আর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তার নিকট অতিশয় সহজ।

অর্থাৎ যিনি প্রথমে আকৃতিহীন বস্তুকে অস্তিত্ব দান করেছেন, তিনি দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন না কেন? তোমাদের অনুভূতি অনুযায়ীই তো প্রথমবার সৃষ্টি করার চেয়ে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা সহজ। আশ্চর্য হলো এই চিন্তা করা যে, যিনি প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত করতে পারবেন না।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

اولم يروا ان الله الذى خلق السموت والارض ولم يعى

بخلقهن بقدر على ان يحى الموتى بلى انه على كل

شىء قدير -

ওরা কি অনুধাবন করে নাই যে, আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এ সকল সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তি বোধ করেন নাই, তিনি মৃত্যুর পর জীবন দান করতেও সক্ষম। বস্তুত তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিশালী।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

ومن اياته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا عليها

الماء اهتزت وربت ان الذى احياها لمحى الموتى وهو

علی کل شیء قدیر –

তার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শোষক, উষর, অতঃপর আমি এখন এর উপর বারি বর্ষণ করি তখন তা হয়ে উঠে আন্দোলিত ও স্ফীত। যিনি ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের জীবনদানকারী। তিনি তো সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

একদা জনৈক সাহাবী (রাঃ) মহানবী (স.)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আল্লাহ্‌ তা'আলা কিভাবে দ্বিতীয়বার সৃষ্ট বস্তু জীবিত করবেন? এর নমুনা কি? এতে মহানবী (স.) বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের জঙ্গল শুকিয়ে যাওয়ার পর এর উপর দিয়ে কি যাও নি? অতঃপর তা যখন সবুজ শ্যামল হয়ে লকলক করতে থাকে তখন কি এর উপর দিয়ে পুনরায় যাওনি? তারা বললেন, হ্যাঁ গিয়েছি। মহানবী (স.) বললেন, 'তার সৃষ্টির মধ্যে এটাই তো আল্লাহ্‌র নিদর্শন। এভাবেই তিনি মৃতকে জীবিত করবেন।'

পবিত্র কুরআনের কোন কোন স্থানে কিয়ামত অস্বীকারকারীদের না বোঝার কারণ উল্লেখ করে তার উত্তর দলীল দ্বারা দেওয়া হয়নি বরং কিয়ামত সংঘটনের প্রতি বিশ্বাস প্রদানের জন্য কিয়ামত আবির্ভূত হওয়ার দাবির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন ঃ

ءاذا متنا و كنا ترابا و عظاما ءانا لمبعوثون او اباءنا

الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هى زجرة واحدة فاذا

هم ينظرون وقالوا يويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل

الذى كنتم به تكذبون –

www.pathagar.com

আমরা যখন মরে যাব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হব, তখনও কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে ? এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও ? বলো, হ্যাঁ এবং তোমরা হবে লাঞ্ছিত। উহা একটি প্রচণ্ড শব্দ আর তখনই তারা তা প্রত্যক্ষ করবে। এবং তারা বলবে দুর্ভোগ আমাদের। এটাই তো কর্মফল দিবস। এটাই ফয়সালার দিন, যা তোমরা অস্বীকার করতে।

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ - أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ - بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ -

কাফিররা বলে, আমরা কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দেব যে তোমাদের বলে—তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে তখনও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে ? সে কি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে কি উন্মাদ ? বস্তুত যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

উপসংহার

কিয়ামত সত্য। আল্লাহ্‌র হুকুমে যখন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এর সংঘটনের সময়কাল আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। মানুষ চাইলেও নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তা সংঘটিত হবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন ঃ

ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم
ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون –

তারা বলে এই প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক, তোমাদের জন্য একটি নির্ধারিত দিন আছে, এর চাইতে এক ঘণ্টা পরেও হবে না অথবা এক ঘণ্টা আগেও হবে না।

কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ আমি (লেখক) একটি পৃথক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে করেছি। এই গ্রন্থের নাম 'রসূলুল্লাহ্‌র ভবিষ্যদ্বাণী'। কিয়ামতের আলামতগুলো তাতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। যারা কিয়ামতের আলামতসমূহ জানতে চান তারা গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে পারেন। কিয়ামত যাদের উপর সংঘটিত হবে এখানে শুধু তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা লিখে কিয়ামতের অবস্থাগুলো লিখতে শুরু করলাম।

والله ولي التوفيق وهو خير عون وخير رفيق –

www.pathagar.com

কিয়ামত কাদের উপর আপতিত হবে

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামত নিকৃষ্টতম সৃষ্টির উপর আপতিত হবে। তিনি আরো ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করার মত একটি প্রাণী পৃথিবীতে বর্তমান থাকা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে এমন কোন লোকের উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে না। —মুসলিম

একটি সুদীর্ঘ হাদীসের বর্ণনা মতে (কোন মুসলমান জীবিত থাকা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না) আল্লাহ্‌ তা'আলা হঠাৎ করে একটি মনোমুগ্ধকর বাতাস প্রবাহিত করে দেবেন আর এই বাতাস মুমিনদের বগল স্পর্শ করা মাত্র প্রত্যেক মুমিন ও মুসলিম ইহলোক ত্যাগ করবে এবং শুধু অসৎ লোকরাই জীবিত থাকবে যারা (সকলের সম্মুখে নির্লজ্জভাবে) গর্দভের মত নারীদের সাথে সঙ্গম করবে। —মিশকাত

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, দাজ্জালকে হত্যা করার পর হযরত ঈসা (আঃ) জনগণের মধ্যে সাত বছর জীবিত থাকবেন। এ সময় দু'জন লোকের মধ্যে সামান্য পরিমাণ শত্রুতাও হবে না। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা সিরিয়া থেকে সুশীতল বায়ু প্রবাহিত করবেন, যার ফলে সমস্ত মুমিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। অণু পরিমাণ ঈমান আছে এমন কোন লোকও জীবিত থাকবে না। তোমাদের কেউ পাহাড়ের গর্তে প্রবেশ করলে সেখানেও এই শীতল বায়ু প্রবেশ করে তার প্রাণ হরণ করবে। অতঃপর শুধু পাপীরা অবশিষ্ট থাকবে যারা (অসৎ কর্মে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে) পাতলা পাখীর মত দ্রুত উড়তে থাকবে এবং (অন্যদের খুন প্রবাহিত করতে ও প্রাণ হরণ করতে) হিংস্রপ্রাণীর মত আচরণ করবে। তারা সৎকার্য সম্বন্ধে অবহিত হবে না এবং অসৎ কর্মকে অসৎ কর্ম বলে গণ্য করবে না। তাদের এ অবস্থা দেখে শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাদেরকে বলবে, (আক্ষেপ, তোমরা এমন হলে কেন?) তোমাদের লজ্জা হয় না (যে তোমরা পূর্ব-পুরুষদের ধর্মকে ছেড়ে দিয়েছ?) তখন তারা

www.pathagar.com

বলবে, তুমিই বল আমরা এখন কি করব ? তখন সে তাদেরকে মূর্তিপূজা শিক্ষা দেবে। (এবং তারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়ে পড়বে।) আর তারা প্রচুর পরিমাণে জীবিকা পেতে থাকবে এবং উন্নত জীবন-যাপন করতে থাকবে। এমতাবস্থায় শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং সকলেই শিঙ্গার শব্দ শুনতে পাবে। এই শব্দ শুনে ভয়ে তারা বিহ্বল হয়ে পড়বে এবং ঘাড় একদিকে ফেলবে তো অন্য দিকে উঠাবে।

অতঃপর হুযূর (স.) বলেন, সর্বপ্রথম এই শিঙ্গার শব্দ ঐ ব্যক্তি শ্রবণ করবে, যে উটের পানি পান করাবার হাউস প্রলেপ দেওয়ার কাজে লিপ্ত থাকবে। সে শিঙ্গার আওয়াজ শ্রবণ করে চেতনাশূন্য হয়ে পড়বে, অতঃপর সকলেই চেতনাশূন্য হয়ে পড়বে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা শিশিরের মত এক পশলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে মানুষ অঙ্কুরিত হবে (অর্থাৎ কবরের মধ্যে মাটির দেহ সৃষ্টি হবে) অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন হঠাৎ করে সকলকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখা যাবে। তারপর ঘোষণা দেওয়া হবে, 'হে লোক সকল ! আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে চল এবং (ফিরিশতাকুলকে বলা হবে) তাদেরকে থামাও, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারপর ঘোষণা দেওয়া হবে, এ সমস্ত জনগোষ্ঠি থেকে পাপীদেরকে পৃথক কর। আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করা হবে, সংখ্যায় কত এবং কি পরিমাণ দোযখী বের করা হবে ? আল্লাহ্ বলবেন, 'প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন দোযখী বের কর।' অতঃপর হুযূর (স.) বলেন, ঐ দিনটি এত বিপদসংকুল হবে যে, ভয়ের কারণে শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং দিনটি হবে অতিশয় ভয়ংকর। —মুসলিম

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, কিয়ামত সংঘটিত হবার সময় কোন মুসলমান জগতে থাকবে না। অবশ্য যার হৃদয়ে অণু পরিমাণ ঈমান থাকবে আল্লাহ্ তাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

কিয়ামতের নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে অবহিত করা হয় নাই

কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ভাল জানেন। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিয়ামত আকস্মিকভাবে সংঘটিত হবে, তবে এর নির্ধারিত তারিখ সম্পর্কে কাউকে অবহিত করা হয়নি। এক-বার হযরত জিবরাইল (আঃ) মানুষের বেশে উপস্থিত হয়ে জনতার সম্মুখেই

www.pathagar.com

হুযুর (স.)-কে জিজ্ঞেস করেন, 'কিয়ামত কখন হবে ?' তখন তার কথায় উত্তর দিতে গিয়ে মহানবী (স.) ইরশাদ করেন ঃ

مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ -

জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখে না।

—বুখারী, মুসলিম

অর্থাৎ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এ সম্পর্কে আমি এবং আপনি উভয়ই সমান। কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এ সম্পর্কে আমিও জানি না, আপনিও না। একবার লোকেরা হুযুর (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, 'কিয়ামত কখন হবে ?' তখন মহানবী (স.) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশের দিকে ইঙ্গিত করেন ঃ

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً - يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ -

আপনি বলুন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্ধারিত সময় সম্পর্কে শুধু আমার প্রভুই অবগত আছেন। এর সময় আল্লাহ্ ছাড় কেউই প্রকাশ করতে পারবে না। আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাট দুর্যোগ দেখা দেবে। আকস্মিকভাবে তোমাদের উপর উহা আপতিত হবে। তারা আপনার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে যেন আপনি এ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেঁ৷ছে

www.pathagar.com

গেছেন। আপনি বলুন এ সম্বন্ধে শুধু আল্লাহ্ই অবগত আছেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক অজ্ঞাত।

কিয়ামত আকস্মিকভাবে সংঘটিত হবে

আল্লাহ্ পাক্ ইরশাদ করেন ঃ

بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا
وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ -

বরং কিয়ামত তাদের উপর আকস্মিকভাবে এসে যাবে। আর উহা তাদেরকে অনুভূতিহীন করে দেবে। তারা একে না ফেরাতে পারবে আর না তাদেরকে সময় দেওয়া হবে। —আম্বিয়া ঃ ৪০

এ আয়াত ও পূর্ববর্তী আয়াত দ্বারা বোঝা গেল যে, কিয়ামত আকস্মিকভাবে সংঘটিত হবে। মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, অবশ্য কিয়ামত এ অবস্থায় সংঘটিত হবে যে, দুজন তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্যে দোকানে কাপড় খুলেছে, তাদের মধ্যে বেচাকেনা হয়নি এবং তারা কাপড় ভাঁজ করারও সুযোগ পায়নি—এমতাবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। তারপর মহানবী (স.) বলেন কোন ব্যক্তি তার উটের দুধ দোহন করছে কিন্তু তা পান করার সময় পায়নি এমতাবস্থায় কিয়ামত হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি তার হাউস প্রলেপ দিচ্ছে কিন্তু তার গৃহপালিত পশুগুলোকে পানি পান করাতে পারে নি এমতাস্থায় কিয়ামত হয়ে যাবে। সত্যিই কিয়ামত এমন অবস্থায় এসে যাবে যে, মানুষ খাদ্যের গ্রাস মুখ পর্যন্ত উঠাবে কিন্তু তা খেতে পারবে না। —বুখারী, মুসলিম

অর্থাৎ বর্তমানে লোকজন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে যেমন লিপ্ত থাকে তদ্রূপ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিনও তারা স্ব-স্ব কাজে লিপ্ত থাকবে। আর এর ভেতরে আকস্মিকভাবে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।—মুসলিম

www.pathagar.com

অন্য হাদীসে মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, জুম'আর দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে। প্রত্যেক নৈকট্য লাভকারী ফিরিশতা, আকাশ, পৃথিবী, পাহাড় ও সমুদ্র জুম'আর দিনকে ভয় করে (না জানি আজ হয়ত কিয়ামত এসে যাবে) —মিশকাত

শিঙ্গা ও শিঙ্গায় ফুঁকদান

শিঙ্গায় ফুৎকারের মাধ্যমে কিয়ামতের সূচনা হবে। মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, সৌর একটি শিং যার দ্বারা ফুৎকার দেওয়া হবে।

প্রসিদ্ধ বর্ণনায় আছে যে, কিয়ামত মুহররমের দশ তারিখ সংঘটিত হবে, কোন হাদীসে এর প্রমাণ নেই। 'মাযমাউল বাহার' গ্রন্থে এ বর্ণনাকে ঘরোয়া কথার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স.) আরো ইরশাদ করেন, আমি আমার প্রিয় জীবন কিভাবে অতিবাহিত করব অথচ শিঙ্গায় ফুঁক দানকারী ফিরিশ্তা মুখে শিঙ্গা নিয়ে কান পেতে মাথা ঝুলায়ে শিঙ্গা ফুঁকদানের আদেশের প্রতীক্ষায় বসে আছেন। —মুসলিম

সূরায়ে মুদ্দাসসিরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

فاذا نقر فى الناقور فذالك يومئذ يوم عسير على
الكفرين غير يسير -

যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন কাফিরদের জন্য হবে এক মহা সংকটের দিন এবং তা মোটেই সহজ হবে না। —সূরা মুদ্দাসসির

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

و نفخ فى الصور فصعق من فى السموت ومن فى الارض

الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون -

www.pathagar.com

যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে সেদিন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তবে তারা নয়, যাদেরকে চেতনাসম্পন্ন রাখা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। তৎপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে (এবং মৃতদের আত্মা তাদের দেহে ফিরে আসবে, আর যারা অচৈতন্য হয়েছিল তাদের মধ্যেও চেতনা ফিরে আসবে)। তখন তারা (এ অদ্ভুত অবস্থা দেখে) দাঁড়িয়ে (অস্থির হয়ে) তাকাতে থাকবে। —সূরা যুমার

আল্লাহ্‌ পাক আরো বলেন ঃ

ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون -

قالوا يويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن

وصدق المرسلون - ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم

جميع لدينا محضرون -

যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে। তারা বলবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো? (উত্তর আসবে) এটা তো সেই ঘটনা, দয়াময় আল্লাহ্‌ যার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রসূলগণ যাকে সত্য বলেছিলেন। এটা হবে এক মহানাদ। অকস্মাৎই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে।

—সূরা ইয়াসীন ঃ ৫১-৫৩

অর্থাৎ কেউই নিষ্কৃতি পাবে না ঐ দিন। সকলেই আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক থেকে দ্বিতীয় ফুঁকের মধ্যকার দূরত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে হুযুর (স.) 'চল্লিশ'

www.pathagar.com

বলেছেন, উপস্থিত জনতা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন, 'চল্লিশ অর্থ কি ?' চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর ? হুযুর (স.)-এ সম্পর্কে কি বলেছেন ? এর উত্তরে আবু হুরায়রা অজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এ সম্বন্ধে কিছু জানি না (অথবা আমার মনে নেই)। দ্বিতীয়-বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা পুনরায় আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করাবেন। এতে লোকেরা কবর থেকে অংকুরিত হবে যেমন মাটি থেকে বীজ অংকুরিত হয়। তিনি এও বলেন মানব দেহের সমস্ত অংশ পচে গলে মাটির সাথে মিশে যায় কিন্তু একটি হাড় বাকী থাকে এবং এ থেকেই কিয়ামতের দিন মানব দেহ দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা হবে। আর এটা হলো মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্ত।[১]

সূরায়ে যুমারের যেখানে বর্ণিত হয়েছে শিঙ্গায় ফুঁকদান করলে সকলেই বেহুঁশ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান (বেহুঁশ হবে না) সে সম্বন্ধে তাফসীরকারদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তাঁরা হলেন শহীদগণ। কারো মতে একথাটি হযরত জিবরাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল ও আজরাঈল সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেউ কেউ আরশ বহন-কারীদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ছাড়া আরো অনেক মত আছে। (আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ), এটা সম্ভব যে যাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে তারাও শেষ হয়ে যাবেন। যেমন

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ -

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুয়ালিমুত তানযীলের গ্রন্থকার লিখেছেন সৃষ্টিজগৎ ধ্বংস হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা (এখন রাজ্য কার ?) এই প্রশ্ন করবেন তখন উত্তর দেবার কেউ থাকবে না; অতএব আল্লাহ্ নিজেই উত্তর দেবেন : لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

১. বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে আছে রাই শস্যের দানার মত মেরুদণ্ডের হাড় থাকবে। এর থেকে দ্বিতীয়বার মানবদেহ সৃষ্টি করা হবে। —তারগীব ও তারহীব

www.pathagar.com

আজ একমাত্র আল্লাহ্‌রই রাজ্য যিনি একক ও পরাক্রমশালী

অর্থাৎ অদ্যকার রাজত্ব মহা পরাক্রমশালী প্রভুর, যার সম্মুখে সমস্ত শক্তি পদদলিত হয়েছে। এখন সমস্ত রূপক সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুর (স.) বলেছেন, অবশ্যই কিয়ামতের দিন লোক অচেতন হবে। আমিও তাদের সাথে অচেতন হয়ে পড়ব। সর্ব প্রথম আমার চেতনা ফিরে আসবে এবং আমিও দেখতে পাব হযরত মূসা (আঃ) আরশের একদিক ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি না, তিনি চেতনাহীন হওয়ার পর চেতনা ফিরে পেয়েছেন না তার চেতনা লোপই পায়নি বরং তিনি ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের সম্পর্কে لا من شاء الله। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যাকে চান সে ব্যতীত বলা হয়েছে।

—মিশকাত শরীফ সৃষ্টির আরম্ভ ও নবীদের আলোচনা অধ্যায়

সমগ্র বিশ্ব কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে

শিঙ্গায় ফুঁৎকার দান করায় শুধু মানুষই মৃত্যুমুখে পতিত হবে না বরং সমগ্র সৃষ্টি জগতই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বে। আকাশ ফেটে যাবে, তারকারাজি ঝরে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, চন্দ্র-সূর্যের আলো নিঃশেষ হয়ে যাবে। সমস্ত পৃথিবী সমতল ভূমিতে পরিণত হবে এবং পাহাড় তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে। নিম্নের আয়াত ও হাদীস দ্বারা এসব ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

পাহাড়ের অবস্থা

আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

القارعة ما القارعة - وما ادرك ما القارعة يوم يكون الناس

كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش -

মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কী? মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান? সেদিন

www.pathagar.com

মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গিন পশমের মত। —সূরা কারিয়া ঃ ১-৫

'আল-কারিয়া' শব্দ দ্বারা কিয়ামতকে বোঝান হয়েছে। হৃদয়সমূহ এবং কানে কঠিন জোরে আঘাত করবে বলে এটাকে 'আল-কারিআ' নাম দেওয়া হয়েছে। এই দিন মানুষ পতঙ্গের মত অস্থির ও চেতনাশূন্য অবস্থায় হাশরের মাঠের দিকে ছুটে চলবে। তখন এমন বিশৃঙ্খল অবস্থা চলতে থাকবে যেমন পঙ্গপাল অন্ধকারে বাতির দিকে উড়ে যাবার সময় হয়ে থাকে। পাহাড়গুলো ধুনকরদের ধোনাই করা তুলার মত উড়তে থাকবে এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

সূরা মুরসালাতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করছেন ঃ

وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ -

পাহাড়গুলো যখন উড়িয়ে দেওয়া হবে।

সূরায়ে নাবাতে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا -

চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে এগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা।

সূরায়ে নমলে আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ -

صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِىْ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ -

তুমি পর্বতমালা দেখে সেগুলোকে অচল মনে করবে, কিন্তু ঐদিন সেগুলো হবে মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমান। এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির নৈপুণ্য, যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম। —সূরা নমল ঃ ৮৮

www.pathagar.com

বিরাট আকারের পাহাড় দেখে সাধারণ মানুষ ধারণা করে, এগুলো এত অচল যে, কখনও নিজের অবস্থান থেকে নড়াচড়া করতে পারবে না। কিন্তু এমন একদিন আসবে যে, এগুলো ধুনকরের ধোনাই করা তুলার ন্যায় উড়তে থাকবে এবং মেঘমালার ন্যায় দ্রুত দৌড়াবে। সর্বগুণে গুণান্বিত আল্লাহ্ তাঁর নৈপুণ্য অনুযায়ী প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তিনি আজ পাহাড়কে এত ভারী এবং অচল করে সৃষ্টি করেছেন যে এর দরুন ভূপৃষ্ঠ নড়াচড়া করতে পারে না। আল্লাহ্ আরো বলেছেন ঃ

و بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا –

পাহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ফলে পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধুলিকণায়। —সূরা-ওয়াকিয়া ঃ ৫-৬

আকাশ ও পৃথিবী

সূরায়ে ত্বা-হায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفا فيذرها

قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا –

তারা তোমাকে পর্বতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। বলো, আমার প্রতিপালক এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করে বিক্ষিপ্ত করে দেবেন। অতঃপর তিনি এগুলোকে পরিণত করবেন মসৃণ সমতল ময়দানে, যাতে তুমি বক্রতা ও উচ্চতা দেখবে না। সূরা-ত্বা-হা ঃ ১০৫-১০৭

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন পাহাড় উঁড়িয়ে দেওয়া হবে। ভূপৃষ্ঠ পরিষ্কার এবং সমতল মাঠে পরিণত করা হবে। কোথাও উচু-নীচু থাকবে না।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আরো বলেনঃ

يوم تبدل الارض غير الارض والسموت و برزوا لله الواحد
القهار –

যেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবীতে রূপান্তরিত হবে এবং আকাশমণ্ডলী এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ্র সম্মুখে যিনি এক ও মহা পরাক্রমশালী। —সূরা ইবরাহীম ঃ ৪৮

উক্ত আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আকাশ ও পৃথিবী কিয়ামতের দিন পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং নিজের বর্তমান আকৃতিতে থাকবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) হুযূর (স.)-কে জিজ্ঞেস করেন, আকাশ ও পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে গেলে ঐ দিন মানুষ কি করবে?' দু'জাহানের গৌরব হুযূর (স.) উত্তর দিলেন, ঐ দিন মানুষ পুলসিরাতের উপর থাকবে।—মুসলিম

এ বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, পবিত্র আয়াতে উল্লিখিত আকাশ ও পৃথিবীর পরিবর্তন হিসাব-কিতাবের পরেই হবে। তখন মানুষকে বেহেশত ও দোযখে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য পুলসিরাতে উঠানো হবে।

প্রথম আয়াতে পৃথিবী পরিষ্কার মাঠ ও সমতলভূমিতে পরিণত হবার যে কথা বলা হয়েছে তা হিসাব-কিতাব আরম্ভ হবার পূর্বের কথা। হযরত সাহ্ল ইবনে সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যে পৃথিবীতে মানুষকে একত্রিত করা হবে তার রং হবে সাদা এবং ধূসরতা মিশ্রিত। এ সময় মাটি ময়দার রুটির মত হবে, কোন কিছুর চিহ্ন এতে থাকবে না। —বুখারী

কিয়ামত সংঘটিত হলে আকাশ পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তারকারাজি ঝরে পড়বে নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, চন্দ্র ও সূর্যের আলো ম্লান হয়ে যাবে, আকাশ ফেটে যাবে এবং তাতে দরজার সৃষ্টি হবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন ঃ

يوم ينفخ فى الصور فتاتون افواجا و فتحت السماء
فكانت ابوابا –

যে দিন শিঙ্গায় ফুঁকদান করা হবে সেদিন তোমরা দলে দলে আসবে, আকাশ বিদীর্ণ করা হবে এবং তাতে দরজা হবে। (আকাশ ফেটে যাওয়ায় তা তো দরজাই দেখা দেবে)। —সূরায়ে নাবা

আল্লাহ্ বলেন ঃ

و يوم تشقق السماء بالغمام و نزل الملئكة تنزيلا –

সে দিন আকাশ মেঘপুঞ্জসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফিরিশতাদেরকে নামিয়ে দেওয়া হবে। —সূরা ফুরকান ঃ ২৫

আল্লাহ্ বলেন ঃ

فاذا نفخ فى الصور و نفخة واحدة و حملت الارض والجبال
فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت
السماء فهى يومئذ واهية والملك على ارجائها ويحمل
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمنية –

www.pathagar.com

যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার। পর্বতমালা-সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় সেগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সেদিন সংঘটিত হবে মহা প্রলয়। আর আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে। ফিরিশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফিরিশতা তাদের প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে। —সূরা হাক্কাহ ঃ ১৩-১৭

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ -

সেই দিন কতইনা ভয়াবহ হবে, যে দিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে রক্তে রঞ্জিত চর্মের রূপ ধারণ করবে। —সূরা রাহমান ঃ ৩৭

আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا -

আকাশ কম্পমান অবস্থায় বিদীর্ণ হবে। সূরা-তূর, ঃ ৯

আল্লাহ্ বলেন ঃ

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ -

যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে এবং তার প্রভুর আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার প্রকৃত কর্তব্য এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করে সমতল করা হবে, আর পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে

www.pathagar.com

নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে। আর তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার প্রকৃত কর্তব্য, তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবেই।
সূরা-ইনশিকাক ঃ ১-৫

আল্লাহ্‌র আদেশেই আকাশ বিদীর্ণ হবে। পৃথিবীকে টেনে লম্বা ও বিস্তৃত করা হবে। উভয়ই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। সৃষ্টির পক্ষে স্রষ্টার আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। কাজেই উভয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ পালন করবে। স্রষ্টার সম্মুখে মাথা নত করা ও তার আদেশ মান্য করতে তারা দ্বিধাবোধ করবে না।

পৃথিবীকে টেনে রাবারের মত লম্বা করা হবে। দালান-কোঠা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদিকে একই সমতলে পূরণ করা হবে। পৃথিবী তার অভ্যন্তরস্থ সব কিছু বাইরে নিক্ষেপ করে শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর ভিতরকার যাবতীয় বস্তু, মৃত এবং মৃতদের অংশবিশেষ বাইরে নিক্ষিপ্ত হবে।

চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি

শিঙ্গায় ফুঁকদান করার পর চন্দ্র, সূর্য ও তারকারাজি নিজেদের অবস্থায় আর থাকবে না। আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت –

যখন সূর্য নিষ্প্রভ হবে এবং তারকারাজি যখন খসে পড়বে।
—সূরা তাকবীর

আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت –

আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে এবং তারকারাজি বিচ্ছুরিত হবে।
—সূরা ইনফিতার ঃ ১—২

www.pathagar.com

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা আকাশ বিদীর্ণ হওয়া এবং তারকারাজি বিচ্ছুরিত হওয়া সম্পর্কে স্পষ্ট জানা গেল। এই দিন তারকারাজির আলো নিঃশেষ করে দেওয়া হবে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে فاذا النجوم طمست (যখন তারকারাজির আলো নির্বাপিত হবে।)

আল্লাহ্ পাক আরো বলেন ঃ

يسئل ايان يوم القيمة فاذا برق البصر وخسف القمر و

وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر

كلا لا وزر الى ربك يومئذ ن المستقر -

সে মানুষ প্রশ্ন করে, কখন কিয়ামত দিবস আসবে। যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে, চন্দ্র হয়ে যাবে জ্যোতিহীন, যখন চন্দ্র ও সূর্যকে একত্রিত করা হবে সে দিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায় ? না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। সে দিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।

--সূরা কিয়ামাহ্

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়ামতের দিন চন্দ্রও আলোহীন হয়ে পড়বে। চন্দ্র আলোহীন হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وجمع الشمس والقمر -

সূর্য ও চন্দ্র একত্র করা হবে।

শুধু চন্দ্রই আলোহীন হবে না বরং চন্দ্র সূর্য উভয়ই আলোহীন হয়ে পড়বে। চন্দ্র আলোহীন হওয়ার কথা পৃথকভাবে বলার কারণ এই যে, আরববাসীরা চন্দ্রের হিসাব গণনা করতে গিয়ে চন্দ্র দেখা ও তার অবস্থার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করত।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন চন্দ্র ও সূর্য দুটিকেই ভাঁজ করে ফেলা হবে। অর্থাৎ এগুলোর আলো নিঃশেষ করে দেওয়া হবে, ফলে এগুলো থেকে আলো বিচ্ছুরিত হবে না। এবং কোন বস্তুর উপর তা প্রতিফলিত হবে না। ইমাম বায়হাকী বাস ও নুশুর অধ্যায়ে হযরত হাসান বসরী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হুযুর (স.)-এর বাণী নকল করে বলেন, চন্দ্র ও সূর্যকে আলোহীন দু'টি খন্ড করে কিয়ামতের দিন দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। হযরত হাসান একথা শ্রবণ করার পর জিজ্ঞেস করলেন, এর কারণ কি ? হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, আমি মহানবী (স.)-এর আদেশ নকল করছি (তার বেশী আমি অবগত নই)। একথা শ্রবণ করার পর হাসান (রাঃ) চুপ হয়ে যান। —মিশকাত

মানুষ কবর থেকে বের হবে

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, সর্ব প্রথম ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করে আমাকে দেখানো হবে। তারপর আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) কবর থেকে বেরিয়ে আসবেন। তারপর আমি কবরস্থানে যাব। তখন কবরবাসীরা কবর থেকে বের হয়ে একত্রিত হতে থাকবে। অতঃপর আমি মক্কাবাসীদের প্রতীক্ষা করতে থাকব। তারাও কবর থেকে বের হয়ে আমার সাথে মিলিত হবে। পরে আমি হারমাইনের মধ্যবর্তী স্থানে (মাহশারে) একত্রিত হবো। —তিরমিযী

মুসলিম অথবা কাফির যারা কবরে শায়িত, তারা দ্বিতীয়বার শিঙ্গার আওয়াজ শ্রবণ করার সাথে সাথে কবর থেকে বের হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। যাদেরকে আগুনে দগ্ধীভূত করা হয়েছে অথবা যাদের সলিল সমাধি ঘটেছে অথবা হিংস্র প্রাণী যাদেরকে ভক্ষণ করেছে তাদের প্রাণেও দেহ প্রদান করা হবে। আর অবশ্যই তারা হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে।

উলঙ্গ ও লিঙ্গাগ্র- চর্মচ্ছেদন ব্যতীতই কবর থেকে উঠানো হবে

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হুযুর (স.)-কে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ খালি পা, উলঙ্গ এবং দেহ ও লিঙ্গাগ্র চর্মচ্ছেদন ব্যতীত একত্রিত হবে। আমি (আয়েশা) বললাম—হে আল্লাহ্‌র রসূল, এ

www.pathagar.com

অবস্থায় নারী পুরুষ একজন কি অন্য জনের দিকে তাকাবে না (যদি তাই হয় তাহলে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার)। উত্তরে হুযুর (স.) বললেন, হে আয়শা, কিয়ামতের নির্মমতা এতই ভয়াবহ হবে যে, একজন অন্য জনের প্রতি লক্ষ্য করার চিন্তাও করতে পারবে না।[১]

অন্য হাদীসে আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে খালি পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। একথা বলেই তিনি পাঠ করলেন ঃ

كما بدأنا اول خلق نعيده ـ

প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় যেভাবে আরম্ভ করেছিলাম, দ্বিতীয়বার তদ্রূপই ফিরিয়ে আনবো।

তারপর বলেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কাপড় পরানো হবে। আলিমদের ধারণা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম ভিক্ষুককে কাপড় পরিয়েছিলেন। অথবা আল্লাহ্‌র কালিমার দিকে দাওয়াত দেওয়ার কারণে তাকেই সর্বপ্রথম উলঙ্গ করে কাফিররা আগুনে নিক্ষেপ করেছিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কাপড় পরিধান করানো হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমার বন্ধুকে কাপড় পরিয়ে দাও। তখন বেহেশতের দুটি সূক্ষ্ম নরম সাদা কাপড় তাঁকে পরানো হবে। অতঃপর আমাকে কাপড় পরানো হবে।

সবাই কবর থেকে উঠে একত্রিত হওয়ার জন্য হাশরের দিকে ছুটবে

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন লোক তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে একত্রিত হবে। যথা—(১) পায়ে হেঁটে, (২) কিছুতে আরোহণ করে এবং (৩) মুখমণ্ডলের উপর

১. বুখারী ও মুসলিম।

www.pathagar.com

ভর করে। হুযূর (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'চেহারার উপর ভর করে চল্‌বে কেন?' উত্তরে হুযূর (স.) ইরশাদ করেন, যে পবিত্র সত্তা পায়ের উপর চালাতে পারেন তিনি চেহারার উপর চালাতেও সক্ষম। তারপর তিনি বলেন, জেনে রেখো, তারা চেহারার উপর এভাবে চলবে যে, জমির উঁচু নীচু অংশ এবং কাটাসমূহ থেকে নিজেদেরক চেহারার সাহায্যেই রক্ষা পাবে।
—তিরমিযী

এরূপ অবস্থা কাফিরদেরই হবে। এই অধমেরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র সমীপে চেহারা রাখতে অস্বীকার করেছিল এবং আত্মঅহমিকায় সিজদা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিল। এ কারণেই কিয়ামতের দিন চেহারা দ্বারা তাদের নেওয়া হবে, যাতে তারা লজ্জিত হয় এবং চেহারার সৃষ্টিকর্তার সিজদা করার অস্বীকৃতির পরিণাম ভোগ করে। আল্লাহ্‌ পাক সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী। তিনি তাঁর সৃষ্টির দেহের যে কোন অংশ তাঁর সেবায় নিয়োগ করতে পারেন। পৃথিবীতেও লক্ষ্য করা যায় যে, কোন কোন প্রাণী তাদের বুকের উপর ভর করেই চলে। তাছাড়া যার একটি মাত্র হাত সেই এক হাত দ্বারাই দু'হাতের কাজ সমাধা করে। যে অন্ধ তার শ্রবণ ও অনুভূতি শক্তি অত্যন্ত প্রবল বিধায় চক্ষুষ্মান হওয়ার কার্যাবলী সে মন ও অনুভূতি দ্বারা সমাধা করে নিতে পারে। অতএব আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন কাফিরদেরকে তাদের চেহারার উপরই চালাবেন—একথা যুক্তির বাইরে নয়।

কাফিরদেরকে মূক, বধির এবং অন্ধ অবস্থায় উঠানো হবে

আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ

ونحشرهم يوم القيمة على وجوههم عميا وبكما وصما -

কিয়ামতের দিন আমি ওদেরকে সমবেত করব নিজেদের মুখের উপর ভর দিয়ে চলা অবস্থায় অন্ধ, মূক ও বধির করে। —বনি ইসরাঈল

আল্লাহ্‌ পাক আরো বলেনঃ

ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره

www.pathagar.com

يوم القيمة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى و قد كنت
بصيرا - قال كذلك اتتك ايتنا فنسيتها وكذلك
اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف و لم يؤمن بايت
ربه و لعذاب الاخرة اشد و ابقى -

যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায়। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? আমি তো ছিলাম চক্ষুষ্মান। আল্লাহ্ বলবেন, 'এরূপই আমার নির্দেশাবলী তোমার নিকট এসেছিল কিন্তু তুমি উহা ভুলে গিয়েছিলে, সেভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। এভাবেই আমি প্রতিফল দেই তাকে, যে বাড়াবাড়ি করে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করে না। পরকালের শাস্তি তো অবশ্যই কঠিনতর ও অধিক স্থায়ী। —সূরা ত্বাহা

ইহজগতে যারা আল্লাহ্র দীনকে প্রত্যাখ্যান করে নিজের চক্ষু মুদ্রিত করেছিল এবং প্রকৃত প্রভুর আয়াত শ্রবণ করে গ্রহণ করার স্থলে না শুনার ভান করেছিল তাদের চক্ষু, কর্ণ ও জিহ্বার শক্তি খর্ব করে দেওয়া হবে। আর বধির, মূক ও অন্ধ করে উঠান হবে। এটা হাশরের প্রাথমিক আলোচনা। অতঃপর সকলের চক্ষু, জিহ্বা ও কর্ণ ফিরিয়ে দেওয়া হবে, তখন তারা হাশরের অবস্থা অবলোকন করতে সক্ষম হবে। হিসাব কিতাবের সময় তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। —মুয়ালেমুত তানযীল

কাফিরদের চক্ষু নীল রঙের হবে

আল্লাহ্ বলেন ঃ

و نحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم

www.pathagar.com

ان لبثتم الا عشرا -

আমি ঐদিন পাপীদেরকে সমবেত করব, তাদের চক্ষু হবে নীল রঙের। তারা চুপে চুপে পরস্পর বলাবলি করবে তোমরা তো দুনিয়ায় অথবা কবরে দশ দিন ছিলে। —সূরা ত্বাহা

কদাকার করার জন্যই তাদের চক্ষু নীল রঙের করে দেওয়া হবে। কিয়ামতে উত্থিত হয়ে তারা পরস্পর চুপে চুপে প্রশ্ন করবে—দুনিয়াতে কতদিন ছিলে? অতঃপর নিজেরাই তার উত্তর দেবে। কেউ বলবে দুনিয়াতে আমি দশ দিন ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন ঃ

نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان
لبثتم الا يوما -

ওরা কি বলবে আমি তা ভাল জানি, ওদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সৎ পথে ছিল সে বলবে, তোমরা মাত্র একদিন অবস্থান করেছিলে।

পরকালের দৈর্ঘ্য ও ভীতিপূর্ণ দৃশ্য দেখে পাপীরা মনে করবে, তারা কবরে অথবা দুনিয়ায় দশদিনের অধিক সময় অতিবাহিত করেনি। তাদের মধ্যে জ্ঞানী ও অধিক বুদ্ধিমান বলবে, দশদিন নয় মাত্র একদিন আমরা সেখানে অবস্থান করেছি। একথা যে বলবে তাকে অধিক জ্ঞানী বলা হবে। কারণ ইহকালের পতন ও নির্বাণ এবং পরকালের স্থায়িত্ব এবং কঠোরতাকে সে অন্যের চাইতে অধিক পরিমাণে বুঝতে পেরেছে।

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية اوضحها -

www.pathagar.com

তারা কিয়ামত দেখে মনে করবে দুনিয়াতে একটি মাত্র সন্ধ্যা অথবা একটি মাত্র সকাল তারা অতিবাহিত করেছে।

এখন তো খুব তাড়াতাড়ি করেই বলে ঃ

مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ –

এই প্রতিজ্ঞা কখন পূর্ণ হবে যদি তুমি সত্যবাদী হও ?

আর একথাও বলে। أَيَّانَ مُرْسَاهَا। কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ? কিন্তু সহসা যখন কিয়ামত এসে পড়বে তখন মনে হবে যে, খুব শ্রীঘ্রই তা এসে গেছে। মধ্যখানে সামান্য মাত্র বিলম্ব ঘটেনি।

সূরায় রূমে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ

كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ –

যে দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে কাফিররা শপথ করে বলবে, আমরা পৃথিবীতে এক ঘণ্টার অধিক সময় অবস্থান করিনি। এভাবে তারা দুনিয়াতে উল্টা চলত।

কবর অথবা দুনিয়ার অবস্থান অল্প বলে মনে হবে। কিয়ামতের বিভীষিকা মাথার এসে পতিত হলে পাপীরা দুঃখ প্রকাশ করতে করতে বলবে, দুনিয়া ও বরযখের জীবন অতি তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে গেল। কিছু বেশী দিন থাকতে পারলে এ দিনের জন্য কিছু করে আসতে পারতাম। বিপদ তো একেবারে সম্মুখে এসে গেল। দুনিয়ার স্বাদ সুদীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা সবই পণ্ড হয়ে গেল। হায়, দুনিয়ার আসবাবপত্র চাকুরী বাকরী ও প্রভাব-প্রতিপত্তি, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে তারা দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছিল, সে জীবনকে মাত্র এক ঘণ্টা সময় বলে মনে করবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ كَانُوا يُؤْفَكُونَ

এভাবে বিপরীত চিন্তাধারা ছিল তাদের। দুনিয়াতে তারা সত্যকে স্বীকার করেনি, সত্যকে হৃদয়ে স্থান দেয়নি, সত্য কথা বলেনি।

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ -

যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হয়েছে তারা বলবে, তোমরা তো আল্লাহ্র বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। এই তো পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা জানতে না।

জ্ঞানী ও বিশ্বাসীরা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করবে। এবং বলবে, তোমরা মিথ্যা প্রলাপ বকছো। এক ঘণ্টা অবস্থান করার কথা সরাসরি মিথ্যা। তোমরা কিয়ামতের দিন, পর্যন্ত দুনিয়াতে অবস্থান করেছ। একটি সেকেণ্ডও কমবেশী হয়নি। যার যে বয়স ছিল সে তা সম্পন্ন করে পুনরায় বরযখের দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে এই হাশরের মাঠে এসে উপস্থিত হয়েছে। আজ সেই দিন, যে দিনের আগমন চিরসত্য ছিল। যাকে তোমরা বিশ্বাস করতে না তা আজ প্রত্যক্ষ কর। প্রথম থেকে যদি এই বিশ্বাস করতে তা হলে আজকের এই পরিস্থিতির মুকাবিলার জন্য দুনিয়া থেকেই তোমরা প্রস্তুতি নিয়ে আসতে।

কিয়ামত দিবসের হতবুদ্ধিতা ও অস্থিরতা

কিয়ামত দিবস হবে অতিশয় হৃদয়বিদারক। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

www.pathagar.com

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم

ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم

لا يرتد اليهم طرفهم و افئدتهم هواء –

তুমি কখনও মনে করো না যে, সীমালঙ্ঘনকারীরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ অনবধান। অবশ্যই তিনি ওদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির। ভীত-বিহবল চিত্তে আকাশের দিকে চেয়ে উহারা ছুটাছুটি করবে। নিজেদের প্রতি ওদের দৃষ্টি ফিরবে না এবং ওদের অন্তর হবে শূন্য। —সূরা ইবরাহীম

মানুষ কবর থেকে উত্থিত হয়ে অতিশয় অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার সাথে মাথা উপরের দিকে তুলে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাশরের ময়দানের দিকে ছুটবে এবং হতবাক হয়ে দেখতে থাকবে, চক্ষের পলক হবে স্থির। হৃদয় হবে পেরেশান ও অস্থির। ভীতির আতিশয্যে ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকবে।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

يا يها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل

ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى

ولكن عذاب الله شديد –

www.pathagar.com

হে মানুষ! ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার! যেদিন তোমরা প্রত্যক্ষ করবে, প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ অথচ তারা (প্রকৃত) নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠিন। —সূরা হজ্জ

কিয়ামতের বিরাট ভূকম্পন [১] দু'প্রকারের। যথাঃ ১. যা কিয়ামতের অনেক পূর্বে সংঘটিত হবে। ওটা কিয়ামতের আলামত এবং ২. দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁকদানের পর মানুষ কবর থেকে বের হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। উল্লিখিত আয়াতে প্রথম ভূকম্পন অর্থ গ্রহণ করা হলো দুগ্ধদায়িনীর সন্তানকে ভুলে যাওয়া এবং স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হওয়া প্রকৃত ও প্রকাশ্য অর্থে গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে এটাকে উপমা হিসাবে মনে করতে হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের অস্থিরতা এত বিভীষিকাময় হবে যে, তাতে স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং দুগ্ধদায়িনী তার কোলের দুগ্ধপোষ্য সন্তানের কথা ভুলে যাবে।

এ সময় মানুষ এমন চেতনাহীন হয়ে পড়বে যে, দেখলে মনে হবে, যেন তারা শরাব পান করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে অথচ এখানে নেশার কোন ব্যাপারই নেই। মূলত শাস্তির কঠোরতা প্রত্যক্ষ করে তাদের চেতনা শক্তি লোপ পাবে।

---

১. জালালাইনের গ্রন্থকার বলেন, প্রচণ্ড ভূকম্পন, যা উদিত সূর্যকে অস্তগামীতে পরিণত করবে, উহাই কিয়ামত। মুয়ালেমুত তানযীল গ্রন্থকার বলেন, যালযালা বা প্রকম্পন-এর অর্থ নিয়ে তফসীরকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত আলকুমা ও শা'বী (রাঃ) বলেন, এটা কিয়ামতের নিদর্শন। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ কিয়ামত সংঘটিত হওয়া। হাসান ও সাদী (রঃ) বলেন, এ কম্পন কিয়ামতের দিনেই হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ সেই কম্পন, যার সাথে কিয়ামত সংঘটিত হবে। কেউ কেউ বলেন, এটা দুনিয়াতেই হবে। কেননা পুনরুত্থানের পর কেউ গর্ভবতী হবে না। আর যারা এর অর্থ কিয়ামত নেন, তাদের অর্থে এখানে প্রকৃত ঘটনা নয় বরং ঘটনার ভয়াবহতা বোঝানো হয়েছে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ বলেন ঃ

فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا -

তোমরা যদি কুফরী কর তাহলে সেদিন কি করে পরিত্রাণ পাবে, যে দিন শিশুকে বৃদ্ধ করে ফেলবে ! —সূরা মুয্যাম্মিল

অর্থাৎ ইহজগতে পরিত্রাণ পেলেও কিয়ামতের দিন তোমরা পরিত্রাণ পাবে না। ঐ দিনের ভয়াবহতা শিশুকেও বৃদ্ধে পরিণত করবে। সত্যিকারভাবে শিশু বৃদ্ধ হবে না। কিন্তু ঐ দিনের কঠোরতা শিশুকে বৃদ্ধ করে দেওয়ার মত হবে।

চেহারায় প্রফুল্লতা ও উদাসীনতা

হাশরের ময়দানে সকলেই উপস্থিত হবে। সে দিন আল্লাহ্র প্রেমিকদের চেহারা আনন্দে উৎফুল্ল হবে, আর পাপীদের চেহারায় ফুটে উঠবে উদাসীনতা ও লজ্জা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت

وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم

تكفرون - واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله

هم فيها خلدون -

সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং কতক চেহারা কাল হবে। যাদের চেহারা কাল হবে তাদেরকে বলা হবে ঈমান আনয়নের পর

www.pathagar.com

কি তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলে? সুতরাং তোমরা শাস্তি ভোগ কর, যেহেতু তোমরা সত্য প্রত্যাখ্যান করতে। আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহ্‌র করুণা দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে এবং চিরদিন তারা এই অবস্থায় থাকবে।

আল্লাহ্ বলেন:

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة - وجوه يومئذ

عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة -

অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, হাস্যময় ও প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল সেই দিন হবে ধূলি-ধূসরিত এবং কালিমায় আচ্ছন্ন। এরাই সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও পাপাচারী।

ঈমান ও সৎকর্মের দরুন পুণ্যবানদের চেহারা সেদিন আলোকিত হবে। তাদের অবয়বের মধ্যে আনন্দ ও খুশী ফুটে উঠবে। আর যেসব লোক আল্লাহ্‌কে ভুলে গিয়ে ঈমান ও সৎকর্ম থেকে বিমুখ ছিল এবং কুফর ও অপকর্মের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, কিয়ামতের দিন তাদের চেহারায় কলঙ্ক-কালিমা লেপন করা হবে এবং তারা অত্যন্ত লজ্জাজনক অবস্থায় কিয়ামতের মাঠে উপনীত হবে। অসৎ কর্মের ফলস্বরূপ তাদের চেহারায় উদাস ভাব ফুটে উঠবে এবং তারা আশংকা করবে যে, এখানে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হবে।

হুযুর (স.) ইরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে তার পিতার সাক্ষাত হবে এবং তাঁর পিতার চেহারা সেদিন কাল হবে। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতাকে বলবেন, আমি কি বলিনি যে, আমার অবাধ্য হয়ো না। তাঁর পিতা বলবেন, যাক আর তোমার অবাধ্য হবো না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করবেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমার সহিত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, আপনি কিয়ামতের দিন

www.pathagar.com

আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার পিতা এখানে অপমানিত হচ্ছেন। এর চেয়ে বড় লজ্জা আমার আর কী হতে পারে ? আল্লাহ্ তা'আলা উত্তরে বলবেন, আমি কাফিরদের প্রতি বেহেশ্ত হারাম করে দিয়েছি (তোমার পিতা বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না)। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'আপনার পায়ে কি ?' তিনি দেখাবেন, একটি দুধাল বিজ্জু (ভালুক ও বেজীর মধ্যবর্তী পর্যায়ের জীব, যে গলিত লাশ খেয়ে বাঁচে) অতঃপর সেটাকে পা ধরে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।" —বুখারী

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইবরাহীমের পিতাকে একটি প্রাণীর আকৃতিতে রূপ দেবেন। ফলে হযরত ইবরাহীম লজ্জিত হবেন না এবং পিতার আকৃতি দেখে আতঙ্কিতও হবেন না। এবার ভেবে দেখুন—কার এ অশুভ পরিণাম ? এই অশুভ পরিণাম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতার, যিনি নবীদের পিতা এবং আল্লাহ্র বন্ধু। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁরই মযহাব অনুসরণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনিই পবিত্র কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণ করেন। এতদ্সত্ত্বেও (কাফির) পিতার পক্ষে তার সুপারিশ কার্যকর হলো না। অতএব কোথায় সেই পীর-ফকির, যারা বংশের ও আত্মীয়ের গর্ব করে থাকে এবং আত্মীয়তার আড়াল নিয়ে নিজেদের অসৎ কর্ম মাফ করিয়ে নেওয়ার আশা রাখে ?

হাশরের মাঠে ঘামের বিপদ

হযরত মিকদাদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য আল্লাহ্র সৃষ্টির থেকে মাত্র এক মাইল ব্যবধানে এসে যাবে এবং নিজ নিজ অসৎ কর্মের অনুপাতে লোকেরা ঘর্মাক্ত হবে। এই ঘামে কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, কারো হাটু পর্যন্ত, আবার কারো কোমর পর্যন্ত ডুবে থাকবে। আবার কারো পা থেকে মুখ পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে (এমনকি) তার ঘাম লাগামের মত মুখে এঁটে থাকবে।[১] —মুসলিম

---

১. প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে, কিয়ামত সংঘটিত হলে চন্দ্র সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে। তাহলে হাশরের মাঠে লোকেরা মাথার এক মাইল দূরত্ব থেকে সূর্যের প্রখরতা কিভাবে অনুভব করবে ? তখন ত সূর্যের আলোই থাকবে না। উত্তর এই যে, সূর্য আলোহীন হলে তার প্রখরতা

www.pathagar.com

অন্য আর একটি হাদীসে আছে মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, হাশরের মাঠে মানুষের ঘাম এত বেশী নির্গত হবে এবং ক্রমাগত নির্গত হতে থাকবে, যে তা অবলোকন করে মানুষ বলবে, হে আল্লাহ্! আমাকে দোযখে পাঠিয়ে দেওয়া বরং এই বিপদের চাইতে সহজতর। হাশরের শাস্তির কঠোরতা দেখে এরূপ বলবে, অথচ দোযখের শাস্তির কঠোরতাও তাদের জানা আছে। —তারগীব আন মুস্তাদরাকিল হাকিম

হাশরের মাঠে উপস্থিত জনতার বিভিন্ন অবস্থা

ভিক্ষুকদের অবস্থা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, ভিক্ষুক মানুষের কাছে বারবার সওয়াল করার দরুন এমন অবস্থায় গিয়ে পেঁছে যে, কিয়ামতের দিন ত দের এক টুকরা মাংসও থাবে না। —বুখারী ও মুসলিম

অর্থাৎ ভিক্ষুককে লজ্জিত ও হেয় করার জন্য হাশরের মাঠে এমন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে যে, তাদের চেহারায় শুধু হাড় পরিলক্ষিত হবে। মাংসের লেশমাত্র থাকবে না। সকলেই তাকে দেখে চিনতে পারবে যে, ইহকালে সে মানুষের নিকট সওয়াল করে করে নিজের মান-সম্মান বিনষ্ট করত এবং আজও তার কোন ইয্যত সম্মান নেই। সকলের সামনেই সে লজ্জিত ও অপমানিত হচ্ছে।

যে এক স্ত্রীর সহিত অবিচার করেছে

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, যার দুইজন স্ত্রী আছে এবং সে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার

যে নিঃশেষ হয়ে যাবে, এমন তো কোন কথা নেই আর আলোহীন হওয়ার সাথে সাথে যদি প্রখরতা চলেও যায় তাহলে দ্বিতীয়বার সূর্যের মধ্যে প্রখরতা দান করে হাশরের মাঠে সেটাকে মানুষের মাথার উপর প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহ্‌র পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। অতঃপর দ্বিতীয়বার আলোবিহীন করে সূর্যকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং সূর্যের পূজারীগণ বুঝতে পারবে যে, সূর্য যদি উপাসনা করার যোগ্যই হতো তাহলে সেটাকে এভাবে দোযখে নিক্ষেপ করা হতো না।

www.pathagar.com

করেনি কিয়ামতের দিন সে এমনভাবে আসবে যে, তার এক পার্শ্ব পতিত অবস্থায় থাকবে। —মিশকাত

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ ভুলে গেছে

হযরত সা'দ ইবনে উবাদা (রাঃ) বলেন, হুযূর (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করার পর উদাসীনতাবশত তা ভুলে যায় কিয়ামতের দিন সে আজযাম রূপে আল্লাহ্ পাকের সহিত মুলাকাত করবে। —মিশকাত

আজযাম অর্থ কুষ্ঠরোগী। সেদিন ঐ ব্যক্তির হাত ও পায়ের আঙ্গুল পচে বিলীন হয়ে যাবে। কোন কোন অভিজ্ঞ লোকের মতে এর অর্থ ঐ ব্যক্তির দাঁত পড়ে যাবে (লুম্'আত)। বাহ্যিক দৃষ্টিতে শেষোক্ত অর্থই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কোন কুরআন পাঠ করতে থাকলে তা স্মরণ থাকে আর পাঠ করার সময় দাঁত ও জিহ্বার কাজই হয় অধিক। অতএব দাঁতের শাস্তি হওয়াটা অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ। অন্য আর এক হাদীসে আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, আমার নিকট আমার উম্মতের যাবতীয় গুনাহ উপস্থিত করা হলে আমি ঐ ব্যক্তির গুনাহের চাইতে বড় কোন গুনাহ দেখি না, যে কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত মুখস্থ করল অতঃপর তা ভুলে গেল। —তিরমিযী

বেনামাযীদের হাশর

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিয়মিত নামায আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন নামায না তার জন্যে আলো হবে, না দলীল আর না নাজাতের উপায়। কিয়ামতের দিন সে ফিরাউন, কারূন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সঙ্গী হবে। —আহমদ ও দারেমী

হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন নিহত ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে

www.pathagar.com

এমনভাবে ধরে আনবে যে, নিহত ব্যক্তির চেহারা এবং তার মাথা নিহত ব্যক্তির হাতে থাকবে এবং নিহত ব্যক্তির ঘাড়ের শিরাসমূহ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে। সে আল্লাহ্‌র দরবারে আরাধনা করতে থাকবে, হে আল্লাহ্‌। এই লোকটি আমাকে হত্যা করেছিল। এভাবে সে তাকে নিয়ে আরশের নিকটে যাবে। —তিরমিযী ও নাসাঈ

হত্যাকারীর সাহায্যকারী

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনকে হত্যা করার সময় সামান্য কথা দ্বারাও সাহায্য করেছে (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সহিত এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবেন যে তার উভয় চক্ষুর মধ্যখানে آيس من رحمة الله (আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত) একথা থাকবে। —ইবনে মাজাহ্‌

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী

হযরত সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন কিয়ামতের দিন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারীর একটি পতাকা থাকবে। এবং এটা তার গুহ্যদ্বারে লাগানো থাকবে (মুসলিম)। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির অভিযোগ যে পরিমাণ বড় হবে তার পতাকাও সে পরিমাণ ঊর্ধ্বে থাকবে। অতঃপর তিনি বলেন, সাবধান! যে ব্যক্তি জনসাধারণের শাসক নিযুক্ত হয়েছে তার অভিযোগকারীর চাইতে বড় অভিযোগ আর কারো হবে না অর্থাৎ সে যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তা হলে সমগ্র জনসাধারণ তাতে নিপতিত হবে। সুতরাং তার অভিযোগ হবে সবচাইতে বড়। —মিশকাত

আমীর অথবা বাদশাহ্‌

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দশজন লোকের আমীর নিযুক্ত হয়েছে, কিয়ামতের দিন তার উভয় হস্ত বাঁধা অবস্থায় থাকবে। সে যদি ন্যায়বিচার করে থাকে তাহলে সে ন্যায় বিচার তাকে মুক্ত করে দেবে আর যদি অন্যায় করে থাকে তাহলে সেই অন্যায় তাকে ধ্বংস করে দেবে। —মিশকাত

www.pathagar.com

অন্য আর এক হাদীসে আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তিই জনসাধারণকে শাসন করেছে; কিয়ামতের দিন তাকে এমনভাবে উঠানো হবে যে, একজন ফিরিশতা তার গ্রীবাদেশ ধরে রাখবেন। অতঃপর সে তার মাথা আকাশের দিকে উঠিয়ে আল্লাহ্‌র আদেশের প্রতীক্ষা করতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেবেন। তখন তাকে এত গভীর গর্তে ফেলে দেওয়া হবে যে, তার তলদেশে পৌঁছতে পৌঁছতে চল্লিশ বছর সময় লেগে যাবে। —মিশকাত

যাকাত অনাদায়ী

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ যাকে মাল-সম্পদ দিয়েছেন অথচ সে তার যাকাত পরিশোধ করেনি, কিয়ামতের দিন তার মাল-সম্পদ বিষাক্ত সর্পে পরিণত হবে। যার চক্ষুদ্বয়ে উদগীরিত দু'টি চিহ্ন থাকবে। সর্পটিকে রশি বানিয়ে তার গন্ডদেশে পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সর্পটি তার স্বন্ধ ধরে বলতে থাকবে, আমি তোমার মাল-সম্পদ, আমি তোমার মাল-সম্পদ, আমি তোমার ধনরাশি। তারপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ

ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو
خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلون به يوم
القيمة —

যারা আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদে কার্পণ্য করে যা তিনি অশেষ কৃপাবশে তাদেরকে দান করেছেন, তারা যেন মনে না করে যে, এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক বরং এটা তাদের জন্য বিপদ। অতিশীঘ্রই কিয়ামতের দিন তাদের সে সম্পদ, যাতে তারা কার্পণ্য করেছে, গলার মালা বানিয়ে তাদের পরানো হবে। —সূরা-আলে-ইমরান

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে. মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বর্ণরৌপ্যের মালিক অথচ যথারীতি যাকাত পরিশোধ করেনি, কিয়ামতের দিন তার জন্য আগুনের তক্তা বানানো হবে এবং দোযখের আগুন দ্বারা তাতে তাপ দেওয়া হবে। অতঃপর সেগুলো দ্বারা তার দেহের পার্শ্বদেশ এবং কপালে ও পিঠে দাগ দেওয়া হবে। পুনরায় যখন তক্তাগুলো শীতল হয়ে যাবে তখন দোযখের আগুন দ্বারা আবার সেগুলোকে গরম করে তার দেহে দাগ দেওয়া হবে। এইরূপ শাস্তি পঞ্চাশ হাজার বছর পর্যন্ত চলবে এমনকি সমস্ত মানবকুলের বিচার মীমাংসা হয়ে যাবে। অতঃপর সে ঐ বিপদ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পরিণামে বেহেশ্‌ত অথবা দোযখে যাবে। উপস্থিত জনতার কোন একজন জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল, উটের মালিকদের সম্বন্ধেও বলুন? মহানবী (স.) বললেন, কোন উটের মালিক যদি তার হক আদায় না করে এবং তাদের হকসমূহের একটি হলো যেদিন তাদের পানি খাওয়াবে সেদিন তাদের দুধও দোহন করবে—তাকে ঐ উটগুলোর নীচে শোয়ানো হবে এবং উটগুলো সেদিন খুব হৃষ্টপুষ্ট হবে এবং সবগুলো উট উপস্থিত থাকবে, একটিও অনুপস্থিত থাকবে না। উটগুলো তাদের খুর দিয়ে তাকে নাড়াতে থাকবে ও মুখ দিয়েও কামড়াতে থাকবে। যখন প্রথম দলটি অতিক্রান্ত হবে তখন দ্বিতীয় দল আসবে। এভাবে অনবরত এই শাস্তি মানবকুলের বিচার মীমাংসা শেষ হওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে চলবে। অতঃপর সে আপন আমল অনুযায়ী হয় বেহেশত নয়ত দোযখে যাবে।

মহানবী (স.)-কে গাভী ও বকরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি গাভী ও বকরীর মালিক হয়ে সেগুলোর অধিকার আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শূন্য মাঠে শয়ন করানো হবে। কোন গাভী ও বকরী অনুপস্থিত থাকবে না। কারো শিং বাঁকা হবে না, কোনটি শিংবিহীনও হবে না। অতঃপর এই গাভী ও বকরীগুলো তার উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হবে, শিং দ্বারা তাকে আঘাত করতে থাকবে এবং পায়ের খুর দ্বারা মাড়াতে থাকবে। এভাবে প্রথম দল অতিক্রান্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় দল আসবে এবং তাকে অনুরূপভাবে আঘাত করতে থাকবে। মানবকুলের বিচার মীমাংসা হওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে এ শাস্তি চলবে। অতঃপর সে তার আমল অনুযায়ী হয় বেহেশতে যাবে নতুবা দোযখে। —মুসলিম

www.pathagar.com

কিয়ামতের দিন সবচেয়ে অধিক ক্ষুধা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবীর সম্মুখে এক ব্যক্তি ঢেকুর তুললো। তখন মহানবী (স.) বললেন, ঢেকুর কম তুলো। কেননা কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি অধিক ক্ষুধার্ত থাকবে যে দুনিয়ায় অধিক পেট পুরে ভক্ষণ করেছে। —মিশকাত

দুমুখী ব্যক্তির হাশর

হযরত আম্মার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইহকালে দুমুখী ছিল (অর্থাৎ সে প্রথম দলের সামনে তাদের প্রশংসা ও অন্যদের তিরস্কার এবং দ্বিতীয় দলের সামনে তাদের প্রশংসা এবং অন্যদের তিরস্কার করত), কিয়ামতের দিন তার মুখ হবে আগুনের।

স্বপ্নের মিথ্যা ব্যাখ্যাকারী

মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বগঠিত মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, কিয়ামতের দিন দু'টি যবের বীজের মধ্যে গিট লাগাবার জন্য তাকে বাধ্য করা হবে। কিন্তু সে কখনো গিট লাগাতে সক্ষম হবে না। সুতরাং সে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি অন্যের কথা শুনবার জন্যে কান পাতে অথচ তারা তাকে সে কথা শুনাতে চায় না, কিয়ামতের দিন তার কানে সীসা ঢেলে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি জীবন্ত প্রাণীর ছবি অাঁকে, কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এবং তাকে অংকিত ঐ প্রাণীর মধ্যে আত্মা ঢুকিয়ে প্রাণদান করার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে তাতে প্রাণ দানে সক্ষম হবে না। —মিশকাত

অপমানের পোশাক

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, "ইহকালে যে ব্যক্তি অহংকারের পোশাক পরিধান করেছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অপমানের পোশাক পরিধান করাবেন। —আবু দাউদ

www.pathagar.com

ভূমি আত্মসাৎকারী

মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি এক খণ্ড জমি বল পূর্বক দখল করেছে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত স্তবক জমিনের নীচে বসিয়ে দেওয়া হবে। —বুখারী

অন্য বর্ণনায় আছে, হুযুর (স.) বলেন, "যে ব্যক্তি আধ হাত পরিমাণ জমিও বল পূর্বক দখল করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেই জমি সপ্ত স্তবক পর্যন্ত খনন করতে বাধ্য করবেন। অতঃপর কিয়ামতের দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত, যতক্ষণ না মানবকুলের বিচার সম্পন্ন হয়, সপ্ত স্তবক জমি শৃঙ্খল বানিয়ে তার গলায় ঝুলিয়ে রাখা হবে।" —মিশকাত

আগুনের লাগাম

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন : কোন ব্যক্তিকে একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো এবং সে তা জানা সত্ত্বেও গোপন করল তাহলে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের তৈরী লাগাম পরানো হবে। —আহমদ ও তিরমিযী

যেহেতু সে ঐ কথা বলতে গিয়ে মুখ বন্ধ করে রেখেছিল তাই ঐ অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তার মুখে আগুনের তৈরী লাগাম পরানো হবে।

ক্রোধ নিবারণকারী

হযরত সাহ্ল (রাঃ) তাঁর পিতা হযরত মা'আয (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি রাগ হজম করল অথচ সে অনুযায়ী কাজ করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা তার ছিল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সম্মুখে ডেকে এনে অধিকার দেবেন, সে যেন নিজের পছন্দমত যে কোন হুরকে গ্রহণ করে। —তিরমিযী

উভয় হরমে মৃত্যুবরণকারী

মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মদীনায় অবস্থান করে সেখানকার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী থাকবো এবং সুপারিশ করব। আর যে ব্যক্তি হরমে মক্কা অথবা হরমে মদীনায়

www.pathagar.com

মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তা প্রাপ্ত লোকদের সাথে উঠাবেন। —বায়হাকী

যে ব্যক্তি হজ্জ পালন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি মহানবী (স.)-এর সাথে আরাফাতের মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। হঠাৎ বাহন থেকে পড়ে গিয়ে তার ঘাড় ভেঙ্গে যায়। মহানবী (স.) ইরশাদ করলেন, "কুলপাতা মিশ্রিত গরম পানি দিয়ে তাকে গোসল করাও, ইহরামের কাপড় দিয়ে তার কাফন দাও এবং তার মাথা আবৃত করো না। কেননা কিয়ামতের দিন সে তালবিয়া[১] পাঠরত অবস্থায় উঠবে।

শহীগদণ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ্র রাস্তায় যে ব্যক্তি আহত হয়েছে এবং আল্লাহ্ ভাল ভাবেই জানেন কোন অবস্থায় সে আহত হয়েছে, কিয়ামতের দিন আহত অবস্থায়ই সে উঠবে এবং তার দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, যার রং হবে রক্তের মত, কিন্তু গন্ধ হবে মিশকের মত।" —বুখারী ও মুসলিম

পূর্ণ আলো বিশিষ্ট লোক

হযরত বরীদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, "মসজিদে প্রবেশকারীকে সুসংবাদ দাও যে, কিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণ আলোদান করা হবে।" —তিরমিযী

মুয়াযযিন

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, মুয়াযযিনের গর্দান কিয়ামতের দিন সকলের চাইতে লম্বা হবে। —বুখারী মুসলিম

---

১. অধিকন্তু হজ্জে যে দোয়া পড়া হয় এবং যে দোয়ার মধ্যে বারংবার 'লাব্বায়িকা' আসে তাকে তালবিয়া বলে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ প্রেমিকগণ

মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার মাহাত্ম্যের কারণে পরস্পর ভালবাসা পোষণকারীদের জন্য নূরের মিম্বর দেওয়া হবে এবং নবী ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবেন। কেননা তারা নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে মিম্বরের উপর বসে থাকবে আর নবী ও শহীদগণ অন্যের সুপারিশে তখন মগ্ন থাকবেন। —মিশকাত

আরশের ছায়ার নীচে

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সাত ব্যক্তিকে নিজের ছায়ার নীচে আশ্রয় দেবেন, সেদিন তার ছায়া ব্যতীত অন্য কারো ছায়া হবে না। ১. ন্যায় বিচারক মুসলমান বাদশাহ। ২. সেই যুবক যে আল্লাহ্‌র ইবাদতে তার যৌবন কাটিয়েছে। ৩. সেই ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদে পড়ে থাকে। মসজিদ থেকে বের হয়ে পুনরায় ফেরত না আসা পর্যন্ত তার দেহ বাইরে থাকত সত্য, কিন্তু তার হৃদয় থাকত মসজিদে। ৪. ঐ দু'ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র ভালবাসার জন্যই পরস্পরকে ভালবাসত। ঐ ভালবাসার কারণেই তারা পরস্পরের সাথে মিলত এবং ঐ ভালবাসার কারণেই পরস্পর থেকে পৃথক হতো। ৫. যে ব্যক্তি একাকী নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করত এবং এজন্য তার অশ্রু প্রবাহিত হত। ৬. ঐ ব্যক্তি যাকে রূপসী নারী অসৎ কর্মের দিকে আহবান করত, কিন্তু সে শুধু এই কথা দ্বারা উত্তর দিত—আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, ৭. ঐ ব্যক্তি যে এত গোপনে দান-খয়রাত করত যে, তার বাম হাতও টের পেতো না তার ডান হাত কি দান করেছে। —বুখারী, মুসলিম

নূরের মুকুটধারী

হযরত মুআজ জুহানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি পবিত্র কুরআন শিক্ষা করেছে এবং সে অনুযায়ী আমল করেছে, কিয়ামতের দিন তার পিতা-মাতাকে এমন নূরের টুপী পরানো হবে যার আলো সূর্যের আলোর চাইতেও অধিক উজ্জ্বল হবে।" এখন তোমরাই বলো তার মাতা-পিতার যখন এই অবস্থা তখন আমলকারীর কত উচ্চ মর্যাদাই না হবে। —আহমদ, আবু দাঊদ

www.pathagar.com

হালাল উপার্জনকারী

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করার উদ্দেশ্যে এবং নিজের পরিবার-পরিজনদের জীবিকা নির্বাহের জন্য হালাল উপায়ে উপার্জন করার প্রতি আগ্রহান্বিত হয় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবেন যে তার চেহারা (চতুর্দশী) চাঁদের ন্যায় চমকাতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি অন্যের তুলনায় অধিক সম্পদ পুঞ্জিভূত করার লক্ষ্যে এবং অন্যের উপর গর্ব করার জন্যে অধিক সম্পদ উপার্জন করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে রাগান্বিত অবস্থায় সাক্ষাৎ করবেন।[১] —মিশকাত

বন্ধু ও প্রতিবেশী কোন কাজে আসবে না

এই দিন মানুষ শুধু নিজের পরিত্রাণের চিন্তায় থাকবে। কেউ কারো কাজে আসবে না। একজন অন্যজন থেকে পলায়ন করতে থাকবে। অনেক আয়াতে এসব কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو
جاز عن والده شيئا ـ

ঐ দিনকে ভয় কর যে দিন পিতা পুত্রের কোন কাজে আসবে না এবং পুত্রও পিতার কোন কাজে আসবে না। —সূরা লুকমান

কিয়ামতের দিন ইহকালের জীবনের চাইতে পরকালের জীবন অনেক বেশী ভয়াবহ হবে। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব এ দিন কোন কাজে

১. এটা বড় চিন্তার বিষয় যে, যে ব্যক্তি বৈধ উপায়ে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে গর্ব করে তাকে যদি এ হুমকি দেওয়া হয় তাহলে যে ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে সে কি হুমকি পাবার যোগ্য হবে না? হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! উপদেশ গ্রহণ করো।

www.pathagar.com

আসবে না। মানুষ ইহজগতের নানা প্রকার প্রলোভনে লিপ্ত হয়ে মনে করত যে, কিয়ামতের দিন কেউ না কেউ তার কাজে আসবে। কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা ছাড়া কিছু নয়। সূরা মু'মিনূনে আল্লাহ্ বলেন:

فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم ولا يتساءلون

শিঙ্গায় যখন ফুঁৎকার দান করা হবে তখন কোন বংশ-মর্যাদার টান থাকবে না এবং কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাও করবে না।

সূরা আবাসায় আছে:

يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه

কিয়ামতের দিন মানুষ নিজের ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি থেকে পলায়ন করতে থাকবে।

অর্থাৎ কারো সাথে কারো মমতা ও সহানুভূতির কোন প্রশ্নই ঐ দিন উঠবে না, এমন কি মানুষ নিজের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশী থেকেও পলায়ন করতে থাকবে।

বন্ধু শত্রু হয়ে যাবে

কিয়ামতের দিন শুধু সৎকার্যই কাজে আসবে। মানুষ নিজের আত্মীয়-স্বজনদের উপর সাধারণত নির্ভরশীল হয়ে থাকে। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত দ্বারা তো বোঝা যাচ্ছে যে, মানুষ ঐদিন নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে পলায়ন করতে থাকবে। মানুষ সাধারণত বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য-সহযোগিতাও কামনা করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ পাক বলেন:

ولا يسئل حميم حميما يبصرونهم

বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না অথচ একজন অন্যজনকে প্রত্যক্ষ করতে থাকবে।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين –

এই দিন জাগতিক বন্ধু একজন অপরজনের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্য যারা আল্লাহ্-ভীরু তাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হবে।

সুচের বিনিময়ে সমস্ত জগত দিতে প্রস্তুত থাকবে

সূরায়ে মা'আরিজে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصا

حبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض

جميعا ثم ينجيه كلا –

সেদিন অপরাধী শাস্তি হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য মুক্তিপণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, তার জ্ঞাতি গোষ্ঠিকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু, যদি এই মুক্তিপণ তাকে মুক্ত করতে পারত।

কিন্তু কখনও এরূপ হবে না। কিয়ামতের দিন মানুষ তার যথাসর্বস্ব নিজের মুক্তির জন্য দিতে চাইবে। কিন্তু সেখানে আমল ব্যতীত কোন বস্তুই কাজে আসবে না। নিজের আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু কেউই কোন কিছু দিয়ে তাকে ঐ বিপদে সাহায্য করবে না। অগত্যা কারো কাছে কিছু থাকলে এবং তা দিয়ে তারা সাহায্য করতে চাইলেও সেটা গ্রহণ করা হবে না। সূরা আল-ইমরানে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احد

هم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به -

নিশ্চয়ই যারা কাফির অবস্থায় মারা গেছে তারা পৃথিবী-পূর্ণ স্বর্ণ দিলেও তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না, যদিও নিজের প্রাণের বিনিময়ে দিতে চায়।

কী বিরাট বিপদ ও ভয়াবহ অবস্থা হবে কিয়ামতের দিন! আল্লাহ্ অতি বড় মহান।

পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার আগমনের দরখাস্ত

সূরায়ে আলিফ-লাম মিম সিজদায় আল্লাহ্ পাক বলেন :

ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم

ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا

موقنون -

এবং হায়! তুমি যদি দেখতে, যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অধোবদন হয়ে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম, এখন তুমি আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় প্রেরণ কর। আমরা সৎকর্ম করব, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী।

—সূরা আলিফ-লাম-মীম-সিজদা

কিন্তু দ্বিতীয়বার তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠানো হবে না, আর যদি পাঠানো হয় তাহলেও তারা পুনরায় আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে।

সূরায়ে আন'আমে আল্লাহ্ বলেন :

ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون -

www.pathagar.com

পুনরায় তাদেরকে পাঠানো হলেও তারা সে কাজেরই পুনরাবৃত্তি করবে, যে কাজ থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী।

নেতাদের প্রতি অভিশাপ

আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

و لوا ترى اذ الظلمون موقوفون عند ربهم يرجع
بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين
استكبروا لولا انتم لكنا مومنين قال الذين استكبروا
لو لا انتم لكنا مومنين قال الذين استكبروا
للذين استضعفوا انحن صددنكم عن الهدى بعد
اذ جاءكم بل كنتم مجرمين و قال الذين استضعفوا
للذين استكبروا بل مكر اليل و النهار اذ تامرو
ننا ان نكفر بالله و نجعل له اندادا -

হায়! তুমি যদি দেখতে সীমালংঘনকারীদেরকে, যখন তাদের প্রতি-পালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর দোষারোপ

করতে থাকবে, যারা দুর্বল ছিল তারা দাম্ভিকদের বলবে, 'তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই বিশ্বাসী হতাম।' যারা দাম্ভিক ছিল তারা দুর্বলদের বলবে তোমাদের কাছে সৎ পথের দিশা আসবার পর আমরা কি তোমাদেরকে তা থেকে নিবৃত্ত করেছিলাম ? বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধী। দুর্বলরা দাম্ভিকদের বলবে, 'প্রকৃত পক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্রি আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে, যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি।
—সূরা সাবা

ইহকালের বাতিলপন্থী নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্ সমীপে যে বিতর্ক হবে উল্লিখিত আয়াতে তার উল্লেখ করা হয়েছে। অনুসারীরা তাদের নেতাদেরকে বলবে, তোমরাই তো আমাদেরকে আল্লাহ্‌দ্রোহী করেছিলে। তখন নেতারা বলবে, আমরা তো তোমাদেরকে কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করিনি, ঈমান আনতেও কখনো বাধা দিয়নি। তোমরা নিজেরাই তো কুফরী করেছিলে। দুর্বলরা বলবে, তোমরা আমাদেরকে বাধ্য করনি, তবে তোমাদের চাল-চলন এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা আমাদেরকে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করেছিল এবং আল্লাহ্ ও তার রসূলের অনুসরণ থেকে বিমুখ করেছিল।

সূরায়ে সাফফাতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ

تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ

فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا

www.pathagar.com

كُنَّا غَاوِينَ –

এবং ওরা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে—বলবে, তোমরা তো তোমাদের শক্তি নিয়ে আমাদের নিকট আসতে। শক্তিশালীরা বলবে, তোমরা তো বিশ্বাসীই ছিলে না; এবং তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্বও ছিল না, বস্তুত তোমরাই ছিলে সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। 'আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিপালকের কথা সত্য হয়েছে; আমাদেরকে অবশ্যই শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত। —সূরা সাফফাত

সাধারণ লোকেরা নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলবে 'তোমরা আমাদের সর্বনাশ করেছ, তোমরা আমাদের নিকট এসে বক্তৃতা ও লেখনী দ্বারা আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে অসৎ পথের দিকে আহ্বান করতে এবং সৎ পথ থেকে বিরত রাখতে। নেতারা উত্তর দেবে, "আমরা তোমাদের উপর এমন চাপ সৃষ্টি করিনি যার ফলে তোমরা ঈমান থেকে দূরে সরে যাও। তোমাদের মধ্যে তো বুদ্ধি-বিবেক ছিল। তোমরা কেন নির্দোষ ও পবিত্র লোকদের উপদেশ গ্রহণ করনি ?' তোমরা পরিণামের কথা চিন্তা করলে কখনও অসৎ কাজের প্রতি ঝুঁকে পড়তে না এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহামানবদের উপদেশ থেকে বিচ্যুত হতে না। তোমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলে। পথহারাদের থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে। তারা তো পথভ্রষ্ট করবেই। এখন আমরা এবং তোমরা সকলেই দোযখের শাস্তি ভোগ করবো।" আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ
بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ
مَجْنُونٍ –

www.pathagar.com

তারা সকলেই এ দিন শাস্তিতে শরীক হবে। আমরা অপরাধীদের সহিত এরূপ আচরণই করে থাকি। তাদের নিকট যখন ইহজগতে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-(আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) বলা হতো তখন গর্ব করতো এবং বলতো, 'আমরা আমাদের উপাস্যকে একজন পাগ-লের কথায় ছেড়ে দেব।

নেতা হোক কিম্বা সাধারণ লোক যে-ই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতে অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্‌কে উপাস্য মেনে নিতে নিজের আভি-জাত্যের অবমাননা মনে করেছে, আল্লাহ্‌র রসূলকে মিথ্যাবাদী বলে, কবি ও পাগল বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে তারা সকলেই কঠিন শাস্তিতে পতিত হবে। শুধু পথভ্রষ্ট নেতারাই দোযখে যাবে না বরং তাদের সহযোগী ও সহকর্মীরাও কঠিন শাস্তিতে নিপতিত হবে।

নেতাদের অসন্তুষ্টি

সূরায়ে বাকারায় আল্লাহ্ পাক বলেন:

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ -

যাদের কথায় অন্যরা চলত, যখন তাদের প্রতি অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করবে তারা যারা তাদের কথা মান্য করত এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যাবে।

কিয়ামতের দিন ভ্রান্ত নেতা এবং কাফিরদের সর্দার সাধারণ লোকের প্রতি অসন্তুটির ভাব প্রকাশ করবে। এবং তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করবে না, করতেও পারবে না। এই সময় বাতিলের অনুসরণকারী এবং তাদের উপর প্রভাব বিস্তারকারী নেতাদের অসন্তুষ্টি যে হবে তা স্পষ্ট। সাধারণ লোকের আক্ষেপ বর্ণনা করে আল্লাহ্ পাক বলেন:

www.pathagar.com

وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما
تبرءوا منا كذالك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم
وما هم بخارجين من النار -

অনুসারীরা বলবে যদি আমরা পৃথিবীতে আর একবার ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা আজ আমাদের থেকে যেরূপ নির্লিপ্ত হয়েছে, আমরাও তাদের থেকে সেরূপ নির্লিপ্ত হতাম। এভাবে আল্লাহ্ তাদের আমলগুলোকে তাদের পরিতাপের বিষয় করে দেখাবেন এবং তারা দোযখ থেকে বের হতে পারবে না। —সূরা বাকারা

এভাবে পবিত্র কুরআন স্পষ্ট ভাষায় হাশরের মাঠের ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছে। ঐ সকল লোকই হতভাগা যারা প্রকাশ্য আয়াত ও আহ্বানকারীদের আহ্বানের প্রতি সাড়া দেয়নি।

হাশরের মাঠে দু' জাহানের নেতা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উচ্চ মর্যাদার প্রকাশ

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আমি সমগ্র আদম সন্তানের নেতা হবো। অবশ্য এতে আমি কোন গর্ব করি না, আমার হাতে প্রশংসার পতাকা থাকবে, অবশ্য এতে আমি কোন গর্ব করি না। ঐ দিন প্রত্যেক আদম সন্তান এবং সকল নবী আমার পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর যমীন থেকে সর্বপ্রথম আমিই আবির্ভূত হবো। —তিরমিযী

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন আমি সকল নবীদের সম্মুখে থাকবো এবং আমি তাদের খতিব ও সুপারিশকারী হবো। আর কোন গর্ব ছাড়াই এ কথা বলছি।—তিরমিযী

www.pathagar.com

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা হুযূরের সাথে ছিলাম। এমন সময় তাঁর সম্মুখে ছাগলের একটি রান পেশ করা হলো। তিনি রান পছন্দ করতেন, তিনি রান থেকে অল্প কিছু গ্রহণ করে ইরশাদ করলেন, কিয়ামতের দিন আমি মানবকুলের নেতা হবো। তোমরা কি জান আবির্ভাবকালে তার কি আকৃতি হবে? অতঃপর তিনি নিজেই উত্তর দিলেন, একই মাঠে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের একত্রিত করবেন, যারা চক্ষুষ্মান তারা সবই দেখবে আর যারা ঘোষণাকারী তারা সবই শুনবে আর সূর্য তাদের নিকটবর্তী হবে। সুতরাং মানুষের এমনি ক্লান্তিকর অবস্থা হবে, যা তাদের ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাবে।

এই বিপদসংকুল অবস্থায় মানুষ পরস্পর বলাবলি করতে থাকবে, তোমরা যে বিপদে পতিত হয়েছ তা তো স্পষ্ট। অতএব তোমরা এমন কোন নিষ্পাপ লোকের অনুসন্ধান করছ না কেন, যে আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবে। অতঃপর একজন অন্যজনকে বলবে, তোমাদের আদি পিতা আদম এ কাজের জন্য যোগ্য। তাঁর নিকট ফরিয়াদ কর। অতএব তারা তাঁর নিকট এসে বলবে, হে আদম, আপনি মানবজাতির পিতা, আল্লাহ্ আপনাকে নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর আত্মা আপনার মধ্যে স্থাপন করেছেন। অতঃপর ফিরিশতারা আপনাকে সিজদা করেছেন। আল্লাহ্ বেহেশতে আপনাকে স্থান দিয়েছেন। তাই আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করছেন না কেন? আপনি কি দেখছেন না আমরা কত বিপদের সম্মুখীন হয়েছি? হযরত আদম (আঃ) বলবেন, তোমরা নিশ্চিতভাবে জেনে নাও আজ আমার প্রভু এত রাগান্বিত, যা ইতিপূর্বে আর কখনও হননি এবং পরবর্তীতেও কখনো হবেন না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ আমাকে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন। তখন আমি তাঁর অবাধ্য হয়েছি। ফলে এখন আমি আমার নিজের জন্যেই চিন্তা করছি ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী। তোমরা আমা ব্যতীত অন্য কারও নিকট যাও। তোমরা নূহের নিকট যাও এবং আবেদন কর। কাজেই লোকেরা হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট যাবে এবং বলবে, আপনি জগতবাসীদের নিকট প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী প্রচারক; একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হিসাবে আল্লাহ্ আপনাকে সম্বোধন করেছেন। আপনি অবশ্যই দেখছেন, আজ আমরা কত বিপদে পড়েছি। আপনি আপনার প্রভুর দরবারে আমাদের জন্য কি সুপারিশ করবেন না?

www.pathagar.com

হযরত নূহ (আঃ) উত্তরে বলবেন, নিশ্চিতরূপে মনে রাখবে যে, আমার প্রভু আজ এত রাগান্বিত যা ইতিপূর্বে কখনো হন নি এবং ভবিষ্যতেও কখনো হবেন না। প্রকৃতপক্ষে আমি আমার জাতির জন্য বদদোয়া করেছিলাম (এতে আমার অভিযুক্ত হওয়ার ভয় রয়েছে) ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী। তোমরা আমাকে ছেড়ে অন্য কারোর কাছে যাও। তোমরা ইবরাহীমের কাছে যাও। অতঃপর সবাই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে যাবে এবং তার কাছে নিবেদন করবে, 'আপনি আল্লাহ্‌র নবী এবং বিশ্ববাসীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত বন্ধু। আমাদের জন্য মহাপ্রভু আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করুন। আমাদের কি অবস্থা তা তো আপনি দেখছেনই। হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদেরকে বলবেন, অবশ্যই আমার প্রভু আজ এত রাগান্বিত, যেরূপ অতীতে কখনো ছিলেন না এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। মূলত আমি তিনটি মিথ্যা[১] কথা বলেছিলাম। যদিও কথাগুলো শরীয়তের বিধান অনুসারে উক্ত হয়েছিল কিন্তু এগুলোর জন্য আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে বলে আমার ভয় হচ্ছে! অতঃপর তিনি তিনটি কথার উল্লেখ করেন। অবশেষে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী, ইয়া নাফসী, বলে লোকদের বলবেন—তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কারো কাছে যাও বরং তোমরা মূসার নিকট যাও। কাজেই লোকেরা মূসা (আঃ)-এর নিকট যাবে এবং আরয করবে, হে মূসা, আপনি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, আল্লাহ্ আপনাকে স্বীয় পয়গাম দ্বারা এবং তাঁর কথা দ্বারা লোকের মধ্যে মর্যাদাশীল করেছেন। আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে সুপারিশ করুন। আপনি আমাদের দুঃখ দুর্দশা তো দেখছেনই। উত্তরে তিনি বলবেন, এটা নিশ্চিত যে, আমার প্রভু আজ এত রাগান্বিত, যা পূর্বে কখনও ছিলেন না এবং পরেও হবেন না। মূলত আমি একজনকে হত্যা করেছিলাম। তাকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ্ আমাকে আদেশ দেননি।[২] ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী!

১. এই হাদীসে যে তিনটি মিথ্যার উল্লেখ আছে তার অবস্থা, প্রয়োজনীয়তা ও যথার্থতা অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল অবস্থায় মিথ্যা কথা বলা নিষেধ নয়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় উচ্চ মর্যাদার কারণেই অনুরূপ করছেন।

২. হযরত মূসা (আঃ) একদিন দেখলেন দু'ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া করছে, তার মধ্যে একজন ছিল তাঁর স্বগোত্রীয় ও অপরজন শত্রুপক্ষীয়।

www.pathagar.com

তোমরা আমাকে ছেড়ে ঈসার নিকট যাও। কাজেই লোকেরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নিকট যাবে এবং আরয করবে, আপনি আল্লাহ্র প্রেরিত রসূল এবং আল্লাহ্র রূহ। দোলনায় থেকে আপনি লোকের সাথে কথা বলেছেন। আপনি আল্লাহ্র দরবারে আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমাদের বিপদ আপনি অবশ্যই দেখছেন। তখন হযরত ঈসা (আঃ) বলবেন, 'অদ্য আমার প্রভু এত রাগান্বিত যেরূপ পূর্বে কখনও ছিলেন না এবং পরেও হবেন না। এখানে মহানবী (স.) হযরত ঈসা (আঃ)-এর এমন কোন ভুল ভ্রান্তির কথা বলেন নি যে কথার উপর তিনি তার সুপারিশের অপারগতা প্রকাশ করতে পারেন। ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী! ইয়া নাফসী। বলে তিনি সকলকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর কাছে যাওয়ার জন্য বলবেন।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, আমার নিকট তখন লোকেরা আসতে থাকবে এবং বলবে, হে মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহ্র রসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ্ আপনার সবকিছু ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ্র দরবারে আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। আমাদের অবস্থা তো আপনি দেখছেনই। অতএব আমি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আরশের নীচে এসে সিজদায় পড়বো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর তাঁর ঐ সব প্রশংসাবাণী প্রকাশ করবেন, যা আমার পূর্বে অন্য কারো উপর প্রকাশ করেন নি। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হে মুহাম্মদ, 'মাথা উঠাও এবং যা চাইবার চাও, তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করা হবে এবং তোমার সুপারিশ কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাব এবং আল্লাহ্র দরবারে আরয করব, হে প্রভু আমার উম্মতের উপর রহম কর। তখন আমাকে বলা হবে—হে মুহাম্মদ (স.)! আপনার উম্মতের মধ্যে যাদের কোন হিসাব নেই বেহেশতের ডান দরজা দিয়ে তাদের দাখিল করুন। অবশ্য অন্য দরজা দিয়েও তারা ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে। এরপর মহানবী (স.)

হযরত মূসা (আঃ)-এর স্বগোত্রীয় লোকটি তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করল। হযরত মূসা (আঃ) শত্রুপক্ষীয় লোকটিকে একটি ঘুষি মারলেন, যেহেতু সে স্বগোত্রীয় লোকটির উপর জুলুম করছিল। কিন্তু আল্লাহ্র আদেশে লোকটি মরে গেল। হযরত মূসা (আঃ) দুঃখিত হলেন এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হলেন। আল্লাহ্ ক্ষমা করলেন। ঐ ঘটনার দিকেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ইরশাদ করেন, শপথ ঐ সত্তার যার হাতে আমার জীবন, বেহেশতের দরজার দুদিকের দূরত্ব মক্কা ও হিজরের মধ্যকার দূরত্বের সমান অথবা মক্কা ও বুস-রার মধ্যকার দূরত্বের সমান। —বুখারী, মুসলিম

অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন মহানবী (স.) শাফা-আতের ঘটনা বর্ণনা করে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا -

শীঘ্রই তোমার প্রভু তোমাকে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করাবেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীকে মাকা'মে মাহমুদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। —বুখারী, মুসলিম

মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের পরিচিতি

হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, মহানবী (স.)-কে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্র রসূল, আপনি কিয়ামতের দিন সমস্ত নবীদের উম্মতের মধ্যে আপনার উম্মতদের কি করে চিনতে পারবেন? মহানবী (স.) উত্তর দিলেন, অযুর দরুন তাদের চেহারা আলোকিত হবে, হাত পা শুভ্র হবে, তাদের ব্যতীত অন্য কারো এরূপ অবস্থা হবে না। কাজেই আমি তাদেরকে চিনতে পারব। আর এইভাবেও তাদেরকে চিনতে পারব যে, তাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। তা ছাড়া এভাবেও চিনতে পারব যে, তাদের সন্তান-সন্ততিরা তাদের সামনে দৌড়াতে থাকবে।[১]

১. পবিত্র কুরআনে আছে, যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে তাদের হিসাব সহজ হবে এবং তারা নিজেদের পরিবার পরিজনদের নিকট আনন্দের সাথে প্রত্যাবর্তন করবে। এতে হুযূর (স.)-এর উম্মতকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। অথচ এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, হুযূর (স.) এর উম্মতের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। তাই তিনি তাঁর উম্মতদের চিনতে পারবেন। এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এমন কোন বিশেষ অবস্থায় আমলনামা এই উম্মতের ডান হাতে দেওয়া হবে, যা অন্য নবীর উম্মতের বেলায় হবে না। অথবা মুহাম্মদ (স.)-এর উম্মতের হাতে সর্বপ্রথম আমলনামা দেওয়া হবে। —মিশকাতের পাদটীকা

www.pathagar.com

হাউজে কাউসার

হাশরের মাঠে বিরাট সংখ্যক হাউজ থাকবে। মহানবী (স.) বলেছেন, প্রত্যেক নবীর একটি করে হাউজ থাকবে। কার কাছে কত বেশী পানকারী আসে সে ব্যাপারে প্রত্যেক নবী পরস্পর গর্ব করতে থাকবেন। আমি আশা করি, সব চাইতে বেশী লোক আমার কাছে পানি পান করতে আসবে। কেননা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী হবে। —তিরমিযী

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি মহানবী (স.)-এর নিকট আরয করলাম, আপনি কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ করবো। আমি আরয করলাম আপনাকে কোথায় খোঁজ করবো? হুযুর (স.) বললেন, প্রথমে পুলসিরাতে তালাশ করবে। আমি বললাম, ঐখানে আপনাকে না পাওয়া গেলে কোথায় তালাশ করবো? তিনি বললেন, আমলের পাল্লার কাছে। আমি পুনরায় আরয করলাম, সেখানেও যদি না পাওয়া যায় তাহলে কোথায় যাবো? তিনি বললেন, হাউজের নিকট তালাশ করবে। এই তিন স্থানের যে কোন এক স্থানে আমাকে অবশ্যই পাবে।
—তিরমিযী

উভয় জগতের নেতার হাউজের বৈশিষ্ট্য

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, আমার হাউজের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এত বেশী হবে যে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছতে একমাস সময় লাগবে। হাউজটি বর্গাকৃতির অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান হবে। এর পানি দুধের চেয়ে অধিক সাদা এবং এর সুগন্ধি মেশকের সুগন্ধির চেয়ে উৎকৃষ্টতর হবে। এর পান-পাত্রগুলোর সংখ্যা হবে আকাশের তারকাসমূহের সমান। যে এর পানি একবার পান করবে সে কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। —বুখারী, মুসলিম

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, আমার হাউজ দৈর্ঘ্য-প্রস্থে এত বিস্তৃত হবে যে, এর উভয় দিকের দূরত্ব হবে ইলা থেকে আদনের দূরত্বের চেয়েও অধিক। এর পানি বরফের চেয়ে অধিক সাদা এবং মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি হবে। এর পান-পাত্রের পরিমাণ হবে আকাশের তারকার চাইতেও বেশী। আমি অন্য নবীর উম্মতকে তাড়াতে

www.pathagar.com

থাকবো। যেমন কেউ অন্যের উট নিজের হাউজে এলে তাড়িয়ে দেয়। একজন সাহাবী আরয করলেন, আপনি ঐ দিন আমাদের কি চিনতে পারবেন? হুযুর বললেন, নিশ্চয় চিনতে পারব, কারণ ঐ দিন তোমাদের মধ্যে এমন এক প্রকার চিহ্ন থাকবে যা অন্য কোন নবীর উম্মতের মধ্যে থাকবে না। অযু করার কারণে তোমাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে এবং হাত-পা শুভ্র হবে।
—মুসলিম

অন্য বর্ণনায় আছে—তিনি বলেছেন, আকাশের তারকার সমপরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত বাটি হাউজে কাউসারে পরিদৃষ্ট হবে।
—মুসলিম

এও ইরশাদ হয়েছে যে, হাউজের দুটি নালার সংযোগ বেহেশতের নহরের সাথে থাকবে এবং এগুলো দ্বারা এর পানি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। একটি নালা হবে স্বর্ণের ও অপরটি রৌপ্যের। —মুসলিম

সর্বপ্রথম হাউজে কাউসারে কে আসবে ?

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, আমার হাউজের দৈর্ঘ্য হবে আদন থেকে উম্মানের দূরত্বের সমান।[১] এর পানি হবে বরফের চেয়ে অধিক শীতল এবং মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি। আর এর সুগন্ধি হবে মিশকের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। এর পেয়ালার সংখ্যা আকাশের তারকার চেয়েও অধিক হবে। কোন লোক একবার এই হাউজের পানি পান করলে আর কখনও পিপাসার্ত হবে না। সর্ব প্রথম দরিদ্র মুহাজিরীন এই হাউজের পানি পান করবেন। উপস্থিত জনতার

১. হাউজের প্রশস্ততা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোথাও এর দূরত্ব এক মাসের দূরত্বের সমান আবার কোথাও ঈলা ও আদনের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান বলা হয়েছে। কোথাও কোথাও অন্যভাবেও প্রশস্ততার উপমা দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত উদাহরণ দ্বারা পরিমাপকৃত দূরত্ব নয় বরং হাউজের দৈর্ঘ্যের ব্যাপকতা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। সভার উপস্থিত লোকদের সামনে এমনভাবে উপমা দেওয়া হয়েছে যাতে তারা সহজে বুঝে নিতে পারে। উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহের সারকথা হলো, এই হাউজের আয়তন শত সহস্র মাইল।

www.pathagar.com

কোন একজন জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল, তাদের অবস্থা বলে দিন। তখন মহানবী (স.) বললেন, তারা ঐসব লোক, দুনিয়ায় যাদের মাথার চুল ছিল উস্কু-খুস্কু এবং চেহারা ছিল (ক্ষুধার তাড়নায়) বিষণ্ণ মলিন। আর রাজা বাদশাহ ও শাসকদের দরজা তাদের জন্য উম্মুক্ত করা না হত এবং সুন্দরী রমণীদের তাদের কাছে বিয়ে দেওয়া হতো না। তবে তাদের আচরণের সৌন্দর্য ছিল এই যে, তাদের কাছে কারো কিছু পাওনা থাকলে তারা তা সঠিকভাবে মিটিয়ে দিত। আর অন্যের কাছে তাদের কিছু পাওনা থাকলে তারা তা সম্পূর্ণরূপে আদায় করত না বরং কিছু অংশ ছেড়ে দিত।

অর্থাৎ ইহজগতে মুহাজিররা ছিল নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয়। চুল পরিপাটি ও কাপড়-চোপড় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার মত সামর্থ্য তাদের ছিল না। প্রকাশ্য সাজ-সজ্জা করার প্রতি তাদের কোন আসক্তিও ছিল না। সভা সমিতিতে তাদের নিমন্ত্রণ করা তো দূরের কথা, জগতবাসী তাদেরকে অত্যন্ত হেয় নজরে দেখত। তাই আরাম-আয়েশের মধ্যে লালিতা-পালিতা কন্যাদের তাদের কাছে বিয়ে দেওয়া হতো না, কিন্তু পরকালে তারা মর্যাদাশীল হবে। হাউজে কাউসারে সকলের আগে তারাই আসবে, আর তাদেরকে যারা ছোট মনে করত তারা আসবে পরে। (তবে যদি তারা সত্যিকার আল্লাহ্‌ বিশ্বাসী হয় তবেই এই কূপের পানি পান করতে পারবে।)

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ)-এর সম্মুখে যখন মহানবী (স.)-এর এই বাণী দরিদ্র মুহাজিররা সর্ব প্রথম হাউজে কাউসারে আসতো, যাদের মাথায় চুল এলোমেলো এবং কাপড় অপরিষ্কার থাকতো, সুন্দরী রমণীদের যারা বিয়ে করতে পারতো না, দানের দরজা যাদের জন্য বন্ধ থাকতো—শুনানো হল। তখন উমর ইবনে আবদুল আযীয (আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে) স্বয়ংসিদ্ধভাবে বলে উঠলেন, আমি তো এরূপ নই। আমার স্ত্রী হচ্ছে ফাতিমা বিনতে আবদুল মালিক (শাহযাদী)। আমার জন্য দরজা খোলা হয়। অবশ্যই এখন থেকে আমি আমার মাথা ধৌত করব না, যতক্ষণ না মাথার চুল এলোমেলো হয়ে যায় এবং কাপড় পরিষ্কার বা ধৌত করব না, যতক্ষণ না তা ময়লাযুক্ত হয়।

—আত্-তারগীব ওয়াত্-তারহীব

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) তৎকালীন খলীফা ও ইসলামী

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তার পরকালীন চিন্তা সম্বন্ধীয় অনেক কাহিনী স্বীকৃত গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

হাউজে কাউসার থেকে যাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হবে

হযরত সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, সত্যিই কিয়ামতের দিন আমি পানি পান করাবার জন্য তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকবো। যে আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে সে পানি পান করে নেবে। আর পানি পান করার পর কখনও পিপাসার্ত হবে না। অতঃপর হুযুর (স.) বলেন, পানি পান করার জন্য এমন লোক আসবে যাদের আমি চিনতে পারব। তারাও আমাকে চিনতে পারবে। তাদেরকে আমার নিকটবর্তী হতে দেওয়া হবে না, আমার ও তাদের মধ্যে একটি আবরণ থাকবে এবং তারা পানি পান করা থেকে বঞ্চিত থাকবে। আমি বলবো, তারা তো আমার লোক, তাদেরকে আসতে দিতে হবে। তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার ইন্তেকালের পর তারা কত নতুন নতুন কাজ বের করেছিল। এই কথা শুনে আমি বলবো, সরে যাও, সরে যাও, যারা আমার পরে আমার শিক্ষায় রদবদল করেছিলে। —বুখারী, মুসলিম

আহ্! দীনের মধ্যে রংদাতাদের অবস্থা সেদিন কতই না করুণ হবে। কিয়ামতের দিন পিপাসায় কাতর হয়ে তারা হাউজে কাউসারের নিকট এলে তাদেরকে ধমক দেওয়া হবে এবং বিশ্বের করুণা মহানবী (স.)-ও তাদেরকে 'দূরদূর' বলে তাড়িয়ে দেবেন।

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত বিধান মুতাবিক চলাই পরকালের জন্য কল্যাণকর। মানুষ হাজার হাজার বিদ'আত (নতুন কথা) আবিষ্কার করে দীনের প্রকৃত রূপ পাল্টিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ'আতের প্রচলন হচ্ছে। এমন লোকদের বুঝালে তারা উল্টা বুঝে। আসল কথা হচ্ছে, মহানবী (স.)-এর নির্দেশনা মতে আমাদের চলতে হবে।

দুনিয়ালোভী পীর অথবা মৌলভী কোন কাজ কল্যাণকর বলে আদেশ দিলে প্রথমে প্রমাণ চাও এবং জিজ্ঞাসা কর, এ কাজ মহানবী (স.) করেছেন কি না, হাদীসের কোন গ্রন্থে আছে কি না, মহানবী (স.) এমন কাজ করতে পসন্দ করেছেন অথবা তিনি নিজেই এ কাজ করেছেন।

www.pathagar.com

জীবন-মৃত্যু এবং নারীদের বিয়ে-শাদী সংক্রান্ত ব্যাপারে দুনিয়ালোভী পীর-ফকীরগণ অনেক বিদ'আত ও শরীয়ত বিবর্জিত কার্য আবিষ্কার করে রেখেছে। যেমন সুয়েম চল্লিশা, কবরে চাদর দেওয়া, কবর ধৌত করা, চন্দনকাঠ দেওয়া, উরস করা, কবর পাকা করা ইত্যাদি ইত্যাদি— এ সব বিদ'আত। এসব করার আগে চিন্তা করে নেবে যে, এসব কাজের দরুন হাউজে-কাউসার থেকে বিতাড়িত করা হবে। কবর তাওয়াফ করা এবং কবর ও পীরের সিজদা করা শিরক, যা বিদ'আত থেকে আরো জঘন্য পাপ।

নিজ নিজ পিতার নাম নিয়ে ডাকা হবে

হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নামসহ ডাকা হবে। কাজেই নিজেই নিজের জন্য ভাল নাম নির্বাচন কর।

—আহমদ ও আবু দাউদ

সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ যে, কিয়ামতের দিন নিজের মায়ের নাম ধরে ডাকা হবে। এ কথা সহীহ্ নয়।[১]

কিয়ামত কাউকে করবে নিচু এবং কাউকে করবে উচু

কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

---

১. ইমাম বুখারী (রঃ) তার রচিত 'জামে সহীহ্' গ্রন্থে باب ما يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم উত্থাপন করে প্রমাণ করেছেন যে, কিয়ামতের দিন মানুষকে তার পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। মুয়ালামুত্তানযিল গ্রন্থকারের মতে, তিনটি কারণে মায়ের নাম ধরে ডাকা হবে। কিন্তু এগুলো স্বঘোষিত, শুধু বর্ণনার খ্যাতির জন্য আবিষ্কার করা হয়েছে। অবশ্য মুয়ালামুত্তানযিলের গ্রন্থকারও এ তিনটি কারণ বর্ণনা করে বলেছেন ঃ

والاحاديث الصحيحة بخلافه -

অর্থাৎ সহীহ্ হাদীসের বর্ণনা এগুলোর বিপরীত।

www.pathagar.com

اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة -

যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, এটা সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন মিথ্যা নয়। এটা কাউকে করবে নীচু, আর কাউকে করবে উঁচু।

কিয়ামতের দিন আমলনামা অনুপাতে মর্যাদার পার্থক্য নির্ণয় করা হবে। সৎকর্ম হিসাবে উঁচু-নীচু তারতম্য হবে। দুনিয়ার জীবনে যারা অতিশয় গর্বভরে চলত এবং নিজকে সম্মানিত মনে করত কিয়ামতের দিন তাদেরকে দোযখের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের বড়ত্বের ধ্যান-ধারণা মাটির সাথে মিশে যাবে। এখানে তাদেরকে অভিশপ্ত বলে আখ্যায়িত করা হবে।

ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه -

আমার সম্পদ আমার কোন কাজে আসেনি। আমার রাজত্ব চলে গেল।

এটা শুধু তাদের আক্ষেপ। এ আক্ষেপ কোন কাজে আসবে না। আর কিছু সংখ্যক লোক হবে যারা ইহজগতে লোকচোখে ছিল হেয়, ঘৃণিত ও নিম্নস্তরের। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল অতিশয় গভীর। তারা আল্লাহ্র দেয়া বিধানসমূহ প্রতিনিয়ত পালন করত। সেই জন্য তারা কিয়ামতের দিন মৃগনাভির স্তূপের উপর অবস্থিত নূরের মিম্বরে উপবেশন করবে এবং আরশের ছায়ার নীচে আনন্দে মাতোয়ারা থাকবে। অতঃপর অনেকে হিসাববিহীন আর অনেকে হিসাব-নিকাশের পর বেহেশতে প্রবেশ করবে। বেহেশতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বালাখানায় আনন্দে বসবাস করতে থাকবে।

মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, সাবধান দুনিয়াতে অসংখ্য লোক আল্লাহ্র দেয়া নিয়ামতে বিভোর ছিল, কিন্তু কিয়ামতের দিন তারা উলঙ্গ ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় উঠবে। অতঃপর তিনি বলেন, সাবধান, দুনিয়াতে অধিক সংখ্যক লোক নিজের ইযযত ও মান-সম্মানের চিন্তায় বিভোর

www.pathagar.com

রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের অপমানিত করছে। আর যারা নম্রতা ও হীনতার কারণে নিজেদেরকে অপমানিত ও লজ্জিত করছে, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকে সম্মানিত করছে। কারণ এই নম্রতার দরুন তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। —তারগীব ওয়াত্-তারহীব

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, অবশ্যই কিয়ামতের দিন অত্যন্ত মোটাতাজা লোক উপস্থিত হবে, কিন্তু তার জীবন আল্লাহ্র নিকট মশা-মাছির সমতুল্যও হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা যদি চাও তাহলে আমার কথার সত্যতায় এই আয়াতটি পাঠ কর ঃ

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا –

কিয়ামতের দিন ওদের জন্য কোন ওজনই কায়েম করব না। অর্থাৎ ওদের কোন গুরুত্বই রাখব না।

জগতে এমন অনেক মালিক আছে, যাদের চাকর-চাকরানী ও সেবক রয়েছে। তারা তাদেরকে গালি-গালাজ করে ও মারধোর করে। অনেক লোক এমনও আছে যারা কর্মহীন লোকদেরকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটিয়ে থাকে এবং কথায় কথায় তাদেরকে নির্যাতন করে, কিয়ামতের দিন ঐ সব কার্যাবলীর সঠিক মীমাংসা ও বিচার হবে। সেখানে দুনিয়ার অনেক মর্যাদাহীন লোক উচ্চস্তরে পেঁছে যাবে আর অহংকারী ও দাম্ভিকরা নীচে নেমে যাবে।' তাদের উপর অপমান ও নির্যাতন নেমে আসবে এবং তারা শুধু দোযখের রাস্তাই দেখতে পাবে। যারা অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য একের পর এক নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করছে এবং ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্র দেয়া বিধানকে পদদলিত করছে, তারা তাদের এই অপরিণামদর্শী কাজের কথা চিন্তা করে আক্ষেপ করতে থাকবে।

প্রতিদান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র দেয়া প্রতিদানগুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

www.pathagar.com

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ –

অতঃপর আল্লাহ্‌র দেয়া প্রতিদানগুলো সম্বন্ধে ঐ দিন তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সকল নিয়ামতের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম স্বাস্থ্য ও শীতল পানি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে। জিজ্ঞাসা করা হবে, আমি কি তোমার স্বাস্থ্য ঠিক রাখিনি ? আমি কি তোমাকে শীতল পানি দান করিনি ?
—তিরমিযী

আল্লাহ্ তা'আলা বিনা অধিকারে সব কিছু দান করেছেন। কাজেই তিনি তার হক সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন এবং তিনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তোমরা আমার নিয়ামতে বিভোর ছিলে কি ? এগুলোর কি হক আদায় করেছ ? আমার ইবাদত করেছ কি ? এই নিয়ামতগুলো ব্যবহার করে তার বিনিময়ে কি নিয়ে এসেছ ? এই প্রশ্ন হবে অতিশয় কঠিন। যারা আল্লাহ্‌র নিয়ামত ভোগ করে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছ, তারা মহাভাগ্যবান। পক্ষান্তরে তারাই দুর্ভাগা, যারা আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতগুলো ভোগ করে অকৃতজ্ঞ রয়েছে। আল্লাহ্‌র কথা মোটেও চিন্তা করেনি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌র দেয়া অসংখ্য নিয়ামতের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا –

যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর তাহলে শেষ করতে পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ –

নিঃসন্দেহে মানুষ বড় জালিম ও অকৃতজ্ঞ।

নিঃসন্দেহে মানুষের মূর্খতা ও অন্যায় এই যে, তারা সৃষ্টির দেয়া সামান্যতম প্রতিদানেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে এমন কি দাতার সম্মুখে

www.pathagar.com

মাথাও নত করে না অথচ কোন দাতা বিনা প্রতিদানে কিছু দেয় না। অপরদিকে মহাপ্রভু আল্লাহ্ বিনা প্রতিদানে সব কিছু দিয়ে থাকেন, কিন্তু মানুষ তার আহকাম অনুযায়ী চলতে সর্বদাই অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। এর চাইতে বড় অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে ! এটা নিঃসন্দেহে হতভাগ্যের পরিচয়। আল্লাহ্র প্রতিদানসমূহ গণনার বাইরে। প্রত্যেকেই তার প্রতিদানের মুখাপেক্ষী। শুধুমাত্র দেহের দিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এটা কত বড় নিয়ামত। পিপাসার্ত হলেই মানুষ ঢোক ঢোক শীতল পানি পান করতে থাকে। এই পানির সৃষ্টিকর্তা কে ? এই সৃষ্টিকর্তার আহকাম অনুযায়ী চলার প্রতি বান্দা একটুও লক্ষ্য করে না। এটা নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষের পা হিসাবের স্থান থেকে নড়তে পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। ১. বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে—কোন্ কাজে সে তা শেষ করেছে। ২. জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোথায় সে এটাকে ব্যয় করেছে। ৩. ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোথা থেকে সে এটা অর্জন করেছে। ও ৪. কোথায় তা ব্যয় করেছে। এবং ৫. ইল্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে (দীন ও দীনিয়াত সম্পর্কিত), এটা অর্জন করার পর সে এর উপর কতটুকু আমল করেছে।
—তিরমিযী

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিনে মানুষের তিনটি দফতর (রেজিস্টার) হবে। প্রথম দফতরে তার নেক আমল লেখা থাকবে। দ্বিতীয় দফতরে তার পাপ কার্য লেখা থাকবে, তৃতীয় দফতরে সেই সমস্ত নিয়ামত লেখা থাকবে, যা তাকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে দিয়েছিলেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা সবচেয়ে ছোট নিয়ামতকে বলবেন, 'তুমি তোমার দাম ঐ ব্যক্তির নেক আমল থেকে গ্রহণ কর। তখন সে তার মূল্যের বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির সমস্ত আমল নিয়ে নেবে। অতঃপর আরয করবে, (হে প্রভু !) তোমার মাহাত্ম্যের শপথ। এখনও আমি আমার পরিপূর্ণ দাম আদায় করতে পারিনি। অথচ এর ভাগে শুধু গোনাহ বাকী রয়েছে এবং অনেক নিয়ামত রয়েছে যেগুলোর দাম আদায়ই হয়নি। ওর সমস্ত নেক আমল তো ছোট নিয়ামতই তার দামস্বরূপ শেষ করে দিল।

www.pathagar.com

তখন আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দার উপর অনুগ্রহ করতে চাইলে বলবেন আয় আমার বান্দা তোমার নেক আমলগুলো বর্ধিত করে দিলাম এবং গুনাহ-গুলো ক্ষমা করে দিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবতঃ মহানবী (স.) এই স্থলে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র বাণী উদ্ধৃত করে এটাও বলেছিলেন। আমি তোমা থেকে আমার নিয়ামতসমূহ (কোন প্রতিদান ছাড়াই) মাফ করে দিলাম। —তারগীব বাযার থেকে

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষ বকরীর বাচ্চার মত (ক্ষমতা ও সম্বলহীন অবস্থায়) নীত হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার সামনে তাকে দাঁড় করানো হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ করেছিলাম, তুমি এর বিনিময়ে কি করেছিলে? মানুষ উত্তর দেবে—হে মহান প্রভু, আমি মাল সম্পদ একত্রিত করেছি, লাভের পর লাভ করিয়েছি এবং যে পরিমাণ মাল-প্রথমে ছিল তার চাইতে অনেক বেশী করে দুনিয়ায় ছেড়ে এসেছি। এখন আপনি অনুমতি দিলে আমি সমস্ত ধন-সম্পদ আপনার সামনে এসে হাযির করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেন (এখান থেকে ফেরত যাবার কোন বিধান নেই) প্রথমে যা পাঠান হয়েছিল তা দেখাও। এই নির্দেশের উপর সে পুনরায় বলবে, হে মহান প্রভু আমি সম্পদ পুঞ্জিভূত করেছি—বারবার লাভ করে তা বর্ধিত করেছি এবং প্রথমে যা ছিল তার চেয়ে অধিক পরিমাণ রেখে এসেছি। এখন আমাকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠালে সমস্ত সম্পদ আপনার সামনে এনে হাযির করবো। (মোটকথা, এই উত্তরই দিতে থাকবে) যেহেতু সে আখিরাতের জন্য কিছু পাঠায়নি। তাই পরিণামে তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত হবে যে সামান্য মাত্র পুণ্য দুনিয়া থেকে পাঠায়নি। সুতরাং তাকে দোযখের দিকে হাঁকানো হবে।—তিরমিযী

পয়গম্বরগণকে জিজ্ঞাসাবাদ

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ —

যাদের নিকট রসূল পাঠান হয়েছিল তাদেরকে অবশ্যই আমি জিজ্ঞাসাবাদ

www.pathagar.com

করবো এবং আমি অবশ্যই পয়গম্বরগণকেও জিজ্ঞাসাবাদ করবো। এই আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াতে নিম্নলিখিতভাবে বলা হয়েছে।

ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت
عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون —

যেদিন আল্লাহ্ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা পয়গম্বরদেরকে কি উত্তর দিয়েছিলে? সেদিন সকল সংবাদ তাদের নিকট অন্ধকার হয়ে যাবে। তারা তা বুঝবে না, একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও পারবে না। —সূরা কাসাস

অর্থাৎ রিসালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, পয়গম্বরদের উপদেশ তোমরা বুঝেছিলে না বুঝ নাই? পয়গম্বরদেরকে তোমরা কি উত্তর দিয়েছিলে? এই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর দিতে তারা সক্ষম হবে না। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم
لنا انك انت علام الغيوب —

যেদিন আল্লাহ্ সমস্ত রসূলকে একত্র করে জিজ্ঞাসা করবেন তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে, আমরা কিছুই জানি না। তুমিই তো গোপন বিষয়সমূহ খুব ভাল ভাবেই জান।

প্রত্যেক নবীকে তাদের উম্মতের সম্মুখে এই জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা যখন তাদের নিকট সত্যের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলে তখন তারা কি উত্তর দিয়েছিল? এই সময় আল্লাহ্ তা'আলার চরম ও পরম গৌরব-মাহাত্ম্যের প্রকাশ ঘটবে। এর ভয়ে সকলেই আতঙ্কিত হবে। চরম ভয়ের দরুন

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সম্মুখে তারা উত্তরে বলবে لا علم لنا (আমরা তো কিছুই জানি না)। এর বেশী কিছু করতে পারবে না।

সূরায়ে নিসায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيدا -

যখন প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে উহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কি অবস্থা হবে?

এর দ্বারা সকল নবীর উম্মত ও প্রত্যেক যুগের সৎ ও প্রভাবশালী লোকদের বোঝাচ্ছে। কারণ তারা কিয়ামতের দিন মানুষের অবাধ্যতা ও বাধ্যতার বিষয় বর্ণনা করবে এবং সকলের অবস্থার সাক্ষী দেবে

وجئنا بك على هؤلاء شهيدا —

হে মুহাম্মদ (স.) তোমাকে ওদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করবো। এর অর্থ হচ্ছে, অন্যান্য নবীর মত তিনিও তাঁর উম্মতের অবস্থা ও আমল সম্পর্কে সাক্ষী দেবেন। আর এই অর্থও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, هؤلاء দ্বারা নবীদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তখন এর অর্থ হবে, মহানবী (স.) অন্য নবীদের সত্যতার সাক্ষী দেবেন। কারণ তাদের উম্মতগণ তাদেরকে মিথ্যা বলে প্রচার করবে। এই অর্থও গ্রহণ করা সম্ভব যে, هؤلاء দ্বারা কাফিরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইহার আলোচনা পূর্বের আয়াতে করা হয়েছে। তখন অর্থ হবে এই যে, পূর্বের নবীগণ যেমন নিজ নিজ উম্মতের পাপাচার ও কুফরীর সাক্ষ্য দেবেন তদ্রূপ আপনিও তাদের অসৎ কর্মের সাক্ষ্য দেবেন। এতে তাদের অসৎ কার্য চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ফিরিশতাদের প্রতি সম্বোধন

সূরায়ে সাবাতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملئكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون —

যে দিন তাদের সকলকে আল্লাহ্ একত্রিত করবেন তখন সকল ফিরিশতাকে প্রশ্ন করবেন, তারা কি তোমাদের উপাসনা করতো ?

পৃথিবীতে বহু মুশরিক ফিরিশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা সন্তান বলত এবং তাদের প্রতিকৃতি নির্মাণ করে উপাসনা করত। কোন কোন আলিম বলেন, মূর্তি পূজার সূচনা ফিরিশতার উপাসনা থেকে হয়েছে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সম্মুখে ফিরিশতাকুলকে জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কি তোমাদের উপাসনা করেছে ? এই প্রশ্নের অর্থ সম্ভবত এই, তোমরা তো তাদেরকে এইরূপ বলনি এবং তোমরা তাদের এই কাজে সন্তুষ্টও হও নি ? এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য এও হতে পারে, ফিরিশতাদের এই উত্তর মুশরিকদের সম্মুখে শুনানো হবে। কারণ আমি (আল্লাহ্) তাদেরকে শিরকের শিক্ষা দিইনি এবং তাদের এ আচরণে সন্তুষ্টও হয়নি ! মুশরিকরা যেন বুঝতে পারে যে, তারাই তাদের এ কাজের জন্য দায়ী।

ফিরিশতাদের উত্তর

এই আয়াতের পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قالوا سبحنك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون —

ফিরিশতারা উত্তর দেবে, 'তোমার সত্তা পবিত্র, তুমিই আমাদের প্রভু,

www.pathagar.com

তারা নয়। বরং তারা জিনের উপাসনা করতো, তাদের অধিকাংশই তাদের বিশ্বাস করতো।'

অর্থাৎ আপনার সত্তা সর্বপ্রকার শিরক থেকে পবিত্র। আমরা এইরূপ কথা কেন তাদের বলতে যাব ? কেনই বা তাদের শিরকে সন্তুষ্ট থাকবো ? আপনার সন্তুষ্টিই তো আমাদের সন্তুষ্টি। এই মূর্খদের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক ? এই অসভ্যরা মূলত আমাদের উপাসনা করতো না, তারা শয়তানের উপাসনা করতো। শয়তান তাদেরকে যে দিকে ফিরাত তারা সে দিকেই ফিরত। তবে কখনও ফিরিশতারা, কখনও কোন নবীর এবং কখনও কোন অলী, শহীদ ও পীর-ফকিরের নাম নিত। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ

لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ –

আজ তোমাদের কেউ কারো লাভ ক্ষতি করতে পারবে না এবং আমি বলছি অত্যাচারীদেরকে এর স্বাদ গ্রহণ কর জাহান্নামের শাস্তির যা তোমরা মিথ্যা বলে জানতে।

মহানবী (স.)-এর উম্মতগণ হযরত নূহ (আঃ)-এর উম্মতের বিপরীত সাক্ষী দেবে

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আঃ)-কে আনা হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি 'তাবলিগ' করেছ ?' তিনি আরয করবেন, 'প্রভু, আমি তাবলিগ করেছিলাম।' তখন তাঁর উম্মতদের জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তিনি কি তোমাদের নিকট আহকাম পৌঁছিয়েছেন ?' তখন তারা বলবে, 'না, আমাদের নিকট তো কোন ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি।' তারপর হযরত নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'তোমার দাবির সত্যতার সাক্ষ্যদানকারী কেউ আছে কি ?' তিনি উত্তর দেবেন, 'মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর উম্মতগণ রয়েছেন।' এ পর্যন্ত ঘটনা বর্ণনা

www.pathagar.com

করার পরে মহানবী (স.) নিজের উম্মতকে সম্বোধন করে বলেন, এর পর তোমাদেরকে আনা হবে এবং তোমরা সাক্ষ্য দেবে যে, অবশ্যই হযরত নূহ (আঃ) নিজের সম্প্রদায়কে তাবলিগ করেছিলেন। তারপর মহানবী (স.) সূরায়ে বাকারার নিম্নলিখিত আয়াত পাঠ করেন ঃ

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

ويكون الرسول عليكم شهيدا –

এভাবে আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ জাতি করেছি, যেন তোমরা লোকদের সাক্ষী হতে পার এবং রসূল তোমাদের সাক্ষী হতে পারে।

এই বর্ণনা বুখারী শরীফ থেকে উদ্ধৃত। ইমাম আহমদের মাসনাদের বর্ণনায় স্পষ্ট বোঝা যায় যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর উম্মত ব্যতীত অন্যান্য নবীর উম্মতগণও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বলবে, 'আমাদের কাছে কোন নবী তাবলীগ করেন নি।' যখন নবীকে জিজ্ঞাসা করা হবে,। 'তুমি কি তাবলীগ করেছিলে?' তিনি ইতিবাচক উত্তর দেবেন, 'হাঁ, আমি তাবলিগ করেছি।' এর উপর সাক্ষী তলব করা হবে। তখন হযরত মুহাম্মদ (স.) এবং তাঁর উম্মতকে সাক্ষীরূপে পেশ করা হবে। কাজেই মহানবী (স.) ও তাঁর উম্মতকে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'এই ব্যাপারে তোমাদের অভিমত কি?' তারা উত্তরে বলবে, 'হ্যাঁ, আমরা পয়গম্বরদের দাবির সপক্ষে সত্যতার সাক্ষী দিচ্ছি।' উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে বলা হবে, 'এই ব্যাপারে তোমরা কি জান?' তারা উত্তর দেবে, 'আমাদের নিকট মুহাম্মদ (স.) তশরীফ এনেছিলেন এবং বলেছিলেন সমস্ত নবী নিজ নিজ উম্মতের নিকট তাবলীগ করেছেন।'[১]

---

১. কোন কোন বর্ণনামতে, উম্মতে মুহাম্মদীয়া যখন অন্যান্য নবীদের উম্মতের বিরুদ্ধে এবং তাঁদের নবীদের পক্ষে সাক্ষী দেবেন, তখন উভয় জগতের নেতা মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে, 'আপনার উম্মতের সাক্ষী কি গ্রহণযোগ্য?' হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর উম্মতের বিশ্বস্ততার পক্ষে সাক্ষী দেবেন অর্থাৎ বলবেন, 'তারা

www.pathagar.com

لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ -

এই আয়াতের ব্যাপকতাও এটাই কামনা করে যে, হযরত নূহ (আঃ) ব্যতীত অন্যান্য নবীদের উম্মতের বিপক্ষেও উম্মতে মুহাম্মদী সাক্ষ্য দেবে।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, উম্মতে মুহাম্মদীয়া তো অন্যান্য নবীর তুলনায় অধিক সত্যবাদী ও গ্রহণযোগ্য নয়। তাই অন্যান্য নবীর সত্যতার জন্য উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সাক্ষ্য নেওয়ার অর্থ কি? উত্তর হলো, অন্যান্য নবী অবশ্যই অতিশয় সত্যবাদী ও গ্রহণযোগ্য কিন্তু এ ব্যাপারে যেহেতু নবী ও তাদের উম্মত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাই অন্যের সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যদিও উম্মতে মুহাম্মদীয়া অন্যান্য নবীর তুলনায় নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন।[১] তাছাড়া উম্মতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজেই সাক্ষ্য দেবেন। যেমন কোন তহশিলদার

সত্য বলছে এবং তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।' এই উম্মতের মর্যাদা অতি উচ্চে। হাশরের মাঠে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের সম্মুখে তাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সাক্ষী অনুসারে নবী-দের সত্যতা আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে প্রমাণিত হওয়া এবং নবীদের বিরুদ্ধাচারীদের মিথ্যাচারিতা সাব্যস্ত হওয়া তাদের উচ্চ মর্যাদারই বড় প্রমাণ। —বয়ানুল কুরআন

১. এখানে একটি প্রশ্ন এই হতে পারে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়া অন্যান্য নবীর রিসালাত ও তাবলীগের সময় তো বর্তমান ছিল না। অতএব তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে কি করে? উত্তর এই যে, শুধু বিশ্বাসের উপর শাহাদত নির্ভর করে। ওহী দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন অনুভূত বস্তুতে বিশ্বাস অর্জিত হলেই সাক্ষ্য হিসাবে তা গ্রহণযোগ্য। অন্যান্য নবীদের তাবলীগ ও রিসালাতের ঘটনা অনুভূত বস্তু। তাছাড়া উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া মুশাহাদা দ্বারা নয় বরং ওহী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। মুশাহাদার মত বরং তার চাইতেও অধিক বিশ্বাস অর্জিত হয়।

www.pathagar.com

(নিজেই যদি বিচারক হয়) যখন তার চাপরাশির কোন অন্যায় কাজের বিচার প্রার্থী হয় তখন প্রধান বিচারপতির বিচারালয়ে তহশিলদারের পক্ষে এমন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে, যারা মর্যাদার দিক দিয়ে তার চাইতে নিম্নস্তরের। অতঃপর এই সাক্ষ্য অনুসারেই বিচার মীমাংসা করা হয়। এর দ্বারা অন্য আর একটি সন্দেহের অপনোদন হচ্ছে। সন্দেহ হলো এই যে, রিসালত ও তাবলীগ অস্বীকারকারীরা এ স্থলে এ কথা বলতে পারে যে, আমরা যখন নবীদের সত্যতা স্বীকার করিনি তখন উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে সত্য বলে মেনে নেব কেন ? উত্তর এই-তারা এরূপ বলতে পারবে না কেননা বাদী সাক্ষী উপস্থিত করলে বিবাদীর পক্ষে তখন শুধু এ কথা বলা যথেষ্ট হবে না যে, আমরা তাদের সত্যতা মেনে নেব না। তা ছাড়া এটাও সর্ববাদীসম্মত যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে প্রদত্ত সাক্ষ্যকে সত্য বলে মেনে নিক বা না নিক, সে সাক্ষ্য হাকিমের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেই যথেষ্ট।

মুশরিকরা অস্বীকার করবে যে, তারা মুশরিক ছিল না

সুরায়ে আন'আমে আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ
شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ
إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ -

---

শাহাদতের নির্ভরশীলতার মূল হলো বিশ্বাস। যেমন কোন একজন ডাক্তার কোন একটি মৃতদেহের শরীরের প্রকাশ্য চিহ্ন দেখে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা বলে দিতে পারেন যে, এই ব্যক্তির মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি বরং ভীষণ আঘাতের দ্বারা হয়েছে। ডাক্তারের এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই হত্যাকারীর বিচারের আদেশ দেওয়া হবে। অথচ ডাক্তার ঐ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলেন না। —বয়ানুল কুরআন

www.pathagar.com

ঐ সময়টি স্মরণযোগ্য, যে দিন আমি সকলকে একত্রিত করবো। অতঃপর মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করবো, 'তোমাদের ঐ শরীকগুলো কোথায় যাদের দাবি তোমরা করতে?' তখন তাদের কোন ওজর থাকবে না এই বাহানা করা ছাড়া যে, আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তো শরীক করিনি।

তারপর আল্লাহ্ বলেন ঃ

انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا
يفترون -

লক্ষ্য কর তারা নিজেদের উপর কেমন করে মিথ্যা বলছে এবং তারা যা কিছু মিথ্যা তৈরী করেছিল তা তাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

তারা অস্বীকার করবে বটে, কিন্তু তাতে পার পাবে না। তাদের আমল-নামা ও সাক্ষীর মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হবে।

তারা যাদের পূজা করত তারাও অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে

সূরায়ে ইউনুসে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وقال شركاء هم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله
شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغفلين -

তাদের শরীকরা বলবে তোমরা আমাদের উপাসনা করতে না। সুতরাং তোমাদের ও আমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট সাক্ষী যে, আমরা, তোমাদের ইবাদতের কোন খবরও রাখতাম না।

হযরত ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে

কিয়ামতের দিন হযরত ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যেমন সূরায়ে

www.pathagar.com

মায়িদায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْ

نِيْ وَاُمِّيَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করবেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি তাদেরকে বলেছিলে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা আমি ও আমার মা—উভয়কেই উপাস্য হিসাবে গ্রহণ কর।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর উত্তর

قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِيْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ

اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ

مَا فِيْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا

مَا اَمَرْتَنِيْ بِهٖ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ

شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ

عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ

عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ -

www.pathagar.com

সে (ঈসা) বলবে, তুমিই মহিমান্বিত ! যা বলার আমার অধিকার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়। যদি আমি তা বলতাম তাহলে তুমি তা নিশ্চয়ই জানতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ। কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নহি; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তুমি আমাকে যে আদেশ করেছ তা ব্যতীত তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি; তা এইঃ তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কার্যকলাপের সাক্ষী; কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলে নিলে তখন তুমিই তো ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী। তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

কিন্তু কাফির ও মুশরিকদের ক্ষমা করার কোন বিধান নেই, অতএব খৃস্টানরা নির্ঘাত দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে। নিজেদের পয়গম্বরের হিদায়ত ছেড়ে দিয়ে তারা পথভ্রষ্ট ও কাফির হয়েছে। কাজেই তাঁরা নিশ্চিত শাস্তি ভোগ করবে।

হিসাব, কিতাব, কিসাস, মিজান

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ -

প্রত্যেকেই তার আমলের পূর্ণ প্রতিদান ভোগ করবে।

নিয়ত অনুযায়ী মীমাংসা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে—মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদের বিচার মীমাংসা হবে তাদের মধ্যে প্রথম ঐ ব্যক্তি যাকে জিহাদে মৃত্যুবরণ করার কারণে শহীদ মনে করা হতো। তাকে কিয়ামতের দিন ডেকে আনা হবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছে নিয়ামতসমূহের পরিচয় দেবেন এবং সে তা চিনে নিতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ ঐ সমস্ত নিয়ামতের কথা তার স্মরণে আসবে, যা যা আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা

www.pathagar.com

তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি এই নিয়ামতগুলো কোন্ কাজে ব্যয় করেছ ? সে আরয করবে, 'আমি আপনার রাস্তায় এমনভাবে লড়েছি যে, শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি।' আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। (তুমি যে আমার রাস্তায় যুদ্ধ করেছ—একথা ভুল) বরং লোকে তোমাকে বাহাদুর বলবে সে জন্যই যুদ্ধ করেছ এবং তুমি এর প্রতিদানও পেয়েছ, পৃথিবীতে তোমার সুনাম হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেওয়া হবে, তার মুখ ধরে টেনে তাকে দোযখে নিক্ষেপ কর। তখন আল্লাহ্র এই নির্দেশ পালন করা হবে।

যাদের বিচার-মীমাংসা সর্বপ্রথম করা হবে তাদের অপর ব্যক্তি হলো, যে দীনি ইলম শিক্ষা করে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছিল এবং কুরআন শরীফ নিজে শিখে অন্যকে শিখিয়েছিল। তাকে কিয়ামতের দিন ডেকে আনা হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছে নিয়ামতসমূহের পরিচয় দেবেন এবং সে তা (নিয়ামতগুলো) চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রশ্ন করবেন, 'তুমি এ নিয়ামতগুলো কি কাজে ব্যবহার করেছ?' সে উত্তর দেবে, আমি বিদ্যা অর্জন করেছিলাম এবং অন্যকে শিখিয়েছিলাম, আপনার সন্তুষ্টি কামনায় পবিত্র কুরআন শিক্ষা করেছিলাম। তখন আল্লাহ্ পাক বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি আমাকে পাওয়ার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করনি, কুরআন পাঠও করনি বরং তুমি এজন্য বিদ্যা শিক্ষা করেছিলে যে, লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলবে এবং কুরআনও এজন্য পড়েছ যে, লোকে তোমাকে কুরআন পাঠকরূপে আখ্যায়িত করবে। এর প্রতিদান তুমি দুনিয়ায় পেয়ে গেছ, ইহজগতে তোমার সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে যার অভিলাষী তুমি ছিলে। এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে একে মুখের উপর টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ কর। অতএব সেই নির্দেশ পালন করা হবে।

যাদের বিচার মীমাংসা সর্বপ্রথম করা হবে তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিও হবে, যাকে আল্লাহ্ অগাধ সম্পদের মালিক করেছিলেন। বিভিন্ন ধরনের ধন-সম্পদ দ্বারা তাকে প্রাচুর্যমণ্ডিত করেছিলেন। কিয়ামতের দিন তাকে ডেকে আনা হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে পরিচিত করাবেন এবং সে তা চিনতে পারবে। তখন আল্লাহ্

www.pathagar.com

তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি এই নিয়ামতসমূহ কি কাজে ব্যবহার করেছ ? সে বলবে, 'আপনার পছন্দনীয় কাজে আমি এগুলো ব্যয় করেছি এবং আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে কোন কল্যাণকর কাজে এই সম্পদ ব্যয় করতে আমি কুণ্ঠিত হয়নি।' আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, আমার জন্য ব্যয় করনি। বরং লোকে তোমাকে দানশীল বলবে, সেজন্যই তা ব্যয় করেছ এবং তোমাকে এইরূপ বলাও হয়েছে। তাই তোমার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। অতঃপর তাকে মুখের উপর দোযখে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হবে এবং সেই নির্দেশ সঙ্গে সঙ্গে পালন করা হবে।

—মিশকাত, মুসলিম

তিরমিযী শরীফেও এই হাদীসটি রয়েছে। এতে এই কথাও উল্লেখ আছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এই হাদীসটি যখন বর্ণনা করতে ইচ্ছে করলেন, তখন (ময়দানে হাশরের দৃশ্য কল্পনা করে) অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে এলে আবার তিনি বর্ণনা করতে ইচ্ছে করলেন এবং পুনরায় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তৃতীয়বার বর্ণনা করতে ইচ্ছা করলেন এবং তখনও অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই হাদীসটি হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-কে শুনানো হলে তিনি বললেন, এই তিন ব্যক্তির ব্যাপারে এরূপ হলে অন্য অসৎ নিয়তের লোকের ব্যাপারে কোন মঙ্গলের জন্য অবশ্যই তো করা যায় না। তারপর মুআবিয়া (রাঃ) এত ক্রন্দন করলেন যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা মনে করতে লাগল যে, আজ তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। —মিশকাত, আহমদ

হযরত আবু সাঈদ ইবনে ফুজালা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা যখন কিয়ামতের দিন সমস্ত লোককে একত্রিত করবেন, যা সংঘটিত হবার ব্যাপারে বিন্দু পরিমাণ সন্দেহ নেই, তখন একজন আহ্বানকারী উচ্চস্বরে আহ্বান করবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য কোন আমল করেছে এবং তৎসঙ্গে অন্য কাজকেও তাতে অংশীদার করেছে, সে যেন এই আমলের প্রতিদান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট থেকে আদায় করে নেয়। —মিশকাত

অন্য আর এক হাদীসে আছে (যার বর্ণনা ইমাম বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান করেছেন) যে দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার বান্দাদের আমলের প্রতিদান দেবেন

www.pathagar.com

সে দিন কপট বিশ্বাসীদেরকে বলবেন, যাও তোমরা ইহজগতে যাদেরকে দেখাবার জন্য আমল করতে তাদের কাছে যাও, অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাওয়া যায় কিনা। —মিশকাত শরীফ

নামাযের হিসাব ও নফলের বিরাট উপকারিতা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি মহানবী (স.)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার সব প্রকার আমলের মধ্যে প্রথমে নামাযের হিসাব করা হবে। যে নামাযের বেলায় কৃতকার্য বিবেচিত হবে, সে সর্ব ব্যাপারেই কৃতকার্য হবে। আর নামাযের বেলায় যে অকৃতকার্য হবে সর্ব ব্যাপারেই সে অকৃতকার্য হবে। যদি তার ফরযের মধ্যে কোন ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল আছে কিনা? সুতরাং নফল থাকলে ফরযের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঐ নফল দ্বারা পূরণ করা হবে। অতঃপর অন্যান্য আমলের হিসাব করা হবে।

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, নামাযের পর যাকাতের হিসাব নেওয়া হবে। তারপর এইভাবে অন্যান্য আমলেরও হিসাব করা হবে। —মিশকাত শরীফ

বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশকারী

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন—কিয়ামতের দিন সমস্ত লোক একই মাঠে সমবেত হবে। এই সময় একজন আহ্বানকারী উচ্চস্বরে আহবান করবে, তারা কোথায়, যাদের পৃষ্ঠদেশ বিছানা থেকে পৃথক থাকতো (কেননা তারা সমস্ত রাত নামাযের মধ্যে কাটাত)? এই কথা শুনে ঐ গুণসম্পন্ন সমস্ত লোক জনতার ভিতর থেকে বের হয়ে যাবে। তাদের সংখ্যা হবে অতি নগণ্য। তারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তার পর অন্য লোকদের হিসাব আরম্ভ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে। —বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান

হযরত আবু উসামা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেন, আমার প্রভু আমার সহিত প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে, যাদের কোন শাস্তি হবে না। প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার হবে (যাদেরক এই মর্যাদায় মহিমান্বিত করা

www.pathagar.com

হবে) এবং আমার প্রভুর মুষ্ঠিতে তিন মুষ্ঠি লোকও বেহেশতে প্রবেশ করবে।[১]

শাফাআতের হাদীসে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, আমি আরশের নীচে সিজদায় পড়ে থাকবো। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে ঐ সমস্ত প্রশংসার বাণী শিক্ষা দেবেন, যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে শিক্ষা দেওয়া হয়নি। আল্লাহ্ বলবেন, হে মুহাম্মদ (স.) মাথা উঠাও এবং চাও। তোমার আবেদন গ্রহণ করা হবে। সুপারিশ কর, তোমার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। তখন আমি মাথা উঠাবো এবং হে আমার উম্মত! হে আমার উম্মত! হে আমার উম্মত! বলতে থাকবো। কাজেই আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ (স.)! তোমার উম্মতের ঐসব লোককে বেহেশতের ডান দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও, যাদের কোন হিসাব হবে না। (অতঃপর তিনি বলেন) ঐ পবিত্র সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ। বেহেশতের দরজা এত প্রশস্ত যে, এর পরিসর মক্কা ও হিজরের মধ্যকার দূরত্বের সমান —মিশকাত

সহজ হিসাব

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হুযুর (স.)-কে নামাযের মধ্যে এই দোয়া করতে শুনেছি ঃ

اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا -

হে আল্লাহ্ আমার হিসাব সহজ কর।

আমি আরয করলাম—হে আল্লাহ্‌র নবী, সহজ হিসাব অর্থ কি ? তখন তিনি বললেন, 'সহজ হিসাব' এর অর্থ হলো, আমলনামায় শুধু দৃষ্টিপাত করেই ক্ষমা করে দেওয়া (এবং কোন বাছ-বিচার না করা)। আসল কথা হলো, যার ব্যাপারে বাছ-বিচার করা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। —আহমদ

১. মহান আল্লাহ্ মুষ্ঠি, পা ও চেহারা থেকে পবিত্র। কুরআন ও হাদীসের যেখানেই এই সমস্ত জিনিসের উল্লেখ আছে তার উপর ঈমান আনতে হবে। কারণ এর অর্থ আল্লাহ্‌র নিকট যা আমাদের নিকটও তা তবে এর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে মহান পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলার দেহ আছে বলে ধারণা করা মোটেই উচিত হবে না।

www.pathagar.com

কঠিন হিসাব

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন যার হিসাব গ্রহণ করা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। এই কথা শ্রবণ করে আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন

– فسوف يحاسب حسابا يسيرا –

যার ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে তার হিসাব সহজ হবে।

এতে বোঝা যাচ্ছে, কোন কোন হিসাবদাতা মুক্তি পেয়ে যাবে। মহানবী (স.) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সহজ হিসাব-এর অর্থ বাছ-বিচার না করা বরং বান্দার সম্মুখে শুধু আমলনামা পেশ করে তাকে ছেড়ে দেওয়া। কিন্তু যার বাছ-বিচার করা হবে তার ধ্বংস অনিবার্য। —বুখারী ও মুসলিম

মু'মিনের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, এটা নিশ্চিত যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ মু'মিনকে তার নিকটে নিয়ে যাবেন এবং (হাশরবাসীদের থেকে গোপন করে) তাকে বলবেন, 'তোমার কি অমুক গুনাহ স্মরণ আছে ?' উত্তরে মু'মিন বলবে, হ্যাঁ প্রভু। অমুক গুনাহ স্মরণ আছে। এভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে গুনাহ সমূহ স্বীকার করাবেন, ফলে সে মনে করবে যে, আমার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, ইহজগতে আমি তোমার গুনাহগুলো গোপন করেছি এবং প্রকাশ হতে দিইনি। এখন আমি ক্ষমা করে দিলাম। তারপর নেক কাজের আমলনামা তাকে দেওয়া হবে। কিন্তু কাফির ও মুশরিকদের গুনাহ্‌সমূহ প্রকাশ করা হবে। সমস্ত সৃষ্টির সম্মুখে উচ্চস্বরে ঘোষণা করা হবে যে, এরা হচ্ছে সেই সমস্ত লোক, যারা নিজেদের প্রভুর সম্বন্ধে মিথ্যা কথা রটনা করতো। সাবধান ! অত্যাচারীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

—বুখারী ও মুসলিম

কোন মাধ্যম এবং আবরণ ছাড়াই আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহি করতে হবে

হযরত আদি ইবনে হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.)

www.pathagar.com

বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার প্রতিপালক (হিসাব গ্রহণ উপলক্ষে) কথা বলবেন না। বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যে কোন মাধ্যম এবং আবরণ থাকবে না। এ সময় বান্দা তার ডান দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমল ব্যতীত আর কিছুই নজরে পড়বে না। আর বাম দিকে দৃষ্টিপাত করলে ইতিপূর্বে যা কামাই করে পাঠিয়েছিল তা নজরে পড়বে। সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দোযখ দেখতে পাবে। (তারপর তিনি বলেন) অতএব তোমরা দোযখ থেকে বাঁচ খেজুরের একটি টুকরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করে হলেও, যা তোমাদের নিকট আছে! —বুখারী ও মুসলিম

কারো উপর জুলুম করা হবে না, অণুপরিমাণ খারাপ-ভালও উপস্থিত করা হবে

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ বলেন:

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

আজ কারো উপর জুলুম করা হবে না। তোমাদের কার্যের অনুপাতেই তোমাদের প্রতিদান দেওয়া হবে।

অন্যত্র আল্লাহ্‌ পাক বলেন:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ -

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অণু পরিমাণ সৎ কাজ করেছে সে তা দেখতে পাবে আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ অসৎ কাজ করেছে সেও তা দেখতে পাবে।

www.pathagar.com

সূরা মুমিনূনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله

سريع الحساب -

আজ প্রত্যেককে তার কর্ম অনুপাতে প্রতিদান দেওয়া হবে। কারো উপর আজ জুলুম করা হবে না। অবশ্যই আল্লাহ্ অতি তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী।

বান্দার অধিকার

কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতের হিসাব নেওয়া হবে এবং বান্দার অধিকারসমূহেরও হিসাব নেওয়া হবে। দুনিয়ার কেউ হক আত্মসাৎ করে থাকলে কিংবা কারো উপর অন্যায় করে থাকলে সেগুলোরও বিচার মীমাংসা হবে। বিজ্ঞ লোকেরা বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার চাইতে ভয়াবহ ব্যাপার আর হতে পারে না। বান্দার হক আত্মসাৎ করা ও বান্দাকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যেও দারুণ বিপদ রয়েছে। কেননা আল্লাহ্ অভাবশূন্য। তার পক্ষ থেকে ক্ষমতার প্রত্যাশা করা যেতে পারে। কিন্তু বান্দা অভাবশূন্য নয়। এক-একটি নেকী দ্বারা তার মুক্তি অর্জনের আশা থাকবে। তাই বান্দার নিকট থেকে ক্ষমার আশা বৃথা। কিয়ামতের দিন ধনদৌলত ও টাকা-পয়সার কোন কিছুই সাথে থাকবে না। তাই অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সৎকর্ম দ্বারাই লেনদেন হবে। অধিকার আদায়ের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করা হবে যে, জীব-জন্তুরাও পরস্পরের উপর যে অত্যাচার করেছিল তারও প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকবে।

সৎ ও অসৎ কার্য দ্বারা লেনদেন করা হবে

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের উপর অত্যাচার করেছে, তার সম্মানহানি করেছে এবং তার কিছু হক আত্মসাৎ করেছে তার উচিত (অদ্যই তার হক আদায় করে কিংবা তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সেদিন আসার পূর্বে

www.pathagar.com

যেদিন দীনার ও দিরহামে কোন কাজ হবে না) নিজেকে পবিত্র করে নেওয়া। (অতঃপর তিনি বলেন) তার কোন পুণ্য কর্ম থাকলে অন্যায় অনুপাতে তা থেকে কেটে নিয়ে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়া হবে যার উপর অন্যায় করা হয়েছিল আর তার সৎকর্ম না থাকলে নিপীড়িত ব্যক্তির অসৎ কর্মসমূহ এই অত্যাচারীর মাথায় নিক্ষেপ করা হবে। —বুখারী

কিয়ামতের দিন সবচেয়ে নিঃস্ব

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) একদা সাহাবা-কিরামকে প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি জান, নিঃস্ব কে? সাহাবীগণ আরয করলেন, যার নিকট ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা নেই তাকেই আমরা নিঃস্ব বলে থাকি। উত্তরে মহানবী (স.) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে দরিদ্র ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে (অর্থাৎ সে নামায পড়েছিল, রোযা রেখেছিল এবং সম্পদের যাকাতও দিয়েছিল) তা সত্ত্বেও সে হাশরের মাঠে এই অবস্থায় আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছিল, কাউকে অপবাদ দিয়েছিল, অন্যায়ভাবে অথবা মাল আত্মসাৎ করেছিল, কারো রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং কাউকে (অযথা ও অনধিকার) প্রহার করেছিল। আর যেহেতু (কিয়ামতের দিন ন্যায়বিচারের দিন) সে জন্য তার মীমাংসা এভাবেই হবে যে, যাকে সে কষ্ট দিয়েছিল এবং যার অধিকার সে আত্মসাৎ করেছিল তাদের সকলের মধ্যে তার নেক আমল সমূহ বণ্টন করে দেওয়া হবে। কিছু সংখ্যক নেক আমল দেওয়া হবে অমুককে আবার কিছু সংখ্যক অমুককে, এভাবে অন্যের হক আদায় হওয়ার পূর্বে তার নেক আমল শেষ হয়ে গেলে ঐ সমস্ত হকদারদের গুনাহের বোঝা তার মাথার উপর উঠিয়ে দেওয়া হবে, এবং তা নিক্ষেপ করা হবে দোযখে। —মুসলিম

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন এমতাবস্থায় যে, তারা উলঙ্গ, খাতনাবিহীন এবং সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত হবে। অতঃপর এমন স্বরে আওয়াজ দেবেন যা প্রত্যেক দূরবর্তী তেমন শুনবে যেমন শুনবে নিকটবর্তী। (ঐ সময় তিনি বলবেন) 'আমি প্রতিদান

দাতা। আমি বাদশাহ। আজ কোন দোযখী দোযখে যেতে পারবে না এমতাবস্থায় যে কোন বেহেশতীর হক তার উপর রয়েছে যতক্ষণ না আমি তার প্রতিদান দেবার ব্যবস্থা করি। আর কোন বেহেশতীও বেহেশতে যেতে পারবে না এমতাবস্থায় যে, কোন দোযখীর হক তার উপর রয়েছে যতক্ষণ না আমি তার বিনিময় দানের ব্যবস্থা করি। এমন কি অন্যায়ভাবে একটি চপটেঘাত মেরে থাকলে আমি তারও বিনিময় দানের ব্যবস্থা করবো।

বর্ণনাকারী বলেন, আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল, কিভাবে বিনিময় দেওয়া হবে, অথচ আমরা তো উলঙ্গ, খাতনাবিহীন এবং সম্পূর্ণ রিক্তহস্ত? মহানবী উত্তরে বললেন, পাপ ও পুণ্য দ্বারা লেনদেন হবে।

—আহমদ

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি নিজের খরীদা গোলামকে অন্যায়ভাবে একটি বেত্রাঘাতও করেছিল, কিয়ামতের দিন তার বিনিময় দানের ব্যবস্থা করা হবে।

—আত্ তারগীব, তিবরানী থেকে

পিতা-মাতাও হক ছেড়ে দিতে সম্মত হবে না

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, সন্তানের উপর পিতা-মাতার কোন অধিকার থাকলে কিয়ামতের দিন তারা সন্তানের উপর ক্ষেপে যাবে (যে, আমাদের অধিকার দিয়ে দাও)। তখন সন্তান বলবে, আমি তোমাদের সন্তান, কিন্তু তারা উত্তরের কোন তোয়াক্কা করবে না কিন্তু তারা তাদের দাবী পূরণ করার জন্য জেদ করতে থাকবে, বরং আকাঙ্ক্ষা করবে, 'হায়, তার উপর যদি আরো অধিক ঋণ থাকতো।'

—তাবরানী

সর্বপ্রথম অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত ব্যক্তি

হযরত উকবা ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, সর্ব প্রথম দুজন প্রতিবেশী (পরস্পর) অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত হবে।

—আহমদ

www.pathagar.com

চতুষ্পদ প্রাণীর বিচার মীমাংসা

কিয়ামতের দিন সকলেরই হিসাব হবে। প্রত্যেক অত্যাচারিতের প্রতি ন্যায় বিচার করা হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন অবশ্যই প্রত্যেকটি হকদারের হক তোমাদেরকে আদায় করতে হবে। এমনকি শিংবিহীন বকরীর হক শিংযুক্ত বকরীর কাছ থেকে (যদি সে শিংবিহীন বকরীকে মেরে থাকে) আদায় করে দেওয়া হবে। —মুসলিম

সূরা নাবায় আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا - انا انذر

نكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول

الكفر يليتني كنت ترابا —

এই দিন সুনিশ্চিত, অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক। আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, সে দিন মানুষ তার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে এবং কাফির বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম (তাহলে আজ এই বিচারের সম্মুখীন হতে হত না)।

'দুররে মনসুর' গ্রন্থে এই আয়াতের তাফসীরে অসংখ্য হাদীস গ্রন্থের বরাত দ্বারা হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত সৃষ্টিকে একত্রিত করা হবে—চতুষ্পদ প্রাণী, ভূপৃষ্ঠে চলাচলকারী প্রাণী, পাখ-পাখালী তথা সবকিছুকে ঐ সময় আল্লাহ্‌র বিচারালয়ে থেকে যে সব বিচার-মীমাংসা হবে তার মধ্যে একটি এই যে, শিংবিহীন প্রাণীকে শিংযুক্ত প্রাণী মেরে থাকলে তার থেকেও হক আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, মাটি হয়ে যাও। (তখন সকল

www.pathagar.com

জন্তু-জানোয়ার মাটি হয়ে যাবে)। তখন কাফির আক্ষেপের সুরে বলতে থাকবে, 'হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।'

বিখ্যাত তাফসীরকার মুজাহিদ (রঃ) বলেন, যে প্রাণীকে চঞ্চু দ্বারা আঘাত করা হয়েছে তার প্রতিশোধ চঞ্চু বিশিষ্ট প্রাণী থেকে, আর যে প্রাণীকে লাথি মারা হয়েছে তার প্রতিশোধ যে প্রাণী লাথি মেরেছে তা থেকে গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। মানুষের সামনেই এ সমস্ত ঘটনা ঘটবে, যা তারা অবলোকন করতে থাকবে। তারপর প্রাণীকুলকে বলা হবে, তোমরা মাটি হয়ে যাও। তোমাদের জন্য না বেহেশত আছে আর না দোযখ। তখন কাফির (প্রাণীকুলের এই মুক্তি বরং চিরস্থায়ী শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেখে হিংসা করতে থাকবে এবং) বলে উঠবে, আমিও যদি মাটি হয়ে যেতাম। —দুররে মনসুর

দুনিয়া কর্মক্ষেত্র, ভাবনার ক্ষেত্র, শ্রমের ক্ষেত্র এবং দুশ্চিন্তার ক্ষেত্র। যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়া লাভের জন্য কাজ করবে, পরিশ্রম করবে এবং দুনিয়ার ধ্যান-ধারণায় মত্ত থাকবে অবশ্যই পরকালে সে শূন্য হাতে উঠবে। আর যে ব্যক্তি এখানে নিজকে না শুধু প্রাণী থেকে বরং নেক বান্দার থেকেও শ্রেষ্ঠ মনে করে আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের আদর্শকে ঠেলে দিয়ে আখিরাত সম্পর্কে চিন্তাহীন রয়েছে, সে আখিরাতে ধ্বংস ও সর্বনাশের সম্মুখীন হবে। তখন সে চতুষ্পদ প্রাণী থেকেও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হবে। আর এই সময় চরম দুঃখ ও নৈরাশ্যের মাঝে বলতে থাকবে 'হায়' 'আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।' আমার হিসাব যদি নেওয়া না হতো এবং আমি যদি দোযখে নিক্ষিপ্ত না হতাম। হায়, ভূমি যদি বিদীর্ণ হয়ে যেতো আর আমি চিরকালের জন্যে তাতে মাটিতে মিশে যেতাম। যেমন সূরায়ে নিসায় আল্লাহ্ বলেন ঃ

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض -

যারা কুফরী করেছে ও রসূলের অবাধ্য হয়েছে এই দিন তারা আকাঙ্ক্ষা করবে—হায়, আমরা যদি মাটির সাথে মিশে যেতাম।

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে যারা দুনিয়াকে কর্মস্থল মনে করে এখানে পরকালের চিন্তা করে তারা সেখানে সুখী হবে। দুনিয়ায় তাদের এ অবস্থা ছিল যে, তারা বলত—হায়! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম, হায়! আমরা যদি বৃক্ষ হতাম, হায়! আমরা যদি ঘাস হতাম। মোটকথা, ঈমানদারগণ এখানে নিজেদেরকে অন্যের তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করে পরকালের সাফল্য অর্জন করবে। আর অবিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে চতুষ্পদ প্রাণী থেকেও নিকৃষ্ট মনে করবে এবং অকৃতকার্য হবে (আল্লাহ্ নেককারদের সাথে আমাদের হাশর করুন)।

প্রভু ও গোলামের ন্যায়বিচার

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি হুযুরের নিকট এসে আরয করল, হে আল্লাহ্র রসূল! আমার কয়েকটি গোলাম আছে। তারা আমার সাথে মিথ্যা কথা বলে, আমার মাল আত্মসাৎ করে এবং আমার সাথে অবাধ্য আচরণ করে। আর আমি তাদেরকে গালি দিই এবং শাস্তি প্রদান করি। আপনি বলুন, পরকালে তাদের ও আমার মধ্যে কিরূপ ব্যাপার ঘটবে? মহানবী (স.) ইরশাদ করেন যে, কিয়ামতের দিন তোমার গোলামের মাল আত্মসাৎ করা, অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা বলা আর তোমার শাস্তি দেওয়ার হিসাব হবে। তোমার শাস্তি তাদের আচরণের সমান হলে ব্যাপার ঠিকই থাকবে। তুমি তাদের নিকট থেকে কিছু পাবে না, তারাও তোমার নিকট থেকে কিছু পাবে না। যদি তোমার শাস্তি তাদের আচরণ থেকে কম হয় তাহলে তাদের আচরণের বাড়াবাড়ি তোমার কাজে আসবে এবং তোমাকে এর বিনিময় দেওয়া হবে। আর যদি তোমার শাস্তি তাদের আচরণের তুলনায় অধিক হয়, তাহলে এই অতিরিক্ত শাস্তির জন্য তোমার নিকট থেকে বিনিময় গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে।

মুমিন জননী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঐ ব্যক্তি এ কথা শুনে চিৎকার করতে করতে সেখান থেকে পিছিয়ে গেল। মহানবী (স.) তাকে বললেন, তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী পাঠ কর নাই (এখানে তোমার আচরণের কথা পরিষ্কার উল্লেখ আছে):

وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ

www.pathagar.com

شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا

حَاسِبِيْنَ -

কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করব। কাজেই কারো উপর কোন অন্যায় করা হবে না। সরষে পরিমাণ কোন আমল থাকলেও তা উপস্থিত করা হবে আর আমি যোগ্য হিসাব রক্ষাকারী।

একথা শুনে ঐ ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার এবং আমার গোলামদের পক্ষে আমি এটাই সমীচীন মনে করছি যে, তাদেরকে আমা থেকে পৃথক করে দেব। আপনাকে সাক্ষী রেখে আমি বলছি যে, তারা সব স্বাধীন। —মিশকাত

জিনদের প্রতি সম্বোধন

জিন জাতিকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যেমন সূরায়ে আন'আমে আছে ঃ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ

مِّنَ الْاِنْسِ —

যে দিন আল্লাহ্ তাদেরকে একত্রিত করবেন (এবং বলবেন) হে জিনের দল, তোমরা মানব সন্তানের এক বিরাট অংশকে অনুগত করে নিয়েছিলে।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَقَالَ اَوْلِيٰٓـئُهُمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ

www.pathagar.com

وبلغنا اجلنا الذى اجلت لنا ـ

জিনদের বন্ধু মানুষরা বলবে, হে প্রভু আমাদের একজন অন্যজন থেকে উপকার লাভ করেছে আর আমরা সেই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পেঁাছেছি যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন।

দুনিয়াতে যারা মূর্তি পূজা করে তারা প্রকৃতপক্ষে জিন ও শয়তানেরই পূজা করে। তাদের ধারণা হলো, এই জিন ও শয়তান তাদের কাজে আসবে। তাই তারা তাদের নামে মানত করে, তাদের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে নাচগান করে। অন্ধকার যুগেও এই প্রথা ছিল যে, মানুষ বিপদের সময় জিনের সাহায্য প্রার্থী হতো। পরকালে জিন এবং তাদের উপাসনাকারীকে গ্রেফতার করা হলে মুশরিকরা বলতে থাকবে—আমাদের প্রভু! এটা তো আমাদের একটা সাময়িক ব্যাপার ছিল! মৃত্যু আসার পূর্বে পর্যন্ত জাগতিক প্রয়োজন সমাধা করার জন্য আমরা একে অন্যের কাজ সমাধা করার নিমিত্তে কিছু কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন:

قال النار مثوكم خالدين فيها الا ماشاء الله ان ربك

حكيم عليم و كذلك نولى بعض الظلمين بعض بما

كانوا يكسبون ـ

দোযখই তোমাদের বাসস্থান! সর্বদা এতে বসবাস করবে, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন (মার্জনা করে দেবেন)। অবশ্যই তোমার প্রভু মহাজ্ঞানী ও বিজ্ঞানময়। এভাবে কৃতকর্মের দরুন আমি পাপীদের একজনকে অন্যজনের সহিত মিলিয়ে দেব।

অতঃপর আল্লাহ্ বলেছেন:

يمعشر الجن و الانس الم يأتكم رسل منكم يقصون

www.pathagar.com

عليكم ايتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا

على انفسنا وغرتهم الحيوة الدنيا وشهدوا على

انفسهم انهم كانوا كفرين —

হে জিন ও মানবকুল, তোমাদের নিকট তোমাদের স্বজাতীয় কোন পয়গম্বর আসেনি, যারা তোমাদের নিকট আমার বাণী শুনাত এবং এই দিন আগমনের ভয় প্রদর্শন করত ? তারা (জিন ও মানুষ) আরয করবে, ‘আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি।’ (এবং) ইহকালের জীবন তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। এবং তারা স্বীকার করবে যে, তারা কাফির ছিল।

এই আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, জিন ও মানুষকে একত্রে সম্বোধন করে বলা হবে, ‘তোমাদের নিকট রসূল এসেছিলেন কি না ?’ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তারা অপরাধ স্বীকার করবে এবং মেনে নেবে যে, তাদের নিকট রসূল এসেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তারাই অপরাধী। উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখ আছে যে, তারা কাফির হওয়ার কথা স্বীকার করবে, আবার কোন কোন আয়াতে আছে ما كنا مشركين অর্থাৎ তারা বলবে, আমরা তো মুশরিক ছিলাম না। এ সন্দেহের উত্তর এই—প্রথমে তারা অস্বীকার করবে। অতঃপর আমলনামা ও সাক্ষীর দ্বারা স্বীকার করবে। এটা মানুষের অভ্যাস যে, প্রথমে সে অন্যায়কে অস্বীকার করে থাকে। অতঃপর এই অস্বীকৃতি যখন সাক্ষী প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং এর থেকে বাঁচার কোন উপায় থাকে না তখন তা স্বীকার করে নেয়। ঐ জগতে কাফির ও মুশরিকের মুক্তির কোন পথ নেই।

অপরাধের অস্বীকৃতিতে সাক্ষী দ্বারা অপরাধ প্রমাণ এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য

মানুষ অতিশয় ঝগড়াটে। তার এই বিতর্কের প্রবৃত্তিই কিয়ামতের দিন তাদের মুখোশ খুলে দেবে। আল্লাহ্‌র সাথেও তারা যুক্তিতর্কে

www.pathagar.com

লিপ্ত হবে এবং সাক্ষীর সাহায্যে তাদের সেই যুক্তিতর্কের অবসান ঘটানো হবে। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। যেমন সূরায়ে ইয়াসীনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد
ارجلهم بما كانوا يكسبون —

আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে আর তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তা যা করত।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আমরা কয়েকজন মহানবী (স.)-এর সম্মুখে বসেছিলাম। ইত্যবসরে তিনি হাসতে লাগলেন এবং বললেন তোমরা কি বলতে পার, আমি হাসছি কেন ? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন বান্দা আল্লাহ্র সাথে প্রশ্নোত্তরে লিপ্ত হবে। এই দৃশ্য মনে করে আমার হাসিই পেয়েছে। বান্দা বল্বে, হে প্রভু! আপনি কি আমাকে জুলুম থেকে (রক্ষা করার ঘোষণা দিয়ে) সান্ত্বনা দেন নি ? তখন আল্লাহ্ বলবেন, হ্যাঁ, আমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করেছি। তারপর বান্দা বলবে, আমি আমার ব্যাপারে অন্য কারো সাক্ষ্য মানবো না। তবে আমারই মধ্য থেকে কেউ কোন সাক্ষ্য দিলে তা মেনে নিতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আজ তোমার ব্যাপারে তোমার নিজের সাক্ষীই যথেষ্ট। আর লেখকবৃন্দের সাক্ষীও যথেষ্ট। মহানবী (স.) বলেন, তারপর তার মুখে মোহর লাগান হবে। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আদেশ দেওয়া হবে, বল। তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার সমস্ত আমল প্রকাশ করে দেবে। এই অবস্থা দেখে বান্দা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলবে, ছি, ছি, তোমাদেরকে শাস্তি থেকে বাঁচাবার জন্যই তো আমি তর্ক করছিলাম।

—মুসলিম

অন্য আর এক হাদীসে আছে তার উরু, মাংস ও হাড় তার আমলের সাক্ষ্য দেবে।

www.pathagar.com

ভূমির সাক্ষী

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.)

يومئذ تحدث اخبارها —

এই আয়াত তিলাওয়াত করে সাহাবীগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভূমি কথা বলবে—এই কথার অর্থ কি তোমরা জান ? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন! মহানবী (স.) বললেন, ভূমির কথা বলার অর্থ হলো, সে প্রত্যেক নারী পুরুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। ভূমি বলবে, সে আমার উপর বসবাস করে অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করেছে। ভূমির কথা বলার অর্থ এটাই।

আমলনামা

কিয়ামতের দিন আমলনামা পেশ করা হবে। কিরামান কাতিবীন (সম্মানিত লেখকবৃন্দ) ইহজগতে বান্দাদের আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। এগুলোই আমলনামার আকারে পেশ করা হবে। সূরায়ে জাসিয়ায় আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

وترى كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها اليوم
تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم
بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون —

সেদিন তুমি প্রত্যেক দলকে নতজানু দেখতে পাবে। তখন প্রত্যেক দলকে তাদের আমলনামার দিকে আহবান করা হবে এবং বলা হবে আজ তোমাদেরকে তার উপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হবে, যা তোমরা

www.pathagar.com

দুনিয়াতে করতে। এই আমার লিপি, তোমাদের সম্বন্ধে সত্য কথাই বলছি, নিশ্চয় তোমরা যা কিছু করতে, আমি তা অবিকল লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।

সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহ্ বলেন:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ

الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ـ

আমি প্রত্যেক মানুষের কর্ম তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি এবং কিয়ামতের দিন আমি তাদের সামনে বের করবো এক এক কিতাব, যা তারা দেখতে পাবে উন্মুক্ত। তাকে আদেশ দেওয়া হবে, তোমার কিতাব পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট।

আমলনামায় সব কিছু থাকবে, অপরাধীরা আতংকিত হবে ও আক্ষেপ করতে থাকবে

আমলনামায় সবকিছু থাকবে। অপরাধীরা আমলনামায় তাদের অসৎ কর্ম দেখে ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে। কেননা তাতে ইহজগতের কৃতকর্মের সব কিছুই বর্তমান থাকবে। সূরায়ে কাহাফে আল্লাহ্ বলেন:

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ

وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً

www.pathagar.com

ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا -

এবং (সামনে) রাখা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধিগণকে দেখবে আতঙ্কগ্রস্ত এবং তারা বলবে, হায়! দুর্ভাগ্য আমাদের। এটা এমন গ্রন্হ যা ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় নি বরং সব কিছুরই হিসাব রেখেছে। তারা তাদের সমস্ত কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রতিপালক কারো উপর জুলুম করেন না।

আমলনামা বন্টন

প্রত্যেকের আমলনামা তার নিকট সোপর্দ করা হবে। সৎকর্মশীলদের আমলনামা তাদের দক্ষিণ হস্তে এবং পাপীদের আমলনামা তাদের বাম হস্তে দেওয়া হবে। পাপীদের পিঠের পেছন দিক দিয়ে আমলনামা দেওয়া হবে। সূরায়ে ইন্‌শিকাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ঃ

يايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملقيه

فاما من اوتى كتبه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا

وينقلب الى اهله مسرورا - واما من اوتى كتبه وراء

ظهره فسوف يدعوا ثبورا و يصلى سعيرا انه كان في

www.pathagar.com

اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به
بصيرا ـ

হে মানুষ ! নিশ্চয়ই তুমি তোমার প্রতিপালকদের পাওয়ার জন্য মহা কষ্ট করছ, অতঃপর তুমি অবশ্য তার সাক্ষাৎ লাভ করবে। তখন যাকে তার আমলনামা দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হবে তার হিসাব নিকাশ সহজেই লওয়া হবে। এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে। এবং যাকে তার আমলনামা তার পৃষ্ঠের পশ্চাদদিক থেকে বাম হাতে দেওয়া হবে, সে অবশ্য শাস্তির যন্ত্রণায় তখন মরতে চাবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। কিন্তু সে দুনিয়াত তার স্বজনদের মধ্যে পরকালের ভয় না করে নিশ্চিত মনে আনন্দে দিন কাটাচ্ছিল। নিশ্চয় সে মনে করেছিল যে, তাকে আর কখনো বিচারের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ফিরে আসতে হবে না।

যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বসবাস করে আনন্দের আতিশয্যে দুনিয়াকেই প্রকৃত ঠিকানা মনে করে এবং আখিরাতের ধ্যান-ধারণা জলাঞ্জলি দিয়ে পরকালকে মিথ্যা মনে করে সে কিয়ামতের দিন কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে। পক্ষান্তরে যে দুনিয়ায় বসবাস করে আখিরাতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকে, সে কিয়ামতের দিন দক্ষিণ হস্তে আমলনামা গ্রহণ করে আনন্দে বিভোর হবে। ইহজগতে পাপীরা আনন্দিত থাকে আর পরকালে পুণ্যবানরা আনন্দিত থাকবে।

আমলনামা হস্তগত হলে সৎকর্মশীলরা চরম আনন্দিত এবং অপরাধীরা পরম দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে

সূরায়ে হাক্কায় আল্লাহ্ পাক বলেন ঃ

يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ـ

www.pathagar.com

সেদিন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমাদের কোন কিছুই গোপন থাকবে না।

এরপর দক্ষিণ হস্তে আমলনামা প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهْ
إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي
جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا
أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ -

তখন যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হবে, সে বলবে লও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন, সুমহান জান্নাতে, যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে। তাদেরকে বলা হবে—পানাহার কর তৃপ্তির সাথে, তোমরা অতীত দিনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।

দক্ষিণ হস্তে 'আমলনামা' পাওয়া মুক্তির লক্ষণ। এমন ব্যক্তি আনন্দের আতিশয্যে প্রত্যেককে তার আমলনামা দেখাতে থাকবে—এসো আমার আমলনামা পড়ে দেখ। সে এটাও বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমার ধারণা ছিল যে, আমাকে অবশ্যই হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন হতে হবে। সে জন্য আমি ভয়ে কাতর থাকতাম এবং চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়তাম। আজ আমি তারই ফলাফল দেখতে পাচ্ছি।

আমলনামা প্রাপ্তদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ

www.pathagar.com

كتابيه ولم ادر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما اغنى

عني ماليه هلك عني سلطانيه

কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হস্তে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায় আমাকে যদি দেওয়াই না হতো আমার আমলনামা। এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব। হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হতো। আমার ধন-সম্পদ কোনই কাজে এলো না। আমার সমস্ত ক্ষমতা অপসৃত হয়ে গেল।

সূরায়ে ইনশিকাকে বলা হয়েছে, পাপীদের আমলনামা তাদের পিছন দিক দিয়ে দেওয়া হবে। আর সূরায়ে হাক্কায় বলা হয়েছে, পাপীদের আমলনামা তাদের বাম হস্তে দেওয়া হবে। উভয় কথা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, পিছন দিক দিয়ে বাম হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, কারণ ফিরিশতারা এমন লোকদের চেহারা দেখতে চাইবে না।

আমলের পরিমাপ

আল্লাহ্ পাক সর্বক্ষণ তাঁর সমগ্র সৃষ্টির আমল সম্বন্ধে অবগত আছেন। আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাঁর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি প্রয়োগ করার অধিকার রাখেন। কিন্তু হাশরের মাঠে এরূপ করবেন না বরং বান্দার সম্মুখে আমলনামা উপস্থিত করা হবে, তার পরিমাপ হবে, অপরাধে অপরাধীদের অস্বীকৃতির উপর সাক্ষী গ্রহণ করা হবে। প্রমাণ দ্বারা অন্যায় সাব্যস্ত করা হবে। তাহলে শাস্তি ভোগকারী বলতে পারবে না যে তাদেরকে অন্যায়ভাবে বিনা কারণে শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। সূরায়ে আন-আমে আল্লাহ্ বলেন:

والوزن يومئذن الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم

المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا

www.pathagar.com

। أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون -

এইদিনের পরিমাপ সত্য হবে। সুতরাং যার পুণ্যের পরিমাণ ভারী হবে সে কৃতকার্য হবে, যার পুণ্যের পরিমাপ পাতলা হবে তারা ঐসব লোক যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে। কারণ তারা আমার আয়াতঃ অস্বীকার করতো।

হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেন, কিয়ামতের দিন আমল পরিমাপ করার তুলাদন্ড স্থাপন করা হবে। সেটার প্রশস্ততা এত অধিক হবে যে, এতে সমস্ত আসমান যমীন একসাথে পরিমাপ করতে গেলেও কোন অসুবিধা হবে না। ফিরিশতাকুল এটা দেখে প্রভুর সমীপে আরয করবেন, এটা কোন্ বস্তু পরিমাপ করবে? মহান আল্লাহ্ বলবেন, আমার সৃষ্টির মধ্যে যার জন্যে (হিসাবের উদ্দেশ্যে) ওজন কায়েম করব এটা তারই ওজন করবে। এ কথা শ্রবণ করে ফিরিশতারা আরয করবে—হে আল্লাহ্! আপনি পাক ও পবিত্র। আমাদের যেভাবে আপনার ইবাদত করা উচিত ছিল, সেভাবে করিনি।

হযরত আনাস (রাঃ) মহানবী (স.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তুলাদন্ডের নিকট একজন ফিরিশতা নিয়োগ করা হবে। মানুষ এই দাঁড়িপাল্লার নিকট আসবে। এখানে এলেই তাকে দুপাল্লার মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড় করানো হবে। অতএব তার পরিমাপ ভারী হলে ফিরিশতারা উচ্চস্বরে চীৎকার করে ঘোষণা করবে যা আল্লাহ্র সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, অমুক ব্যক্তি আজ থেকে চিরদিনের জন্য ভাগ্যবান হিসবে চিহ্নিত হলো, আর কখনও তাকে দুর্দশাগ্রস্ত হতে হবে না। আর যদি তার পরিমাপ পাতলো হয় তাহলে একজন ফিরিশতা অতিশয় বিকট শব্দে আওয়াজ দেবেন, যা আল্লাহ্র সমগ্র সৃষ্টিকুল শুনতে পাবে, অমুক ব্যক্তি চিরদিনের জন্য ব্যর্থ হলো, তার ভাগ্য আর কখনও ফিরবে না।

—আত্‌তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব

হযরত আবদুল কাদির (রঃ) মুযাযযিহুল কুরআনে লিখেছেন, প্রত্যেকের আমল তার ওজন অনুপাতে লেখা হবে। নাম একই থাকবে কিন্তু আন্তরিকতা ও ভালবাসার সাথে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী তা করে

www.pathagar.com

থাকলে তার ওজন বেড়ে যাবে। আর লোক দেখানোর জন্য কিংবা শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী না করে থাকলে তার ওজন কমে যাবে। আখিরাতে ঐ কাগজ পরিমাপ করা হবে। সৎকর্ম অসৎ কর্মের তুলনায় অধিক হলে অসৎ কর্মগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর অসৎ কর্মের ওজন ভারি হলে তাকে পাকড়াও করা হবে।

কোন কোন আলিম বলেন, কিয়ামতের দিন আমলগুলোকে দেহে রূপান্তরিত করা হবে এবং ঐ দেহ ওজন করা হবে। দেহের ওজন ভারি ও পাতলা হওয়ার উপরই বিচার-মীমাংসা নির্ভর করবে। কাগজগুলো ওজন করা অথবা আমলকে দেহে রূপান্তরিত করে তা ওজন করা বিচিত্র নয়। আমল-গুলো ওজন না দিয়ে এমনিতেও ওজন দেওয়া মহান আল্লাহ্‌র আয়ত্তের বাইরে নয়। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে নতুন নতুন আবিষ্কার উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছেছে। কাজেই আমল ওজন করা সম্পূর্ণ জ্ঞানভিত্তিক। শক্তি হীন মানুষ যাদেরকে আল্লাহ্ অল্প বিস্তর জ্ঞান দিয়েছেন তারাও থার্মোমিটা-রের সাহায্যে শরীরের তাপমাত্রা নির্ধারণ করতে সক্ষম। মানুষ আরো বহু প্রকার যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, যেগুলো শরীর ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে। কাজেই আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা কিছুতেই অসম্ভব নয় যে, তিনি আমল ওজন করতে সক্ষম নন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সব বক্তৃতা রেকর্ড করে রেডিও স্টেশন থেকে প্রচার করা হয়। সেগুলোর বক্তা বদ্ধ কামরায় এক শব্দ উচ্চারণ করার পর দ্বিতিয় শব্দ উচ্চারণ করেন অথচ সমস্ত বক্তৃতা সংরক্ষিত হয়ে যায়। যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাকে সবগুলো শব্দ তার আয়ত্তাধীনে এনে রেকর্ডে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টির আমল ও কর্মসমূহ রেকর্ড করে রাখার ক্ষমতা নিশ্চয়ই রাখেন। আমলনামার রেকর্ডে সরিষা পরিমাণ বস্তুও বাদ পড়বে না। কিয়ামতের দিন এগুলোর ওজন সকলের সম্মুখে স্পষ্ট ও দেদীপ্যমান হয়ে যাবে।

لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ -

www.pathagar.com

একজন লোকের আমলের ওজন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে আমার এক উম্মতকে পৃথক করে তার সামনে নিরানব্বইটি লিখিত বিবরণ (দফতর) খুলে দেবেন। প্রত্যেকটি দফতর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে (এই বিবরণগুলোতে শুধু গুনাহ লিখা থাকবে)। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার এই আমল-গুলোর কোনটি কি তুমি অস্বীকার কর? আমার নির্ধারিত লেখকগণ কি তোমার উপর কোন প্রকার অন্যায় করেছে? সে ব্যক্তি আরয করবে—হে বিশ্ব প্রভু! না (এটা অস্বীকারও নয় আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগও নয়)। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞেস করবেন, তোমার নিকট উক্ত অসৎ কর্মের ব্যাপারে কোন ওযর আপত্তি আছে কি? সে আরয করবে, হে মহাপ্রভু, কোন ওযর-আপত্তি নেই।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, আমার নিকট তোমার একটি সৎ কাজ রক্ষিত আছে। অতঃপর একখন্ড কাগজ বের করা হবে। তাতে লেখা থাকবেঃ

اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله -

তখন এই বান্দাকে বলা হবে যাও তোমার ওজন দেখে নাও। সেই ব্যক্তি নিবেদন করবে, আয় আমার প্রভু, ওজন করা না করা সমান। আমার ধ্বংস অবধারিত। কারণ এই দফতরগুলোর মুকাবিলায় এই টুকরাটির কি মূল্য থাকতে পারে? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আজ তোমার উপর অন্যায় করা হবে না। (ওজন করা আবশ্যক) কাজেই সমস্ত দফতরগুলো এক পাল্লিতে আর কাগজের টুকরাটি অন্য পাল্লিতে রাখা হবে। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, দফতরের পাল্লিটি পাতলা ও কাগজের টুকরার পাল্লিটি ভারি হয়ে গেছে। এরপর বিশ্বনেতা (স.) বলেন, ওজনে কোন বস্তু আল্লাহ্‌র নামের সমকক্ষ হয় না। আন্তরিকতা, ভয়-ভীতি ও ভালবাসার সাথে পাঠ করার বরকতেই এরূপ হয়ে থাকে। অবাধ্যরাও এই কালিমা পাঠ করে কিন্তু আন্তরিকতার অভাবে এই কালিমা

www.pathagar.com

পরকালে তাকে মুক্তি দেবে না। ঈমান ও ইখলাস থাকলেই সৎ কার্য ফলপ্রসূ হয় ও ওজনযোগ্য হয়।

সবচেয়ে অধিক ওজনযোগ্য আমল

হযরত আবুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে অধিক ওজনদার যে বস্তুটি মাপযন্ত্রে দেখা যাবে তা হলো মুমিনের সচ্চরিত্র। অতঃপর তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ কদর্যতা ও নির্লজ্জতাকে ঘৃণা করেন।

কাফিরদের সৎকর্ম ওজন দেওয়া হবে না

সূরায়ে কাহাফের শেষ রুকুতে আল্লাহ্ বলেন ঃ

قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا - الذين ضل سعيهم

فى الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا -

اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت

اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيمة وزنا -

বলো, আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের ? পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। এরাই অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশাবলী এবং তাঁর সহিত সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য তুলাদণ্ড স্থাপন করব না, তাদের আমলের কোন গুরুত্ব দেব না।

www.pathagar.com

মূলত তারাই সবচেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত, যারা বহু বছর ইহজগতে অতিবাহিত করেছে এবং পরিশ্রম ও সাধনা করে লাভ অর্জনে ব্যস্ত রয়েছে এবং দুনিয়াকে নিজের আয়ত্তে এনে আনন্দিত হয়েছে আর মনে করেছে যে, সে অতিশয় সফলকাম, কিন্তু আখিরাতের জন্য কিছুই করেনি।

মোটকথা, লোকসানের মধ্যে তারা জীবন অতিবাহিত করেছে। আল্লাহ্‌কে মান্য করেনি, তাঁর আয়াতগুলোর উপর কোন গুরুত্ব দেয়নি। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিতিকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং মৃত্যুর পর কি হবে সে সম্পর্কে কখনও চিন্তা করেনি। শুধু ইহজগতের উন্নতি ও জড় পদার্থের সাফল্যকে বিরাট সোপান মনে করছে। কিয়ামত যখন সংঘটিত হবে তখন কুফর ও দুনিয়া-প্রেমিক শুধু জগতের প্রচেষ্টাই তার 'আলমনামায়' দেখতে পাবে। কিন্তু সেখানে এই বস্তুগুলো ওজনহীন হবে। তার দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

য়াহূদী, নাসারা, মুশরিক ও কাফিরগণ ইহজীবনে নিজের চিন্তাধারা মতে সৎকর্ম করে, (যেমন জনসাধারণের পানি পান করার জন্য জলাশয় নির্মাণ করে, দুঃস্থদের সাহায্য করে ইত্যাদি) কিন্তু এই প্রকার কার্যকলাপ পরকালে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবে না। সাধু সন্ন্যাসীরা বিরাট আকারের আধ্যাত্মিক সাধনা ও মুজাহিদা করে নিজের আত্মাকে দমন করছে, য়াহূদী ও নাসারাদের পাদ্রীগণ পুণ্যার্জনের ধারণায় বিয়ে-শাদী করছে না, কিন্তু তাদের এ সমস্ত কর্ম ব্যর্থ ও নিষ্ফল। কুফরীর দরুন পরকালে তারা কিছুই পাবে না। কাফিরদের সৎকর্ম মৃত ও প্রাণহীন। সূরায়ে ইবরাহীমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ

بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى

شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ –

www.pathagar.com

যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের উপমা, তাদের কর্ম সমূহ ভস্ম সদৃশ, যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচন্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায় যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না। ইহা ঘোর বিভ্রান্তি।

অর্থাৎ এই অবাধ্যরা তাদের মুক্তির ব্যাপারে যদি মনে করে যে, আমাদের আমল আমাদের কাজে আসবে তা হলে তাদের সম্বন্ধে শুনে নাও, যারা নিজের প্রভুর সহিত অবাধ্যাচরণ করছে তাদের আমলের উপমা ভস্ম সদৃশ, যা প্রচন্ড ঝড়ের দিনে প্রবলভাবে বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে যায় (এই অবস্থায়) এই ভস্মের কোন নাম নিশানা থাকে না। অনুরূপভাবে তারা যে আমল করে তার কোন অংশই তাদের কাজে আসবে না। বরং ভস্মের মতই তা ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কুফর ও গুনাহ নিয়েই তারা কিয়ামতের দিন উঠবে। এটা অতিশয় ঘোর বিভ্রান্তি। প্রকৃতপক্ষে তারা তো মনে করে যে, আমাদের আমল কাজে আসবে। অথচ প্রয়োজনের সময় তা কোন কাজে আসবে না।

তাফসীরে মাজহারীর গ্রন্থকার

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا —

এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, মহান আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের আমল সম্পর্কে কোন বিবেচনাই করবেন না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কিছু সংখ্যক সম্মানিত লোক আসবে, যাদের ওজন আল্লাহ্র নিকট মশা মাছি সদৃশও হবে না। অতঃপর মহানবী (স.) ইরশাদ করেন, তোমরা ইচ্ছা করলে (আমার সমর্থনে) এই আয়াত পড়ে নাও।

অতঃপর তাফসীরে মাজহারীর গ্রন্থকার বলেন, এই আয়াতের এই অর্থও হতে পারে যে, কাফিরদের বেলায় পাল্লাই স্থাপন করা হবে না, মাপ-জোকের কোন কাজই তাদের সাথে হবে না, কারণ তাদের সৎকর্ম কিয়ামতে বৃথা যাবে। কাজেই সোজাসুজি তাদের দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

www.pathagar.com

আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন শুধু মুমিনদের আমল ওজন করা হবে, না মুমিন ও কাফির উভয়ের আমল ওজন করা হবে—এ ব্যাপারে আলিমগণ মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। একদল বলেন, শুধু মুমিন-দের আমল ওজন করা হবে। কেননা কাফিরদের সৎকর্ম বৃথা যাবে। তাদের বেলায় সৎকর্মের পাল্লায় কিছুই থাকবে না।

فلا نقيم لهم يوم القيمة وزنا –

দ্বারা তারা এর দলীল গ্রহণ করছেন। অন্যদল বলেন, কাফিরদের আমলও ওজন করা হবে। কারণ

ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم

في جهنم خالدون –

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কথাই বলছেন (কারণ তারা চিরস্থায়ী দোযখে বসবাস করবে)। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফিরদের আমলও ওজন করা হবে। কেননা কোন মুমিনই দোযখে চিরদিন থাকবে না। এরপর তাফসীরে মাজহারীর গ্রন্থকার আল্লামা কুরতুবীর উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, প্রত্যেকের আমলই ওজন করা হবে। তবে যারা হিসাব-নিকাশ ব্যতীত বেহেশতে প্রবেশ করবে অথবা যাদেরকে হাশরের মাঠে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনা হিসাব-নিকাশে দোযখে প্রবেশ করানো হবে শুধু মাত্র তাদের আমল ওজন করা হবে না। তা ছাড়া অবশিষ্ট মুমিন, কাফির সক-লেরই আমল ওজন করা হবে। অতঃপর তাফসীরে মাজহারীর গ্রন্থকার বলেছেন, আল্লামা কুরতুবী (রঃ)-এর এই কথা উল্লেখিত দু'দলের মতামত ও উভয় আয়াতের অর্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) তাঁর রচিত বায়ানুল কুরআনে, সূরা আ'রাফের সূচনায় একটি সুন্দর ভূমিকা দানের পর বলেছেন যে, মীযানে ঈমান এবং কুফরও ওজন করা

www.pathagar.com

হবে। ওজন করার এক পাল্লা খালি থাকবে অপর পাল্লায় যদি মু'মিন হয় তাহলে ঈমান আর যদি কাফির হয় তাহলে কুফর রাখা হবে, এই ওজন দ্বারা যখন কাফির ও মু'মিনের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন মু'মিনের জন্য নির্দিষ্ট এক পাল্লায় তার সৎকর্ম ও দ্বিতীয় পাল্লায় তার অসৎকর্ম রেখে সেগুলো ওজন করা হবে। যেমন দুররে মানসূরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, সৎকর্মের ওজন ভারি হলে বেহেশতে আর পাপের ওজন ভারি হলে দোযখে আর উভয়ই সমান সমান হলে আ'রাফ নামক স্থানে ঠিকানা ধার্য হবে। অতঃপর শাফা'আতের পূর্বে শাস্তি ভোগ করে অথবা শাফা'আতের পরও শাস্তি ভোগ করে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এবং দোযখবাসী ও আরাফবাসী বেহেশতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে ক্ষমা করা হবে

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আপনি কি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ব্যতীত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন না? উত্তরে মহানবী (স.) মাথায় হাত রেখে বললেন, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আমাকে ঢেকে না ফেললে আমিও বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব না। আত—তারগীব আত তারহীব

এই হাদীসে সৎকর্মশীল—বিশেষ করে ঐ সকল আবিদ, মুজাহিদ, জাকিরকে সতর্ক করা হয়েছে যারা সর্বদা সৎকর্মে লিপ্ত থাকেন তারা যেন নিজেদের কর্মের উপর গৌরব বোধ না করেন এবং এরূপ মনে না করেন যে, তারা অবশ্যই বেহেশত পাওয়ার যোগ্য। বরং তারা যেন নিজেদের আমলকে তুচ্ছ মনে করে ভয়-ভীতির মধ্যে থাকেন এই ভেবে যে, হয়ত তাদের আমল আল্লাহ্‌র সমীপে গৃহীত হয়নি। মহান আল্লাহ্ আমল মঞ্জুর না করলে কেউ তাকে এজন্য বাধ্য করতে পারবে না। সৎকর্মের বিনিময়ে প্রতিদান দেওয়া ও বেহেশতে প্রবেশ করানো একমাত্র তাঁরই অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে। সমস্ত জীবনের কর্ম দ্বারা তার নিম্নমানের নিয়ামতের প্রতিদান দেওয়াও সম্ভব নয়। হুযূর (স.) যখন ইরশাদ করলেন যে,

www.pathagar.com

আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া কেউই বেহেশতে যেতে পারবে না, তখন সাহাবীগণ মনে করলেন হুযুর (স.) তো আল্লাহ্র হুকুমের সম্পূর্ণ অনুগত। সর্ব প্রকার পরিশ্রম, মুজাহিদা, ইবাদত ও তাবলিগের কাজে তিনি উৎসর্গীকৃত প্রাণ। তাঁর কোন আমলে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, তাই আমরা জানতে চাই তিনি আমলের দ্বারা বেহেশতে যেতে পারবেন কি না। হুযুর (স.) পরিষ্কার উত্তর দিলেন, 'আমিও আল্লাহ্র অনুগ্রহের প্রত্যাশী। তাঁর অনুগ্রহ ব্যতীত আমিও বেহেশতে যেতে পারব না। তিনিও তো আল্লাহ্র বান্দা, অতএব তাঁর অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হবেন না কেন? সম্মানিত সাহাবাদের উপর সীমাহীন অনুগ্রহের বৃষ্টি বর্ষিত হোক। তারাই বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করে পরবর্তী যুগে আগমনকারীদের জন্য মহানবী (স.)-এর বাণী বোধগম্য করে রেখে গেছেন। যারা হুযুর (স.)-কে আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা প্রদান করে বলেন 'যা গ্রহণ করার মুহাম্মদ (স.) থেকেই গ্রহণ কর। এই মহান হাদীসটি মনোযোগ সহকারে তাদের পাঠ করা উচিত।

প্রত্যেক ব্যক্তি অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবে

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আমীরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, এটা নিশ্চিত যে, যদি কোন ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ্র ইবাদতে মগ্ন থাকে তবু সে কিয়ামতের দিন তার সমগ্র জীবনের আমলকে অতি নগণ্য মনে করবে এবং আকাঙ্ক্ষা করবে, যেন আরো অধিক পরিমাণে সৎকর্ম করার জন্য তাকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের যে কারো মৃত্যু হলে অবশ্যই সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে? সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন কি জন্য অনুতপ্ত হবে? তিনি বলেন, যদি সৎকর্মশীল হয়ে থাকে, তাহলে আরো অধিক আমল করার প্রত্যাশা করে অনুতপ্ত হবে। আর যদি অসৎ কর্মশীল হয় তাহলে এই বলে যে, হায়, অসৎকর্ম থেকে যদি আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারতাম!

শাফা'আত

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা শাফা'আত কবুল করবেন, এতে বিশ্বাসীদের অতিশয় উপকার হবে। মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন,

www.pathagar.com

তিন দল কিয়ামতের দিন শাফা'আত করবে। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে শাফা'আত করার অনুমতি দেবেন তিনিই শাফা'আত করতে সক্ষম হবেন। যেমন আয়াতুল কুরসীতে আল্লাহ্ বলেন:

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ –

কে আছে যে, তাঁর দরবারে তাঁর অনুমতি ব্যতীত শাফা'আত করে।

সূরায়ে ত্বা-হায় আল্লাহ্ পাক বলেন:

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا –

ঐ দিন কারো শাফা'আত উপকারে আসবে না শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তি ছাড়া যাকে আল্লাহ্ অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পসন্দ করবেন।

আল্লাহ্ যাকে শাফা'আত করার অনুমতি দেবেন শুধু সে-ই শাফা'আত করতে সক্ষম হবে। আর যাকে শাফা'আত করার অনুমতি দেবেন না সে শাফা'আত করার সাহসই পাবে না। কাফিরের জন্য শাফা'আত করার অধিকার কারো নেই এবং ঐ দিন কেউ তাঁর বন্ধুও হতে পারবে না। আল্লাহ্ পাক বলেন:

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ –

অত্যাচারীদের জন্য কোন বন্ধু থাকবে না এবং এমন সুপারিশকারীও থাকবে না, যার কথা মেনে নেওয়া যায়।

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা মিরকাতে আছে, কিয়ামতের দিন পাঁচ ভাবে শাফা'আত করা হবে। প্রথমে হাশরের মাঠে সবাই একত্রিত হওয়ার পর হিসাব-নিকাশ শুরু করার জন্য শাফা'আত করা হবে। নবীগণ

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র সমীপে এই শাফা'আত করতে অস্বীকার করবেন এবং মহানবী (স.) মুসলমান ও কাফিরদের জন্য এই শাফা'আত করবেন। অনেক মু'মিনকে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাবার জন্য দ্বিতীয় শাফা'আত অনুষ্ঠিত হবে। মহানবী (স.) এই শাফা'আত করবেন। অসৎ কর্মের ফলে যারা দোযখী সাব্যস্ত হবে তাদের জন্য তৃতীয় শাফা'আত অনুষ্ঠিত হবে। মহানবী (স.) নিজেই এই শাফা'আত করবেন। মহানবী (স.) ব্যতীত মু'মিন, শহীদ ও আলিমগণও শাফা'আত করবেন। যারা পাপী বলে সাব্যস্ত হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে তাদেরকে দোযখ থেকে বের করার জন্য নবী ও ফিরিশতাকুল চতুর্থ শাফা'আত করবেন। পঞ্চম শাফা'আত বেহেশতবাসীদের মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য করা হবে।

হযরত আওফ ইবনে মালিক (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে—মহানবী (স.) বলেছেন, আমার প্রভুর নিকট থেকে এক বার্তাবাহক এসে আমাকে সংবাদ দিল যে, হয়—আমি একথা স্বীকার করে নেব যে, আমার উম্মতের অর্ধাংশ (বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে) বেহেশতে যাবে অথবা এই অধিকার লাভ করব যে, আমরা উম্মতের যে কোন লোকের জন্য আমি শাফা'আত করতে পারব। আমি শেষোক্তটি অর্থাৎ শাফা'আত গ্রহণ করেছি এবং আমার এই শাফা'আত ঐ সমস্ত লোকের জন্য হবে যারা আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করেনি। —মিশকাত শরীফ

এতেই তাঁর উম্মতের অধিক উপকার হবে বিবেচনা করে মহানবী (স.) শাফা'আত করার অধিকারই ইখতিয়ার করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট থেকে প্রত্যেক নবীই এর একটি মাকবুল দোয়া লাভ করেছেন এবং তারা ইহকালেই এই দোয়া কবুল করিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমি এই দোয়া দুনিয়ায় না চেয়ে কিয়ামতের দিনের জন্য লুকিয়ে রেখেছি, যাতে ঐ দিন আমার উম্মতের শাফা'আতের কাজে তা লাগাতে পারি। অতএব আমার শাফা'আত ইনশাআল্লাহ্‌, আমার প্রত্যেক উম্মতের কাছে অবশ্যই পেঁৗছবে, যে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করেছে।

এই হাদীসের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক নবীই এক

www.pathagar.com

একটি বিশেষ মকবূল দোয়ার অধিকার লাভ করেছিলেন। অবশ্য নবী-দের সব দোয়াই কবূল করা হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে এই বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করেছিলেন যে, তিনি একবার যে প্রার্থনাই করবেন তা কবূল করা হবে। মহানবী (স.) বলেন প্রত্যেক নবী দুনিয়াতেই এই বিশেষ দোয়াটি চেয়ে নিয়েছেন, কিন্তু আমি দুনিয়াতে তা চাইনি। বরং কিয়ামতের দিনের জন্য তা রেখে দিয়েছি এবং আমার উম্মতের শাফা'আতের জন্যই এটাকে ব্যবহার করব।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস (রাঃ)থেকে বর্ণিত আছে, মহা-নবী (স.) ইরশাদ করেছেন, আমাদের এই কিবলায় বিশ্ববাসীদের এত বেশী সংখ্যক লোক দোযখে প্রবেশ করবে যার খবর একমাত্র আল্লাহ্ই রাখেন। তারা আল্লাহ্র অবাধ্য, অবাধ্যতার উপর দুঃসাহসিকতা এবং আল্লাহ্র আদেশের বিপরীত চলার দরুণ দোযখে প্রবেশ করবে। সুতরাং আমি সিজদায় পড়ে আল্লাহ্র প্রশংসায় মগ্ন থাকব। তারপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হুকুম হবে—মাথা উঠাও এবং চাও, তোমার কামনা-বাসনা পূর্ণ করা হবে, শাফা-'আত কর। তোমরা শাফা'আত মেনে নেওয়া হবে।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, আমি আমার উম্মতের জন্য শাফা'আত করতে থাকবো এবং আল্লাহ্ আমার শাফা'আত কবূল করতে থাকবেন। শেষ পর্যন্ত আমার প্রভু আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন—হে মুহাম্মদ (স.) তুমি কি সন্তুষ্ট হয়েছ ? আমি আরয করবো, প্রভু আমি সন্তুষ্ট।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন নবীদের জন্য আলোর মিম্বর স্থাপন করা হবে এবং তাঁরা সে গুলোর উপর অবস্থান নেবেন। কিন্তু আমার মিম্বর শূন্য থাকবে। এই ভয়ে আমি তাতে উপবেশন করবো না যে, না জানি, আমাকে বেহেশতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, ফলে আমার উম্মত শাফা'আত থেকে বঞ্চিত থাকে। আমি আরয করবো, হে আমার প্রভু ! আমার উম্মত, আমার উম্মত ! আল্লাহ্ বলবেন, হে মুহাম্মদ (স.) তুমি তোমার উম্মতের জন্য আমার নিকট কি চাও ? আমি আরয করবো, তাদের হিসাব-নিকাশ তাড়াতাড়ি করে দিন। তখন উম্মতদের ডেকে এনে তাড়াতাড়ি তাদের হিসাব-নিকাশ আরম্ভ করা হবে। ফলাফল

www.pathagar.com

অনুসারে কিছু সংখ্যক আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে, আর কিছু সংখ্যক আমার শাফা'আতের দ্বারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। আমি সুপারিশ করতে থাকবো। শেষ পর্যন্ত দোযখে প্রেরিত ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের, (যাদেরকে সেখান থেকে বের করা হবে নামসহ) একটি তালিকা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আমাকে দেওয়া হবে। এমনকি, দোযখের দারোগা শেষমেষ আমাকে বলবেন, আপনি আপনার উম্মতের মধ্যে যারা শাস্তিতে লিপ্ত আছে তাদের কাউকেই আল্লাহ্‌র রাগের মধ্যে ফেলে রাখেন নি যে, সে চিরদিন শাস্তি ভোগ করতে থাকবে এবং সকলকে দোযখ থেকে বের করার ব্যবস্থা করেছেন।

সতর্কবাণী

মহানবী (স-)-এর শাফা'আত অবশ্যই হবে। হাদীসে উল্লেখিত সবই সত্য ও যথার্থ। কিন্তু শাফা'আতের উপর নির্ভর করে সৎকর্ম না করা ও গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকা অতিশয় অজ্ঞতা ও মূর্খতা। শাফা'আতের বর্ণিত হাদীস দ্বারাই এগুলো প্রমাণিত হয়েছে যে, এই উম্মতেরই একটি বিরাট দল দোযখে যাবে। দোযখে প্রবেশ করার পর কিছু দিন শাস্তি ভোগ করে তার পর শাফা'আত দ্বারা দোযখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করবে। অতএব একথা কোন্ অধম বলতে পারে যে আমি কখনও দোযখে যাব না এবং হিসাব নিকাশ ও শাস্তি ছাড়াই বেহেশতে পেঁাছে যাব? এরূপ দাবী কেউ করতে পারে না। অতএব পাপকর্মে ধৃষ্টতা প্রদর্শন ও সৎকর্ম থেকে দূরে থাকা কোন মতেই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে মহানবী (স.) বলেছেন, এই কিবলায় বিশ্বাসীদের এক বিরাট সংখ্যা দোযখে প্রবেশ করবে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্‌ই পরিজ্ঞাত। আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা, পাপের উপর দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন এবং আল্লাহ্‌র হুকুমের বিরোধিতাই শুধু দোযখে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করতে পারে।

মু'মিনদের শাফা'আত

মহানবী (স.)-এর শাফা'আত তার উম্মতের জন্য করুণাস্বরূপ। তার মধ্যস্থতায় তাঁর অনেক উম্মতও শাফা'আত করার গৌরব লাভ করবেন। হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, আমার উম্মতের কোন ব্যক্তি সমগ্র সম্প্রদায়ের শাফা'আত করবেন। কেউ এক-একটি গোত্র, কেউ এক একটি গোষ্ঠি আবার কেউ একজনের শাফা'আত করবেন

www.pathagar.com

শেষ পর্যন্ত সমস্ত উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করবে। অন্য আর এক হাদীসে আছে—মহানবী (স.) বলেছেন, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির শাফা'আতে বনী তামীম গোত্রের চেয়েও অধিক সংখ্যক লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন দোযখে প্রবেশকারীরা বেহেশতবাসীদের রাস্তায় সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই অবস্থায় একজন বেহেশতবাসী ঐ রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করার সময় দোযখের সারির একজন তাকে বলবে, জনাব, আপনি কি আমাকে চিনেন? আমি দুনিয়াতে আপনাকে একবার পানি পান করিয়েছিলাম। কাজেই দয়া করে আমার জন্য শাফা'আত করুন। এই সারিতে অবস্থিত আর একজন দোযখী একজন বেহেশতীকে বলবে, আমি আপনাকে ওযুর পানি দিয়েছিলাম। দয়া করে আমার জন্য শাফা'আত করুন। তখন বেহেশতী শাফা'আত করে ঐ ব্যক্তিকে বেহেশতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন। —ইবনে মাজাহ

অভিশাপদাতা শাফা'আতের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত হবে

হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন অভিশাপ দানে অভ্যস্ত ব্যক্তি কিয়ামতের দিন সাক্ষী হতে পারবে না, শাফা'আত করার যোগ্যও বিবেচিত হবে না। অর্থাৎ তার এই অসৎ অভ্যাসের কারণে তাকে সাক্ষ্য দান ও শাফা'আত করার দায়িত্ব দেওয়া হবে না। কেননা সাক্ষ্যদান ও শাফা'আত করা দুটি অতিশয় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দায়িত্ব। —মুসলিম শরীফ

মুজাহিদের শাফা'আত

মিকদাম ইবনে মাদিকারেবে থেকে বর্ণিত তিরমিযী শরীফের এক দীর্ঘ রিওয়ায়েতে আছে মহানবী (স.) শহীদের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, সত্তর জন আত্মীয়ের ব্যাপারে তার শাফা'আত গ্রহণ করা হবে।

—মিশকাত শরীফ

পিতা-মাতার জন্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের সুপারিশ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তির তিনটি শিশু সন্তান তার মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যু বরণ

www.pathagar.com

করেছে, ঐ সন্তানেরা তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য মজবুত দুর্গের ন্যায় কাজ করবে। এ কথা শ্রবণ করে হযরত আবু যর (রাঃ) আরয করলেন, আমার তো মাত্র দুটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। হুযুর (স.) বললেন, দুটি সন্তানও আগে প্রেরণ করলে এই একই আদেশ। হযরত উবাই ইবনে কাব আরয করলেন—আমার তো একটি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। হুযুর (স.) বললেন এক সন্তানের বেলায়ও একই আদেশ প্রযোজ্য।

পূর্বে প্রেরণ অর্থ পিতা-মাতা অথবা উভয়ের মধ্যে একজনের জীবিত থাকা অবস্থায় সন্তানের মৃত্যু। সন্তানের মৃত্যুতে পিতা-মাতাকে দুঃখ লাঘব করার নিমিত্তে এই বিনিময় প্রদান করা হবে। যদি গর্ভাবস্থায়ও সন্তান মারা গিয়ে থাকে তাহলে সেও পিতামাতাকে মুক্ত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাবে। যেমন হযরত আলী (রাঃ) মহানবী (স.)-এর বাণী নকল করে বলেন, নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ শিশুও ঐ সময় তার পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট শক্তভাবে সুপারিশ করবে। পিতা-মাতা দোযখে প্রবেশ করতে থাকলে শক্তভাবে সুপারিশ করার পর তাকে বলা হবে, হে অসম্পূর্ণ সন্তান, তোমার পিতা-মাতাকে বেহেশতে নিয়ে যাও। তারপর নাভি দ্বারা টানতে টানতে সে উভয়কে বেহেশতে পৌঁছিয়ে দেবে।

হাফেজে কুরআনের শাফা'আত

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে তা ভালভাবে কণ্ঠস্থ করেছে, কুরআন যে কাজগুলোকে হালাল বলেছে সেগুলোকে হালালরূপে রেখেছে এবং যেগুলোকে হারাম বলেছে সেগুলোকে হারাম জেনেছে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বেহেশতে স্থান দেবেন এবং তার শাফা'আত পরিবারের এমন দশ ব্যক্তির বেলায় কবুল করবেন, দোযখ যাদের জন্য অবধারিত ছিল। —তিরমিযী শরীফ প্রভৃতি

সতর্কবাণী

যে ব্যক্তি কুরআন হিফজ করেছে, তার শাফা'আত দশ ব্যক্তির বেলায় কবুল করা হবে। হাদীসে এটাও আছে যে, তাকে কুরআনের বিধান অনুযায়ী আমল করতে হবে, কুরআনের উদ্দেশ্য পুরা করতে হবে, হারাম থেকে বাঁচতে হবে এবং হালাল অনুপাতে চলতে হবে। কুরআন হিফজ

www.pathagar.com

করার পর যে ব্যক্তি এর উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে, কুরআন নিজেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে এবং তাকে দোযখে প্রবেশ করাবে। অসংখ্য লোক পাপের উপর পাপ করছে, সৎকর্ম থেকে বিমুখ হচ্ছে, সৎ উপদেশ দিলে বলছে, জনাব, আমার ছেলে অথবা ভাতিজা অথবা অমুক বন্ধু কুরআনে হাফেজ। অতএব সে আমার মুক্তির ব্যবস্থা করবে, অথচ সে দেখছে না, ঐ হাফেজ সাহেব কুরআনের বিধান অনুযায়ী আমল করেছে কিনা! অন্যের উপর নির্ভর করে পাপ কার্যে লিপ্ত থাকার চাইতে অধিক অজ্ঞতা আর কিছু হতে পারে না। তবে কেউ নিজে আমল করে নিজের বন্ধু হাফেজের শাফা-'আতের আশা রাখতে পারে। তবে ঐ হাফেজ যাতে কুরআনের বিধান অনুসারে পরিচালিত হন, সে চেষ্টাও তাকে করতে হবে।

রোযা ও কুরআনের শাফা'আত

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, রোযা ও কুরআন বান্দার জন্য শাফা'আত করবে। রোযা আরয করবে, হে প্রভু, আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার বেলায় আমার শাফা'আত মঞ্জুর করুন। কুরআন আরয করবে, হে প্রভু, আমি তাকে রাত্রির সুখ নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সে রাত্রি জেগে আমাকে পাঠ করত অথবা শ্রবণ করত। অতএব তার বেলায় আমার শাফা'আত মঞ্জুর করুন। তারপর মহানবী (স.) বলেন, পরিশেষে উভয়ের শাফা'আত গ্রহণ করা হবে।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, কুরআন শরীফ পাঠ কর। কেননা উহা কিয়ামতের দিন মানব গোষ্ঠির শাফা'আতকারী হিসাবে প্রতিভাত হবে। অতঃপর বলেন, সূরায়ে বাকারা ও সূরায়ে আল-ইমরান পাঠ কর, যা অতিশয় আলোকিত। কিয়াম-মতের দিন এ দু'টি মেঘমালা অথবা দু'টি চাঁদোয়া অথবা দু'দল পাখীর মত সারি বেধে আসবে এবং অত্যন্ত বলবিক্রমে আপন পাঠকের জন্য সুপারিশ করবে।

গোড়ালির উজ্জ্বল্য, পুলসিরাত, আলো বন্টন

কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের সীমাহীন বিপদ

কিয়ামতের দিন হবে ন্যায়বিচারের দিন। প্রত্যেকে নিজ নিজ আমল-

www.pathagar.com

নামা স্বচক্ষে অবলোকন করে বেহেশত অথবা দোযখে প্রবেশ করবে। 'আমার উপর অন্যায় করা হয়েছে'—একথা কেউ বলতে সাহস করবে না।

ووفيت كل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون —

আল্লাহ্ ইমান ও সৎকর্মের বিনিময় প্রদানের জন্য বেহেশত তৈরী করেছেন, আর কুফর, শিরক ও অন্যান্য অসৎ কর্মের প্রতিদানের জন্য তৈরী করেছেন দোযখ।

আমল ও কাজের ফল হিসাবে কেউ যাবে বেহেশতে আর কেউ দোযখে। বেহেশতে প্রবেশ করার রাস্তা দোযখের উপর দিয়ে থাকবে। হাদীস গ্রন্থে এটাকে 'সিরাত' নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাধারণভাবে এটাকে পুলসিরাত বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ্-ভীরু মুমিন নিজ নিজ আমল অনুপাতে নির্বিঘ্নে পুলসিরাত অতিক্রম করে যাবে। অসৎ লোকেরা অতিক্রম করতে পারবে না। দোযখের ভিতর থেকে বিরাট বিরাট সাঁড়াশি বের হয়ে অতিক্রমকারীকে টেনে ধরে দোযখে নিক্ষেপ করবে। এদের নিকট দিয়ে তাড়াতাড়ি অতিক্রম করার সময় অনেক (অসৎ কর্মশীল) মুসলমানও তা অতিক্রম করে যাবে। আর যাকে দোযখে নিক্ষেপ করাই উদ্দেশ্য হবে তাকে ঐ সাঁড়াশি টেনে ধরে দোযখে নিয়ে যাবে। কিছুদিন পর নিজের আমল অনুযায়ী কিংবা আম্বিয়া, ফিরিশতাকুল ও সৎকর্মশীলদের শাফা'আত দ্বারা এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে ঐ সমস্ত লোক দোযখ থেকে মুক্তি পাবে, যারা সঠিকভাবে কালিমা পড়েছিল। তখন দোযখে শুধু কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরা থেকে যাবে।

আলো বিতরণ

পুলসিরাত অতিক্রম করার পূর্বে আলো বিতরণ করা হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, ঈমানদার নারী পুরুষকে তাদের আমল অনুপাতে আলো বিতরণ করা হবে। এই আলোতে তারা পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। বেহেশতের রাস্তা দেখাবার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এই আলোর ব্যবস্থা করবেন। কারো আলো হবে পাহাড়ের সমান আবার কারো আলো হবে খেজুর বৃক্ষের সমান। সবচাইতে ক্ষুদ্র আলো

www.pathagar.com

ঐ ব্যক্তির, যার আলো শুধু আঙ্গুলের উপর মিটমিট করতে থাকবে। কখনও নিভে যাবে, আবার কখনও উজ্জ্বল হবে।

সূরায়ে হাদিদে আল্লাহ্ বলেন ঃ

يوم ترى المؤمنين والمؤمنت يسعى نورهم بين
ايديهم و بايمانهم بشركم اليوم جنت تجرى من
تحتها الانهار خلدين فيها ذلك الفوز العظيم —

সেদিন তুমি দেখবে মুমিন নর-নারীদেরকে, তাদের সম্মুখভাগে ও দক্ষিণ পার্শ্বে তাদের জ্যোতি দৌড়াতে থাকবে। বলা হবে, আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় তোমরা স্থায়ী হবে। এটা একটা মহাসাফল্য।

আলো পাওয়ার পর মুমিন নারী-পুরুষ পুলসিরাত অতিক্রম করতে থাকবে, তাদের আলোর জ্যোতিতে মুনাফিক নারী-পুরুষ পেছনে পেছনে যেতে থাকবে, কিন্তু মুমিনরা আগে চলে যাবে, মুনাফিক নারী-পুরুষ পেছনে থেকে যাবে। তারা ঈমানদারকে বলবে একটু দাঁড়াও, আমরাও আসি। তোমাদের জ্যোতি আমাদের উপকারে আসবে। আমরাও আগে অগ্রসর হতে পারব। বিশ্বাসীরা উত্তর দেবে, এখানে নিজের আলোতে কাজ করতে হবে, অন্যের আলো দ্বারা উপকৃত হওয়ার নিয়ম নেই। পেছনে যাও, সেখানে আলো বিতরণ করা হচ্ছে, ঐখানে অনুসন্ধান কর। কাজেই মুনাফিক নারী-পুরুষ আলো গ্রহণ করার জন্য পেছনে ফিরে আসবে। কিন্তু ওখানে কিছুই পাবে না, অতএব বিশ্বাসীদের আশ্রয় গ্রহণের জন্য তারা দৌড়াতে থাকবে কিন্তু তাদের নাগাল পাবে না। উভয় দলের মধ্যে দেওয়াল স্থাপিত হবে। তার একটি দরজা থাকবে। এর অভ্যন্তর দিকে

www.pathagar.com

(যেখানে মুসলমানরা রয়েছে) রহমত থাকবে আর বহির্ভাগে (যেখানে মুনাফিকরা থাকবে) থাকবে শাস্তি। এর বিবরণ উল্লেখিত আয়াতের পর সূরায়ে হাদিদে দেওয়া হয়েছে যেমন :

يوم يقول المنفقون والمنفقت للذين امنوا انظرو
نا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا
نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة
وظاهره من قبله العذاب —

সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের জ্যোতির কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, যাতে একটি দরজা থাকবে, উহার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বহির্ভাগে শাস্তি।

এই সীমাহীন বিপদ, আতঙ্ক ও অস্থিরতার জালে আবদ্ধ হয়ে মুনাফিকরা মুক্তির কোন পথ পাবে না। তারা বিশ্বাসীদের আহ্বান করে তাদের প্রতি মেহেরবানী করার যুক্তি দেখিয়ে বলবে, ইহজগতে আমরা তো তোমাদের সাথী ছিলাম। তোমাদের সাথে নামায পড়তাম, রোযা রাখতাম। এখন বন্ধুত্বের হক তোমাদের আদায় করতে হবে। কুরআন মজীদে মুনাফিকদের এই কথাটি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

ينادونهم الم نكن معكم —

www.pathagar.com

মুনাফিকেরা বিশ্বাসীদের ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না ?

মুসলমান উত্তর দেবেঃ

بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم

وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور —

এটা সত্য যে, তোমরা দুনিয়াতে আমাদের সাথে ছিলে কিন্তু তোমরা নিজেকে বিপদগ্রস্ত করেছ। তোমরা অপেক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহ্‌র হুকুম না আসা পর্যন্ত। আর মহা প্রতারক তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ্‌ সম্পর্কে।

আল্লাহ্‌ তা'আলা অতঃপর বলছেনঃ

فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ماوكم

النار هي مولكم وبئس المصير —

আজ তোমাদের নিকট থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না, এবং যারা কুফর করেছিল তাদের নিকট থেকেও গ্রহণ করা হবে না। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের যোগ্য স্থান; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

পায়ের গোড়ালীর ঔজ্জ্বল্য

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা মহানবী (স.)-এর দরবারে আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল, কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের

www.pathagar.com

প্রভুকে দেখতে পাব ? তিনি বললেন, হাঁ, অবশ্যই। দুপুর বেলা সূর্যকে দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়, যখন সূর্য পরিষ্কার থাকে এবং এর উপর মোটেই কোন মেঘ না থাকে ? চতুর্দশী চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয় যখন তা পরিষ্কার থাকে এবং তার উপর মোটেই কোন মেঘ না থাকে ? সাহাবীরা (রাঃ) উত্তর দিলেন, না, হে আল্লাহ্‌র রসূল (কোন কষ্ট হয় না, অতি সহজ দেখতে পারি) হুযূর (স.) বললেন, তদ্রূপ কিয়ামতের দিন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। কোন অসুবিধা হবে না, চন্দ্র সূর্য দেখতে যেমন কোন অসুবিধা হয় না। তারপর তিনি বললেন :

কিয়ামতের দিন এক আহ্‌বানকারী আহ্‌বান করবে সে যার উপাসনা করত সে যেন তার (উপাস্যের) পেছন নেয়। সুতরাং গায়রুল্লাহ্‌র অর্থাৎ মূর্তি ও পাথরের পূজা যারা করত, তারা সকলেই দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে (কেননা তারা যাদের পূজা করত তারা হবে দোযখের ইন্ধন)। শেষ পর্যন্ত কিতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এবং যারা শুধু আল্লাহ্‌র ইবাদত করত, তারা থেকে যাবে। তখন য়াহুদীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা কার ইবাদত করতে ? তারা উত্তর দেবে আমরা আল্লাহ্‌র ছেলে উয়ায়বের উপাসনা করতাম। তখন তাদেরকে বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ্‌ কাউকে তার ছেলে বা মেয়ে স্থির করেন নি ! এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি চাও ? তারা আরয করবে প্রভু, আমরা পিপাসার্ত, পানি পান করতে দিন। এই কথা বলার পর দোযখের দিকে ইশারা করে বলা হবে ঐখানে গিয়ে পানি পান করে নাও। অতএব তাদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে একত্র করা হবে। দোযখকে দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন বালুর স্তূপ (যার মধ্যে মরীচিকা পরিদৃষ্ট হয়) প্রকৃতপক্ষে উহা আগুন, যার অংশগুলো পরস্পর পরস্পরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তারা এতে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর নাসারাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কার উপাসনা করতে ? উত্তরে তারা বলবে আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান ঈসার উপাসনা করতাম। তাদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হবে তোমরা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ্‌ কাউকে তাঁর ছেলে বা স্ত্রী সাব্যস্ত করেন নি। এরপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি চাও ? তারা আরয করবে—হে প্রভু ! আমরা পিপাসার্ত, পানি পান করতে দিন। তাদের এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে দোযখের দিকে ইঙ্গিত

www.pathagar.com

করে বলা হবে, ঐখানে গিয়ে পানি পান কর। অতএব তাদেরকে হাঁকিয়ে দোযখের দিকে একত্র করা হবে (দূর থেকে দোযখকে মনে হবে যেন বালুকার স্তূপ) প্রকৃতপক্ষে উহা হবে আগুন, যার অংশগুলো পরস্পর পরস্পরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং তারা এতে নিক্ষিপ্ত হবে। শেষ পর্যন্ত শুধু সৎ ও অসৎ মুসলমান থেকে যাবে, কারণ তারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্মুখে একটি জ্যোতিরূপে প্রতিভাত হবেন। আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কিসের জন্য প্রতীক্ষা করছ? প্রত্যেক দলকে তাদের উপাস্যের পেছনে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মুমিনরা আবেদন করবে, যারা যাবার চলে গিয়েছে। আমাদের সাথে তাদের কি সম্পর্ক? আমরা আমাদের মাবুদের জন্য অপেক্ষা করছি। মাবুদের আগমন না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। আমাদের প্রভু আমাদের নিকট এলে আমরা তাকে চিনতে পারব। হে মহাপ্রভু, জগতে আমরা অন্যান্য দল থেকে পৃথক ছিলাম। তাদের সাথে একত্রে থাকার অত্যন্ত অভিলাষ ছিল। তথাপি আমরা তাদের সাথে একাকার হয়ে যাইনি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু! কিন্তু মুমিন (যেহেতু গোড়ালীর চাকচিক্য দ্বারা আল্লাহ্‌কে চিনে নেওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকবে সেইজন্য মহাসম্মানের অধিকারী আল্লাহ্‌র এই চাকচিক্যকে গায়রুল্লাহ মনে করে উত্তরে) বলবেন:

نعوذ بالله منك (আমি তোমাকে আমার প্রভু মেনে নিয়ে কি মুশরিক হয়ে যাব?) আমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন বস্তু শরীক করিনি। একথা দু অথবা তিনবার এইভাবে বলবে। এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা প্রশ্ন করবেন, তোমরা ও তোমাদের প্রভুর কি কোন নির্ধারিত চিহ্ন আছে, যার দ্বারা প্রভুকে চিনে নিতে সক্ষম হবে? এরপর গোড়ালীর জ্যোতি প্রকাশিত হবে। একাগ্রচিত্তে যারা আল্লাহ্‌র সিজ্‌দা করত, এটা দেখে সকলেই আল্লাহ্‌র নির্দেশে সিজদায় পড়ে যাবে। আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে অথবা জাগতিক বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সিজদা করত, আল্লাহ্ তাদের কোমরকে তক্তার ন্যায় শক্ত করে দেবেন (যার দরুন তারা সিজদা করতে পারবে না)। অন্য কেউ সিজদা করার ইচ্ছে করলেও গ্রীবাদেশের উপর পড়ে যাবে, তারপর মুমিন সিজদা থেকে মাথা উঠাবে। তখন আল্লাহ্‌কে তারা ঐ জ্যোতিতে দেখবে, যে জ্যোতি প্রথমে গোড়ালীতে ছিল। আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমাদের প্রভু। তখন মুমিনরা তা বিশ্বাস করবে এবং বলবে হাঁ, আপনি আমাদের প্রভু।

www.pathagar.com

এরপর দোযখের উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে (যার উপর দিয়ে সবাইকে অতিক্রম করার আদেশ দেওয়া হবে) এই সময় শাফা'আত করার অনুমতি দেওয়া হবে। তখন হে আল্লাহ্, নিরাপদে রাখ, হে আল্লাহ্, নিরাপদে রাখ, বলতে থাকবে। সাহাবীরা আবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল, পুলসিরাত দেখতে কেমন? তিনি বললেন, পুলসিরাত অতিশয় মসৃণ ও পিচ্ছিল। এর উপর দোযখ হতে উদগীরিত সাঁড়াশি ও বড় বড় কাঁটা থাকবে, নজদে এইরূপ কাঁটা দেখতে পাওয়া যায়। এগুলোকে 'সাদান' বলা হয়। সুতরাং মুমিনগণ পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতি তাড়াতাড়ি অতিক্রম করবে। কেউ চক্ষের পলকে, কেউ বিদ্যুতের মত, কেউ বাতাসের মত আবার কেউ যাবে উটের গতিতে। দোযখ থেকে উদগীরিত সাঁড়াশি ও কাঁটাসমূহ অতিক্রমকারীদের দোযখে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করবে। বহু সংখ্যক মুমিন নিরাপদে পার হয়ে যাবে। অনেক মুমিন আনন্দগীতির ভিতর দিয়ে ছুটে যাবে। তখন বহু সংখ্যক লোক দোযখের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে। এমন কি যখন মুমিনরা দোযখ থেকে নিষ্কৃতি পাবে (তখন), আমি ঐ সত্তার শপথ করে বলছি, যার দায়িত্বে আমার প্রাণ, তোমরা নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য এমন দৃঢ়তার সাথে কথা বলতে পারবে না যেমন দোযখ থেকে মুক্তি পেয়ে পুলসিরাত অতিক্রমকারী মুমিনরা তাদের দোযখবাসী ভাইদের (নিষ্কৃতি দানের জন্য) আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ স্বরূপ বলবে। অন্য বর্ণনায় আছে মহানবী (স.) এ স্থলে বলেছেন, ইহজগতে কোন অধিকার আদায় করার জন্য তোমরা যেরূপ পীড়াপীড়ি কর। ঐ দিন দোযখ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা দোযখে অবস্থানরত তাদের ভাইদের মুক্তির জন্য তার চাইতেও বেশী দৃঢ়তার সাথে সুপারিশ করবে। তোমাদের জাগতিক দাবির চেয়ে এই দাবি আরো শক্তিশালী হবে। মুমিনরা যখন দেখতে পাবে যে, তারা মুক্তি পেয়ে গেছে তখন তারা আল্লাহ্র দরবারে আবেদন করবে, হে প্রভু, তারাও (দোযখে অবস্থানরত পাপী লোকেরা) আমাদের মত রোযা রাখত, নামায পড়ত এবং হজ্জ করত (অতএব আজ তাদেরকেও আমাদের সাথে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দিন)। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেন, তোমরা যাকে চিন বের করে নিয়ে এসো! অতএব তারা তাদেরকে বের করে নিয়ে আসার

www.pathagar.com

জন্য রওয়ানা হবে এবং তাদের জন্য দোযখের আগুন হারাম করে দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তারা দোযখ থেকে এক বিরাট সংখ্যক লোক বের করে নিয়ে আসবে এমতাবস্থায় যে, তাদের কারো পা গোড়ালী পর্যন্ত আবার কারো পায়ের গাঁট পর্যন্ত অগ্নিদগ্ধ থাকবে।

তারপর মুমিনরা আল্লাহ্‌র নিকট আরয করবে, হে প্রভু, আপনার আদেশ অনুসারে সকলকে বের করে নিয়ে এসেছি। এখন দোযখে কেউ আর অবশিষ্ট নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন—দোযখে যাও। যাদের হৃদয়ে এক আশরফী পরিমাণ সৎকর্ম পাওয়া যায় তাকেও দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আস। অতএব মুমিনরা তাদের প্রভুর আদেশ অনুসারে এক বিরাট সংখ্যক লোককে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আসবে এবং আরয করবে, হে প্রভু, আপনার আদেশ অনুসারে দোযখ থেকে সকলকেই বের করে নিয়ে এসেছি, আর কেউ নেই। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, দোযখে যাও, যাদের হৃদয়ে অর্ধ দীনার পরিমাণ সৎকর্ম দেখ তাদের বের করে নিয়ে আস। অতএব এই কথার পর মুমিনরা এক বিরাট সংখ্যক লোককে বের করে নিয়ে আসবে। তৎপর আরয করবে, হে প্রভু, আপনি যাদেরকে বের করে আসার হুকুম দিয়েছিলেন, আমরা তাদের সবাইকে বের করে নিয়ে এসেছি। অতঃপর আল্লাহ্ হুকুম দেবেন, যাও যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ সৎকর্ম দেখ তাকেও বের করে নিয়ে আস। অতএব তারা বিরাট সংখ্যক লোককে দোযখ থেকে বের করে নিয়ে আসবে এবং নিবেদন করবে, হে প্রভু, যার মধ্যে অণু পরিমাণ সৎকর্ম আছে তাকেও আমরা দোযখে রেখে আসিনি।

এবার আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ফিরিশতাকুল শাফা'আত করেছে, নবীগণ শাফা'আত করেছেন এবং বিশ্বাসীরাও শাফা'আত করেছে। এখন শুধু সর্বাধিক দয়ালু (الرحمن) বাকী আছেন, এই কথা বলে তিনি দোযখ থেকে এক মুষ্ঠি পূর্ণ করবেন এবং তা দ্বারা ঐ সমস্ত লোককে দোযখ থেকে বের করবেন যারা আদৌ কোন সৎকর্ম করেন নি (শুধু মহামূল্যবান ঈমান ধন তাদের অন্তরে গোপন ছিল। তারা ইতিমধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নহরে নিক্ষেপ করবেন। এটা বেহেশতের দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত। ইহাকে নহরুল হায়াত

www.pathagar.com

বলা হয়। নহরে ডুব দেওয়ার পর তাদের অবস্থা বদলে যাবে)। তারা এমনভাবে বের হবে যেমন চলন্ত পানিতে ময়লা আবর্জনা ভেসে উঠে। (অতঃপর হুযুর বললেন) তারা মোতির মত ঐ নহর থেকে বের হয়ে আসবে তাদের গলদেশে এক চিহ্ন থাকবে, যার দ্বারা অন্যান্য বেহেশতবাসী চিনতে পারবে যে, এরা আল্লাহ্‌র আযাদ করা লোক, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন সৎ আমল ব্যতিরেকেই বেহেশতে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন।

অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে বলবেন, বেহেশতে প্রবেশ কর। এখানে যা দেখছ সবই তোমাদের। তারা আরয করবে, হে প্রভু, আপনি আমাদেরকে তাই দিয়েছেন যা দুনিয়ার অন্য কাউকে দেননি। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, আমার নিকট তোমাদের জন্য আরো উৎকৃষ্ট প্রতিদান রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের মহাপ্রভু, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রতিদান কি? আল্লাহ্‌ বলবেন, আমার সন্তুষ্টি। এখন থেকে আমি আর তোমাদের উপর কখনও অসন্তুষ্ট হবো না।

যে ধারাবাহিক হাদীসটি এখন শেষ হলো, তাতে বলা হয়েছে যে, জ্যোতি বিভক্তিকরণ গোড়ালীর ঔজ্জ্বল্য ও পুলসিরাত অতিক্রমের মধ্যে হবে। কেননা পুলসিরাত অতিক্রমের জন্যই জ্যোতি বণ্টন করা হবে। কিন্তু ধারাবাহিতায় সম্পূর্ণ হাদীসটি একস্থানে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখার জন্য আমি জ্যোতির বণ্টনকে গোড়ালীর ঔজ্জ্বল্যের পূর্বে বর্ণনা করেছি।

এই পবিত্র হাদীস দ্বারা পুলসিরাত এবং তার উপর দিয়ে অতিক্রমকারী-দের বিস্তারিত অবস্থা জানা গেল। অন্য হাদীসে অধিক বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। যেমন একটি হাদীসে আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, পয়গম্বরদের মধ্যে সর্ব প্রথম আমি আমার উম্মতদের নিয়ে পুলসিরাত অতিক্রম করব। এবং এই দিন সকল পয়গম্বর বলবেন ঃ

اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ

হে আল্লাহ্‌, আমাকে নিরাপদে রেখো, নিরাপদে রেখো।

তারা বারবার এই বাক্যই বলতে থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, পুলসিরাত দোযখের উপর স্থাপিত হবে, যা হবে ধারালো তলোয়ারের মত।

www.pathagar.com

মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে, মানুষ পুলসিরাতের উপর দিয়ে নিজের আমল নিয়ে চলবে। যার আমল যত ভাল অথবা খারাপ হবে সে চলবে তত দ্রুত গতিতে অথবা ধীর গতিতে। ধীর গতি কারো কারো অবস্থা এমন হবে যে, যে নিজেকে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে অগ্রসর হবে।

অন্য আর একটি বর্ণনায় আছে, দোযখের সাঁড়াশিগুলোর প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এবং টেনে ধরার ক্ষমতা এমন হবে যে, তা গোটা রাবিয়া ও মুজার গোত্রের সমস্ত লোকের চাইতেও অধিক লোককে দোযখে নিক্ষেপ করবে।

—বায়হাকী

উভয় জগতের মুকুটধারী (স.) বেহেশতের দ্বার উন্মুক্ত করবেন

মহানবী (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সকল নবীর চাইতে আমার সুন্নাত পালনকারী লোক অধিক হবে। আমি সর্ব প্রথম বেহেশতের দরজা খোলার জন্য খটখট করব (মুসলিম)। তিনি এও বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই বেহেশতের দরজায় এসে তা খোলার জন্য বলব। বেহেশতের দারোগা আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আপনি কে? উত্তর দেব যে, আমি মুহাম্মদ। এই কথা শুনে তিনি বলবেন, আমাকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেন আমি আপনার জন্য দরজা খুলি এবং আপনার পূর্বে আর কারো জন্য না খুলি। তিনি এও বলেছেন, আমিই সর্ব প্রথম বেহেশতের দরজার কড়া নাড়বো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আমার জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেবেন এবং আমি তাতে প্রবেশ করব। আর আমার সাথে দরিদ্র মুমিনরা থাকবে এবং আমি একথা গর্বভরে বলছি না। অতঃপর তিনি বলেন, আমি সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের চাইতে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত। —তিরমিযী

লোক দলে দলে বেহেশতে ও দোযখে প্রবেশ করবে

দোযখবাসীকে ভর্ৎসনা করা হবে এবং বেহেশতবাসীকে স্বাগত জানানো হবে। জেলখানার মত দোযখের দরজা পূর্ব থেকে বন্ধ থাকবে। আর খোলা থাকবে বেহেশতের দরজা। সমস্ত কাফিরকে ধাক্কা দিয়ে অপমান করে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। কাফিরদের

www.pathagar.com

বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। তাই প্রত্যেকটি শ্রেণীকে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করা হবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا —

যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হয়েছে তাদেরকে দলে দলে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

তারা দোযখের দরজায় পেঁছলে তখন দরজা খোলা হবে। দোযখের দরজায় অবস্থিত ফিরিশতা তাদেরকে তিরস্কার করার জন্য বলবে, তোমাদের নিকট কি রসূল আসেনি ? যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم
يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرو
نكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة
العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين
فيها فبئس مثوى المتكبرين ۔

যখন ওরা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন তার প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা ওদেরকে বলবে, তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূল আসেনি, যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করত এবং এ দিনের সাক্ষ্য সম্বন্ধে তোমাদের সতর্ক করত ? ওরা বলবে, 'অবশ্যই এসেছিল'।

www.pathagar.com

বস্তুত কাফিরদের উপর শাস্তির প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। ওদেরকে বলা হবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহ দিয়ে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধতদের আবাসস্থল!

আর জান্নাতবাসীদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا –

যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন তাদেরকে দলে দলে বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

ঈমান ও আল্লাহ্-ভীরুতার স্তর ও পরিমাণ হিসাবে বেহেশতবাসীদের মর্যাদা কম বেশী হবে। প্রত্যেক স্তরের মুমিনের জামা'আতে পৃথক পৃথক হবে। এইসব জামা'আতকে সম্মান ও ইযযতের সাথে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদেরকে স্বাগত জানাবার জন্য জান্নাতের প্রবেশদ্বার প্রথম থেকেই উন্মুক্ত থাকবে। দরজায় পেঁছার সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতের রক্ষী তাদেরকে শান্তি ও সাচ্ছন্দ্যে বসবাস করার সুসংবাদ দেবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

حتى اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها

سلم عليكم طبتم فادخلوها خالدين –

শেষ পর্যন্ত তাঁরা জান্নাতের দ্বারপ্রান্তে পেঁছবে এবং জান্নাতের দরজা তাদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। আর এর রক্ষী বলবে, তোমাদের উপর শান্তি, তোমরা আনন্দে থাক। সুতরাং চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।

www.pathagar.com

দোযখীরা পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ দেবে

জাহান্নামবাসীরা ইহকালে পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতির সাথে বসবাস করত। একে অন্যের প্ররোচনায় কুফর ও শিরক করত। কিন্তু যখন তারা তাদের কর্মফল জাহান্নামে প্রবেশের আকারে দেখবে তখন একে অন্যকে অভিশাপ দিতে থাকবে।

সূরায়ে আ'রাফে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كلما دخلت امة لعنت اختها حتى اذا اداركو فيها
جميعا قالت اخرهم لاولهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم
عذابا ضعفا من النار –

যখনই কোন দল জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত দেবে আর সকলেই যখন তাতে একত্রিত হবে তখন তাদের পূর্ববর্তীগণ পরবর্তীদের সম্পর্কে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, এরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল। সুতরাং এদেরকে দোযখে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ্ বলবেন, প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে কিন্তু তোমরা জ্ঞাত নও।

দোযখীদের এক আকস্মিক হতবুদ্ধিতা

দুনিয়াতে তো কাফিররা বিশ্বাসীদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত কিন্তু জাহান্নামে পেঁাছে যখন তারা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের দেখতে পাবে না, তখন হতচকিত হয়ে পড়বে। সূরায়ে সাদ-এ আল্লাহ্ বলেন ঃ

وقالوا مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار –

www.pathagar.com

اتخذنهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار —

জাহান্নামীরা বলবে কি হলো আমরা তাদেরকে দেখছি না যাদেরকে আমরা খারাপ লোকদের মধ্যে গণ্য করতাম। আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র মনে করতাম অথবা তাদের ব্যাপারে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে ?

অর্থাৎ জাহান্নামে তাদেরকে না দেখে তারা বলবে, আমরা তো তাদেরকে মন্দ ও দুশ্চরিত্র বলে গণ্য করতাম। মূলত তারা সৎ লোক ছিল। তাই অদ্য তারা এখানে (জাহান্নামে) নেই। অথবা এও হতে পারে যে, আমাদের চক্ষু বিভ্রম ঘটেছে। আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না।

নিজের অনুগতদের সম্মুখে শয়তান নি নিজকে দোষী হিসাবে পেশ করবে

শয়তান তার সঙ্গী সাথী সহকারে মানুষকে দুনিয়াতে বিভ্রান্ত করেছে, সত্য পথ থেকে বিচ্যুত করে কুফর শিরকে নিমজ্জিত করেছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন সে মানুষের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে বলবে, তোমরা আমার পদাংক অনুসরণ করছিলে কেন ? তোমাদের উপর আমার কি কোন আধিপত্য ছিল ? যেমন আল্লাহ, বলেন :

وقال الشيطن لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق
ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان الا
ان دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلوموني ولوموا انفسكم
ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخى انى كفرت بما
اشركتمون من قبل ان الظلمين لهم عذاب اليم —

www.pathagar.com

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি আর আমি তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কিন্তু তার খেলাপ করেছি এবং তোমাদের উপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না, শুধু এই মাত্র যে, তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম এবং তোমরাও আমাকে মান্য করেছিলে। সুতরাং তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করো না, নিজেদের প্রতিই দোযারোপ কর। (আজ) আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারব না, তোমরাও আমাকে সাহায্য করতে পারবে না। তোমরা যে পূর্বে আমাকে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি। সীমালংঘনকারীদের জন্য অবশ্যই কঠিন শাস্তি রয়েছে। —সূরা ইবরাহীম

শয়তানের এই কথা বলার অর্থ এই, আমি তো তোমাদেরকে সত্য পথ থেকে প্রতারিত করেছিলাম কিন্তু তোমরা আমার কথা শুনেছিলে কেন? তোমরা নিজেরাই দোষী। মু'জিযা ও দলীল দ্বারা প্রমাণিত নবীদের কথা ছেড়ে আমার মিথ্যা ও বাতিল কথা তোমরা শুনেছিলে কেন? বল প্রয়োগ করে তো আমি তোমাদেরকে কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করিনি। আমাকে মন্দ বললে কি হবে? এখন নিজেকেই তিরস্কার কর। আমরা পরস্পর একজন অন্যজনের সাহায্য করতে পারি না। এখন তোমাদেরকে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। ইহজগতে তোমরা আমাকে আল্লাহ্র সহিত শরীক করেছিলে। এতে আমি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি।

শয়তানের এই কথায় তার অনুসরণকারীরা হতভম্ব হয়ে পড়বে।

اعاذنا الله من تسويله وشره —

সর্বপ্রথম উম্মতে মুহাম্মদী জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সংখ্যায় হবে তারা সর্বাধিক হবে

মুসলিম শরীফে আছে, মহানবী (স.) ইরশাদ করেছেন, আমি পৃথিবীতে সর্বশেষে এসেছি এবং কিয়ামতের দিন অন্যান্য সৃষ্টির আগে আমাদেরই বিচার-মীমাংসা হবে। তিনি আরও বলেছেন, আমি

www.pathagar.com

দুনিয়াতে সকলের শেষে এসেছি কিন্তু কিয়ামতের দিন সকলের আগে থাকব এবং সর্ব প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করব।

অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, মহানবী বলেছেন, জান্নাতীদের ১৩০ টি সারি হবে। তন্মধ্যে ৮০ টি সারি হবে আমার উম্মতের আর বাকি ৪০টি সারি হবে অন্যান্য সব উম্মত মিলিয়ে।

হিসাব বুঝাতে গিয়ে মালদাররা দেরীতে জান্নাতে প্রবেশ করবে

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেন, গরীব লোকেরা মালদারদের চাইতে পাঁচ শত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তিনি একথাও বলেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, জান্নাতে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই মিসকীন। মালদারগণ (হিসাব নিকাশের জন্য) জান্নাতের দরজায় আটকা পড়ে আছে। কিন্তু জাহান্নামীদের জাহান্নামে পেঁছানোর হুকুম হয়ে গেছে এবং জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে দেখলাম জাহান্নামীদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক ছিল।

—মিশকাত শরীফ

এই পবিত্র হাদীসে মহানবী (স.) কিয়ামতের দিনের এমন একটি দৃশ্য বর্ণনা করেছেন, যা তাঁকে দেখানো হয়েছিল। এই হাদীস দ্বারা যেমন বুঝা যাচ্ছে যে, মালদারদের জান্নাতে প্রবেশ করতে বিলম্ব ঘটবে তেমনি এও বুঝা যাচ্ছে যে, অভাবী ও দরিদ্র লোকেরা মালদারদের পাঁচশত বছর পূর্বেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। ঐদিন দরিদ্রদের প্রকৃত মূল্য বুঝা যাবে। কিন্তু এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, শুধুমাত্র অভাব কাউকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না, তার সাথে সৎকর্মও থাকতে হবে। অসৎকর্মশীল অভাবী যেন মনে না করে তারা অবশ্যই জান্নাতী এবং অভাবের দরুন তাদের মর্যাদা অতি উচ্চে। প্রকৃতপক্ষে পরকালে মর্যাদা গণ্য করা হবে আমল দ্বারা। তবে সৎকর্মের দরুন অভাবী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার যোগ্য বিবেচিত হলে মালদারদের পূর্বেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে লোক অভাবী ও অসৎকর্মশীল, নামায, রোযা, ইত্যাদি থেকে উদাসীন, পাপে নিমজ্জিত সে অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত তার উভয় জগতের জীবনই দুর্বিসহ। মহানবী (স.) বলেছেন, অতিশয় হতভাগা ঐ ব্যক্তি যে ইহকালে অভাবী এবং পরকালেও শাস্তিতে নিমগ্ন।

—তারগীব

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ একত্রিত হলে ঘোষণা করা হবে, এই উম্মতের অভাবীরা কোথায় ? তারপর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা ইহজগতে কি কি করেছ তার হিসাব দাও। তারা আরয করবে, আমাদের তো অভাবী করে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল। কাজেই আমরা সবর করেছি এবং আপনার ইচ্ছার উপরই সন্তুষ্ট ছিলাম। আপনি তো অন্যকে মালদার ও প্রভাবশালী করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমরা সত্য বলছ। এরপর তারা অন্য লোকের আগেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং মালদার ও প্রভাবশালী লোকদের উপর হিসাব-নিকাশের কঠোরতা থেকে যাবে। সাহাবীরা (রাঃ) আরয করল, হে আল্লাহ্‌র রসূল, মুমিনরা ঐদিন কোথায় থাকবে ? হুযুর বললেন, তাদের জন্য নূরের কুরসী থাকবে, মেঘমালা তাদের উপর ছায়া বিস্তার করবে। বিরাট দিনও তাদের কাছে দিনের একটি ছোট অংশের চেয়েও কম মনে হবে।

অধিকাংশ নারী ও মালদার জাহান্নামী হবে

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, আমি জান্নাতের দিকে উঁকি মেরে দেখলাম, সেখানে অধিকাংশই অভাবী লোক। আর জাহান্নামের দিকে উঁকি মেরে দেখলাম, সেখানে অধিকাংশই মালদার ও নারী। অন্য আর এক বর্ণনায় আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করে দেখলাম, সেখানকার শীর্ষস্থানীয় অধিবাসীরা ছিল ফকীর, মুহাজির ও মুমিনদের শিশু সন্তান এবং সেখানে মালদারের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই সময় আমাকে বলা হলো, দরজায় মালদারদের হিসাব নেওয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। আর ইহজগতে নারীরা স্বর্ণ, রৌপ্য ও রেশমের লোভে মত্ত থাকায় আল্লাহ্‌র দীন থেকে বিমুখ ছিল, তাই জান্নাতে তাদের সংখ্যা নগণ্য।

মাল অতিশয় বিপদজনক বস্তু। চিন্তা-ভাবনা করে হালাল উপায়ে উপার্জন করা, তারপর তা থেকে আল্লাহ্ ও তার বান্দার হক আদায় করা এবং অসৎ কাজে তা খরচ না করা একটি কঠিন পরীক্ষা। এতে অধিকাংশ লোক মারা যায়। সম্পদ উপার্জন করতে গিয়ে এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির অভিলাষ পূরণ করতে গিয়ে মানুষ পাপ কার্যে জড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ মালদার

www.pathagar.com

সঠিকভাবে হিসাব-নিকাশ করে যাকাত পরিশোধ করে না। অর্থের দরুন হাজার হাজার লোকের উপর হজ্জ ফরয হয় কিন্তু তারা তা পালন না করেই মারা যায়। সম্পদশালীর জন্য পাপকর্মের আরো অনেক দ্বার উন্মুক্ত থাকে। অতএব জাহান্নামে মালদারের সংখ্যা অধিক হওয়া এবং হিসাব-নিকাশের কারণে তাদের আটকে পড়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

জাহান্নামে নারীদের সংখ্যা হবে বিরাট। তাদের অধিকাংশের জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ হল, তারা দুনিয়ায় স্বর্ণ ও রেশমের ধাঁধায় পড়ে আল্লাহ্ থেকে উদাসীন ছিল। কে না জানে যে, নারীরা কাপড় ও অলংকারের প্রতি অতিশয় আসক্ত? কাপড় ও অলংকারের জন্য তারা নিজেদের স্বামীকে অবৈধ উপার্জনের প্রতি প্ররোচিত করে। লোক দেখানোর জন্যই তারা অলংকার ও কাপড় পরিধান করে। অলংকার পরিধান করে গরমের বাহানা ধরে গলা খুলে অন্যকে দেখায়। আবার কখনও গহনার আকার আকৃতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে নিজের অলংকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গর্ববোধ করে। লোক দেখান মহাপাপ। হুযুর (স.) বলেছেন, যে নারী লোক দেখানোর জন্য গহনা পরিধান করবে সে ভীষণ শাস্তিভোগ করবে (মিশকাত)। হারাম মাল দ্বারা প্রস্তুত গহনা শাস্তির কারণ হবে। কিন্তু হালাল মাল দ্বারা যে গহনা তৈরী করা হয় তার যাকাত আদায় করা না হলে তাও শাস্তির কারণ হবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে। নারীরা জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্র রসূল! অধিক সংখ্যক নারী জাহান্নামে যাবে কেন? হুযুর (স.) বললেন, অন্যকে অভিশাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা খুবই পটু এবং তোমরা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ। —মিশকাত

জান্নাতবাসীকে জাহান্নাম এবং জাহান্নামবাসীকে জাহান্নাম দেখানো হবে

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাকে জাহান্নামের ঐ নির্দিষ্ট ঠিকানা অবশ্যই দেখানো হবে যা সে পাপ কর্ম করলে পেতো। এতে সে অধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর যে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে তাকে

www.pathagar.com

জান্নাতের ঐ ঠিকানা অবশ্যই দেখানো হবে, যা সে সৎকর্ম করলে পেতো। এতে তার আক্ষেপ অধিক হবে।

জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই পরিপূর্ণ হবে

সূরায়ে ক্বাফে আল্লাহ্ বলেনঃ

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ —

সেদিন আমি জাহান্নামকে বলব, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? জাহান্নাম বলবে, আরো আছে কি?

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, জাহান্নামে জাহান্নামীদের নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নাম বলতে থাকবে—আরো অধিক আছে কি? শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা এতে তাঁর পা রাখবেন। ফলে সে তৃপ্ত হয়ে যাবে এবং বলবে, আপনার ইযযত ও করুণার শপথ, আর নয়, আর নয়। জান্নাতেও অতিরিক্ত জায়গা থেকে যাবে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা নতুন প্রাণী সৃষ্টি করে ঐ অতিরিক্ত জায়গায় বসিয়ে দেবেন। অন্য হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ই পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জাহান্নাম শূন্য থাকলে নতুন প্রাণী সৃষ্টি করে তা পূর্ণ করবেন না। কেননা তারা নির্দোষ। আমাদের একজন বুযুর্গ ব্যক্তিকে কেউ বলেছিল, জন্ম লাভ করেই যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের তো খুব মজা হবে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যারা দুনিয়াতে দুঃখ-কষ্ট ব্যথা বেদনা কিছুই অনুভব করেনি তাদের আবার আনন্দ কিসের? আনন্দের স্বাদ তো তখনই পাওয়া যায়, যখন দুঃখ-কষ্টের পর তা আসে।

দোযখগামীদের পরিমাণ

হযরত রসূলে করীম (স.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলবেন, হে আদম! তিনি আরয করবেন,

لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ —

আমি হাযির এবং আপনার হুকুমের অনুসারী আর সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে।

আল্লাহ্ বলবেন, তোমার সন্তানদের মধ্য থেকে দোযখীদের বের করে দাও। তিনি আরয করবেন, কি পরিমাণ বের করবো? আল্লাহ্ বলবেন, প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন। (এই কথা শ্রবণ করে আদম সন্তানেরা বিচলিত হয়ে পড়ে এবং দুশ্চিন্তার কারণে) তখন শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে এবং মানুষ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়বে। মূলত তারা অচৈতন্য হবে না। কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি হবে কঠোর। এই কথা শুনে সাহাবা (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমাদের মধ্যে সেই একজন জান্নাতী কে? তিনি বললেন, আনন্দিত হও! এই গণনা হবে এইভাবে যে তোমাদের একজন এবং ইয়াজুজ-মাজুজের হাজার জন। অর্থাৎ ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা অনেক বেশী। তুলনা করলে তোমাদের একজনের অনুপাতে ওরা হবে হাজার জন। ওরাও আদমের বংশধর এবং ওদের প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন জাহান্নামে যাবে। কেননা ওরা ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্য হবে।

কিয়ামত দিবসের পরিমাণ

কিয়ামতের দিন অতিশয় দীর্ঘ হবে। হাদীসে আছে, এর পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। (মিশকাত)। অর্থাৎ প্রথমবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার সময় থেকে জান্নাতবাসীদের জান্নাতে এবং জাহান্নামবাসীদের জাহান্নামে অবস্থান গ্রহণের মধ্যকার সময়কাল হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এই সুদীর্ঘ সময় মুশরিক, কাফির ও মুনাফিকদের জন্য অত্যন্ত কঠোর হবে। বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্ তা সহজ করে দেবেন। যেমন হাদীসে আছে, মহানবী (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, পঞ্চাশ হাজার বছরের এই দিন কিভাবে অতিক্রান্ত হবে? তিনি বলেছিলেন, শপথ ঐ সত্তার যার আয়ত্তে আমার প্রাণ, মুমিনদের জন্য এটা যে অতিশয় সহজ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দুনিয়ায় ফরয নামায পড়া যেমন সহজ

www.pathagar.com

এটাও হবে তেমনি সহজ (মিশকাত)। কষ্টপট চলে যাবে। মু'মিনদের অন্তরে কোনই অস্থিরতা হবে না।

মৃত্যুর মৃত্যু

কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। সেখানে তাদের মৃত্যু কখনও আসবে না, শাস্তিও হালকা করা হবে না। যেমন সূরায়ে ফাতির-এ আল্লাহ্ বলেনঃ

والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا

ولا يخفف عنهم من عذابها كذالك نجزى كل كفور -

যারা কুফরী করে তাদের জন্য আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে তারা মরে যাবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এ ভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

জাহান্নামে অবস্থানরত মুসলমানরা শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতে যে প্রবেশ করবে সে চিরকালই সেখানে থাকবে। জান্নাতে কেউ মরবে না, কাউকে সেখান থেকে বের করা হবে না, কেউ সেখান থেকে বের হতেও চাবে না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) বলেছেন, যখন সব জান্নাতী জান্নাতে এবং সব জাহান্নামী জাহান্নামে পেঁৗছে যাবে, তখন মৃত্যুকে হাযির করা হবে। শেষ পর্যন্ত তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে এনে যবাই করা হবে। তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ, এখন মৃত্যু আর নেই এবং হে জাহান্নামীগণ মৃত্যু আর নেই! এই সংবাদ শুনে জান্নাতীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবে এবং জাহান্নামীদের দুঃখ আরো বেড়ে যাবে।—মিশকাত

www.pathagar.com

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মহানবী (স.) সূরায় মরিয়মের وانذرهم يوم الحسرة (তাদেরকে আক্ষেপের দিন সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন কর) এই আয়াত পাঠ করে বললেন, মৃত্যুকে অবয়ব দিয়ে আনা হবে, আকৃতিতে তা সাদা ভেড়ার ন্যায় হবে, যার মধ্যে কালদাগ থাকবে, তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী দেওয়ালে দাঁড় করানো হবে। অতঃপর জান্নাতীদেরকে আওয়াজ দেওয়া হবে, হে জান্নাতবাসী। এই আওয়াজ তারা শুনে দৃষ্টি উঠিয়ে দেখবে। আর জাহান্নামবাসীদেরকে আওয়াজ দেওয়া হবে, হে জাহান্নামবাসী! এই আওয়াজ শুনে তারা দৃষ্টি উঠিয়ে দেখবে। অতঃপর সমগ্র জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমরা কি একে চেন? সকলেই উত্তর দেবে, হ্যাঁ চিনি, এ যে মৃত্যু। এর পর সকলের সম্মুখে মৃত্যুকে শোয়ায়ে যবাই করা হবে এবং বলা হবে—মৃত্যু আর আসবে না। এতে জান্নাতীরা আনন্দে আত্মহারা ও জাহান্নামীরা দুঃখে আরো ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। যদি জান্নাতীদের জন্য আল্লাহ্ চিরস্থায়ী জীবন না দিতেন তাহলে এই খুশীতে তারা মৃত্যুবরণ করতো আর জাহান্নামীদের জন্য যদি তিনি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে বসবাস করার ফয়সালা না দিতেন তা হলে তার এই দুঃখে মৃত্যুবরণ করতো।

আ'রাফবাসী

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের মধ্যে একটি যবনিকা থাকবে, এই দেওয়াল বা তার উপরি অংশের নাম আ'রাফ। যে সব মুসলমানের পাপ-পুণ্য সমান হবে তাদেরকে কিছু কালের জন্য এখানে রাখা হবে। আ'রাফের উপর থেকে তারা জান্নাতী ও জাহান্নামী উভয়কেই দেখতে ও চিনতে পারবে। উভয় শ্রেণীর লোকদের সাথে তারা কথাও বলতে পারবে। সূরা আ'রাফে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ

يطمعون —

উভয়ের মধ্যে এক পর্দা বা দেওয়াল হবে (যাকে আ'রাফ বলা হয়) এবং আ'রাফে কিছু লোক থাকবে যারা প্রত্যেককে তার লক্ষণ দ্বারা চিনবে এবং জান্নাতবাসীদের সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা এখনও জান্নাতে প্রবেশ করেনি, কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা করে।

আ'রাফে অবস্থানকারীরা জান্নাতী ও জাহান্নামী প্রত্যেককেই তাদের আকৃতি দ্বারা চিনতে পারবে। তারা জান্নাতীদেরকে বলবে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অথচ এখনও আ'রাফবাসীরা জান্নাত প্রবেশ করেনি তবে প্রবেশ করার আশা পোষণ করবে। আল্লাহ্ পাক অতঃপর বলছেন ঃ

وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا

لا تجعلنا مع القوم الظالمين —

আর যখন তাদের দৃষ্টি দোযখবাসীদের উপর গিয়ে পড়বে তখন তারা বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত করো না।

অতঃপর আ'রাফবাসীরা জাহান্নামবাসীদের তিরস্কার করবে। যেমন ঃ

ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا

ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء

www.pathagar.com

الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف

عليكم ولا انتم تحزنون -

আ'রাফবাসীরা যে লোকদেরকে লক্ষণ দ্বারা চিনবে, তাদেরকে সম্বোধন করে বলবে, তোমাদের দল ও তোমাদের অহংকার কোন কাজে এলো না। দেখ, এদেরই সম্বন্ধে কি তোমরা শপথ করে বলতে যে, আল্লাহ্ এদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন না, অথচ এদেরকেই সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

অবশেষে আ'রাফবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নাম এ দু'টি স্থানই আমলের প্রতিদানের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। জান্নাতে প্রবেশ করা সত্যিকারের সাফল্য আর জাহান্নামে প্রবেশ করা প্রকৃত বিপর্যয় ও ক্ষতি। এর চাইতে অধিক ক্ষতি আর কিছুই হতে পারে না। এ জগতে মানুষ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অহর্নিশি চেষ্টা করে এবং এ পথে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ হাসিমুখে সহ্য করে। মহান আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে হাশর-নশর, হিসাব, কিসাস, মীযান পুলসিরাত এবং জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করেছেন এবং সৎকর্ম করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত মরতে হবে। তবে যে ব্যক্তি জান্নাত লাভের আশায় মৃত্যুবরণ করেছে সে-ই সফলকাম ও কৃতকার্য। সূরায়ে আল-ইমরানে আল্লাহ্ বলেন ঃ

كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم

القيمة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما

الحيوة الدنيا الا متاع الغرور -

www.pathagar.com

জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। যাকে অগ্নি থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে দাখিল করা হবে, সে-ই সফলকাম এবং পার্থিব জীবন ছলনাময় সওদা ব্যতীত কিছু নয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বাবা আদম ও মা হাওয়া (আঃ)-কে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, "যে আমার হিদায়ত অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্টও হবে না, বদবখতও হবে না।" তিনি এও বলেছিলেন, "যারা আমার হিদায়ত মান্য করবে তাদের কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আর যারা আমার অবাধ্য হবে আমার আহকাম অস্বীকার করবে তারা জাহান্নামী হবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে।

ادخلنا الله الجنة دار النعيم واعاذنا من عذاب الجحيم

انه هو التواب الرحيم —

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

والحمد لله رب العلمين —

www.pathagar.com

বেহেশতের বিবরণ

জান্নাত কিসের তৈরী

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম– হে আল্লাহ্‌র রসূল! জান্নাত কিসের তৈরী? উত্তরে রসূল করীম (স.) ইরশাদ করলেন, একটি স্বর্ণের ইট, একটি রৌপের ইট এবং প্রাসাদ তৈরীর উপকরণ (যার দ্বারা ইটগুলোকে পরস্পর গাঁথা হয়েছে) তীব্র সুগন্ধিযুক্ত কস্তুরী, তার ইষ্টকচূর্ণ মোতি ও ইয়াকুত এবং তার মাটি জাফ-রান। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে চিরস্থায়ীভাবে নিয়ামতের মধ্যে থাকবে। সে কখনো কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী হবে না, অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে এবং কখনও তার মৃত্যু হবে না। জান্নাতীদের পোশাক—পরিচ্ছদ কখনও পুরাতন হবে না, তাদের যৌবন শক্তিও কখনো লোপ পাবে না।
—আহমদ ও তিরমিযী শরীফ

জান্নাতের বিস্তৃতি

সূরা আল-হাদীদে ইরশাদ হচ্ছেঃ

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ –

স্বীয় প্রতিপালকের মাগফিরাত লাভের প্রতি ধাবিত হও এবং ধাবিত হও এমন জান্নাতের পানে, যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের সমান। তা তৈরী করা হয়েছে সেসব লোকদের জন্য, যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলগণের উপর বিশ্বাস রাখে।

জান্নাত অত্যন্ত প্রশস্ত স্থান। একজন নিম্নতম জান্নাতীর সেখানে যা কিছু মিলবে তার পরিমাণ থেকেই জান্নাতের বিস্তৃতি ও প্রাচুর্য সম্পর্কে

www.pathagar.com

ধারণা করা যেতে পারে। কোন কোন রিওয়ায়েত অনুযায়ী নিম্নতম জান্নাতী এক হাজার বছরের দূরত্বেও তার উপভোগ্য সামগ্রী দেখতে পাবে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, একজন নিম্নতম জান্নাতী যে জায়গা পাবে তা হবে সমগ্র পৃথিবী ও তার দশ গুণের সমান। এসব বলা হয়েছে মানুষকে জান্নাতের বিস্তৃতি সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেবার জন্য।

সূরা আল-হাদীদে উক্ত হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের বোধশক্তি ও অনুভূতির আওতায় আনার জন্য জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের বিস্তৃতি সমান বলা হয়েছে। আর সূরা আল-ইমরানে

عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

(অর্থাৎ আসমান সমূহ ও যমীনের প্রশস্ততার সমান বলা হয়েছে। এখানে السماء আসমান শব্দটির বহুবচন السماوات ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ জান্নাতের বিস্তৃতি সমস্ত আসমান ও যমীনের বরাবর। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আর এতদ্‌সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্ন ও উত্তর নিম্নতম জান্নাতীর আলোচনা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের একশত সোপান রয়েছে। সমগ্র জাহান যদি এর একটিতেও একত্রিত হয় তবুও জায়গার সংকুলান হবে।

—তিরমিযী শরীফ

জান্নাতের তোরণদ্বার

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে যে মুসলমানই অযু করবে (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) খুব ভালভাবে পানি পৌঁছিয়ে দেবে এবং (অযু শেষে) নিম্নোক্ত কলেমাটি পড়বে তার জন্য জান্নাতের আটটি তোরণদ্বারই উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, সে যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। কলেমাটি হচ্ছে এই ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا

www.pathagar.com

عبده ورسوله -

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত কোন ইলাহ্‌ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর বান্দা ও রসূল। —মুসলিম শরীফ

আলোচ্য হাদীসের মর্ম থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতের তোরণদ্বার আটটি।

হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে (আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য) একই ধরনের দুটি জিনিস (যেমন-দুটি দিরহাম, দুটি দীনার, দুটি টাকা, দুটি কাপড়) ব্যয় করে সেগুলোর বিনিময়ে তাকে জান্নাতের দিকে আহ্‌বান করা হবে। হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ, এটা কতই না উত্তম, যে ব্যক্তি (অন্যান্য ফরয ও ধর্মীয় অনুশাসন আদায় করার সাথে সাথে) সালাত আদায়কারী ছিল, ফরয, সুন্নত, নফল-এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখত। এর অর্থ এটা নয় যে, কেবল নামায পড়েছিল এবং অবশিষ্ট ফরয ছেড়ে দিয়েছিল। এ কথাটি জিহাদ, সাদাকা ও রোযার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাকে সালাতের ফটক দিয়ে ডাকা হবে। যে ব্যক্তি জিহাদকারী ছিল তাকে জিহাদের ফটক দিয়ে আহ্‌বান করা হবে, যে ব্যক্তি দাতা ছিল তাকে সাদাকাহ্‌র ফটক দিয়ে ডাকা হবে, যে ব্যক্তি সিয়াম পালনকারী ছিল, তাকে বাবুর রাইয়ান (পরিতৃপ্ত দরজা) দিয়ে আহ্‌বান করা হবে। এসব শ্রবণ করে হযরত আবু বকর (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল। আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, সব তোরণদ্বার থেকে কোন এক ব্যক্তিকে আহ্‌বান করা তো জরুরী নয়। কেননা প্রকৃত উদ্দেশ্য (অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ) যে কোন একটি দরজা দিয়ে ঢুকলেই তো হাসিল হয়ে যায়। তবুও আরয করছি, এমন কোন ব্যক্তি হবে কি, যাকে প্রত্যেক তোরণদ্বার দিয়ে আহ্‌বান করা হবে? রসূল (স.) বললেনঃ হ্যাঁ। এমন ব্যক্তি নিশ্চয় হবেন। আর আমি আশা করি তুমি হবে তাদেরই অন্যতম। —তিরমিযী শরীফ

ফাত্‌হুল বারী গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য হাদীসের মর্মানুসারে জান্নাতের তোরণদ্বার চারটি বলে জানা গেল। ১. সালাত

www.pathagar.com

ফটক ২. জিহাদ ফটক ৩. সাদাকাহ ফটক ৪. রাইয়ান ফটক। এর-পর তিনি লিখেছেন, হজ্জ ফটক—باب الحج নামে একটি ফটক অবশ্যই থাকবে। আর একটি তোরণদ্বার হবে সে সব লোকদের জন্য যারা ক্রোধকে প্রশমিত করে। এ সম্পর্কে মুসনাদে আহমদে একটি হাদীস আছে। আর একটি ফটক হবে আল্লাহ্‌র উপর সেই ভরসাকারীদের জন্য যারা বিনা হিসাবে ও আযাব ব্যতিরেকে তা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বাবুয যিক্‌র নামেও একটি ফটক হবে যার প্রতি তিরমিযী শরীফের একটি হাদীস ইঙ্গিত করেছে। তবে অষ্টম দরজাটি বাবুয যিকর না হয়ে বাবুল ইলম (জ্ঞান তোরণদ্বার) হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। আল্লাহ্‌ই সম্যক জ্ঞাত। এসব কিছু ফাত্‌হুল বারীতে রয়েছে।

অতঃপর লিখেন, এটাও হতে পারে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ফযীলত ও মর্যাদার দিক বিবেচনা করে যে সব ফটকের উল্লেখ করা হয়েছে সে-গুলো জান্নাতের প্রাথমিক প্রধান প্রধান তোরণদ্বার ব্যতীত অভ্যন্তরীণ ফটকও হতে পারে। কেননা সংকর্মের সংখ্যা আট থেকে অনেক বেশী। প্রত্যেক নেক আমলের জন্য একটি করে দরজা হলে অনেক দরজা হওয়া উচিত। এজন্য এটাই গ্রহণযোগ্য যে, সংকর্মের ফটকসমূহ অভ্যন্তরীণ ফটকই হবে।

একদা বসরার গভর্নর হযরত উত্‌বা ইবনে গাযওয়ান (রাঃ) খুতবা দান প্রসঙ্গে বলেনঃ নিশ্চয়ই তোমরা এমন একটি জগতের দিকে পাড়ি জমাচ্ছ যেখান থেকে আর কোথাও যেতে হবে না। অতএব তোমরা এখান থেকে উত্তম কার্যাবলী নিয়ে রওয়ানা হও। তিনি অতঃপর বলেনঃ আমাদের বলা হয়েছে জান্নাতের কপাটসমূহের মধ্যে দুটি কপাটের মধ্যবর্তী দূরত্ব চল্লিশ বছরের দূরত্বের সমান। আর এটা নিশ্চিত কথা যে, এমন একদিন উপস্থিত হবে যেদিন প্রবেশকারীদের ভীড়ের দরুন এতবড় দরজাও সংকীর্ণ হয়ে পড়বে। —মুসলিম শরীফ

বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেনঃ সেই মহান সত্তার শপথ যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, জান্নাতের কপাটসমূহের মধ্যে দুটো কপাটের মধ্যবর্তী দূরত্ব মক্কা নগরী ও হিজর শহরের দূরত্বের সমান। —আত-তারগীব ওয়াত তারহীব

'মাজমাউল বাহর' গ্রন্থের লেখক উল্লেখ করেন যে, হিজর হচ্ছে বাহরা-য়নের রাজধানী।

www.pathagar.com

উভয় হাদীসের মাধ্যমে জান্নাতের ফটকসমূহের বিস্তৃতি ও গ্রন্থের বিষয়টি জানা গেল। প্রথমোক্ত হাদীসে দু'কপাটের মধ্যবর্তী দূরত্ব চল্লিশ বছরের দূরত্বের সমান বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদীসে মক্কা ও হিজরের মধ্যবর্তী দূরত্বের সঙ্গে এর তুলনা করা হয়েছে। উপস্থিত লোকদের বোঝানোর সুবিধার্থে তাদের পরিভাষা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (স.) কখনো এরূপ বলেছেন আবার কখনো অন্যরূপ বলেছেন। তবে এটা নিশ্চিত কথা যে, জান্নাতের তোরণদ্বারের বিস্তৃতি অনেক বড়। যেমন ঘর তেমনি দরজা।

হযরত সাহ্ল ইবনে সাদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেনঃ অবশ্যিই আমার উম্মতের সত্তর হাজার কিংবা সাত লাখ লোক পরস্পর ধরাধরি করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদের দলের শেষ ব্যক্তি প্রবেশ না করা অবধি প্রথম ব্যক্তি প্রবেশ করবে না। অর্থাৎ একই সময়ে তারা পাশাপাশি সারিবদ্ধ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। রসূলে করীম (স.) আরও ইরশাদ করেছেন, তাদের মুখমণ্ডলগুলো হবে চতুর্দশী চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল। —আত-তারগীব, বুখারী ও মুসলিমের সূত্র ধরে

জান্নাতে প্রবেশকারী দুটি দল

সূরা ওয়াকিয়াতে জান্নাতে প্রবেশকারীদের তিনটি দলের উল্লেখ আছে। তাতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিনে মানুষ তিনটি দলে বিভক্ত হবে। যথাঃ ১. আসহাবুল ইয়ামীন অথবা আসহাবুল মাইমানা (দক্ষিণ হস্তধারী) ২. মুকাররাবীন (আল্লাহ্র নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দা, যেমন নবী, রসূল, অলীআল্লাহ্, সিদ্দীক, শহীদ ও অন্যান্য আল্লাহ্ভীরু ৩. আসহাবুশ শিমাল কিম্বা আস্হাবুল মাশয়ামাহ (বাম হস্তধারী), যাদের বাম হাতে আমালনামা প্রদান করা হবে। প্রথমোক্ত দুইদল তো জান্নাতী হবে। তবে তাদের মর্যাদার মধ্যে কিছুটা তারতম্য হবে। মুকাররাবীন দলটি বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবে। আর দক্ষিণ হস্তধারী মুমিনগণ ওদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদার অধিকারী হবে। আর তৃতীয় দলটি অর্থাৎ বাম হস্তধারীরা হবে জাহান্নামী।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে মুকাররাবীনদের পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন যে, তাদের একটি বড় দল পূর্ববর্তীদের

www.pathagar.com

মধ্য থেকে হবে। আর একটি ক্ষুদ্র দল পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে। এই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোক কারা? এ পর্যায়ে বয়ানুল কুরআনের লেখক বলেন, অগ্রবর্তী দল বলতে মুতাকাদ্দিমদের বোঝায় অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) থেকে রসূলে করীম (স.) পর্যন্ত। আর পরবর্তী দল বলতে রসূলে করীম (স.)-এর উম্মত অর্থাৎ তাঁর যুগ থেকে আরম্ভ করে কিয়ামত অবধি আগত সকল মুসলমানদের বোঝায়।

—কাযাফিদ-দুররে মারফুআন আ'ন জাবির

অতঃপর তিনি আরো বলেন, মুতাকাদ্দিমদের মধ্যে অগ্রবর্তীদের সংখ্যাধিক্য এবং মুতাআখখিরীনদের মধ্যে অল্প সংখ্যক হওয়ার কারণ হলো, বিশেষ গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিরা প্রত্যেক যুগেই কম হয়ে থাকেন। মুতাকাদ্দিমদের যুগ নিশ্চয়ই উম্মতে মুহাম্মদীর যুগ থেকে দীর্ঘতর। এই দীর্ঘতর যুগে যত সংখ্যক বিশেষ মর্যাদাবান লোক ছিলেন তার মধ্যে কমবেশী লাখ কিংবা দু'লাখ নবী রসূলই ছিলেন। অতএব অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র যমানায় মুকাররাবীনের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাসীর অগ্রবর্তী ও পরবর্তী দলের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অপর একটি কথারও উল্লেখ করেছেন।

এবার মুকাররাবীনের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنت
النعيم ثلة من الاولين - وقليل من الاخرين على سرر
موضونة - متكئين عليها متقابلين - يطوف عليهم
ولدان مخلدون - باكواب واباريق وكاس من معين

لا يصدعون عنها ولا ينزفون - وفاكهة مما يتخيرون -

ولحم طير مما يشتهون - وحور عين - كامثال اللؤلؤ

المكنون - جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها

لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما -

অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী। ওরাই হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত-সুখপ্রদ উদ্যানে। এদের বৃহৎ দলটি হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য হতে এবং ক্ষুদ্র দলটি হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে। স্বর্ণখচিত আসনে তারা হেলান দিয়ে বসবে, পরস্পর মুখামুখি হয়ে, তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির-কিশোরেরা, পানপাত্র, প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে, সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না' তারা জ্ঞানহারাও হবে না। ওরা তাদের পসন্দমত ফলমূল পরিবেশন করবে। আরও পরিবেশন করবে তাদিগের ইপ্সিত পক্ষীর মাংস। সেথায় তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হূর, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ। এসবই তাদের কর্মের পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হবে। সেথায় তারা অসার কিংবা পাপবাক্য শুনবে না। কেবল শুনবে সালাম, সালাম—শান্তি, শান্তি।

অতঃপর দক্ষিণ হস্তধারীদের উল্লেখপূর্বক ইরশাদ হচ্ছে ঃ

واصحب اليمين - ما اصحب اليمين - فى سدر مخضود -

وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب - وفاكهة كثيرة

لا مقطوعة ولا ممنوعة - وفرش مرفوعة - انا انشانهن

www.pathagar.com

انشاء فجعلنهن ابكارا عربا اترابا لاصحب اليمين -

ثلة من الاولين وثلة من الاخرين -

যারা দক্ষিণ হস্তধারী হবে তারা কতই না ভাগ্যবান। তারা অবস্থান করবে উদ্যানে, যেখানে রয়েছে কণ্টকহীন বদরি বৃক্ষ, কাদি কাদি কলা, সম্প্রসারিত ছায়া, প্রবহমান পানি ও পর্যাপ্ত ফলমূল-যা শেষ হবে না এবং যা নিষিদ্ধও হবে না। তাদের জন্য থাকবে সম্ভ্রান্ত শয্যা--সঙ্গিনীও, যাদের আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। যাদেরকে করেছি চিরকুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা। এসব কিছুই দক্ষিণ হস্তধারীদের জন্য। তাদের অনেকে হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং অনেকে হবে পরবর্তীদিগের মধ্য থেকে।

এরপরে কুরআন শরীফে আসহাবুশ শিমাল অর্থাৎ জাহান্নামী ও তাদের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ (ক) মুকাররাবীন (নৈকট্যপ্রাপ্ত)-দের পুরস্কারের ক্ষেত্রে ঐসব আরামপ্রদ জীবনোপকরণের আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়, যা শহুরে লোকদের অত্যধিক পসন্দনীয়। আর দক্ষিণ হস্তধারীদের প্রতিদানের ব্যাপারে সেসব আরামপ্রদ জীবনোপকরণের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, যা গ্রামবাসীদের নিকট অত্যধিক প্রিয়। সুতরাং এ দু'দল লোকের মধ্যে শহুরে ও গ্রামীণদের মধ্যকার ব্যবধান থাকবে, যা ইঙ্গিতে বোঝা যায়।

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, মুকাররাবীনের প্রতিদানের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে আসহাবুল ইয়ামীন তা থেকে বঞ্চিত হবে। আর আসহাবুল ইয়ামীনের (দক্ষিণ হস্তধারী) প্রতিদানের ব্যাপারে যেসব নিয়ামতের উল্লেখ রয়েছে, মুকাররাবীন তা থেকে বঞ্চিত হবে। এবং নিয়ামত উপভোগের ক্ষেত্রে সকলেই শরীক হবে। অল্পবয়স্ক সুদর্শন সেবক শরবত, ফলমূল ইত্যাদি সকলেই পাবে। তবে হ্যাঁ, মুকাররাবীন ও আসহাবুল ইয়ামীনের মর্যাদা ও সম্মানের ক্ষেত্রে কিছুটা তারতম্য হবে, যা উপরের বর্ণনার আলোকে প্রতিভাত হয়েছে।

www.pathagar.com

(খ) সাধারণ ঈমানদার জান্নাতীকে আসহাবুল ইয়ামীন (দক্ষিণ হস্তধারী) বলা হয়েছে কেননা তাদের ডান হাতে আমালনামা প্রদান করা হবে। যদিও এ ব্যাপারটি মুকাররাবীনদের শামিল করে তথাপি সাধারণ ঈমানদারদের উক্ত বিশেষণের দ্বারা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের মধ্যে আসহাবুল ইয়ামীন (দক্ষিণ হস্তধারী) গুণের চাইতে অন্য কোন বিশেষ গুণ পাওয়া যায় না। —বয়ানুল কুরআন

জান্নাতে সসম্মানে প্রবেশাধিকার, ফিরিশতাদের পক্ষ থেকে সালাম, অভ্যর্থনা, মুবারকবাদ জ্ঞাপন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থানের ঘোষণা

সূরা হিজর-এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ -

নিশ্চয়ই আল্লাহ্-ভীরু বান্দাগণ উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে, তাদের বলা হবে যে, তোমরা এতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর।

সূরা যুমার-এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ -

এমনকি যখন তাঁরা জান্নাতের নিকট পেঁছবেন এবং তাঁদের সম্মানার্থে এর তোরণদ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে এবং তথাকার কোষাধ্যক্ষ ফিরিশতা তাঁদের বলবেন, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আপনারা খুব আরাম-আয়েশের মধ্যে থাকুন, আর চিরস্থায়ীভাবে এতে প্রবেশ করুন। অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের জান্নাতে অবস্থানের জন্য ইষষত

www.pathagar.com

ও সম্মানের সহিত প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। তাদের অভ্যর্থনার জন্য পূর্ব থেকেই জান্নাতের ফটক অর্গলমুক্ত করে দেওয়া হবে। জান্নাতের নিরাপত্তা প্রহরী ফিরিশতা তাদেরকে সালাম করবেন এবং সুখ-সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের জন্য তাদেরকে মুবারকবাদ জ্ঞাপন করবেন। ঘোষণা প্রদান করা হবে, 'আপনারা এমন স্থানে অবস্থান করছেন যেথায় শান্তি, নিরাপত্তা আর প্রশান্তি বিরাজমান। এখানে চিরস্থায়ীভাবে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকুন। এখানে আপনাদের কোন ভয়ের উদ্রেক হবে না, আর না কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা এবং দুঃখ-কষ্টও থাকবে।

প্রবেশের পর মুবারকবাদ

সূরা রা'দ-এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلوة
وانفقوا مما رزقنهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة
السيئة اولئك لهم عقبى الدار جنت عدن يدخلو
نها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم والملئكة
يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم
فنعم عقبى الدار –

যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দকে দূরীভূত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম। স্থায়ী জান্নাতে তারা প্রবেশ করবে। তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও। আর ফিরিশতারা তাদের নিকট প্রত্যেক তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের প্রতি শান্তি। এ জগতে কি সুন্দর পরিণাম তোমাদের।

প্রখ্যাত তফসীরকারক আল্লামা ইবনে কাসীর আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, জান্নাতবাসীদের জান্নাতে প্রবেশের সময় সালাম ও মুবারকবাদ জ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রত্যেক দিক থেকে ফিরিশতারা দলে দলে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্‌র নৈকট্য, পুরস্কার, শান্তিপূর্ণ স্থানে অবস্থান, নবী-রসূল ও সিদ্দীকদের প্রতিবেশী হিসাবে বসবাসের যে সৌভাগ্য তারা লাভ করেছে, সেজন্য তাদেরকে মুবারকবাদ দেওয়া হবে।

জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতবাসীদের কৃতজ্ঞতাসূচক বাণী

সূরা যুমার-এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده واورثنا الارض

نتبوا من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العملين ـ

জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর বলবে—সমগ্র প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদের জন্য তাঁর অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছেন আর আমাদিগকে এ ভূখণ্ডের উত্তরাধিকারী করেছেন। জান্নাতে আমরা যথা ইচ্ছা অবস্থান করবো। সৎ কর্ম সম্পাদনকারীদের প্রতিদান কতই না উত্তম!

www.pathagar.com

'যেখানে ইচ্ছা আমরা অবস্থান করব'—এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক জান্নাতীকে অনেক প্রশস্ত স্থান দান করেছেন। আর এ বিস্তৃত স্থানের যে কোন জায়গায় অবস্থানের ইখতিয়ারও তাকে দিয়েছেন। এতে কোন প্রতিবন্ধকতার অবকাশ মাত্র নেই। আর এতে এমন কোন জায়গা নেই যা অবস্থানের অনুপযোগী। নিজের এলাকা থেকে অন্য কোন জান্নাতীর সাথে দেখা করার ইখতিয়ারও তাদের রয়েছে।

সূরা আ'রাফ এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ
لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ
تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করব, তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হবে নদী এবং তারা বলবে--সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি আমাদেরকে এর পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদিগকে পথ না দেখালে আমরা কখনও এ পথ পেতাম না। আমাদের প্রতিপালকের রসূলগণ তো সত্যবাণী এনেছিলেন (এবং) তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যা করতে তারই বিনিময়ে তোমাদিগকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে।

প্রবেশের পর জান্নাতীদের প্রথম নাশতা

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিনে যমীন একটি রুটির রূপ

www.pathagar.com

পরিগ্রহ করবে, যাকে মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ্ স্বীয় করায়ত্তে নিয়ে উলট পালট করতে থাকবেন, যেমনিভাবে তোমাদের মধ্যে কেউ সফর অবস্থায় রুটিকে উলট-পালট করে থাক। (ওলট-পালট করে সমতল বানিয়ে) আল্লাহ্ তা'আলা যমীনকে জান্নাতীদের সামনে সর্বপ্রথম আতিথ্য হিসাবে পেশ করবেন।

হুযূর আকরাম (স.) একথা বলছিলেন। এমন সময় এক য়াহূদী তার দরবারে এসে পেঁছলো এবং বললো ঃ হে আবুল কাসিম, আল্লাহ্ আপনার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আমি কি আপনার কাছে আরয করতে পারি যে, কিয়ামতের দিন জান্নাতীদের প্রথম মেহমানদারী কোন্ জিনিস দ্বারা হবে? রসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ, বলো। সে ঠিক সেভাবে বললো যেভাবে রসূল করীম (স.) বলেছিলেন। অর্থাৎ যমীন একটি রুটিতে পরিণত হবে (যা জান্নাতবাসীরা সর্বপ্রথম নাশতা হিসাবে খাবে)।

বর্ণনাকারী বলেন—য়াহূদীর এ কথা শ্রবণ করে হুযূর আকরাম (স.) আমাদের দিকে লক্ষ্য করে এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির শেষ দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো। (তাঁর এই হাসি এ কারণে ছিল যে আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামকে (আঃ) যেসব জ্ঞান দান করেছেন, আমাকেও তা দান করেছেন এবং তার কিছু কিছু বর্ণনা পরম্পরায় য়াহূদীদের মধ্যেও মশহূর ও বিখ্যাত হয়ে আছে)।

ঐ য়াহূদী আরও বলল, আপনাকে কি এটাও বাতলিয়ে দেব যে, জান্নাতীদের তরকারী হবে কিসের (যার দ্বারা মেহমানেরা সেই রুটি ভক্ষণ করবে, যা যমীন দ্বারা তৈরী করা হয়েছে)? রসূল (স.) বললেন, হ্যাঁ, বলে দাও। বললো, তা হবে ষাঁড় ও মাছ, যার কলিজার অতিরিক্ত অংশ সত্তর হাজার লোকে খাবে। —জামউল ফাওয়ায়েদ

জান্নাতে পানাহারের নিমিত্ত অসংখ্য নিয়ামত মওজুদ থাকবে। জান্নাতে প্রবেশের পর জান্নাতীরা কেবল পানাহারেই মগ্ন থাকবে। কিন্তু সর্ব প্রথমে নাশতা হিসাবে যা পেশ করা হবে তা হবে যমীনের তৈরী রুটি। এ নাশতা খাওয়ানোর মধ্যে হিকমত হচ্ছে এই যে, জীবনের মধ্যে নানা ধরনের উপাদেয় উপকরণ আমানত রাখা হয়েছে যা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন এলাকায় ফলমূল,

www.pathagar.com

শস্যদানা, তরকারী এবং অন্যান্য বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায়। মানুষ তো যমীন থেকে উৎপাদিত প্রত্যেক প্রকারের খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করে নাই, কেউ একটি খেয়েছে তো কেউ অন্যটি। তাই জীবনের সবগুলো মজাদার বস্তুর সমন্বয়ে রুটি বানিয়ে তার স্বাদ গ্রহণের সুযোগ জান্নাতীদের দেওয়া হবে। তখন জান্নাতীদের চাক্ষুষ প্রত্যয় জন্মাবে যে, তারা পৃথিবীতে যা কিছু পানাহার করেছে তার সবই জান্নাতের নিয়ামতের তুলনায় নিকৃষ্টতর।

জ্ঞাতব্য ঃ য়াহুদী ব্যক্তি রুটির সাথে (তরকারী হিসাবে) ষাঁড় ও মাছের যে উল্লেখ করেছে, রসূল করীম (স.) তা রহিত করেন নি। এর দ্বারা প্রতীয়-মান হয়ে যে, সে ঠিকই বলেছে। আর সে বলেছে মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ সত্তর হাজার লোকে খেতে পারবে। এ প্রসঙ্গে মুসলিম শরী-ফের ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী লিখেছেন, কলিজার একটুকরা ঝুলন্ত থাকে যা খাবার হিসাবে কলিজার উত্তম অংশ। কলিজার অতিরিক্ত অংশ বলতে সেটাকেই বোঝানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে—যমীনের রুটি কি ভাবে খাওয়া হবে, আমরা তো দেখতে পাই যমীনের ধুলাবালি খাদ্যের সাথে মিশে গেলে তাতে এক প্রকার খটখটে ভাবের উদ্রেক হয়।

এর উত্তর এই যে, পৃথিবীতে যত প্রকার শস্যদানা, ফলমূল, তরকারী এবং খাদ্য-উপকরণ রয়েছে-সবই যমীন থেকে উদ্ভূত। যে মহাশক্তিধর আল্লাহ্ তা'আলা যমীন থেকে এসব মজাদার জিনিস বের করেন, স্বয়ং যমীনকে মজাদার বস্তুতে পরিণত করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই তাঁর রয়েছে। তাছাড়া এতে তিনি এমন অবস্থার সৃষ্টি করে দেবেন যার ফলে জিহবাও স্বাদ গ্রহণে সক্ষম হবে এবং কণ্ঠনালী দিয়েও তা অতি সহজে পাকস্থলীতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্ সব কিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

জান্নাতবাসীদের আকৃতি, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করছেন, জান্নাতে প্রবেশকারী প্রথম দলভুক্তদের মুখমণ্ডল চতুর্দশীর চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও চমকপ্রদ হবে। তাদের পরবর্তী (দ্বিতীয় পর্যায়ের) প্রবেশকারীদের মুখমণ্ডল তারকারাজির ন্যায় জ্যোতির্ময় হবে। আর সব

www.pathagar.com

জান্নাতীদের অন্তঃকরণ একটি অন্তঃকরণ সদৃশ হবে। অর্থাৎ তাদের পারস্পরিক ভালবাসা ও প্রেম এত গভীর হবে যেমন দেহ অনেক কিন্তু হৃদয় এক। তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ থাকবে না, থাকবে না বৈরিতা। প্রত্যেকের জন্য (আয়তলোচনা হুরদের মধ্য থেকে কম পক্ষে) দুইজন সঙ্গিনী থাকবে। এসব হুরদের হাঁটু ও গোড়ালির মধ্যবর্তী অংশ এত স্বচ্ছ সুন্দর হবে যে, তার হাড় গোশতের বাহির থেকে পরিদৃষ্ট হবে। এসব লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করবে। তাদেরকে কোন অসুখ স্পর্শ করবে না। তাদের নাক থেকে কফ ইত্যাদি নির্গত হবে না, মুখে থুথু থাকবে না। তাদের বাসনগুলো হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত। তাদের চিরণী হবে স্বর্ণ নির্মিত। তাদের আংটিগুলোর মধ্যে সুগন্ধি ছড়ানোর জন্য যে বস্তু জ্বলবে তা হবে এক ধরনের কাঠ। আর তাদের শরীর থেকে নির্গত ঘাম কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত হবে। —বুখারী শরীফ

আলোচ্য হাদীসে জান্নাতীদের সৌন্দর্য, সৌষ্ঠবতা এবং তাদের সহধর্মিণীদের অনুপম রূপলাবন্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা হবে স্বচ্ছ সুন্দর ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাদের নাক সাফ করার প্রয়োজনীয়তা থাকবে না এবং তাদের থুথু ফেলার দরকার পড়বে না। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ

لَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ -

জান্নাতীরা প্রস্রাব করবে না, তাদের মলত্যাগেরও দরকার হবে না। তাদের শরীরে যে ঘাম হবে তা উত্তাপের কারণে নয় বরং খাদ্য হজমের মাধ্যম হিসাবে। আর সে ঘাম হবে সুগন্ধিযুক্ত ও সুখপ্রদ।

আলোচ্য হাদীসে আছে যে, জান্নাতীদের আংটির মধ্যে জ্বলমান উজ্জ্বলতর বস্তুটি হবে আওদ। সাধারণভাবে 'আওদ' দ্বারা এক প্রকার কাঠ ধরে নেওয়া যেতে পারে, যার সরু অংশ দ্বারা আগরবাতি তৈরী হয়। যেহেতু এটা মূল্যবান বস্তু তাই অপরাপর লাকড়ির শলাকার মাথায় এর মন্ড লেপটিয়ে আগরবাতি তৈরী করা হয়। জান্নাতে কোন জিনিসের কমতি হবে না। কাজেই সুগন্ধির জন্য আস্ত লাকড়িই পোড়ানো হবে, এর মন্ড তৈরী করার কোন প্রয়োজন হবে না।

www.pathagar.com

জ্ঞাতব্য ঃ ১. বুখারী শরীফে আছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন তখন তার দেহের দৈর্ঘ্য ষাট হাত লম্বা ছিল। আর জান্নাতে যিনি প্রবেশ করবেন তার দৈর্ঘ্যও ষাট হাত লম্বা হবে।

—বুখারী শরীফ, আদম ও তাঁর বংশধরদের সৃষ্টি অধ্যায়

এখন প্রশ্ন, এত দীর্ঘ মানুষ কি দেখতে মানানসই হবে? উত্তর এই যে, সকলেই যখন একই আকৃতি বিশিষ্ট ও একই রকম দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হবে তখন কারোর আকৃতিই বেমানান হবে না। বরং সকলের কাছেই তা পসন্দনীয় হবে।

জ্ঞাতব্য ঃ ২. হাদীসে بكرة وعشيا (সকাল ও সন্ধ্যা) শব্দ দুটোর বিশ্লেষণ সম্পর্কে হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ লিখেছেন যে, এর দ্বারা বাস্তব সকাল-সন্ধ্যা বোঝানো হয়নি। কেননা সেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হবে না, বরং একই ধরনের পরিবেশ বিরাজ করবে।

ফাতহুল বারী গ্রন্থের একটি দুর্বল রিওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ্‌র আরশের নীচে একটি পর্দা ঝুলানো থাকবে। সেটা ভাঁজ করে দেওয়াকে সন্ধ্যা এবং বিস্তৃত করে দেওয়াকে সকাল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সেই পর্দা থেকে সকাল ও সন্ধ্যার আলামত প্রকাশ পাবে। আর এটা হচ্ছে আল্লাহ্‌র পবিত্রতা জ্ঞাপন করার প্রকৃষ্ট সময়। যদিও জান্নাতীদের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় আপনা আপনি তাসবীহ্ জারী থাকবে তথাপি তারা স্বেচ্ছায় সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ্ পাঠে মশগুল থাকাটাকে পসন্দ করবে। তারা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র তাসবীহ্ পাঠ করবে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তাসবীহ তো পৃথিবীর নির্ধারিত জীবনের জন্যে, জান্নাত তো প্রতিদানের স্থান। এর উত্তর এই যে, সেখানকার তাসবীহ্ তো স্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সেখানে তো সকাল-সন্ধ্যা নেই, কেননা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত তথায় নেই। উত্তর এই যে, সকাল-সন্ধ্যা দ্বারা দুটি পরিমাপকে বোঝানো হয়েছে। —বুখারীর টীকা

জান্নাতীদের দাড়ি হবে না এবং তাদের চক্ষুযুগল সুরমা মাখা হবে

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতীরা দাঁড়ি গজায়নি এমন যুবাবয়সের হবে।

www.pathagar.com

তাদের চক্ষুযুগল এত সুন্দর ও মানানসই হবে যে, সুরমা লাগানো ব্যতিরেকে তা সুরমা মাখা মনে হবে। তাদের যৌবন কখনো নিঃশেষ হবে না এবং তাদের পরিধেয় বস্ত্রাদিও কখনো জীর্ণ শীর্ণ হবে না।

—তিরমিযী

জান্নাতবাসীরা দাঁড়ি গজায়নি এমন যুবা বয়সের হবে। অর্থাৎ তাদের শরীরে কোন প্রকার পশম ও লোম থাকবে না এবং সকলেই (স্ত্রী-পুরুষ) দাঁড়িবিহীন হবে। শরীরে লোম ও পশম না হওয়ার দু'টি কারণ থাকতে পারে। এক ঃ মাথার চুল ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও পশম হবে না। দুই ঃ যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লোম ও পশম পরিষ্কার করার দরকার পড়ে (যেমন নাভীর নিম্নাংশ, উভয় বগল) সেসব স্থানে লোম মোটেই হবে না। আর বক্ষ, পিন্ডলী ইত্যাদি স্থানে যে লোম হবে তা হবে খুব হালকা ধরনের, যাতে ত্বকের সৌন্দর্য ঢাকা না পড়ে। মাথার চুলের কথা পৃথকভাবে কোন রিওয়ায়েতে পাওয়া যায় নি। তবে বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, তাদের চিরণীগুলো হবে স্বর্ণের তৈরী। এর দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, তাদের মাথায় চুল থাকবে।

মুখমণ্ডলে দাঁড়ি না হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জান্নাতে পুরা হবে। আমাদের এক বুযুর্গের নিকট কেউ প্রশ্ন করেছিল, দাঁড়ি না হওয়ার কি উপকারিতা ? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, এর উত্তর যারা দাঁড়ি মুন্ডন করে তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর। যা হোক, জান্নাতে তো প্রত্যেক জিনিস সুন্দর হবে। দাঁড়ি না হওয়ার কারণে পুরুষদের সৌন্দর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আর নিম্নভাগ থেকেও কোন পশম বের হবে না যাতে মুন্ডনের দরকার পড়ে এবং ত্বকের সৌন্দর্য নষ্ট হয়।

জান্নাতীদের সুস্থতা ও যৌবন শক্তি

হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, এক ঘোষণাকারী জান্নাতীদের সম্বোধন করে ঘোষণা করবে, 'হে জান্নাতবাসীরা, তোমাদের জন্য এ বিষয়টি নির্ধারিত যে, তোমরা সার্বক্ষণিক সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। আর এটাও নির্ধারিত যে, তোমরা হবে চিরঞ্জীব,

www.pathagar.com

কখনও মৃত্যু তোমাদের স্পর্শ করবে না। তোমরা সর্বদাই যুবক থাকবে, কখনও বার্ধক্যে উপনীত হবে না। আর তোমরা সদাসর্বদা নিয়ামতের মধ্যে পরিবেষ্টিত থাকবে, কখনও অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না।

—মুসলিম শরীফ

জান্নাতীদের বয়স

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণকারী জান্নাতী ব্যক্তি, চাই বয়সে বড় হোক কিংবা ছোট, জান্নাতে প্রবেশের সময় ত্রিশ বছর বয়স্ক যুবক হবে। এ থেকে সে কখনও সামনে অগ্রসর হবে না। —বুখারী শরীফ

কোন কোন রিওয়ায়েতে 'তেত্রিশ বছর' কিংবা 'বত্রিশ বছরের' কথা উল্লেখ আছে। তবে অন্য এক রিওয়ায়েতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ ব্যতিরেকে তেত্রিশ বছরের কথা উল্লেখ আছে।

ত্রিশ বছর বয়স মধ্যম ধরনের বয়স। এতে বালকোচিত পরিপক্কতা নেই, যৌবন কালের উন্মত্ততা নেই এবং বার্ধক্যও নেই। এ সময় বার্ধক্যের কোন নমুনাই প্রকাশ পায় না। এই সময়টা পূর্ণ যৌবন ও পরিপূর্ণ বোধশক্তির সময়, সাবধানতা ও অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার সময়। এ বয়সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সুঠাম হয়। তাই জান্নাতবাসীদের জন্য এই বয়সই নির্ধারিত হয়েছে। ছোট হোক কিংবা বড়, প্রত্যেকের বয়সই ত্রিশ বছর করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ ত্রিশ বছর বয়স্ক লোকদের যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকে (যার আলোচনা উপরে করা হয়েছে) সকল জান্নাতীর তা থাকবে। তারা সদা সর্বদা জান্নাতে অবস্থান করবে। কিন্তু তাদের জীবনে বার্ধক্য আসবে না, তাদের যৌবন শক্তি হ্রাস পাবে না; ভাটা পড়বে না তাদের অনুভূতি ও বোধশক্তিতে। তাদের দাঁত কখনও উপড়াবে না, দৃষ্টিশক্তিতে ঘাটতি দেখা দেবে না। অবশ্য কোন কোন রিওয়ায়েতে জান্নাতীদের বয়স তেত্রিশ বছর উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

জান্নাতের উদ্যান ও বৃক্ষরাজি

সূরা আন-নাবা-এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا

وكأسا دهاقا -

মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য, আরও আছে উদ্যান ও আঙুর বৃক্ষ, সমবয়স্কা উদ্ভিন্ন যৌবন তরুণী এবং পূর্ণ পান পাত্র।

আর সূরা যারিয়াত-এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إن المتقين في جنة وعيون آخذين ما آتاهم ربهم

إنهم كانوا قبل ذلك محسنين -

নিশ্চয়ই সাবধানী লোকেরা উদ্যান ও প্রস্রবণসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে। তারা উপভোগ করবে যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দেবেন-কারণ, পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন বিস্তীর্ণ একটি ফলবৃক্ষ হবে যার ছায়ায় অতি দ্রুতবেগধারী হালকা-পাতলা ঘোড়ার উপর সওয়ারী ব্যক্তি একশত বছর পর্যন্ত দৌড়ালেও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না। —বুখারী, মুসলিম

এর পর তিনি বলেন ঃ وذلك الظل الممدود অর্থাৎ এটা সূরা ওয়াকি-য়াতে উল্লেখিত وظل ممدود (বিস্তীর্ণ ছায়া বিশিষ্ট বৃক্ষ)।

—আত তারগীব ওয়াত তারহীব

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে এমন কোন বৃক্ষ নেই যার শাখা-প্রশাখা স্বর্ণের নয়।
—তিরমিযী শরীফ

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আমি হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর নিকট গেলাম। আলাপ-আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি একটি ছোট কাষ্ঠখণ্ড হাতে নিলেন যা তার দুই আঙ্গুলের মাঝখানে সঠিকভাবে দেখা যাচ্ছিল না। সেটাকে হাতে নিয়ে তিনি বললেন, হে জারীর! যদি তুমি জান্নাতে এতটুকু লাকড়ি অনুসন্ধান কর তবু পাবে না। আমি আরয করলাম তাহলে 'নাখাল' (খেজুর গাছ) এবং অন্যান্য বৃক্ষ কোথায় যাবে (কুরআন ও হাদীসে যেগুলোর উল্লেখ আছে)? তিনি বললেন, খেজুর বৃক্ষ ও গাছ-পালা তো সেখানে থাকবে তবে তা কাঠের হবে না, বরং তার শাখাগুলো মোতি ও স্বর্ণের তৈরী হবে। আর তাতে থাকবে কাঁদি কাঁদি খেজুর। —বায়হাকী

সূরা আর-রহমানের তৃতীয় রুকুর প্রথমার্ধে দুটি উদ্যানের উল্লেখ আছে, যা বিশেষ নৈকট্য প্রাপ্তদের জন্য সংরক্ষিত। অর্থাৎ প্রত্যেক নৈকট্য-প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য দুটি করে উদ্যান থাকবে। অতঃপর উক্ত রুকুর দ্বিতীয়ার্ধে অপর দু'টি উদ্যানের কথা উল্লেখ আছে যা সাধারণ মুমিনদের জন্য সংরক্ষিত। প্রত্যেকেই দুটি করে পাবে। কিন্তু নৈকট্য প্রাপ্তদের উদ্যানগুলো থেকে তা হবে একটু নিম্নমানের।

ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ -
ذَوَاتَا أَفْنَانٍ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - فِيهِمَا عَيْنَانِ
تَجْرِيَانِ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - فِيهِمَا مِنْ كُلِّ
فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - مُتَّكِئِينَ

www.pathagar.com

عـلى فـرش بـطائـنـهـا مـن اسـتـبـرق - وجـنـا الـجـنـتـيـن دان -

فـبـاى الاء ربـكـمـا تـكـذبـان - فـيـهـن قـصـرات الـطـرف لـم

يـطـمـثـهـن انـس قـبـلـهـم ولا جـان - فـبـاى الاء ربـكـمـا تـكـذبـان -

كـانـهـن الـيـاقـوت والـمـرجـان - فـبـاى الاء ربـكـمـا تـكـذبـان -

هـل جـزاء الاحـسـان الا الاحـسـان - فـبـاى الاء ربـكـمـا تـكـذبـان -

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য (প্রত্যেক মুত্তাকীর জন্য) রয়েছে দু'টি উদ্যান। সুতরাং হে জীন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? উভয়ই বহু শাখাপল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষে পরিপূর্ণ। সুতরাং তোমরা উভয়েই তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে দু'টো' প্রবহমান প্রস্রবণ, সুতরাং তোমরা উভয়েই তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেথায় তারা পুরু আস্তর বিশিষ্ট বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, দু'টি উদ্যানের ফল হবে তাদের নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেসবের মাঝে রয়েছে বহু আয়তনয়না যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ বা জীন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কী হতে পারে,

www.pathagar.com

সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঐসব উদ্যানে প্রত্যেক প্রকার ফলের দু'টি ধরন থাকবে। এ পর্যায়ে মা'আলিমুত তানযীল গ্রন্থে কতিপয় বিশেষজ্ঞের মতামত বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তার এক প্রকার ফল হবে রসালো আর অন্য প্রকার হবে শুষ্ক।

এরপর সূরা আর-রহমানে সাধারণ মু'মিনদের উদ্যানের উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছেঃ

ومن دونهما جنتن - فبای الاء ربكما تكذبان - مدها

متن - فبای الاء ربكما تكذبان - فيهما عينن نضا

ختن - فبای الاء ربكما تكذبان - فيهما فاكهة ونخل

ورمان - فبای الاء ربكما تكذبان - فيهن خيرات حسان

فبای الاء ربكما تكذبن - حور مقصورات فی الخيام -

فبای الاء ربكما تكذبن - لم يطمثهن انس قبلهم

ولا جان - فبای الاء ربكما تكذبن - متكئين على رفرف

www.pathagar.com

خضر وعبقري حسان - فبأي آلاء ربكما تكذبان - تبارك

اسم ربك ذي الجلال والاكرام —

এই উদ্যানদ্বয় ব্যতীত আরও দুটি উদ্যান রয়েছে; সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ঘন সবুজ হবে এ দুটি উদ্যান। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? উভয় উদ্যানে রয়েছে উচ্ছলিত দু'টি প্রস্রবণ; সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেথায় রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার (ডালিম)। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? যে সবের মাঝে রয়েছে সুশীলা সুন্দরী রমণীগণ, সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? তাঁরা তাঁবুতে সুরক্ষিতা হুর। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? এদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? ওরা সবুজ তাকিয়া (বালিশ) ও সুন্দর গালিচার উপরে হেলান দিয়ে বসবে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম যিনি মহিমময় ও মহানুভব।

জান্নাতের ফলমূল

জান্নাতীরা স্বাদ গ্রহণের নিমিত্ত ফলমূল ভক্ষণ করবে। কুরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ আছে। সূরা সোয়াদ-এ ইরশাদ হচ্ছে:

متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب —

www.pathagar.com

তারা সেসব উদ্যানে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে থাকবে; আর সেখানে অনেক ধরনের ফলমূল ও পানীয় দ্রব্য চাইবে।

সূরা ইয়াসীন-এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ـ

তাদের জন্য সেখানে অনেক ফলমূল মওজুদ রয়েছে, আর যা কিছু আকাঙ্ক্ষা করবে তা সবই সেথায় বর্তমান। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল তাদের জন্য সার্বক্ষণিক বর্তমান থাকবে। মজাদার ও উপদেয় খাদ্য দ্রব্যাদির যা কিছু তারা আকাঙ্ক্ষা করবে তা সবই উপস্থিত করা হবে।

সূরা আল-ওয়াকিয়াতে ফলমূলের উল্লেখপূর্বক ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ـ

তাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, যা কখনো শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধও হবে না।

সূরা দাহ্‌র-এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ـ

সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।

হযরত বরা ইবনে আযিব (রাঃ) ذَلِّكَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, নিঃসন্দেহে জান্নাতীরা জান্নাতের বৃক্ষরাজির ফলমূল সমূহ দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুইয়ে শুইয়ে ভক্ষণ করবে। —বায়হাকী

মাআলিমুত তানযীল গ্রন্থকার وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইরশাদ করেছেন

www.pathagar.com

জান্নাতের ফলবান বৃক্ষরাজি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের নিকট স্বয়ং হাযির হবে। ইচ্ছা করলে তারা দাঁড়িয়ে ফল পাড়বে, আবার ইচ্ছা করলে বসে বসেই তা করায়ত্ত করে নিতে পারবে।

হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন, জান্নাতীদের হস্তসমূহ দূরত্বের কারণে কিংবা কাঁটার কারণে ফলমূল থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা বৃক্ষ স্বয়ং তাদের নিকটে উপস্থিত হবে। আর ফলবান বৃক্ষরাজি হবে কণ্টকহীন।

কুরআন শরীফে জান্নাতী ফলমূলসমূহের মধ্যে খেজুর, আঙুর, ডালিম, খুরমা ও কুল বরইর নামই উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো ছাড়া অগণিত ফলমূল সেখানে বিদ্যমান থাকবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রঃ) বলেন, পৃথিবীর এমন কোন মিষ্ট ও টক ফল নেই যা জান্নাতে থাকবে না, এমনকি হানযালও (এক প্রকার তিক্ত ফল) সেখানে থাকবে, তবে সে হানযাল হবে মিষ্ট।

—আল্লামা বগভী, তাফসীরে সূরা আর-রহমান

সূরা মুহাম্মদ-এ- ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ —

তাদের জন্য সেখানে প্রত্যেক প্রকার ফল থাকবে এবং তাদের প্রতিপাল-কের পক্ষ থেকে বকশিশ অর্থাৎ ক্ষমার সার্টিফিকেট।'

সূরা বাকারাতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ
رِّزْقًا قَالُوا هٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوا بِهٖ مُتَشَابِهًا

www.pathagar.com

وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে আপনি তাদেরকে শুভ সংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার নিম্নদেশে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমূল খেতে দেওয়া হবে তখনই তারা আরয করবে, আমাদেরকে পূর্বে (পৃথিবীতে) জীবিকা রূপে যা দেওয়া হতো, এটা তো তাই। তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেওয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র জীবন সঙ্গিনী রয়েছে। আর সেখানে তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে।

বায়নুল কুরআনের গ্রন্থকার লিখেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৌতুকচ্ছলে এরূপ হবে যে, দুই বারে পরিবেশিত ফলমূল একই আকৃতির হবে যাতে করে তারা মনে করবে, এটা তো প্রথমবারেই পরিবেশিত ফল। কিন্তু খাও-য়ার স্বাদ পৃথক হবে। ফলে তাদের আনন্দ ও খুশী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাসীর (রঃ)-এর ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও অন্যান্য সাহাবা-ই-কিরাম থেকে বর্ণনা করেন যে, জান্নাতী ব্যক্তিরা ফলের আকৃতি দেখে বলতে থাকবে যে, এসব ফল তো আমরা দুনিয়ায় দেখে এসেছি। কিন্তু যখন তারা তা ভক্ষণ করবে তখন বুঝতে পারবে যে, এর সাথে দুনিয়ার ফলের কেবলমাত্র বাহ্যিক আকৃতিতে সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু এর স্বাদ দুনিয়ার ফলের চাইতে ভিন্নতর ও উৎকৃষ্টতর।

মিশকাত শরীফে সালাতুন খুসুফ অধ্যায়ে বুখারী ও মুসলিম শরীফের বরাতে এই মর্মে একটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (স.)-এর জীবদ্দশাতে একবার সূর্যে গ্রহণ লেগেছিল। রসূলে করীম (স.) সূর্য গ্রহণের সালাত পড়ালেন, যা ছিল অনেক বিলম্বিত। তিনি যখন সালাম ফিরালেন তখন সূর্য গ্রহণের সমাপ্তি ঘটেছে। সালাম ফিরানোর পরে তিনি ইরশাদ করলেন: নিশ্চয়ই সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র অপার লীলার নিদর্শনসমূহের অন্যতম। কারোর মারা যাওয়া কিংবা জীবিত থাকার কারণে সূর্য গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা চন্দ্র কিংবা সূর্য গ্রহণ হতে দেখবে তখন আল্লাহ্কে স্মরণ করবে। সাহাবা-ই-কিরাম আরয করলেন,

www.pathagar.com

হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা দেখলাম (সালাত আদায়কালে), আপনি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু যেন ধরতে চাইছেন। আবার দেখলাম আপনি পিছনে হটে গেছেন। (এর কারণ কি?) রসূল (স.) উত্তরে বললেন আমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জান্নাত দেখছিলাম। কাজেই আমি সেখান থেকে ফলের একটি গুচ্ছ নিয়ে আসার অভিপ্রায় প্রকাশ করলাম। যদি আমি সেখান থেকে একটি গুচ্ছ নিয়ে আসতাম তাহলে পৃথিবী যতদিন টিকে থাকতো তোমরা তা থেকে খেতে থাকতে। এই হাদীস থেকে অনুমান করা যায়, জান্নাতের ফল কতই না বড় হবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, আমার সম্মুখে জান্নাত পেশ করা হলো। আমি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য আঙুরের একটি গুচ্ছ সেখান থেকে আনতে চাইলাম। আল্লাহ্‌র হিকমত এমন হলো যে, আমার এবং আঙুর গুচ্ছের মধ্যে আড়ালের সৃষ্টি করা হলো। কাজেই আমি সেটা নিতে পারলাম না। এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল। আল্লাহ্‌র জান্নাতের আঙুরের একটি দানার রস কি পরিমাণ হবে? তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার মাতার সর্বাপেক্ষা বড় বালতি বা চামড়া কেটে তৈরী করা হয়েছিল, সেটাকে স্মৃতিতে এনে গভীর চিন্তা কর। অর্থাৎ একটি দানার রসে একটি বড় বালতি ভরতে পারে।

—আত তারগীব ওয়াত তারহীব

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবিল হুযাইল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের সাথে সিরিয়া অথবা আম্মানে ছিলাম। পরস্পরের মধ্যে জান্নাতের আলোচনা চলছিল। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ বললেন, নিশ্চয়ই জান্নাতের এক একটি আঙুর এত প্রশস্ত যত প্রশস্ত বা দূরত্ব এখান থেকে সানা শহর ইয়ামনের রাজধানী পর্যন্ত। —তারগীব

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, জান্নাতের খেজুরের দৈর্ঘ্য বার হাত এবং তাতে কোন আঁটি নেই। —তারগীব

একদা এক গ্রাম্য সাহাবী রসূলে করীম (স.)-এর পবিত্র খিদমতে হাযির হলো। সে আরয করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! (কুরআন শরীফে)

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি কষ্টদায়ক বৃক্ষের খবর দিয়েছেন যা জান্নাতে থাকবে। রসূল (স.) ইরশাদ করলেন, সেটা কোন্ ধরনের বৃক্ষ ? সে বললো, কুল বৃক্ষ যার উল্লেখ সূরা ওয়াকিয়াতে আছে। যেহেতু কুলগাছে কাঁটা, তাই এটা কষ্টদায়ক। তাছাড়া এর ফল ছিঁড়তেও কষ্ট হয়। একথা শুনে রসূল করীম (স.) ইরশাদ করলেন, আল্লাহ্ তা'আলা কি فى سدر مخضود (কণ্টকবিহীন কুল) বলেন নি ? নিশ্চয়ই সেসব কুল বৃক্ষে এমন সব ফল উৎপাদিত হবে যা ফেটে গেলে তা থেকে বাহাত্তর রংয়ের খানা বেরিয়ে আসবে। এক রংয়ের খানার সাথে অন্য রংয়ের খানার কোন সাদৃশ্য থাকবে না। —তারগীব

প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কাসীর (রাঃ) সূরা রাদের আয়াত

اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا। (উহার ফলসমূহ ও ছায়া স্থায়ী)-এর ব্যাখ্যায়

লিখেন ঃ

فِيْهَا الْفَوَاكِهُ وَالْمَطَاعِمُ وَالْمَشَارِبُ لَا انْقِطَاعَ وَلَا فَنَاءَ ـ

জান্নাতের ফল-মূল ও পানাহার সামগ্রী চিরদিন থাকবে। তা শেষও হবে না, ধ্বংসও হবে না। অতঃপর তিরবানীর বরাতে একটি রিওয়ায়েতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, যখন কোন জান্নাতী জান্নাত থেকে একটি ফল গ্রহণ করবে তখন সেখানে আপনা আপনি অন্য ফল হয়ে যাবে।

জান্নাতে কৃষিকার্য

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলে করীমের খিদমতে একজন গ্রাম্য সাহাবী উপবিষ্ট ছিলেন। তখন রসূলে করীম (স) বলেছিনে, একজন জান্নাতী তার প্রতিপালকের নিকট কৃষিকার্য করার অনুমতি প্রার্থনা করবে। আল্লাহ্ তা'আলা তখন বলবেন, তুমি কি ঐসব নিয়ামত সামগ্রীর মধ্যে অবস্থান করছ না, যা তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে ? সে আরয করবে, হ্যাঁ, সবকিছু তো

www.pathagar.com

আছে, কিন্তু আমার মন যে চাচ্ছে কৃষিকাজ করতে। (সুতরাং তাকে অনুমতি দেওয়া হবে) সে যমীনে বীজ বপন করবে। মুহূর্তকালের মধ্যে তা থেকে গাছ উৎপাদিত হবে, বৃদ্ধি পাবে এবং ক্ষেত তৈরী হয়ে ফসল কাটারও সময় হবে। আর পর্বত প্রমাণ শস্য স্তূপ লেগে যাবে। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! এইগুলো লও। তোমার লালসার পেট তো কিছুতেই ভরে না। রসূল করীম (স.)-এর এই কথা শুনে গ্রাম্য সাহাবী আরয করল, আল্লাহ্‌র শপথ, সে ব্যক্তি কুরায়শী কিংবা আনসারী হবে। কেননা তারা কৃষিজীবী, আমাদের পেশা তো কৃষিকার্য নয় সুতরাং আমরা কেন এমন দরখাস্ত করবো? একথা শুনে রসূল করীম (স.) হেসে ফেললেন। —বুখারী শরীফ

জান্নাতের নহরসমূহ

সূরা মুহাম্মদ-এ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهر من ماء
غير اسن وانهر من لبن لم يتغير طعمه وانهر من خمر
لذة للشربين وانهر من عسل مصفى ولهم فيها من
كل الثمرات ومغفرة من ربهم —

মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত ঃ তাতে আছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়। আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আরও আছে পরিশোধিত মধুর নহর। সেথায় তাদের জন্য রয়েছে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা।

www.pathagar.com

হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে একশত সোপান রয়েছে। প্রতি দু'টি সোপানের মধ্যবর্তী ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান। আর ফিরদাউস হচ্ছে সব কিছুর উপরে। এ জান্নাত থেকে চারটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়েছে। এর উপরে রয়েছে আল্লাহ্‌র আরশ। কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট যখন জান্নাত চাইবে তখন জান্নাতুল ফিরদাউস চাইবে। —তিরমিযী

আলোচ্য হাদীস থেকে জানা গেল যে, চারটি নহর জান্নাতুল ফিরদাউস থেকে নির্গত হয়েছে। এই নহরগুলো থেকে আবার অনেক শাখা-প্রশাখা বের হয়েছে যেমন সূরা মুহাম্মদ-এ এর উল্লেখ আছে। এ চারটি বড় নহরকে অন্য একটি হাদীসে চারটি নদী বলা হয়েছে। সুতরাং মিশকাত শরীফে তিরমিযীর বরাত দিয়ে এই মর্মে রসূলে করীমের একটি হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, নিঃসন্দেহে জান্নাতে পানির নদী রয়েছে, মধুর নদী রয়েছে, দুধের নদী রয়েছে, সুরার নদী রয়েছে। অতঃপর এগুলো থেকে আরও অসংখ্য প্রস্রবণ নির্গত হয়েছে।

কুরআন শরীফে বিভিন্ন স্থানে জান্নাত ও জান্নাতীদের আলোচনা প্রসঙ্গে تجري من تحتهم الانهار এবং تجري من تحتها الانهار বলা হয়েছে। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, জান্নাতে অসংখ্য প্রস্রবণ থাকবে যা জান্নাতীদের উদ্যান সমূহ ও বাসভবনসমূহের মাঝখানে প্রবহমান থাকবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতের ঝরনাসমূহ কস্তুরীর পাহাড়সমূহের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত। —তারগীব

অর্থাৎ নহরসমূহের কেন্দ্র ও উৎসস্থল হবে কস্তুরীর পাহাড় সমূহের পাদভূমি।

হযরত সামমাক (আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাসের শিষ্য) (রাঃ) বলেন যে, আমি মদীনা মুনাওয়ারায় আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং আরয করলাম জান্নাতের যমীন কি ধরনের ? তিনি বললেন, রৌপ্য নির্মিত যমীন যা অত্যন্ত সাদা, মনে হবে যেন দর্পণ। আমি আরয করলাম, এর আলোকরশ্মি কি রকম ? তিনি বললেন, তুমি কি সেই সময়ের

www.pathagar.com

প্রতি লক্ষ্য করোনি যখন সূর্য উদয়ের নিকটবর্তী হয় ? সেই সময় যে মধ্যম ধরনের আলো দেখা যায় জান্নাতের আলো তারই অনুরূপ হবে। কিন্তু সেই আলোর মধ্যে না সূর্য-তাপের প্রভাব থাকবে, আর না ঠান্ডার প্রতিক্রিয়া। আমি আরয করলাম, এর নহরসমূহের কি অবস্থা ? সেগুলো কি বন্ধুর পথে প্রবাহিত হয় ? তিনি বললেন, বন্ধুর পথে নয়, বরং সমতল ভূমিতেই সেগুলো নিজস্ব ধারায় এমনভাবে প্রবহমান যে, নিজের চৌহদ্দী থেকে এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে না। আল্লাহ্ তা'আলা সেসব প্রস্রবণকে বললেন, তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও, সাথে সাথে সেগুলো প্রবাহিত হয়ে গেল। আমি আরয করলাম, জান্নাতে কাপড়ের জোড়া কি রকম হবে ? তিনি বললেন, জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে যাতে ডালিমের ন্যায় ফল আছে। যখন আল্লাহ্র বন্ধুরা অর্থাৎ জান্নাতীরা বস্ত্রের আকাঙ্ক্ষা করবে তখন সে বৃক্ষ থেকে একটি শাখা তাদের কাছে এসে ফেটে যাবে। এবং তা থেকে রং-বেরং-এর সত্তর জোড়া কাপড় বেরিয়ে পড়বে। অতঃপর উক্ত শাখাটি সংকুচিত হয়ে তার নিজ স্থানে ফিরে যাবে। —তারগীব

কাউসার নামক নহর

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, মিরাজ রজনীতে আমি জান্নাতে ঘুরছিলাম, এমন সময় আমার সামনে এমন একটি নহর পেশ করা হলো, যার উভয় তীরে মোতির গম্বুজ ছিল। আমার সাথে যে ফিরিশতা ছিল তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। এটা কি ? উত্তরে সে বলল এটা কাউসার, যা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। এর পর ফিরিশতা সেটার মাটিতে হাত মেরে তা থেকে মৃগনাভী বের করল। অতঃপর আমার সামনে صدرة المنتهى খাড়া করা হলো।[১]

১. কুল গাছকে আরবীতে সিদরাহ্ বলা হয়। আর মুনতাহা শব্দের অর্থ প্রান্তসীমা। হাদীসে উক্ত হয়েছে যে, এটা সপ্তাকাশে অবস্থিত একটি বরই গাছ। ঊর্ধ্বজগত থেকে যে সব নির্দেশ, জীবনোপকরণ ইত্যাদি এসে থাকে তা প্রথমে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর ফিরিশতারা সেখান থেকে ভূপৃষ্ঠে নিয়ে আসে। অনুরূপভাবে যে সব আমল ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে তাও প্রথমে

www.pathagar.com

আমি তার নিকটে বিরাটকায় জ্যোতি দেখতে পেলাম। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো কাউসার কি ? তিনি ইরশাদ করলেন, সেটা একটা নহর যা আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে দান করেছেন। এর পানি দুধ থেকে অধিকতর সাদা এবং মধু থেকে অধিকতর মিষ্টি। --তিরমিযী

সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত পেঁৗছে। অতঃপর সেখান থেকে উপরে উঠানো হয়। —বয়ানুল কুরআন

মিরাজের হাদীসে আছে যে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, আমি সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উপনীত হলাম। দেখতে পেলাম সেটার ফল (বরই) হিজরের মটকার ন্যায় এবং পল্লবগুলো হাতীর কানের মত। —মিশকাত

অধিকন্তু রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন, সিদরাতুল মুনতাহার ছায়ার বেষ্টনীর মধ্যে একশত বছর একজন অশ্বারোহী চলতে পারে। কিংবা তিনি বলেছেন, উহার ছায়ায় একশত সওয়ারী আশ্রয় নিতে পারে। —তিরমিযী শরীফ, জান্নাতের ফলমূলের গুণাগুণ অধ্যায়

জ্ঞাতব্যঃ নহরে কাউসার আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ দান। এটা জান্নাতে অবস্থিত। এটা শুধুমাত্র সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্য নির্দিষ্ট। অন্য কোন নবীর নহরে কাউসার দেওয়া হয়নি। অবশ্য তিরমিযী শরীফের কোন কোন বর্ণনায় আছে, কিয়ামতের ময়দানে প্রত্যেক নবীর জন্য হাউজ থাকবে যা থেকে তারা নিজ নিজ উম্মতকে পানীয় সরবরাহ করবেন। উলামায়ে কিরামের মতে কিয়ামতের ময়দানে হাউজ হওয়াটা রসূল করীম (স.)-এর জন্য কোন বৈশিষ্টপূর্ণ বিষয় নয়। কেননা প্রত্যেক নবীর জন্যই পৃথক পৃথক হাউজ হওয়ার রিওয়ায়েত আছে। অবশ্য জান্নাতের মাঝে নহরে কাউসার কেবল রসূলে করীমের জন্য নির্ধারিত। তাঁরা আরও বলেছেন, রসূলুল্লাহ্র হাউজের ক্ষেত্রে 'কাউসার' শব্দটি ব্যবহার করার কারণ এই যে, জান্নাতে অবস্থিত নহরে কাউসার থেকেই অন্যান্য নহরে পানি আসবে।

www.pathagar.com

জান্নাতের ঝরনাসমূহ

সূরা মুরসালাত-এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون –

মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রসবণ বহুল স্থানে। তারা তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে অবস্থান করবে।

সূরা গাশিয়া-তে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا

تسمع فيها لاغية فيها عين جارية –

সেদিন অনেক মুখমণ্ডল আনন্দোজ্জ্বল হবে, নিজেদের কর্ম-সাফল্যে তারা হবে পরিতৃপ্ত। তারা সুমহান জান্নাতে অবস্থান করবে, সেখানে থাকবে বহমান প্রস্রবণ।

আল্লামা ইবনে কাসীর عين جارية (বহমান) প্রস্রবণ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন جنس انما هذا فيها عيون جاريات অর্থাৎ জান্নাতে অনেক ঝরনা বিদ্যমান আছে। عين এক বচন হিসেবে যে এসেছে, তার দ্বারা جنس (জাতি) বোঝাবে যা কম-বেশী উভয় সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহৃত হবে। জান্নাতের ঝরনাসমূহের উল্লেখ তার উদ্যানসমূহের আলোচনায় ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। পানীয় দ্রব্যাদির আলোচনায়ও এর উল্লেখ থাকবে।

জ্ঞাতব্যঃ সূরা গাশিয়ার আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে যে, জান্নাতীরা কোন অসার বাক্য শুনবে না। অন্য আয়াতেও এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। সূরা আন-নাবা-এ-ইরশাদ হচ্ছেঃ

لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا –

www.pathagar.com

সেথায় তারা শুনবে না কোন অসার বাক্য, আর না কোন মিথ্যা কথা।
সূরা ওয়াকিয়া-এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ـ

সেথায় তারা শুনবে না কোন অসার ও পাপবাক্য।

মোটকথা, জন্নাতীদের মন-মস্তিষ্ক, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সার্বিক দিক দিয়ে সুস্থ ও নিরাপদ থাকবে। অসন্তোষ সৃষ্টিকারী কোন বস্তু তাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। না তারা এ ধরনের কোন কথা শ্রবণ করবে, আর না সেখানে অসার পাপপূর্ণ ও মানসিক অশান্তি সৃষ্টিকারী কোন ব্যাপার ঘটবে। পারস্পরিক কোন্দল ও কলহের কোন প্রশ্নই সেখানে উঠবে না। সেখানে পারস্পরিক আমিত্বভাব বিরাজ করবে না। কেউ কাউকে ভর্ৎসনা বা তিরস্কারও করবে না।

জান্নাতের পানীয় দ্রব্যাদি

সূরা দাহর-এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا عَيْنًا

يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا

সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ হবে কাফুর। এটি একটি প্রস্রবণ বিশেষ যা থেকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দারা পান করবে, তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।

তাফসীরে দুররে মনসুরে ইবনে শুয়ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতীদের হাতে থাকবে স্বর্ণনির্মিত যষ্ঠি আর সে সব যষ্টি (লাঠি) দ্বারা তারা যেদিকে ইঙ্গিত করবে নহরসমূহ সেদিকেই প্রবাহিত হবে।
—বয়ানুল কুরআন

www.pathagar.com

তাফসীরে মাআলিমুত তানযীলে يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (তারা এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করবে।) এর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

اى يقودونها حيث شاؤ من منازلهم و قصورهم —

জান্নাতীরা তাদের মনযিল ও মহল যেখানেই চাইবেন সেখানেই এটা নিয়ে যেতে পারবেন।

'পানীয় দ্রব্যাদির সাথে কাফূর মিশ্রিত থাকবে, এর দ্বারা পৃথিবীর কাফূর বোঝান না, বরং সেটা হবে জান্নাতী কাফূর-যা মন-মস্তিষ্কে শক্তি ও আরাম পৌঁছান এবং সুরার মধ্যে নতুন ধরনের স্বাদ সৃষ্টির জন্য মিশ্রিত করা হবে। অতঃপর উক্ত সূরায় ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا -

সেথায় তাদেরকে পান করার জন্য দেওয়া হবে যানজাবিল (আদ্রক) মিশ্রিত পানি-জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম সলসাবীল (উচ্ছ্বসিত জলধারা)।

উল্লিখিত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, জান্নাতীদের সুরায় সেন্ট এর মিশ্রণ থাকবে। কিন্তু এর দ্বারা পৃথিবীর সেন্ট বোঝাবে না। এটা হবে তথাকার বিশেষ সেন্ট যা সুরার স্বাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে। এতে অনুরাগ ও আনন্দের মাত্রাও বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। তথাকার একটি ঝরনার নাম হবে সালসাবীল।

হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেন যে, ওটাকে সালসাবীল বলার কারণ হচ্ছে, জান্নাতীরা সেটাকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করতে পারবে। হযরত মুজাহিদ বলেন, অত্যন্ত দ্রুতবেগে প্রবাহিত হওয়ার কারণে সেটার এই নাম হয়েছে।

www.pathagar.com

মুজাজা বলেন, সেটাকে সালসাবীল বলার কারণ হচ্ছে, তার শরবত অত্যন্ত সহজে ও আরামের সাথে কণ্ঠনালীতে চলে যাবে। —মাআলিমুত তানযীল

আল্লামা ইবনে কাসীর تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

زَنْجَبِيْلُ عَيْنٌ فِى الْجَنَّةِ تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا —

যানযাবীল (আদ্রক) জান্নাতের একটি ঝরনার নাম।

সূরা তাতফীফ-এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ تَعْرِفُ فِىْ

وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ

خِتٰمُهٗ مِسْكٌ وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ وَ

مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ —

পুণ্যবানরা তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে এবং তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে। তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে, তাদেরকে মোহর করা ভাণ্ড হতে বিশুদ্ধ সুরা পান করানো হবে। এর মোহর কস্তুরী দ্বারা তৈরী, এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। এর মিশ্রণ হবে তাসনীমের (তাসনীম শব্দটির আভিধানিক অর্থ জান্নাতের পানি, যা উচ্চে অবস্থিত ঝরনা থেকে নিঃসৃত হয়—লিসানুল আরব)। এটি একটি প্রস্রবণ যা থেকে সান্নিধ্য প্রাপ্তরা পান করবে।

رَحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ (মোহর করা বিশুদ্ধ পানি) অর্থাৎ খাঁটি সুরার মধ্যে তাসনীম মিশ্রিত থাকবে। তাসনীম জান্নাতীদের সর্বাপেক্ষা উত্তম ও

www.pathagar.com

উপাদেয় পানীয়। এর ঝরনা প্রবহমান থাকবে। এই ঝরনা থেকে নৈকট্য লাভকারীরা পান করবে এবং দক্ষিণ হস্তধারীদের সুরায় এই ঝরনার মিশ্রণ দেওয়া হবে। —মাআলিমুত তানযীল

জান্নাতের বিহঙ্গকুল

জান্নাতীদের ভক্ষণের জন্য পক্ষীকুলের গোশত মিলবে। যেমন সূরা ওয়াকিয়াতে ولحم طير مما يشتهون (আর তাদের ইপ্সিত পাখীর গোশত) আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে জান্নাতে লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট উটের ন্যায় পক্ষীকুল রয়েছে যারা জান্নাতের বৃক্ষরাজির মাঝে বিচরণ করে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল। তারা তো খুব আনন্দদায়ক ও সুখপ্রদ জীবন যাপনে রত। রসূল (স.) ইরশাদ করেন: তাদের ভক্ষণকারীরা তথায় আরও উত্তম জীবন যাপন করবে। একথা তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর আবু বকর সিদ্দীককে শুভ সংবাদ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন, আমি আশা করি তুমি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা ঐসব পক্ষী ভক্ষণ করবে। —আহমদ

হযরত আবু উসামা (রাঃ) বলেন, যখন কোন জান্নাতী পাখী খাওয়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করবে তখন রন্ধনকৃত অবস্থায় স্বয়ং পাখীরা তার সামনে এসে পতিত হবে। এক হাদীসে আছে, পাখীরা জান্নাতীদের দস্তরখানে স্বয়ং পতিত হবে, যা আগুন ব্যতিরেকেই রন্ধনকৃত ও ভুনাকৃত। জান্নাতী তা থেকে এই পরিমাণ ভক্ষণ করবে যে, তার উদর পূর্তি হবে। অতঃপর ঐ পক্ষীকুল উড়ে যাবে। —তারগীব, ইবনে আবিদ দুনিয়া

জান্নাতবাসীরা সম্মান ও মর্যাদা সহকারে পানাহার করবে, পানাহারের মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করবে। তাদের খানা-পিনায় প্রস্রাব ও মল তৈরী হবে না।

সূরা সাফফাত-এ ইরশাদ হচ্ছে:

أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّٰتِ

www.pathagar.com

النعيم على سرر متقبلين —

তাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত জীবনোপকরণ অর্থাৎ ফলমূল; সুখপ্রদ কাননে তারা হবে সম্মানিত। তারা মুখোমুখী আসনে সমাসীন হবে।

সূরা তূর-এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

ان المتقين في جنت النعيم فاكهين بما اتهم
ربهم ووقهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا
بما كنتم تعملون —

মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতে ও ভোগবিলাসে, তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা কিছু দেবেন তারা তা উপভোগ করবে। আর তিনি তাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন, তোমরা যে কর্ম সম্পাদন করেছ তার প্রতিফল স্বরূপ তোমরা তৃপ্তি সহকারে পানাহার করতে থাক।

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতীরা জান্নাতে পানাহার করবে, কিন্তু তারা থুথু ফেলবে না। পায়খানা-প্রস্রাবও করবে না। তাদের নাক পরিষ্কার করারও দরকার হবে না। সাহাবা-ই-কিরাম আরয করলেন, আহার্য দ্রব্যাদির কি অবস্থা হবে? অর্থাৎ পায়খানা প্রস্রাব যখন হবে না, তখন সেগুলো পরিপাক হয়ে অতিরিক্ত অংশ কিভাবে বের হবে? রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন, ঢেকুর আসবে এবং মৃগনাভীর ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত ঘাম আসবে। এ ঢেকুর ও ঘামের দরুন পেট খালি হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌র তাসবীহ ও প্রশংসা অনিচ্ছাকৃতভাবে জারি হবে যেমন তোমাদের বিনা ইখতিয়ারে শ্বাস-প্রশ্বাস হয়ে থাকে।

—মুসলিম শরীফ

কোন কোন রিওয়ায়েতে তাসবীহের সাথে তাকবীররও উল্লেখ আছে।

—জামউল ফাওয়ায়েদ

www.pathagar.com

অর্থাৎ যেমনভাবে পৃথিবীতে তোমাদের শ্বাস নিতে কোন কষ্ট হয় না, শ্বাস নেওয়ার ইচ্ছাও ব্যক্ত করতে হয় না, অপর কোন কর্ম শ্বাস নিতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না, তেমনি জান্নাতীরা আল্লাহ্‌র তাসবীহ প্রশংসায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে। ভোগ-বিলাসের সামগ্রী ও মজাদার বস্তুসমূহে মশগুল থাকলেও তা তাদেরকে আল্লাহ্‌র তাসবীহ ও প্রশংসা থেকে বিমুখ করবে না। বিনা ইখতিয়ারে তাসবীহ ও প্রশংসা তাদের মধ্যে জারী থাকবে। এটা তাদের জন্য মোটেই কষ্টকর হবে না।

ফাতহুল বারীর গ্রন্থকার লিখেছেন, আল্লাহ্‌র তাসবীহকে জান্নাতীদের জীবনের মাধ্যম করা হয়েছে। দুনিয়াতে যেমন শ্বাস নিয়ে জীবন রক্ষা করা হয়, তেমনি সেখানে আল্লাহ্‌র তাসবীহ দ্বারা মানুষ জীবিত থাকবে। এর কারণ হলো, জান্নাতীদের অন্তঃকরণ আল্লাহ্‌র মারিফাত দ্বারা আলোকোজ্জ্বল হবে, তার প্রেমে হবে পরিপূর্ণ। এই প্রেম প্রেমাস্পদের স্মরণে এমন নেশার সৃষ্টি করবে যে, বিনা ইখতিয়ারেই সে যিকিরে লিপ্ত হয়ে যাবে।

জ্ঞাতব্য ঃ বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় আছে (যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে), জান্নাতীরা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র يسبحون الله بكرة وعشيا তাসবীহ পাঠ করবে। আর এখানে বলা হয়েছে যে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সার্বক্ষণিক তাদের মধ্যে তাসবীহ জারী থাকবে। এ পর্যায়ে কোন কোন হাদীস ব্যাখ্যা বিশারদ বলেছেন, সকাল ও সন্ধ্যায় যিকির করার দ্বারা সদা-সর্বদা যিকিরে মশগুল থাকাকেই বোঝায়। সুতরাং উভয়ের মর্ম একই প্রমাণিত হলো। বিষয়টিকে এভাবে বুঝে নেওয়া উচিত যে, যদিও বিনা ইখতিয়ারে তাসবীহ জারি হবে কিন্তু তারা নিজেদের ইখতিয়ারে সকাল-সন্ধ্যায় যিকিরে মশগুল থাকবে। যাতে করে ইখতিয়ারী তাসবীহের স্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত না হয়। যদিও সেখানে তারা ইবাদত, যিকির ও আনুগত্যের জন্য প্রত্যাদিষ্ট নয়, তথাপি তাদের ব্যক্তিগত সৌজন্যবোধ ও চিরস্থায়ী সৌভাগ্য এটা পসন্দ করবে না যে, নিজেদের প্রেমাস্পদ, অনুগ্রহকারী ও পরম হিতৈষীর স্মরণ থেকে তারা গাফিল থাকে

www.pathagar.com

জান্নাতীদের পানপাত্র

সূরা যুখরুফে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما

تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون —

স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে, সেখানে রয়েছে সমস্ত কিছু, অন্তর যা আকাঙ্ক্ষা করবে এবং নয়ন যাতে পরিতৃপ্ত হবে। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।

সূরা দাহর-এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا

قواريرا من فضة قدروها تقديرا —

তাদেরকে (পানাহার সামগ্রী) পরিবেশন করা হবে রৌপ্য পাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পান-পাত্রে। রজত-শুভ্র স্ফটিক পাত্রে পরিবেশন-কারীরা যথাযথ পরিমাণে উহা করবে।

অর্থাৎ রজত-শুভ্র স্ফটিক পাত্রে এই পরিমাণ পানীয় দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ করে পেশ করা হবে যা সে সময়কার চাহিদা মুতাবিক হবে, কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, আর কমতিও হবে না। —মা'আলিমুত তানযীল

আলোচ্য আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, জান্নাতীদের পানপাত্র ও তৈজসপত্র হবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরী।

জ্ঞাতব্য ঃ সূরা যুখরুফের আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতে যা কিছু আছে তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিকেই হবে সুন্দর ও

www.pathagar.com

আকর্ষণীয়। তা আত্মার জন্য হবে সুখপ্রদ ও চোখের জন্য হবে অনুপম। এমন কোন জিনিস সেখানে থাকবে না, যা দেখলে চোখ জুড়ায় না।

জান্নাতের পানীয় দ্রব্যে নেশা হবে না এবং তাতে মাথাব্যথাও হবে না

জান্নাতীরা তৃপ্তির জন্য সুরা পান করবে। কিন্তু এ সুরা হবে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানির ন্যায়। এর দ্বারা জ্ঞান লোপ পাবে না, পানকারী মাতাল হবে না, তার পেটে কোন প্রকার বেদনারও সৃষ্টি হবে না। ফলে বাজে বকাবকির কোন ঘটনাও ঘটবে না।

সূরা সাফ্ফাত এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ -

لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ -

তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ পাত্র, শুভ্র উজ্জ্বল যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং তা পান করে তারা মাতালও হবে না।

সূরা তুরে لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ বলা হয়েছে অর্থাৎ এই সুরা পান করার কারণে অসার কথা বলা এবং পাপ কর্মে লিপ্ত হওয়ার কোন ঘটনা ঘটবে না।

সূরা দাহর-এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا —

তাদের প্রতিপালক তাদেরকে অত্যন্ত বিশুদ্ধ সুরা পান করাবেন। মাআলিমুত তানযীলের গ্রন্থকার طهورا (পবিত্র) শব্দের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে লিখিছেন ঃ

طاهر من الاقذار والاقذاء لم تدنسه الايدى والارجل -

كخمر الدنيا -

সে সুরা সংমিশ্রণ ও অপবিত্রতা থেকে মুক্ত। পৃথিবীর সুরা যাতে হাত ইত্যাদি দিলে ময়লাযুক্ত হয়ে যায়, এসব ময়লা থেকে সেই সুরা পবিত্র থাকবে।

অতঃপর আবু কিলাবা ও ইবরাহীম (রাঃ)-এর উক্তি বর্ণনা করে বলা হয়েছে, জান্নাতের সুরাকে পবিত্র বলার কারণ হল, তাতে প্রস্রাব তৈরী হবে না বরং কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধিযুক্ত ঘাম সৃষ্টি হবে। জান্নাতীদের সামনে খাবার পরিবেশন করা হবে, অতঃপর বিশুদ্ধ সুরা পেশ করা হবে। সেটা পান করলে তাদের উদর পাক-পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সে সময়কার ভক্ষিত দ্রব্যাদি ত্বকের ছিদ্রপথে ঘামের আকারে বের হয়ে যাবে। ঘামের ঘ্রাণ হবে অত্যধিক সুগন্ধিযুক্ত মৃগনাভীর মত। এতে তাদের পেট খালি হয়ে যাবে। তাই পুনরায় খাওয়ার স্পৃহা জন্মবে। হযরত মুকাতিল বলেন, 'বিশুদ্ধ সুরা' জান্নাতের প্রবেশ পথের বাইরে পানির একটি ঝরনার নাম। যে ব্যক্তি তা থেকে পান করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরকে হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, কলুষতা ও ঈর্ষা থেকে পবিত্র করে দেবেন।

জান্নাতীদের বাহন (সাওয়ারী)

হযরত বুরায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! জান্নাতে কি ঘোড়া থাকবে ? তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার দান করেন এবং তুমি সেথায় লাল মুক্তার ন্যায় ঘোড়ায় আরোহী হওয়ার ইচ্ছা কর, তাহলে তোমার সে ইচ্ছাও পূরণ করা হবে। আর সেই ঘোড়া তোমাকে নিয়ে জান্নাতে বিচরণ করতে থাকবে। তুমি যেখানে যেতে চাইবে সেখানেই তোমাকে নিয়ে যাবে। অতঃপর অপর এক ব্যক্তি আরয করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! জান্নাতে কি উটও থাকবে? তিনি তাকে সেই উত্তর দেন নি, যা প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে দিয়েছিলেন, বরং তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাকে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ দান করেন তাহলে সেখানে তোমার মন যা চাবে তাই পাবে এবং তা দ্বারা তোমার চক্ষু জুড়াবে। —তিরমিযী

www.pathagar.com

পল্লী থেকে আগত একজন সাহাবী হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি ঘোড়া খুব পসন্দ করি, জান্নাতে কি ঘোড়া পাওয়া যাবে? তিনি ইরশাদ করলেন, যদি তোমাকে জান্নাতে দাখিল করা হয় তাহলে তোমাকে ইয়াকুতের ঘোড়া প্রদান করা হবে, যার দুটো ডানা হবে। অতঃপর তোমাকে তার উপরে চড়ানো হবে এবং তুমি যেখানে যেতে ইচ্ছা করবে তোমাকে সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

—তিরমিযী শরীফ

জান্নাতীদের পারস্পরিক সম্প্রীতি

সূরা হিজর-এ ইরশাদ হচ্ছে:

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ —

আমি তাদের অন্তর থেকে ঈর্ষা দূর করে দেব, তারা ভ্রাতৃভাবে পরস্পর মুখোমুখী হয়ে আসনে সমাসীন হবে। অর্থাৎ যদি দুনিয়াতে কোন কারণবশত পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষ থেকে থাকে তাহলে জান্নাতে প্রবেশের পর পরই তা অন্তর থেকে বের করে দেওয়া হবে, যাতে করে জান্নাতের ন্যায় পবিত্র স্থান হিংসা, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

বুখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে, জান্নাতীদের অন্তর এক ব্যক্তির অন্তর সদৃশ হবে। পরস্পরে কোন মতানৈক্য কিংবা বিদ্বেষভাব থাকবে না। অন্তঃকরণ ভিন্ন ভিন্ন হবে কিন্তু আন্তরিক অবস্থা একই ধরনের হবে। অর্থাৎ সকলেই একে অপরকে চাইবে এবং তাদের মধ্যে তুলনাহীন সম্প্রীতি বিরাজ করবে।

হযরত আবু উসামা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের বিদ্বেষ-বহ্নি বের করে না দেবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মু'মিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আক্রমণকারী হিংস্র জানোয়ারকে যেমন তাড়িয়ে

www.pathagar.com

দূর করে দেওয়া হয় তেমনি আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের অন্তর থেকে হিংসা বিদ্বেষ দূর করে দেবেন। —ইবনে কাসীর

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে আকরাম (স.) ইরশাদ করেছেন, যখন মু'মিন বান্দারা পুলসিরাত পার হয়ে দোযখ থেকে মুক্তিলাভ করবে তখন জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী একটি পুলের উপর তাদেরকে দাঁড় করানো হবে এবং দুনিয়ায় তারা যে পারস্পরিক অত্যাচার ও অবিচার করেছিল তার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। যখন তারা অত্যাচার ও নির্যাতনের কালিমা থেকে একেবারে পবিত্র হয়ে যাবে তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। সুতরাং সেই মহান সত্তার শপথ, যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মুহাম্মদের জীবন, তাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের জান্নাতের অবস্থানের দিকে এত দ্রুততার সাথে পথ অতিক্রম করতে থাকবে, যেন সেপথ তাদের কাছে তাদের দুনিয়ার বাড়ী ঘরের পথ থেকেও বেশী পরিচিত। —বুখারী

জান্নাতে প্রবেশের পূর্বাহ্নে পারস্পরিক অধিকার ও অত্যাচার নিপীড়নের মীমাংসা হয়ে যাবে এবং অন্তরের হিংসা ও কপটতা বের করে দেওয়া হবে যাতে পারস্পরিক বৈরিতার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকবে না। আর যখন নিম্নতম জান্নাতীও এই ধারণা পোষণ করতে থাকবে যে, আমি যা পেয়েছি তা অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি তখন হিংসা ও বিদ্বেষের কোন কারণ থাকবে না। —মুসলিম শরীফ

জান্নাতীদের অন্তরঙ্গতা

সূরা তুর-এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ –

সেখানে তারা একে অপরের নিকট থেকে পানপাত্র গ্রহণ করবে, (নেশাগ্রস্ত হবে না, কাজেই উহা পান করার ফলে) কেউ অসার কথা বলবে না এবং কোন পাপ বাক্যেও লিপ্ত হবে না (যা জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বিপরীত হয়)।

www.pathagar.com

এই পারস্পরিক পানপাত্র লেন-দেন করা অন্তরঙ্গতা ও আন্তরিকতার পরিচায়ক হবে। কেননা সেথায় কারোর জন্য কোন জিনিসের কমতি হবে না। বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একে অপরের নিকটথেকে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করার মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে, তা এ ব্যাপারে অভ্যস্তরা ভালভাবে জানে

জান্নাতীদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকার

সূরা কাহ্‌ফে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إن الذين امنوا وعملوا الصلحت إنا لا نضيع أجر من
أحسن عملا أولئك لهم جنت عدن تجري من تحتهم
الانهر يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون
ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على
الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا -

যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি। যে সৎকর্ম সম্পাদন করে আমি তার শ্রমফল নষ্ট করি না। তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ কংকনে অলংকৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে। কত সুন্দর পুরস্কার ও উত্তম আশ্রয়স্থল।

আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে জান্নাতী বান্দাদের কংকনের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরকে স্বর্ণের কংকন পরানো হবে। সূরা দাহরে এ ইরশাদ

www.pathagar.com

হচ্ছেঃ তাদেরকে রৌপ্যের কংকনে অলংকৃত করা হবে। উভয় আয়াতের মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতীদের কংকন স্বর্ণেরও হবে, আবার রৌপ্যেরও হবে।

অতঃপর জান্নাতীদের পোশাক-পরিচ্ছদের উল্লেখ করা হয়েছে। সূক্ষ্ম ও পুরু রেশমের সবুজ বস্ত্র তাদের পরানো হবে। সুনদুস সূক্ষ্ম রেশমকে বলা হয় আর ইসতাবরাক পুরু রেশমকে বলা হয়। অর্থাৎ উভয় প্রকার রেশমী কাপড় থাকবে। চাহিদা অনুসারে সূক্ষ্ম ও পুরু বস্ত্র পেশ করা হবে। যে ধরনের কাপড় তারা চাইবে তাই তাদেরকে দেওয়া হবে।

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা বায়যাবী লিখেনঃ

جمع بين النوعين للدلالة على ان فيها ما تشتهي الا نفس وتلذ الاعين -

উভয় প্রকার কাপড়ের উল্লেখ করায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সেখানে প্রবৃত্তির চাহিদা ও চক্ষু জুড়ানোর মত সব কিছুই থাকবে। আর সবুজ রং-এর বস্ত্র সম্পর্কে আল্লামা বায়যাবী লিখেনঃ

لان الخضرة احسن الالوان واكثرها طراوة -

সবুজ রংকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, সেটা সকল রং এর রাজা আর এর মধ্যে অন্যান্য রং অপেক্ষা অধিকতর সজীবতা বিদ্যমান।

এ বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য যে, অন্যান্য রং-এর কথা তো এখানে রহিত করা হয়নি। একটি রং-এর উল্লেখ আছে বটে তবে বান্দারা যদি চায় তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য রং-এর বস্ত্রও তাদেরকে সরবারাহ করবেন।

সূরা হাজ্জ-এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ

www.pathagar.com

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير -

যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার পাদদেশে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণ, কংকন ও মুক্তা দ্বারা এবং সেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাতীদেরকে স্বর্ণ কংকন ব্যতিরেকে মুক্তার অলংকারাদিও পরানো হবে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, মু'মিনদের অলংকার সে পর্যন্ত পেঁছবে যে পর্যন্ত অযূর পানি পেঁছে থাকে। —মুসলিম শরীফ

এতে বোঝা গেল যে, হাতের অলংকার কেবলমাত্র কব্জা পর্যন্ত হবে না বরং যে পর্যন্ত অযূর পানি পেঁছে থাকে সে পর্যন্ত হবে।

হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (স.) ইরশাদ করেছেন জান্নাতে যা কিছু আছে তা থেকে যদি এই পরিমাণ জিনিস পৃথিবীতে প্রকাশ পায় যা একটি নখ উঠাতে পারে তাহলে সে কারণেই আসমান ও যমীনের মাঝখানে যা কিছু আছে সবই আলোকিত হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতী কোন পুরুষ পৃথিবীর দিকে উঁকি মারে এবং তার কংকন প্রকাশিত হয়ে পড়ে তাহলে তা সূর্যের আলোকে এমনভাবে আলোহীন করে দেবে, যেমনি সূর্য তারকারাজির আলোকে নিষ্প্রভ করে দেয়। —তিরমিযী শরীফ

প্রশ্ন

কংকন তো মহিলাদের হাতেই মানায়। অতএব পুরুষের এটা কিভাবে মানানসই হবে?

উত্তর

কোন পোশাক-পরিচ্ছদ কিংবা অলংকারের সাজে সজ্জিত হওয়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রচলিত রীতি-নীতির উপর নির্ভর করে। পৃথিবীতে যদিও

www.pathagar.com

পুরুষরা সাধারণত কংকন পরে না, কিন্তু জান্নাতে তারা তা আকাঙ্ক্ষা করেই পরবে। তখন প্রত্যেকের জন্য তা মানানসইও হবে।

প্রশ্ন

হাতের কব্জি থেকে আরম্ভ করে কনুই পর্যন্ত শুধু অলংকারে সজ্জিত হওয়াটাও কি ভাল দেখায় ?

উত্তর

পৃথিবীর প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসারে এটা খারাপই দেখায়। তবে সেখানে সকলেই তা পসন্দ করবে এবং সখ করে পরিধান করবে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথিবীতেও রেওয়াজ আছে যে, তাদের স্ত্রীরা কনুই পর্যন্ত চুড়ি পরে এবং সম্প্রদায়ের সকলেই তা পসন্দ করে।

জ্ঞাতব্য ঃ কুরআন শরীফে জান্নাতীদের অলংকারাদির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে অলংকার পরিয়ে দেওয়া হবে। আর পোশাক-পরিচ্ছদের আলোচনা প্রসঙ্গে কর্তৃবাচক পদ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা নিজেরাই বস্ত্র পরিধান করবে। এর তাৎপর্য এই যে, তাদেরকে অলংকারাদি তাদের খাদেমরা পরিয়ে দেবে- যেমন পৃথিবীর রাজা-বাদশা-দেরকে তাদের সেবকরা মুকুট ইত্যাদি পরিয়ে দেয়। আর পোশাক-পরিচ্ছদ তারা নিজেরাই পরিধান করবে। কেননা সেগুলো নিজের হাতে পরিধান করাই যুক্তিযুক্ত—বিশেষ করে সে সব পোশাক, যা গুপ্ত-স্থান ঢাকার জন্য পরিধান করা হয়। —রুহুল মা'আনী

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সর্বদা নিয়ামত সামগ্রীর মধ্যে অবস্থান করবে, কখনও সে কারো মুখাপেক্ষী হবে না। তার পরিধেয় বস্ত্রাদি কখনও ছিড়ঁবে না। আর তার যৌবনও নিঃশেষ হবে না। —মুসলিম শরীফ

জান্নাতীদের কাপড়-চোপড় জীর্ণ শীর্ণ হবে না, ময়লাযুক্তও হবে না তবে যখন তারা তা বদলাতে ইচ্ছা করবে তখন তা বদলে যাবে। এ পোশাক পরিবর্তন ছিঁড়া কিংবা ময়লাযুক্ত হওয়ার কারণে হবে না।

www.pathagar.com

জান্নাতীদের মুকুট

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন জান্নাতীদের মাথায় মুকুট থাকবে যার মধ্যে খচিত ক্ষুদ্রতম মোতির চমক এমন হবে যে, তা পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে আলোকিত করতে সক্ষম। —তিরমিযী

অর্থাৎ সে সব মুকুটের মধ্য থেকে যদি নিকৃষ্ট মোতিও এই পৃথিবীতে আসে তাহলে প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা আলোকিত করে দেবে।

জান্নাতীদের বিছানা

সূরা আর-রহমানে ইরশাদ হচ্ছেঃ

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ
دَانٍ - فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ —

সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট ফরাশে, দুই উদ্যানের ফল থাকবে তাদের নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

ইসতাবরাক পুরু রেশমকে বলা হয়। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এটা তো তোমাদের বিছানার নীচের কাপড়ের ব্যাপারে খবর দেওয়া হয়েছে। এটা হবে পুরু রেশমের আস্তর বিশিষ্ট। সুতরাং এর উপরিভাগের কাপড় কত উত্তম ও উঁচু দরের হবে তা তোমরা এর উপর অনুমান করতে পার।

অতঃপর সূরা আর-রহমানের শেষাংশে ইরশাদ হচ্ছেঃ

مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ - فَبِأَيِّ آلَاءِ

www.pathagar.com

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ - تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

তারা সবুজ বালিশে ও সুন্দর গালিচার উপরে হেলান দিয়ে বসবে। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? কত মহান তোমার প্রতিপালকের নাম, যিনি মহিমময় ও মহানুভব।

উপরের আয়াতসমূহে উচ্চ মর্যাদাশীল জান্নাতীদের বিছানার উল্লেখ ছিল। তাই সেখানে বলা হয়েছে যে, তাদের বিছানার আস্তর হবে পুরু রেশমের তৈরী এবং উপরিভাগের বস্ত্রের কথার উল্লেখ করা হয়নি যাতে করে আস্তরের উপর অনুমান করে তা বুঝে নেওয়া যায়। পরবর্তী আয়াতে অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাবান জান্নাতীদের বিছানার উল্লেখ রয়েছে যেথায় আস্তরের উল্লেখ নেই। কেবল উপরিভাগের কাপড়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। —ইবনে কাসীর

সূরা গাশিয়াতে ইরশাদ হচ্ছে :

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ

وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ -

সেখানে থাকবে উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা; প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র, আরও থাকবে সারি সারি উপাধান এবং বিছানো গালিচা।

সূরা ওয়াকিয়ায় আসহাবুল ইয়ামীন (দক্ষিণ হস্তধারী)-এর নিয়ামত সামগ্রীর আলোচনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন :

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ (তারা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন শয্যায় থাকবে)।

www.pathagar.com

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, যেসব শয্যার উচ্চতা এমন হবে যেমন আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী ব্যবধান যা পাঁচশত বছরের দূরত্ব।
—তিরমিযী শরীফ

জান্নাতীদের আসন

সূরা ওয়াকিয়াতে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

والسبقون السبقون اولئك المقربون في جنت النعيم

ثلة من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونة

متكئين عليها متقبلين —

আর অগ্রবর্তীগণই তো অগ্রবর্তী। ওরাই নৈকট্যপ্রাপ্ত। তারা সুখপ্রদ উদ্যানে অবস্থান করবে। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে আর সংখ্যালঘিষ্ঠ দল হবে পরবর্তীদের মধ্য থেকে। তারা পরস্পর মুখোমুখী হয়ে স্বর্ণখচিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।

সূরা তুরে متكئين على سرر مصفوفة বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা শ্রেণী-বদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে মুখোমুখী হয়ে হেলান দিয়ে বসবে। আর এই উপবেশন হবে সামনা-সামনি যেমন মুতাকাবিলীন শব্দ দ্বারা বোঝা যায়। শুরুর শব্দটি আরীর (আসন)-এর বহুবচন। আর মাওদূনাতুন অর্থ সুসজ্জিত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটা হবে স্বর্ণের সূক্ষ্ম তার দ্বারা তৈরী।

মুফাসসির সুদ্দী বলেন, مرمولة بالذهب واللؤلؤ অর্থাৎ উক্ত আসন স্বর্ণ ও মোতি দ্বারা প্রস্তুতকৃত।

সূরা ইয়াসীন এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ان اصحب الجنة اليوم في شغل فكهون هم وازوجهم

www.pathagar.com

فِى ظِلَالٍ عَلَى الْاَرَائِكِ مُتَّكِئُوْنَ -

যেদিন জান্নাতবাসীরা আনন্দে মগ্ন থাকবে, তারা এবং তাদের সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে।

ارائك (আরায়েক) শব্দটি اريكة (আরিকাতুন) এর বহুবচন। 'আরিকাতুন সে সব সুসজ্জিত আসনকে বলা হয় যার উপর ঝালর ঝুলন্ত থাকে। তফসীরে মাযহারীর গ্রন্থকার ارائك এর ব্যাখ্যায় লিখেন, দুলহানকে বসানোর নিমিত্ত পর্দা দিয়ে চতুর্দিক ঘিরিয়ে বিশেষ প্রকোষ্ঠ সুসজ্জিত করা হয় এবং তাতে পরিশোভিত করে যে আসন বিছানো হয়ে থাকে তাকে اريكة (আরিকাহ) বলা হয়। উভয় আয়াতের মর্মানুসারে বোঝা যায় যে, জান্নাতীদের বসার জন্য আসনও থাকবে এবং আরিকাও থাকবে। উল্লেখ্য যে, কুরআন শরীফে যেখানে سرر متقابلين (তারা পরস্পর মুখামুখী হয়ে সমাসীন হবে) বলা হয়েছে, সেখানে সাধারণভাবে আসনের উল্লেখ আছে (আর এটা সূরা আরাফ ও সূরা সাফফাতে উল্লেখ আছে) যেখানে على سرر موضونة (তারা সুসজ্জিত আসনে সমাসীন থাকবে) বলা হয়েছে, সেখানে আসনের বিশ্লেষণ হিসাবে সুসজ্জিত ও পরিশোভিত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত সুসজ্জিত আসনগুলো বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত যেমন তাদের উপভোগ সামগ্রীসমূহের আলোচনা পূর্বে উল্লেখিত আছে। এগুলি ব্যতীত অপরাপর আসন সাধারণ জান্নাতীদের জন্য সংরক্ষিত। অবশ্য এটাও হতে পারে যে, সকলের জন্য سرر موضونة সুসজ্জিত আসনসমূহ সংরক্ষিত। আর এক স্থানে বিশেষ উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। আল্লাহ্ সম্যক জ্ঞাত।

মোটকথা, আসন যে ধরনেরই হোক না কেন, তা দেখতে আশ্চর্যজনক, পসন্দসই ও চিত্তাকর্ষক হবে। উহার চিত্তাকর্ষকতা এ অনুপম সৌন্দর্যের অনুমান করা এখানে (পৃথিবীতে) সম্ভব নয়। আর "তারা আসনসমূহে মুখোমুখী হয়ে উপবেশন করবে' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর মুজাহিদ (তাবেঈ) থেকে বর্ণনা করেন যে, لا ينظر بعضهم فى قفا بعض অর্থাৎ জান্নাতীরা একে অপরের পিঠ কখনো দেখতে পারে না। উদ্দেশ্য হল এই যে,

www.pathagar.com

উঠা-বসায়, সাহচার্য ও সভা-সমিতিতে কারোর পিছনে বসার সুযোগ হবে না। সেখানে বসবাসের ধরন হবে এমন যে, কারোর পশ্চাদ্দিক দৃষ্টিগোচর হবে না। পরস্পর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মুখমন্ডলের প্রতিই দৃষ্টি পতিত হবে, সভা সমিতিতে বসলে পৃথিবীর ন্যায় আগে পিছে হয়ে বসবে না। পৃথিবীতে স্থানের সংকীর্ণতা আছে, সেখানে কোন সংকীর্ণতা নেই। দূরত্ব ও নৈকট্যেরও কোন প্রশ্ন থাকবে না। প্রত্যেকেই আপন আপন স্থানে বসে অন্যের কথা শুনতে পাবে।

তফসীরে মাযহারীর লেখক متقابلين (মুখাপেক্ষী হয়ে বসার)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

ووصفهم الله تعالى بحسن العشيرة وتهذيب الاخلاق وصفاء المودة -

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের সৌন্দর্য, দাম্পত্য জীবন, নির্ভেজাল প্রেম এবং সৌজন্যমূলক আচরণের উল্লেখ করেছেন। তাদের ভালবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ মেলা-মেশার সৌকর্য একে অপরের পিছনে বসাকে বরদাশত্ করবে না।

চিরকিশোর ও পরিচর্যাকারী বালকবৃন্দ

জান্নাতীদের পরিচর্যার জন্য সেথায় চিরকিশোর ও পরিচর্যাকারী বালকবৃন্দ থাকবে। কুরআন শরীফের কয়েক স্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সূরা তুরে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ -

তাদের নিকট (ফলমূল ইত্যাদি আহার্য দ্রব্যাদি) পরিবেশনের জন্য চির কিশোররা নিয়োজিত থাকবে অনুপম সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তারা সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ।

www.pathagar.com

সূরা দাহর-এ-ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم

لؤلؤا منثورا –

তাদেরকে পরিবেশন করবে চিরকিশোরেরা। ওদেরকে দেখে মনে হবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত মুক্তা।

বিলদান—ওয়ালাদ এর বহুবচন, আর গিলমান 'গোলাম' শব্দের বহুবচন। উভয়ের অর্থ প্রায় কাছাকাছি। জান্নাতীদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হুর-ঈন (আয়াতলোচনা রমণী) সৃষ্টি করে রেখেছেন যারা প্রকৃতপক্ষে স্ত্রী জাতি, কিন্তু তাদের সৃষ্টি মানব সৃষ্টির চাইতে আলাদা বরং আল্লাহ্ তা'আলা আপন মহিমায় তাদের সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে জান্নাতীদের সেবা ও পরিচর্যার জন্য গিলমান ও বিলদান অর্থাৎ এমন কিশোর-বৃন্দ সৃষ্টি করেছেন (কিংবা জান্নাতে প্রবেশের পূর্বাহ্নে সৃষ্টি করবেন) যারা চিরকিশোর থাকবে। এরাও তার এক নতুন সৃষ্টি যাদের জন্ম মানুষের মত নয়, বরং আল্লাহ্ আপন মহিমায় তাদের সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনে তাদেরকে মুখাল্লাদূন (চিরকিশোর) শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। তাফসীরে মাযহারীর লেখক এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون يبقون ابدا على

شكل الولدان –

সেসব কিশোরেরা মরবে না, বার্ধক্যেও উপনীত হবে না, তাদের জীবনে কোন প্রকার বিকৃতিও ঘটবে না বরং তারা চিরকিশোর থাকবে। ইবনে কাসীর লিখেন, তাদের বয়স বাল্যকাল অতিক্রম করবে না।

www.pathagar.com

সূরা দাহর-এ উল্লিখিত ولدان (বিলদান) শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে আযহারীর লেখক বলেন :

ينشئهم الله لعالخدمة المؤمنين او ولدان لكفرة يجعلهم الله خدا مالا هل الجنة —

সে সব কিশোরদের আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের পরিচর্যার জন্য সৃষ্টি করবেন। অথবা এরা কাফিরদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের সেবক ও পরিচর্যাকারী হিসাবে নিয়োগ করবেন।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা বোঝা গেল যে, ولدان (কিশোরবৃন্দ) সম্পর্কে দুটো মতবাদ আছে। এক : তারা নতুন সৃষ্টি হবে। দুই : পৃথিবীতে যে সব অপ্রাপ্ত বয়স্ক কাফির সন্তান মারা যাবে তারাই চির কিশোর হবে। এদেরকে জান্নাতীদের পরিচর্যায় নিয়োজিত করা হবে। তবে দ্বিতীয় মতবাদটি অভিজ্ঞ মহল মেনে নেন নি। সুতরাং বয়ানুল কুরআনের লেখক বলেন, গিলমান সম্পর্কে খাযেন যেটাকে বিশুদ্ধ ও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করেন তা হচ্ছে এই যে, তার হুরের ন্যায় একটি পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টি হবে। পৃথক ولدان এর মধ্যে বিলাত (পয়দায়েশ) অর্থ প্রযোজ্য নয়, আর তাদের পরিচর্যাকারী বানানের পেছনে হিকমত শুধুমাত্র চাহিদাবিহীন আনন্দই প্রদান ছাড়া কিছু নয়।

—বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে সূরা ওয়াকিয়াহ

সূরা তুর-এ গিলমানকে 'সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ' এর সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেসব কিশোরেরা সৌন্দর্য, রূপ-লাবন্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে ঐ সব মুক্তার ন্যায় যা সামুদ্রিক ঝিনুকের মধ্যে সুপ্ত থাকে, যেগুলোর উপরে ময়লা ও ধুলোবালি পড়তে পারে না। আর সূরা দাহর-এ لؤلؤا منثورا (বিক্ষিপ্ত মুক্তা) বলা হয়েছে। অর্থাৎ সেসব কিশোরেরা বিক্ষিপ্ত মুক্তা সদৃশ হবে। কেননা এরা জান্নাতীদের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে করে তাদের পরিচর্যায় নিয়োজিত থাকবে।

হযরত হাসান ও ক্বাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন সাহাবী রসূল করীম (স.)-এর খিদমতে আরয করেন, হে আল্লাহ্র রসূল!

www.pathagar.com

খাদিমদের সৌন্দর্যেরই যদি এ অবস্থা হয় তাহলে মাখদূমদের অবস্থা কি হবে ? এর জবাবে তিনি ইরশাদ করেন, খাদিমের উপর মাখদূমের ফযীলত ও মর্যাদা এরূপ হবে যেমন তারকারাজির উপর চতুর্দশী চাঁদের।

—তাফসীরে মাযহারী

জান্নাতের পূত-পবিত্রা সহধর্মিণীগণ

সূরা আল-ইমরানে ইরশাদ হচ্ছেঃ

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ

بِالْعِبَادِ ـ

যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ রয়েছে যার মধ্য দিয়ে প্রস্রবণসমূহ প্রবাহিত, আর এতে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আর তাদের জন্য সেখানে রয়েছে পবিত্রা সহধর্মিণী ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আল্লাহ্ তার বান্দাদের আচরণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

'পবিত্রা স্ত্রীগণ' অর্থাৎ তারা বাহ্যিক ময়লা ও অভ্যন্তরীণ কুকীর্তি (কপটতা ও ধোঁকাবাজি), কষ্টদায়ক কথাবার্তা, ঋতুস্রাব, নেফাস ইত্যাদি থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত থাকবে। —ইবনে কাসীর

প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ (রঃ) 'পবিত্রা বিবিগণ' এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তারা ঋতুস্রাব, পায়খানা-প্রস্রাব, কফ, থুথু, বীর্য ও বাচ্চা জন্মদান থেকে পাকা-পবিত্র থাকবে।

প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত কাতাদা (রাঃ) বলেনঃ

مُطَهَّرَةٌ مِنَ الْأَذَى وَالْمَأْثَمِ ـ

www.pathagar.com

তারা কষ্টদায়ক সবকিছু থেকে মুক্ত থাকবে এবং নাফরমানী থেকে পবিত্র থাকবে। —ইবনে কাসীর

সারকথা এই যে, জান্নাতের স্ত্রীরা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকবে, তাদের থুথু আসবে না, পায়খানা প্রস্রাবের দরকার হবে না। এই বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার সাথে সাথে তাদের আচরণও সুন্দর ও আকর্ষণীয় হবে। মনে প্রাণে তারা তাদের স্বামীদের জন্য জীবন উৎসর্গ করবে। তাদের মধ্যে অবাধ্যসূচক কোন কাজ থাকবে না। তারা কটুবাক্য, চালবাজি ও ধোঁকা, খোঁটা ও বিশ্বাসঘাতকতা থেকে মুক্ত থাকবে। পৃথিবীর যেসব স্ত্রী ঈমানের সাথে ইন্তিকাল করবে জান্নাতে তারা মুমিনদের বিবি হবে। আর এদের ব্যতীত তাদেরকে হুর-ঈন (আয়াতনয়না হুর)-দের মধ্য থেকে বিবি দেওয়া হবে। উভয় প্রকার স্ত্রীরা সৌন্দর্যে, সৌকর্যে, লাবন্যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শ্রেষ্ঠত্বে, মর্যাদাপূর্ণ চরিত্রে, প্রীতি-ভালবাসায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় তথা সর্বক্ষেত্রে উন্নত মর্যাদার অধিকারিণী হবে।

জান্নাতী স্ত্রীদের সৌন্দর্য ও অন্যান্য অবস্থা

সূরা ওয়াকিয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا

لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ -

আমি হুরদিগকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে-অর্থাৎ তাদেরকে এমন করে সৃষ্টি করেছি যে, তারা কুমারী, স্বামী সোহাগিনী এবং তাদের সমবয়স্ক। এদেরকে ডান দিকের লোকদিগের জন্য তৈরী করা হয়েছে।

পৃথিবীর ঈমানদার স্ত্রীলোকেরা যে অবস্থা ও যে বয়সেই দুনিয়া থেকে ইন্তিকাল করুক, জান্নাতে তারা ভরা যৌবনা ও কুমারী হবে এবং সেখানকার সৌন্দর্য সুষমায় তাদেরকে সুসজ্জিত করা হবে।

www.pathagar.com

হাদীস শরীফে আছে, এক বৃদ্ধা রসূলে করীম (স.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করলো, হে আল্লাহ্‌র রসূল, দোয়া করুন আল্লাহ্‌ যেন আমাকে জান্নাতে দাখিল করেন। তিনি ইরশাদ করলেন, হে অমুকের মা, জান্নাতে তো কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে সে ক্রন্দনরত অবস্থায় চলে গেল। রসূল (স.) উপস্থিত লোকদের বললেন, ঐ বৃদ্ধাকে বলে দাও, আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সে জান্নাতে যেতে পারবে না বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, সে জান্নাতে প্রবেশের প্রাক্কালে বৃদ্ধা থাকবে না। কেননা তখন তাকে স্থায়ী যৌবন প্রদান করা হবে। আল্লাহ্‌ ইরশাদ ফরমান ঃ

إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا –

নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি, তাদেরকে করেছি চিরকুমারী। —সামায়েলে তিরমিযী

রসূল করীম (স.) কৌতুক প্রকাশার্থে এমন কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন যার দ্বারা স্ত্রীলোকটি বুঝে নিয়েছিল যে, সে কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কখনও কখনও রসূলুল্লাহ্‌ (স.) হাসি-তামাশা করতেন, যার একটি ঘটনা উপরে আলোচিত হয়েছে। কৌতুক ও হাসি তামাশার বেলায়ও তিনি বিশুদ্ধ ও সত্যকথা বলতেন। আবকারা (أبكارا) بكر (বকর) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ কুমারী। তাদের স্বামীরা যখনই তাদেরকে অংকশায়িনী করবেন, কুমারীই পাবেন।—মিশকাত

বয়ানুল কুরআনের তাফসীরকার লিখেন, সহবাস ও মিলনের পর তারা পুনরায় কুমারী হয়ে যাবে। যেমন দুররে মুখতারে মারফু সনদে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে (عربا) সৌন্দর্যশীলা, লাবণ্যময়ী ও সোহাগিনী রমণীকে বলা হয়। আর عروب - عرب এর বহু বচন। আতরাকুন (اتراب) সমবয়স্ক মহিলাদের বলা হয়। এর এক বচন হচ্ছে ترب পুরুষ যেমন ত্রিশ কিংবা তেত্রিশ বছর বয়স্ক হবে (যার আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে)। অনুরূপভাবে তাদের সহধর্মিণীরা তাদের সমবয়স্কা হবে। শারীরিক গঠন, আকৃতি এবং বয়সে তারা সমান হবে। তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি গাঢ় হবে। আকৃতি ও প্রকৃতিতে তারা একই ধাঁচের হবে। পৃথিবীতে পুরুষেরা সাধারণত অল্প

www.pathagar.com

বয়স্কা কুমারীদের বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করতে চায়। কেননা অল্প বয়স্কা থাকাকালীন সৌন্দর্য, রূপ-লাবন্য এবং প্রেমের অনুভূতি বেশী হয়ে থাকে। কিন্তু জান্নাতের স্ত্রীদের চাই তারা পৃথিবীর ঈমানদার রমণী হোক কিংবা হূর হোক সৌন্দর্য, রূপ-লাবন্য ও প্রীতির বন্ধন পরিপূর্ণ মাত্রায় থাকবে। তাই সমবয়সী হওয়াটা পারস্পরিক প্রেম বিনিময়ে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। বরং এটা অধিকতর সুযোগ, ভালবাসা, প্রেম ও মায়ামমতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। স্বামী স্ত্রী বালকোচিত আচরণ থেকে মুক্ত থাকবে এবং বার্ধক্য-পনা থেকেও সুরক্ষিত থাকবে। সর্বদা মধ্যম ধরনের বয়স বিদ্যমান থাকবে, যে অবস্থায় বোধশক্তি ও উপলব্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করে।

প্রখ্যাত মুফাসসির সুদ্দী (রঃ) আতরাবুন (اتراب) এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তারা পরস্পর আচার-আচরণ ও প্রেম-ভালবাসার দিক দিয়ে সমান হবে। সহোদরাদের মত মিলেমিশে থাকবে। পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও প্রতিহিংসার চিহ্ন মাত্র তাদের মধ্যে থাকবে না। কোন প্রকার অসন্তোষ, ঝগড়া-বিবাদ ও বৈরিতা থাকবে না তাদের মধ্যে।

—ইবনে কাসীর

সূরা সাদ-এ ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ -

আর তাদের নিকট আয়তনয়না সমবয়স্কা সহধর্মিণীরা থাকবে।

অর্থাৎ তাদের প্রেম দৃষ্টি কেবল স্বামীদের প্রতিই পতিত হবে। তারা স্বামী ব্যতীত অন্য কারোর প্রতি চোখ তুলেও তাকাবে না।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, এক সকাল কিংবা এক বিকাল আল্লাহ্র রাস্তায় বের হওয়া সমগ্র পৃথিবী এবং তার অভ্যন্তরস্থ সব কিছু থেকে উত্তম। যদি রমণীদের কোন একজন যমীনের দিকে উঁকি মারে তাহলে আসমান-যমীনের মাঝখানে যা কিছু আছে সবই আলোকিত করে দেবে এবং সুগন্ধিতে ভরে তুলবে। তার মাথার দোপাট্টাও সমগ্র পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম হবে।

—বুখারী শরীফ

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, জান্নাতের স্ত্রীলোকদের পায়ের গোছার শ্বেতবর্ণ সত্তর জোড়া বস্ত্রের ভিতর থেকে নযরে আসবে, এমন কি পায়ের গোছার অস্থিমজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। এ কথা বলার কারণ হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ –

তারা এই পরিমাণ ধবধবে সাদা ও পরিচ্ছন্ন হবে, যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ।

অতঃপর বলেন, ইয়াকূত এমন পাথর যে, এতে তুমি মোতির মালা প্রেরিত করে বাইর থেকে যদি তা স্পষ্টভাবে দেখতে চাও, তাহলে বহিরাবরণ সত্ত্বেও অনায়াসে দেখতে পাবে। —তিরমিযী শরীফ

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম (স.)

كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ –

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন, জান্নাতী পুরুষ যারা জান্নাতী স্ত্রীদের স্বামী হবে তারা মুখমণ্ডলের দিকে তাকালে তার উভয় কপোত আয়না থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাবে। আর জান্নাতী স্ত্রীদের গলায় যে মোতির হার থাকবে তার মধ্যকার নিকৃষ্টতম মোতিটি পূর্ব ও পশ্চিম দেশ আলোকিত করতে পারে। আর তাদের পরিধানে সত্তর জোড়া বস্ত্র থাকবে যা এত পরিষ্কার ও নির্মল হবে যে, তার ভিতর দিয়ে দৃষ্টিশক্তি পেরিয়ে যাবে এবং জান্নাতী পুরুষেরা তাদের পরিধেয় বস্ত্রের বহিরাবরণ থেকে তাদের পায়ের গোছার অস্থিমজ্জা অবধি দেখা দেবে।

—আহমদ ও বায়হাকী

হূর-ঈন (আয়াতলোচনা হূর বালা)

হূর শব্দটি হাওরা (حوراء) শব্দের বহুবচন। ঐসব স্ত্রীলোকদের হূর বলা হয় যাদের চোখের সাদা ও কালো রং অত্যন্ত গাঢ় হয়ে থাকে। (عين) 'ঈন' 'আইনা' শব্দের বহুবচন। যে সব স্ত্রীলোকের চক্ষু বড় ও প্রশস্ত তাদেরকে ঈন বলা হয়।

www.pathagar.com

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় ঐসব স্ত্রীলোকদের 'হূর' বলা হয় যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার মহিমায় জান্নাতী পুরুষদের দাম্পত্য সুখের নিমিত্ত পয়দা করেছেন।

সূরা দুখান-এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

وزوجنهم بحور عين -

আমি হূরে ঈনদের সাথে তাদের বিবাহ সম্পন্ন করে দেব।

সূরা আর-রহমান-এ ইরশাদ হচ্ছেঃ

فيهن خيرات حسان - فبأي آلاء ربكما تكذبان - حور

مقصورات في الخيام - فبأي آلاء ربكما تكذبان - لم

يطمثهن قبلهم ولا جان - فبأي آلاء ربكما تكذبان -

জান্নাতের মহলসমূহে রয়েছে সুশীলা সুন্দরী অপ্সরা; সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? তারা তাঁবুতে সুরক্ষিতা হূর, সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? এদেরকে ইতিপূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করে নি। সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতি-পালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

সূরা ওয়াকিয়াতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون -

তাদের জন্য থাকবে আয়তলোচনা হূর যারা সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ।

www.pathagar.com

সূরা সাফ্ফাতে ইরশাদ হচ্ছেঃ

وَعِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ عِيْنٌ كَاَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوْنٌ –

তাদের সঙ্গে থাকবে আয়তনয়না ও আয়াতলোচনা হূরীগণ। তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব।

প্রথমোক্ত আয়াতে এদেরকে সুপ্ত মোতির মত বলা হয়েছে অর্থাৎ সে সব রমণীরা পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বলতায় টাটকা মোতির মত চমকাতে থাকবে। আর পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সুরক্ষিত ডিম্বের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে যা ময়লা আবর্জনা, কদর্যতা ও কালিমামুক্ত থাকবে। আল্লামা ইবনে কাসীর হযরত হাসান (রাঃ) থেকে সুরক্ষিত ডিম্বের ব্যাখা প্রসঙ্গে বলেন যে, مصون لا تمسه الايدى অর্থাৎ সেই ডিম্ব যা হাতে আসার পূর্বেই সুরক্ষিত হয়েছে। মুফাসসির বায়যাভী লিখেন, সুরক্ষিত ডিম্বের সাথে যে উপমা দেওয়া হয়েছে তা পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে এবং হরিদ্রাভ মিশ্রিত সাদা রং এর বেলায়ও প্রযোজ্য। যে সাদা রং-এর মাঝে কিছুটা হলুদ রং মিশ্রিত থাকে তা দেহের উৎকৃষ্ট রং হিসেবে খুবই মানানসই। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই তার সৃষ্টির অবস্থা এবং কিতাবের রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

আয়তলোচনা হূরদের বিশেষ দোয়া এবং স্বামীদের প্রতি সহমর্মিতা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, রমযান মাসের জন্য প্রথম থেকে শেষাবধি সারা জান্নাত সুসজ্জিত করা হয়। সুতরাং রমযানের প্রথম দিবসে আরশের নীচে আয়তলোচনা হূরদের উপর জান্নাতের বৃক্ষরাজির পল্লব সমীরণ প্রবাহিত হয় যার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তারা প্রার্থনা জানাতে থাকে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার বান্দাদের থেকে আমাদের জন্য এমন সব স্বামী নির্ধারিত করে দাও যাদের দেখলে আমাদের চক্ষু জুড়ায় এবং আমাদের প্রতি তাকালে তাদের চক্ষু সুশীতল হয়।

—বায়হাকী

www.pathagar.com

হযরত মুয়ায (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে যদি কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে কষ্ট দিতে থাকে তাহলে আয়তলোচনা হূরদের থেকে এক বিবি পৃথিবীর বিবিকে সম্বোধন করে বলে, তোমার অমঙ্গল হোক, তাকে কষ্ট দিও না। সে তোমার নিকট কয়েকদিনের অতিথি মাত্র। অদূর ভবিষ্যতে তোমার থেকে পৃথক হয়ে আমাদের সান্নিধ্যে সে এসে যাবে। —তিরমিযী শরীফ

উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়ের মর্মানুসারে বোঝা যায় যে, জান্নাত এবং উহার অপরাপর উপভোগ সামগ্রী যেমন এখন বর্তমানে আছে তেমনি আয়তলোচনা হূরগণও এখন সৃজিত ও বর্তমান আছে।

হাফিয মুনযিরী 'তারগীব ও তারহীব' শীর্ষক পুস্তকে মুমীন জননী হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে একটি দীর্ঘ রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন তাতে উল্লেখ আছে যে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরয করেন, হে আল্লাহর রসূল! জান্নাতে পৃথিবীর স্ত্রীরা উত্তম হবে, না হূরে ঈন? জবাবে রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন, পৃথিবীর ঈমানদার স্ত্রীরা হূরদের তুলনায় এই পরিমাণ শ্রেষ্ঠ হবে যেমন লেহাফের উপরিভাগের কাপড় উহার নীচের আস্তর থেকে শ্রেষ্ঠ। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এর হেতু কি? রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করলেন, পৃথিবীর স্ত্রীরা সালাত আদায় করত, সিয়াম পালন করত এবং মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত করত। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একজন স্ত্রীলোক একের পর এক দুই, তিন কিংবা চারজন পুরুষের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে? যখন সে ইন্তিকাল করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে আর তার স্বামীও তার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তার স্বামী কে হবে? রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেন, হে উম্মে সালমা! তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে যার সাথে চাবে থাকতে পারবে অর্থাৎ স্বামী হিসাবে বরণ করে নিতে পারবে। সুতরাং সে তাদের মধ্যে আচরণ ও নৈতিকতার দিক দিয়ে ভাল ব্যক্তিকে গ্রহণ করবে। আর বলতে থাকবে প্রভু হে, পৃথিবীতে এসব স্বামীর মধ্যে এ ব্যক্তি আমার সাথে সর্বাধিক সদাচরণ করত। তাঁকে আমার জীবন সঙ্গিনী বানিয়ে দাও। একথা বলার

www.pathagar.com

পর রসূল (স.) ইরশাদ করেন, হে উম্মে সালমা, উত্তম আচরণ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বয়ে আনে।

এই রিওয়ায়েতটি সনদ হিসাবে শক্তিশালী নয়। কোন কোন বর্ণনায় আছে, পৃথিবীতে যে স্ত্রীলোক প্রথম স্বামীর পরে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করেছিল, সে আখিরাতে শেষ স্বামীর স্ত্রীত্বে থাকবে। ঘটনা যাই হোক না কেন, এটা তো নির্ঘাত সত্য যে, জান্নাতী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেউই জোড় ব্যতীত থাকবে না। কোন কোন লোক প্রায়ই এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, দুই স্বামীওয়ালা স্ত্রীর অবস্থা কি দাঁড়াবে? উত্তর এই যে, এই মাসআলা তো এমন নয়, যার উপর ঈমানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। অতএব এটা নিয়ে তর্কবিতর্ক করা অসার। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা এমন সিদ্ধান্ত নিবেন যা সকলের কাছেই পসন্দনীয় হবে।

জান্নাতে হূরে-ঈনদের সঙ্গীত

হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে আয়তলোচনা হূরদের সমবেত হওয়ার একটি স্থান আছে। সেখানে তারা উচ্চস্বরে গান গাইতে থাকবে। তারা বলতে থাকবে, আমরা চিরস্থায়ী, কখনও ধ্বংস হব না, সর্বদা আরাম ও প্রশান্তিতে থাকব, কখনও কারোর মুখাপেক্ষী হব না, আমরা আমাদের স্বামীদের প্রতি সর্বদা সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তোষ প্রকাশ করব না, তারা আমাদের জন্য, আর আমরা তাদের জন্য। তারা এ সঙ্গীত এমন চিত্তাকর্ষক ও মন-মাতানো সুরে গাইতে থাকবে, যা কেউ কোন দিন শুনেনি।
—তিরমিযী

একজন পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী

জান্নাতে একজন পুরুষের কতজন বিবি থাকবে তা নিয়ে বিভিন্ন সূত্রে অনেক রিওয়ায়েত আছে। বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় আছে ঃ

لكل امرى زوجتان من الحور العين -

হূর-ঈন (আয়তলোচনা হূরদের) মধ্য থেকে প্রত্যেক জান্নাতী ব্যক্তির দুইজন স্ত্রী থাকবে।

www.pathagar.com

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) 'ফাতহুল বারী' নামক পুস্তকে এই পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং এ বিষয়ের উপর অনেক রিওয়ায়েত একত্র করেছেন। মুসনাদে আহমদের একটি রিওয়ায়েতে আছে, একজন নিম্নতম জান্নাতীর জন্য পৃথিবীর স্ত্রী ব্যতীত বাহাত্তর (৭২) জন স্ত্রী থাকবে।

আবু ইয়ালা (রঃ)—এর একটি বর্ণনায় আছে, আদম সন্তান থেকে দুইজন স্ত্রী থাকবে। আর বাহাত্তর (৭২) জন স্ত্রী এমন হবে যাদের আল্লাহ্ তা'আলা সে জগতে নূতন করে সৃষ্টি করবেন।

ইবনে মাজার একটি বর্ণনায় আছে, হুরে-ঈন (আয়তলোচনা হূর) থেকে বায়াত্তর জন এবং পৃথিবীর স্ত্রীদের মধ্য থেকে ৭২ জন সহধর্মিণী মিলবে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি রিওয়ায়েতের উল্লেখ ফাতহুল বারীর গ্রন্থকার করেছেন। এই পর্যায়ের কিছু রিওয়ায়েত সফল এবং কিছু রিওয়ায়েত দুর্বলও আছে। সামগ্রিক দৃষ্টিতে এটা অবশ্য বোঝা যায় যে, জান্নাতীদেরকে অন্যান্য নিয়ামতের সাথে সাথে একাধিক স্ত্রীও দেওয়া হবে (এমন কোন জান্নাতী নেই যার কমপক্ষে দুইজন স্ত্রী থাকবেনা)।

—ইবনে হাজার আসকালানী

এবারে অবশিষ্ট রইল শুধু সংখ্যার পার্থক্য। এ বিষয়টিকে সংকর্মের পরিধি ও গুণাগুণের উপর ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ নিজ নিজ আমল অনুসারে মর্যাদার মধ্যে যে তারতম্য হবে, সে অনুযায়ী স্ত্রীদের সংখ্যার মধ্যেও তারতম্য হবে। আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত।

এবার প্রশ্ন উঠতে পারে। একজন পুরুষের তো অনেক স্ত্রী মিলবে, তাহলে একজন স্ত্রীলোকের কতজন স্বামী মিলবে ? এ প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর। কেননা পুরুষদের জন্য একাধিক স্ত্রী থাকবে নিয়ামত সদৃশ, পক্ষান্তরে স্ত্রী লোকদের জন্য একাধিক স্বামী থাকাটা ভদ্রতা ও শালীনতা বিরোধী। পৃথিবীতেই যখন এই ধরনের বেইযযতী ও অবমাননাকর কাজ পসন্দনীয় নয় তখন জান্নাতে এটা পসন্দনীয় হবে কি করে ? জান্নাতী স্ত্রীদের গুণাগুণ পবিত্র কুরআনে قاصرات الطرف (নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন) বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা হবে নিম্নদৃষ্টি সম্পন্ন। নিজের স্বামী ব্যতীত অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে তারা অনীহা প্রকাশ করবে। উত্তরে এও বলা যেতে

www.pathagar.com

পারে যে, স্ত্রীলোক মাত্রেই একই স্বামীতে সন্তুষ্ট। তারা মনে প্রাণে চায় একই স্বামীতে নিজকে উৎসর্গ করতে। অতএব তাদের পক্ষে একাধিক স্বামী প্রদানের ওকালতি বাতুলতা বৈ তো নয়!

পৌরুষ শক্তি

জান্নাতী পুরুষদের জীবন-সঙ্গিনী যেহেতু অনেক থাকবে তাই তাদের পৌরুষ শক্তিও বাড়িয়ে দেওয়া হবে। হযরত সাঈদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আহলে কিতাব অর্থাৎ এক য়াহুদী রসূলে করীম (স.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করল, হে আবুল কাসিম [রসূলে (স.)-এর উপনাম] জান্নাতীরা তো পানাহার করবে, তাই না? রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেন, সেই মহান সত্তার শপথ, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন, একজন জান্নাতীকে পানাহার ও স্ত্রীদের সাথে সঙ্গমের ব্যাপারে একশত পুরুষের শক্তি প্রদান করা হবে। একথা শ্রবণ করে সেই য়াহুদী পুনরায় আরয করল, যে পানাহার করে তার তো মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কাজেই জান্নাতীরা যখন পানাহার করবে তখন অনিবার্যভাবে তাদের মলমূল ত্যাগের দরকার পড়বে। অথচ জান্নাত তো এমন স্থান যেথায় কোন কষ্টদায়ক জিনিসের অস্তিত্ব নেই। এমতাবস্থায় মলমূত্রের ন্যায় দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু কি করে থাকতে পারে? জবাবে রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেন, পানাহারের পর তাদের মলমূত্র ত্যাগের দরকার হবে না; বরং ভর্তি পেট খালি হওয়ার জন্য ঘামই যথেষ্ট অর্থাৎ তাদের ভুক্ত দ্রব্যাদি থেকে মৃগনাভীর ন্যায় সুঘ্রাণযুক্ত ঘাম বের হবে যদ্দারা তাদের পেট হালকা হয়ে যাবে। —আহমদ ও নাসাঈ

আলোচ্য হাদীস থেকে বোঝা গেল যে, জান্নাতীদেরকে একশত পুরুষের সমান পৌরুষ শক্তি প্রদান করা হবে। তিরমিযী শরীফে এ বিষয়ে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যাকে ইমাম তিরমিযী সহীহ হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর সাথে সাথে হযরত যাইদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-এর হাদীসের বরাতও দিয়েছেন (যা একটু পূর্বে বর্ণিত হয়েছে)। জান্নাত যেহেতু পবিত্র স্থান এবং তথাকার স্ত্রী-পুরুষ সবাই যেহেতু পবিত্র হবে, তাই সর্ব প্রকার কদর্য ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস থেকেও তারা মুক্ত হবে। তাদের প্রস্রাব পায়খানার কোন প্রয়োজন হবে না। মিলনের সময় তাদের বীর্যপাতও হবে না।

www.pathagar.com

জামউল ফাওয়ায়েদ নামক পুস্তকে মুহাদ্দিস তীবরানী মু'জামুল কবীর গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলেন, জান্নাতীরা সহবাস করবে, কিন্তু তাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোন শৈথিল্য আসবে না, যৌনস্পৃহায়ও ঘাটতি দেখা দেবে না। প্রকৃতপক্ষে পুরুষের বা স্ত্রীলোকের কোন বীর্য বের হবে না। পার্থিব আস্বাদ গ্রহণের সাথে পংকিলতা সম্পৃক্ত। জান্নাতের আস্বাদ গ্রহণের সাথে পংকিলতা সম্পৃক্ত নয়। তাই শয্যা ও দেহকে অপবিত্রকারী ধাতু সেখানে নির্গত হবে না। আর বীর্যপাতের সময় পৃথিবীতে যে আনন্দ অনুভূতি ও স্ফূর্তি অনুভূত হয় তার থেকে অনেক গুণ বেশী বীর্যপাত ব্যতিরেকেই জান্নাতে পুলক জাগরিত হবে। জান্নাতে যেহেতু প্রকৃতির চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যেকটি জিনিস বিদ্যমান থাকবে তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মন চাইবে তারা সহবাসে প্রবৃত্ত থাকবে। আর যখন মন চাইবে বিরত থাকবে।

জ্ঞাতব্য ঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি জান্নাতে অবস্থানকালে যখনই বাচ্চার আকাঙ্ক্ষা করবে তখনই গর্ভ ধারণ, প্রসব, জীবনকাল (ত্রিশ কিংবা তেত্রিশ বছর) সব কিছুই তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যাবে। —তিরমিযী শরীফ

কোন কোন বিদগ্ধজন বলেন, জান্নাতে সহবাস হবে কিন্তু সন্তানাদি হবে না। তাউস, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখয়ী প্রমুখ (রাঃ) থেকে এই ধরনের রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (রাঃ) উপরোক্ত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, জান্নাতীরা সন্তানাদির আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে না। হযরত আবু রযীন উকাইলি (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন যে, জান্নাতে জান্নাতীদের সন্তানাদি হবে না। —তিরমিযী

তবে যেহেতু জান্নাত প্রতিটি অভিপ্রায় পূরণের স্থান, তাই জান্নাতীদের কেউ সন্তান কামনা করলে তার সে কামনা অবশ্যই পূরণ করা হবে। তবে জান্নাতে বংশ বিস্তার ও বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষার কোন প্রয়োজন নেই বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের অন্তরে সন্তানাদি লাভের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করবেন না। তাছাড়া জান্নাতে বংশ বিস্তার যে অপ্রয়োজনীয়, এমন কি অকল্পনীয় তা সেখানে গেলেই ভালভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

www.pathagar.com

জান্নাতের বাজার যেখানে আল্লাহ্‌র দর্শন পাওয়া যাবে এবং সৌন্দর্য ও রূপলাবন্য বৃদ্ধি পাবে

বিখ্যাত তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বললেন, আমি আল্লাহ্‌র সমীপে আরয করছি, যেন তিনি তোমাকে এবং আমাকে জান্নাতের বাজারে একত্র করে দেন। হযরত সাঈদ আরয করলেন, জান্নাতেও কি বাজার থাকবে? হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, হ্যাঁ, রসূল করীম (স.) আমাকে বলেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন নিজ নিজ কর্মানুসারে মর্যাদার স্তর ও সোপানে আরোহণ করবে। অতঃপর তাদেরকে পৃথিবীর জুম'আর (শুক্রবার) দিনের পরিমাপে আল্লাহ্‌র দীদার লাভের জন্য অনুমতি প্রদান করা হবে। সুতরাং তারা আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করবে। সে সময় আল্লাহ্ তা'আলা তার আরশকে বিকশিত করবেন এবং তার নৈকট্য ও সাক্ষাৎ দানের নজ্য জান্নাতের একটি প্রকান্ড উদ্যানে আবির্ভূত হবেন। যে সব লোক আল্লাহ্‌র দীদার লাভের জন্য সমবেত হবে তাদের উপবেশনের জন্য আলোক-বর্তিকা, মোতি, ইয়াকুত, জাবারজাদ (এক প্রকার মূল্যবান পাথর) স্বর্ণ ও রৌপ্যের মিম্বার পরিবেশন করা হবে। যোগ্যতা ও মর্যাদানুসারে জান্নাতীরা তাতে উপবেশন করবে। উপভোগ্য সামগ্রী ও আরাম-আয়েশের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কেউ খাটো হবে না, তবে মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা নিম্নতম ব্যক্তি মিশ্‌ক ও জাফরানের টিলার উপর বসবে এবং টিলায় অবস্থানকারীরা চেয়ারে উপবেশনকারীদেরকে নিজেদের চাইতে শ্রেষ্ঠ মনে করবে না। যদি এমন ধারণার সৃষ্ট হয় তাহলে সেটা হবে একটা দুঃখের কারণ। আর জান্নাতে তো দুশ্চিন্তা ও দুঃখের কিছু থাকতে পারে না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে স্বচক্ষে দেখতে পাব? ইরশাদ হলো, হ্যাঁ তোমরা কি সূর্য ও চতুর্দশী চাঁদ সরাসরি দেখার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কর? আমরা আরয করলাম, না। ইরশাদ হলো, অনুরূপভাবে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে না। আর উক্ত

www.pathagar.com

সভায় এমন কোন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না, যে মুখোমুখী হয়ে আল্লাহ্‌র সাথে কথাবার্তা বলবে না এমনকি উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর ভেতর থেকে কতিপয়কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করবেন, হে অমুকের পুত্র, তোমার কি মনে আছে যে, অমুক দিন তুমি এমন এমন কথা বলেছিলে ? অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অঙ্গীকার ভঙ্গজনিত কতিপয় বিষয় স্মরণ করিয়ে দেবেন যা সে দুনিয়াতে থাকাকালীন সময়ে করেছিল। সে আরয করবে, হে প্রভু আপনি কি আমাকে ক্ষমা করে দেন নি ? আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আমার বকশিশের বদৌলতেই আজ তুমি এই সম্মানের অধিকারী হয়েছ। সমবেত জনতা এই অবস্থায় থাকবে, এমন সময় এক খণ্ড মেঘ আসবে এবং তাদের উপর ছেয়ে থাকবে। আর তা এমন সুগন্ধি বর্ষণ করবে, যা তারা ইতিপূর্বে কখনও পায়নি। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করবেন, ওঠো এবং ঐ জিনিসের দিকে ধাবিত হও যা তোমাদের সম্মানার্থে আমি প্রস্তুত করে রেখেছি। তোমাদের যা মন চায় গ্রহণ কর। অতঃপর আমরা একটি বাজারে যাব, যাকে ফিরিশতারা পরিবেষ্টন করে রাখবে। সে বাজারে এমন সব দ্রব্য সামগ্রী থাকবে যা চোখে কোন দিন দেখেনি, কানে কোন দিন শুনেনি এবং অন্তরে কোন দিন কল্পনা করেনি। ব্যস যা আমাদের মন চাইবে তা আমাদের দেওয়া হবে। আর এ সবই দরকষাকষি ও মূল্য ব্যতিরেকেই পাওয়া যাবে। কেননা সেখানে কোন কিছু বিক্রি করা যাবে না আবার খরিদ করাও যাবে না।

কথোপকথনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেন, সেই বাজারে জান্নাতীরা পরস্পর সাক্ষাৎ করবে। উঁচু মর্যাদার লোক অপেক্ষাকৃত নীচু মর্যাদার লোকের সাথে সাক্ষাৎ করবে, অথচ নিজ নিজ অনুভূতি অনুসারে তাদের মধ্যে কেউ নিজকে আতরাফ (নীচু মর্যাদার) মনে করবে না। নীচু ব্যক্তির কাছে উঁচু ব্যক্তির পোশাক ভাল মনে হতে থাকবে, কিন্তু নিজেদের মধ্যেই আবার নিজের পোশাক, উঁচু ব্যক্তির পোশাকের চাইতে তার কাছে অধিকতর ভাল বলে মনে হতে থাকবে। কারণ, জান্নাতে কোন ব্যক্তি দুঃখ পাবে তেমন অবকাশ রাখা হয়নি। অতঃপর আমরা নিজ নিজ আবাসে রওয়ানা হয়ে যাব। সেখানে পৌঁছলে আমাদের স্ত্রীরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে এবং মারহাবা ও খোশ আমদেদ জ্ঞাপন করে বলতে থাকবে, তোমরা সেই অনুপম সৌন্দর্য ও রূপলাবন্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন

www.pathagar.com

করেছ যা আমাদের থেকে বিদায়ের মুহূর্তে তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আমরা উত্তরে বলব, আজ আমরা আমাদের প্রভুর সাথে অন্তরঙ্গ সাহচর্যের মর্যাদা লাভ করেছি। আর আমরা এই মর্যাদা লাভের যোগ্য।
—তিরমিযী

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সরোয়ারে আলম (স.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে একটি বাজার রয়েছে, যেখানে জান্নাতীরা প্রতি শুক্রবার যাবে। সেখানে উত্তর দিক থেকে বাতাস প্রবাহিত হবে যা জান্নাতীদের মুখমন্ডল ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সুগন্ধিতে ভরপুর করে তুলবে এবং তাদের সৌন্দর্য ও রূপলাবন্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করবে। সুতরাং তারা অত্যন্ত সুন্দর ও লাবন্যময় হয়ে নিজেদের গৃহিণীদের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। গৃহিণীরা বলবে, আল্লাহ্‌র শপথ, আমাদের থেকে বিদায় নেওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য ও রূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরপর তারা পুনরায় বলবে আল্লাহ্‌র শপথ. আমাদের পরে তোমাদের রূপলাবন্য ও সৌন্দর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।
—মুসলিম শরীফ

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী মুরতাযা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে একটি বাজার আছে যেখানে কোন বেচা কেনা নেই। সেখানে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের ছবি ও প্রতিকৃতি থাকবে। তা দেখে কেউ যদি আকাঙ্ক্ষা করে, অমুকের আকৃতির মত যদি আমার আকৃতি হতো, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই তার আকৃতি সেই আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে।
—তিরমিযী শরীফ

জান্নাতের সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত আল্লাহ্‌র দর্শন

হযরত সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্‌তা'আলা প্রশ্ন করবেন, তোমরা কি আমার কাছে আরো কিছু চাও? তারা আরয করবে, প্রভু হে, আমাদের আর কি চাওয়ার আছে, আপনি তো অনেক কিছু দিয়েছেন। আপনি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল করে দেননি? আপনি কি আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান নি, আপনি কি আমাদেরকে দোযখ থেকে মুক্তি দেন নি? হুযুর আকরাম (স.) ইরশাদ করেন, তাদের এই

www.pathagar.com

উত্তরের পর যবনিকা উঠিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং তারা আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করবে। তাদেরকে যা কিছু প্রদান করা হবে তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র দীদার তাদের নিকট সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হবে। এরপর রসূল (স.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন।

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ -

যারা ভাল কাজ করেছে তাদের জন্য ভাল পরিণাম এবং অতিরিক্ত আরও (অনেক কিছু) রয়েছে।

হযরত আবু রযীন উকাইলী (রাঃ) বলেন, আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল, কিয়ামতের দিন আমাদের মধ্যকার প্রত্যেক ব্যক্তিই কি আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে? (এত বড় গণ জমায়েতে একই সঙ্গে সকলের দেখার ব্যাপারে) কোন তারতম্যের সৃষ্টি হবে না তো? তিনি ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক ব্যক্তিই খুব ভাল ভাবে দেখতে পাবে। আমি আরয করলাম, পৃথিবীতে সৃষ্ট জীবের মধ্যে এর কোন উদাহরণ আছে কি? তিনি ইরশাদ করলেন, হে আবু রযীন! চতুর্দশীর চাঁদ কি অত্যধিক ভীড়ের মধ্যেও তোমরা নির্বিবাদে দেখতে পাও না? আমি বললাম, হ্যাঁ, দেখতে পাই। তিনি বললেন, চন্দ্র তো আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকুলের একটি সৃষ্টি মাত্র। এটাকে সকলেই একই সঙ্গে দেখে নিতে পারে এবং এটাকে দেখার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। আর আল্লাহ্ মহান ও চরম মাহাত্মের অধিকারী। তাঁকে সকলে একই সময়ে কেন দেখতে পাবে না? —আবু দাউদ শরীফ

হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, জান্নাতীরা তাদের নিয়ামত সামগ্রীর মধ্যে বিভোর থাকবে। হঠাৎ উপর দিক থেকে একটি আলোকবর্তিকা চমকাতে থাকবে। তারা আপন আপন মাথা উপরে উঠাবে এবং দেখতে পাবে, তাদের মাথার উপরে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা অবস্থান করছেন। তাদের দেখা মাত্র আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করতে থাকবেনঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ -

www.pathagar.com

হে জান্নাতীরা, তোমাদের উপর চিরশান্তি বর্ষিত হোক।

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও ইরশাদ করবেন, যা সূরায়ে ইয়াসীন-এ উল্লেখ আছে ঃ

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ـ

এরপর রসূল (স.) বলেন, সালামের পরে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের এবং জান্নাতীরা তাদের প্রতিপালককে দেখতে থাকবে, এমনকি আল্লাহ্ তা'য়ালা পর্দার আড়ালে চলে যাবেন এবং তাঁর জ্যোতি অবশিষ্ট থেকে যাবে।

রসূল করীম (স.) এও বলেছেন, জান্নাতীরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পরওয়ারদিগারকে দেখতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন নিয়ামতের দিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না। —ইবনে মাজাহ্

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, মর্যাদার দিক দিয়ে নিম্নতম জান্নাতী ব্যক্তি তার উদ্যানসমূহ, আসন, স্ত্রী, সেবকবৃন্দ এবং অন্যান্য নিয়ামত সামগ্রীকে এক বছরের দূরত্ব পর্যন্ত বিস্তৃত দেখতে পাবে অর্থাৎ এইসব সামগ্রী এত-দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে যে, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি এত জিনিস দেখতে চাইলে হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে। আর আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান জান্নাতী সে-ই হবে, যে সকাল-সন্ধ্যা অর্থাৎ সর্বক্ষণ আল্লাহ্র দীদার লাভে ধন্য হবে। এরপর তিনি এই আয়াতও পাঠ করলেন ঃ

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ـ

অনেক মুখমন্ডল সেই দিন হাস্যোজ্জ্বল ও চমকপ্রদ হবে, তাদের প্রতি-পালকের পানে তাকিয়ে থাকবে। —তিরমিযী শরীফ

এটা হচ্ছে সূরা কিয়ামাহ-এর আয়াত। কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্র দর্শন প্রমাণ করাই এটা পাঠের উদ্দেশ্য। একটি হাদীসে আছে, নিম্নস্তরের একজন জান্নাতী তার জান্নাতকে দু'হাজার বছরের ব্যবধানের

www.pathagar.com

সমান বিস্তৃত দেখতে পাবে, অথচ সে এর প্রান্তসীমাকে নির্বিবাদে এমনভাবে দেখতে পারে যেমনভাবে দেখতে পাবে এর নিকটবর্তী অংশকে।

—আত্-তারগীব ওয়াত্ তারহীব

হাদীস শরীফে নিম্নতম ও উচ্চতম জান্নাতীদের মর্যাদার উল্লেখ আছে। এর মাঝখানে আরও যে কত সোপান রয়েছে এবং মর্যাদার স্তর বিন্যাস অনুসারে সেগুলোকে কী পরিমাণ বিলাসোপকরণ দ্বারা পরিশোভিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ই সম্যক পরিজ্ঞাত। আল্লাহ্র দর্শন তো প্রত্যেক জান্নাতীর ভাগ্যে জুটবে, তবে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান যিনি লাভ করবেন তার এ সৌভাগ্য অর্জিত হবে যে, সকাল-সন্ধ্যা অর্থাৎ সর্বক্ষণ তিনি আল্লাহ্র দর্শন দ্বারা ধন্য হবেন।

জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহ্ তা'আলাকে পৃথিবীতে দেখা সম্ভব নয়, জান্নাতে ঈমানদাররা তাকে দেখতে পাবে। কাফির ও মুনাফিকরা এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। আর এটাই (আল্লাহ্র দর্শন) সর্বাপেক্ষা বড় নিয়ামত। এখানে স্মর্তব্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা অবয়ব ও দৈহিক গঠনাকৃতি থেকে মুক্ত। তবে জান্নাতীরা আল্লাহ্কে দেখতে পাবে—এটা ধ্রুব সত্য, যার উপর বিশ্বাস রাখা ফরয, কিন্তু দেখার প্রকৃত অবস্থা আমাদের জানা নেই।

অপরাধী মুসলমানদের দোযখ থেকে মুক্তিলাভ ও জান্নাতে প্রবেশ

কবীরা গুনাহকারী বহু সংখ্যক মুসলমান দোযখে প্রবেশ করবে। তবে প্রত্যেক কবীরা গুনাহকারীর দোযখে যাওয়াটা জরুরী নয়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা অনেক গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেবেন এবং জাহান্নামের নিষ্পেষণ থেকে অব্যাহতি দেবেন। আর সকলকে ক্ষমা করে দেওয়াও আল্লাহ্র জন্য জরুরী নয়। কারণ, রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত যে, অনেক গুনাহগার মুসলমান দোযখে অবস্থান করবে, অতঃপর নির্ধারিত শাস্তি ভোগের পর সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাত থেকে কেউ কখনো বের হবে না এবং কাউকে বের হতে দেওয়াও হবে না। পক্ষান্তরে দোযখ থেকে গুনাহগার মুসলমানদের মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি

www.pathagar.com

দেওয়া হবে। কাফির ও মুশরিকরাই কেবল জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا

خٰلِدُوْنَ –

যারা অবিশ্বাসী এবং আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা দোযখবাসী। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামে পিঠের উপর পুলসিরাত রাখা হবে। আর রসূলদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম আমার উম্মতদের নিয়ে এটা অতিক্রম করব। সেদিন রসূল ব্যতিরেকে কেউই কথা বলতে পারবে না। আর তাঁরা সেদিন শুধু বলতে থাকবে, اللهم سلم سلم হে আল্লাহ্! নিরাপদ রাখো,, নিরাপদ রাখো। আর জাহান্নামে সা'দান বৃক্ষের কাঁটার ন্যায় বড় বড় সাঁড়াশি থাকবে, যার অনিষ্টতা সম্পর্কে আল্লাহ্ই সম্যক জ্ঞাত। সে সব সাঁড়াশির মাথা ভীমরুলের মাথার ন্যায় কুঞ্চিত থাকবে এবং দোযখ থেকে বের হয়ে লোকদেরকে তাদের অসৎ আমলের দরুন ছোঁ মারতে থাকবে। আর এ কারণে কেউ পুলসিরাত থেকে দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে (এরা হবে কাফির)। আবার কেউ কেউ খণ্ডিত হয়ে দোযখে নিপতিত হবে। অতঃপর পরবর্তী সময়ে মুক্তিলাভ করবে (এরা হচ্ছে গুনাহগার মুসলমান)। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের মধ্যকার বিচার-মীমাংসা শেষ করবেন এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই)-এর সাক্ষ্যদাতা মাত্রকেই দোযখ থেকে মুক্তি প্রদানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন তখন ফিরিশতাদের নির্দেশ দেবেন, 'যারা আল্লাহ্র দাসত্ব করত তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের কর। সুতরাং ফিরিশতারা এমন লোকদের বের করবে এবং সিজদার চিহ্নসমূহ দ্বারা তাদেরকে চিনে নেবে। কেননা আল্লাহ্-তা'আলা সিজদার স্থানসমূহ যা সাধারণত মস্তকভাগে থাকে, পোড়ানো, জাহান্নামের অগ্নির জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। সেসব লোক দোযখ থেকে

www.pathagar.com

নাজাত পাবে, দোযখ থেকে বের করে তাদের উপর আবে-হায়াত ঢালা হবে, যার ফলে তারা এমনভাবে নবজীবন লাভ করবে যেমনভাবে প্রবাহিত পানির দরুন শুষ্ক জমিতে অংকুরোদগম হয়ে থাকে। —মিশকাত

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, যখন জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করবেন, যার অন্তকরণে সরিষার দানা বরাবর ঈমান আছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করো। সুতরাং সে নির্দেশ মুতাবিক ঐ সমস্ত লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে দেওয়া হবে যারা জ্বলে-পুড়ে কয়লায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তাদেরকে আবে-হায়াতের পানিতে অবগাহিত করা হবে।

—বুখারী ও মুসলিম শরীফ

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তারা[১] নাহরুল হায়াত (জীবন সঞ্জীবনী প্রস্রবণ) থেকে মুক্তার ন্যায় বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

—বুখারী ও মুসলিম শরীফ

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, গুনাহের অপরাধে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হওয়ার কারণে অনেকের দেহে দাগ পড়বে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আপন মহিমা ও অনুকম্পার দ্বারা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেবেন। তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে অভিহিত করা হবে। এসব লোকদের 'জাহান্নামী' বলে আখ্যায়িত করা তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবানীর স্মৃতিচারণের জন্য জাহান্নামের কষ্ঠকে স্মরণ করার দরুন জান্নাতের সুখ ও আরাম-আয়েশ তাদের কাছে আরো বেশী উপভোগ্য হবে।

---

১ প্রথম বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের উপর আবে-হায়াত ঢেলে দেওয়া হবে। আর আলোচ্য বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, 'নাহরুল হায়াতে' ঢেলে দেওয়া হবে। এই মতভেদ মৌলিক নহে। উভয় বর্ণনার উৎসস্থল একই। নহরে হায়াতে যখন তাদেরকে অবগাহিত করা হবে তখন ঢেলে দেওয়া ও বিশুদ্ধ। আর তাদের উপর পানি ঢালাও যথার্থ।

www.pathagar.com

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (স.) ইরশাদ করেছেন, জাহান্নামে প্রবেশকারী দুই ব্যক্তি খুব জোরে জোরে চিৎকার করতে আরম্ভ করবে। আল্লাহ তা'আলা তখন নির্দেশ দেবেন, এদের বের করে আন। অতঃপর তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তোমরা এত বিকট শব্দে চিৎকার করছ কেন? তারা আরয করবে, আমরা চিৎকার দিয়েছি এজন্য যে, আপনি আমাদের উপর দয়া করুন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, নিশ্চয়ই আমার রহমত তোমাদের জন্য এভাবে যে, তোমরা দোযখে যেখানে অবস্থান করছিলে সেখানে গিয়ে নিজেদের প্রাণ ঢেলে দাও। সুতরাং তাদের একজন নিজেকে জাহান্নামে নিক্ষেপিত করবে। তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক করে দেবেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে। তাকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, জাহান্নামে নিক্ষেপিত হওয়া থেকে তোমাকে কোন জিনিস বাধা প্রদান করেছে? সে আরয করবে, প্রভু, আমি আশা করেছিলাম যে, আপনি যখন আমাকে জাহান্নাম থেকে বের হবার সুযোগ দিয়েছেন তখন পুনরায় সেখানে ফেরত পাঠাবেন না। আল্লাহ বলবেন, যাও, তোমার আশা পূর্ণ করে দেওয়া হলো। অতঃপর উভয় ব্যক্তিকে আল্লাহর বিশেষ রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। —তিরমিযী শরীফ

সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের জান্নাতী

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, আমি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, যে জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে বের হবার সুযোগ পাবে এবং সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি হবে। এ ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে জাহান্নাম থেকে বের হবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিলে সে জান্নাতের নিকটে আসবে কিন্তু তার নিকট জান্নাত লোকে পরিপূর্ণ বলে অনুমিত হবে। সুতরাং সে আরয করবে, হে প্রভু, আমি তো জান্নাতকে পরিপূর্ণ পেলাম (স্থান নেই, কেমন করে ভিতরে ঢুকবো?) আল্লাহ বলবেন, যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাকে পৃথিবীর সমপরিমাণ, বরং এর দশগুণ জায়গা দেওয়া হল। এটা শুনে সে আরয করবে, আপনি কি আমার সাথে উপহাস করছেন, অথচ আপনি শাহানশাহ-রাজাধিরাজ।

www.pathagar.com

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি দেখতে পেলাম, রসূল করীম (স.) উক্ত কথা বলে হাসছেন, এমন কি তার চোয়াল মুবারকের শেষাংশ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে পড়ল। (বেচারা এতবড় অবদানকে উপহাস মনে করল যা কোন দিন সে স্বপ্নেও ভাবেনি)। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, সাহাবী-ই-কিরাম (রাঃ)-এর মধ্যে এই কথা প্রায়ই আলোচিত হত যে, ঐ ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের জান্নাতী হবে এবং সব শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ সে পৃথিবী ও তার দশগুণ জায়গার অধিকারী হবে। —বুখারী শরীফ

সবশেষে প্রবেশকারী জান্নাতীর ঘটনা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে আরও বিস্তারিত কাহিনী বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, সর্বাপেক্ষা শেষে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি দোযখ থেকে বের হওয়ার পর সাহস করে কখনো সম্মুখে অগ্রসর হবে আবার কখনো তার পদস্খলন ঘটবে। আবার কখনো তাকে অগ্নিস্ফুলিং ঘিরে ধরবে। সুতরাং (ইতস্ততঃ অবস্থায়) দোযখ থেকে বের হয়ে সে এগোতে থাকবে। সে জাহান্নামের দিকে চেয়ে বলতে থাকবে, সেই মহান আল্লাহ্ বরকতময়, যিনি আমাকে তোমার কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এমন নিয়ামত দান করেছেন, যা অগ্রবর্তী ও অনুবর্তীদের কাউকে দান করেন নি। এর পরে একটি প্রকান্ড বৃক্ষ তার দৃষ্টিগোচরে আনা হবে। সে বলবে, হে আমার প্রভু, আমাকে বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দিন, যাতে ছায়ায় বসে এর নীচ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণের পানি পান করতে পারি। আল্লাহ্ বলবেন, এটা বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, আমি তোমাকে ঐ নিয়ামত দান করলে পর তুমি অন্য কিছুর জন্য আবেদন শুরু করে দেবে? সে আরয করবে, হে আমার প্রতিপালক! না, এমন কিছু করব না। সে এই মর্মে অঙ্গীকার করবে যে, অতঃপর সে আর কিছুই চাইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অপারগ হিসাবে ধরে নেবেন এজন্য যে, এ সময়ে তার নিয়ত সীমাবদ্ধ থাকলেও শেষ পর্যন্ত সে এতে স্থির থাকতে পারবে না। কেননা এমন জিনিস তার দৃষ্টিগোচর হবে যা প্রাপ্তির ব্যাপারে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। সুতরাং তাকে বৃক্ষের নিকটবর্তী করা হবে, সে উহার ছায়ায় বসবে এবং পানি পান করবে। অতঃপর তার সামনে

www.pathagar.com

অপর একটি বৃক্ষ খাড়া করে দেওয়া হবে, যা প্রথমটির চাইতেও সুন্দর। বৃক্ষটির প্রতি তার নজর পড়া মাত্র সে আরয করবে, হে আমার প্রভু, আমাকে এই বৃক্ষের নিকটবর্তী করে দাও যাতে আমি এর নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত ঝরনার পানি পান করতে পারি এবং উহার ছায়ায় বসতে পারি। এছাড়া আমি আর অতিরিক্ত কিছু আপনার নিকট চাই না। ইরশাদ হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে অঙ্গীকার করো নি যে, আর কিছু চাইবে না? এটাও অবাস্তব নয় যে, যদি আমি তোমাকে এর নিকটবর্তী করে দেই তাহলে তুমি পুনরায় অন্য কিছু চেয়ে বসবে? সে প্রতিশ্রুতি দেবে, এতদ্ব্যতীত আর কিছুই চাইব না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অক্ষম বলে বিবেচনা করবেন। কেননা এরপরে এমন জিনিসের প্রতি তার দৃষ্টি পড়বে, যা ব্যতীত সে ধৈর্য ধারণ করতে পারবে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে সেই বৃক্ষের নিকট পৌঁছিয়ে দেবেন এবং সে উহার ছায়ায় বসে পানি পান করবে।

অতঃপর জান্নাতের তোরণদ্বারের নিকটবর্তী স্থানে তার সম্মুখে আর একটি বৃক্ষ খাড়া করা হবে যা প্রথমোক্ত বৃক্ষদ্বয়ের চাইতেও আকর্ষণীয়। কাজেই সে আরয করবে, হে আমার প্রভু! আমাকে এই বৃক্ষটির নিকটবর্তী করে দাও যেন আমি উহার ছায়ায় বসতে পারি এবং পানি পান করতে পারি। এতদ্ব্যতীত আপনার নিকট আর কিছুই চাইব না। ইরশাদ হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করোনি যে, আর কিছুই চাইবে না। সে আরয করবে—হে প্রভু, অবশ্যই অঙ্গীকার করেছিলাম কিন্তু এবারকার মত প্রার্থনা মনযুর করে নাও। এ ছাড়া আর কিছুই আপনার নিকট চাইব না। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অক্ষম বলেই মেনে নেবেন। কেননা এরপরও এমন জিনিস তার দৃষ্টিগোচর হবে, যার প্রাপ্তির ব্যাপারে সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। সুতরাং তাকে উক্ত বৃক্ষের কাছে নেওয়া হবে। যখন সে উহার নিকটবর্তী হবে তখন জান্নাতীদের কোলাহল তার গোচরীভূত হবে। সে পুনরায় লালসাগ্রস্ত হবে এবং বলতে থাকবে, হে আমার প্রভু, আমাকে জান্নাতের ভিতরে পৌঁছিয়ে দিন। ইরশাদ হবে, হে আদম সন্তান! শেষ পর্যন্ত কিভাবে তোমার চাওয়া-পাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটবে। তোমাকে পৃথিবীর সমপরিমাণ এবং সেই সাথে আরো ততটুকু জায়গা দিলে কি

www.pathagar.com

তুমি পরিতৃপ্ত হবে? সে আরয করবে, আপনি আমার সাথে উপহাস করছেন অথচ আপনি সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।

এ ঘটনা বর্ণনা করে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) মুচকি হাসলেন এবং সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার হাসার কারণ জিজ্ঞেস করছো না কেন? সমবেত জনতা আরয করলেন, আপনি বলুন কেন হাসছেন? তিনি বললেন, ঠিক এমনিভাবে আলোচ্য হাদীস বর্ণনাকালে রসূল করীম (স.) মুচকি হাসছিলেন। সাহাবা-ই-কিরাম তখন আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনি কেন হাসছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলার হাসির দরুন আমার হাসি এসেছে। বান্দা যখন আরয করেছিল, আপনি আমার সাথে উপহাস করছেন অথচ আপনি সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করবেন, আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না (বরং তোমাকে প্রকৃতই এই পরিমাণ) দিয়েছি আমি যা চাই তা করার ব্যাপারেও সামর্থ্য রাখি। —মুসলিম শরীফ

মোটামুটি অনুরূপ বর্ণনা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এবং আবু সাঈদ (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনার শেষাংশে উল্লেখ আছে, ঐ ব্যক্তি বারবার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ শেষ পর্যন্ত যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তোমার মনে যা চায় তা গ্রহণ কর। সে মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করতে থাকবে এবং আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহ পেতে থাকবে। এমনিভাবে তার মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করবেন, আরও আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর, অমুক নিয়ামত তো রয়ে গেছে, তা আকাঙ্ক্ষাও কারো, অমুক জিনিস অবশিষ্ট রয়েছে তা পাওয়ারও কামনা কর। এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভিন্ন জিনিস পাওয়ার অভিপ্রায় স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং প্রত্যেকটি আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে থাকবেন। এমনকি তার আশা-আকাঙ্ক্ষা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, যা কিছু তুমি চেয়েছিলে তার সবই তোমাকে দেওয়া হয়েছে এবং অতিরিক্ত হিসাবে তারও সমপরিমাণ দেওয়া হয়েছে। —মিশকাত শরীফ

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ)-এর বর্ণনায় আছে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে লক্ষ্য করে বলবেন, তুমি যা কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেছিলে তার সবই তোমাকে

www.pathagar.com

দিয়েছি বরং এর দশগুণ দিয়েছি। অতঃপর সে নিজের জান্নাতে প্রবেশ করা মাত্র আয়াতনয়না হুরদের দুইজন তার নিকট আসবে এবং বলতে থাকবে, সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের জন্য তোমাকে জান্নাতের চিরস্থায়ী জীবন দান করেছেন এবং যিনি আমাদের জীবন তোমার জন্য উৎসর্গ করেছেন। তখন সে ব্যক্তি বলতে থাকবে, আমি যা পেয়েছি তা অন্য কেউ পায়নি। —মিশকাত শরীফ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, সবশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তিকে সম্বোধন করে আল্লাহ্‌ বলবেন, দাঁড়াও, জান্নাতে প্রবেশ কর। একথা শুনে সে ব্যক্তির চেহারা মলিন হয়ে যাবে এবং সে বলতে থাকবে (জান্নাতে জায়গা আছে কোথায় যে, প্রবেশ করব ?) আমার জন্য আপনি কি কিছু অবশিষ্ট রেখেছেন ? আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, তোমার জন্য অনেক কিছু আছে। যে পরিমাণ প্রশস্ততা ও ব্যবধানে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত হয়ে থাকে তুমি সে পরিমাণ জায়গা গ্রহণ কর।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, নিম্নস্তরের একজন জান্নাতীর জন্য আশি হাজার সেবাদাস ও বায়াত্তর জন স্ত্রী থাকবে। তার জন্য হীরামোতি পান্না, যাবারযাদ ও ইয়াকুত পাথরের নির্মিত একটি গম্বুজ থাকবে, যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হবে জাবিয়াহ থেকে সানআ (ইয়ামানের রাজধানী) এর মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান (এই স্থানদ্বয়ের মধ্যে অনেক মাইলের দূরত্ব রয়েছে)। —তিরমিযী শরীফ

হযরত আবু যর হতে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, আমি অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে চিনি যে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নাম থেকে সর্বশেষে মুক্তি পাবে। সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিনে উপস্থিত করা হবে এবং (ফিরিশতাদের) বলা হবে, তার সামনে তৎকৃত ছোট ছোট গুনাহগুলো পেশ কর এবং কবীরা গুনাহ্‌গুলোকে গোপন রাখ। সুতরাং ছোট গুনাহগুলো তার সামনে পেশ করা হবে এবং বলা হবে, তুমি অমুক দিন অমুক কর্ম সম্পাদন করেছিলে এবং অমুক দিন অমুক আমল করেছিলে। সে তা স্বীকার করবে। (এবং অস্বীকার করার কোন উপায় থাকবে না)। তবে মনে মনে ভীত হবে এই আশংকায় যে, শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

বড় গুনাহগুলো না ফাঁস হয়ে পড়ে। অতঃপর তাকে বলা হবে, যাও, তোমার প্রত্যেক গুনাহের পরিবর্তে একটি করে নেকী দেওয়া হবে। এই বদান্যতা ও উদারতা দেখে সে বলে উঠবে, হে প্রভু! আমি তো আরও অনেক গুনাহ করেছি, যা অত্র তালিকায় দেখছি না। সেগুলোর বিনিময়েও তো একটি করে নেকী পাওয়ার কথা। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রসূলে করীম (স.) কে দেখলাম, এই কথা বলতে বলতে তিনি এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তার চোয়ালদ্বয় প্রকাশ হয়ে পড়ল। —মুসলিম শরীফ

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে নিম্নতম জান্নাতীদের মর্যাদা ও শান-শওকত সম্পর্কে জানা গেল। একজন নিম্নতম জান্নাতীরই সম্মান ও মর্যাদা যদি অতটা হয়, তাহলে সর্বাপেক্ষা উঁচুদরের জান্নাতী কী পাবে তা একমাত্র করুণাময়ই জানেন।

নিম্নতম জান্নাতীর প্রাপ্য সম্পর্কে কোন কোন রিওয়ায়েতে আছে যে, এক হাজার বছরের দূরত্ব পর্যন্ত সে তার নিয়ামতসমূহকে বিস্তৃত দেখতে পাবে। আবার কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, দুই হাজার বছরের দূরত্ব পর্যন্ত তার নিয়ামত সামগ্রী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। কোন কোন রিওয়া-য়েতে আছে যে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার ন্যায় দশ গুণ বিস্তৃত স্থানের অধিকারী হবে একজন নিম্নতম জান্নাতী। আবার অন্যান্য বর্ণনায় নিম্ন স্তরের জান্নাতী ব্যক্তির নিয়ামতরাজির কথা অন্যভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য সম্বো-ধিত ব্যক্তিদের বোঝানোর জন্যই এমনটি করা হয়েছে। এটা মতের পরস্পর বিরোধিতা নয় বরং নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী উপস্থিত ব্যক্তি-দের একটা ধারণা দেওয়ার প্রয়াস মাত্র। অবশ্য একথাও বলা যেতে পারে যে, জান্নাতের নিম্নস্তর দ্বারা নির্ধাত নিম্নস্তর বোঝানো হয়নি। কেননা নিম্ন-স্তরের মধ্যেও অনেক স্তর থাকবে। তাই স্তরের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের নিয়ামতের কথা বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে এ কথাটিও উল্লেখ্য যে, দুনিয়াবাসী দুনিয়াতে যা কিছু দেখে এবং বুঝে তার দ্বারাই তারা অদৃশ্য বস্তু সম্পর্কে একটা অনুমান করতে পারে। তাই তাদেরই বোধগম্য করে এখানে কথাগুলো বলা হয়েছে। প্রকৃত ব্যাপার হলো, জান্নাতে গিয়ে একজন লোক তাই পাবে যা তার চোখ কোনদিন

www.pathagar.com

দেখেনি বা যা তার কল্পনায়ও কোনদিন আসেনি। সে দুনিয়াতে যা দেখত, যা শুনত, যা বুঝত তার চেয়ে অনেক বেশী নিশ্চয়ই পাবে।

অবিশ্বাসী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা জান্নাতের বিরাটত্ব সম্পর্কে সন্দিহান। তাদের প্রশ্ন এত বড় জান্নাত কোথায় হবে ? আমরা বলি, তা এখনো মওজুদ আছে। আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) জান্নাতেই ছিলেন এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে এসেছিলেন। ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন অপূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের মানুষের ইলম ও অনুভূতির কাছে এটা অসম্ভব মনে হলে তাতে কিছু যায় আসে না। যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে অদ্যাবধি জ্ঞানী-গুণীরা পূর্ণ ওয়াকিফহাল হতে পারে নি। মানুষের তৈরী দূরবীন সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে নি। কয়েক শতাব্দী পূর্বে আমেরিকা সম্পর্কেও সভ্য মানব জাতির তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। যখন মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতিতে সব কিছু স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন, তখনই মানুষ দুনিয়ার বিস্তৃতি সম্পর্কে জানতে পারল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা 'হও' শব্দ দ্বারা সবকিছু তৈরী করে থাকেন। মানুষ যা দেখতে পারেনি বা বুঝতে পারেনি তা অস্বীকার করা কুপমণ্ডূকতারই পরিচয়। মণ্ডূক বা ভেক তার অনুভূতি ও জ্ঞান-গরিমার দৃষ্টিতে কূপকেই সর্ববৃহৎ বস্তু মনে করে কেননা সে বড় বড় সমুদ্র সম্পর্কে অনবহিত। এভাবেই অদূরদর্শী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা তাদের জ্ঞানের বাইরের বস্তুকে অস্বীকার করে থাকে। এই অবিশ্বাসীরা তাদের দুর্ভাগ্যের কারণেই জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে এবং দোযখে প্রবেশ করবে। কেননা—

لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقَى الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى -

উহাতে প্রবেশ করবে না সেই নিতান্ত হতভাগ্য ছাড়া, যে মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। —সূরা লায়ল ঃ ১৫-১৬

নিঃসন্দেহে জান্নাত খুবই সুবিস্তৃত স্থান এবং আসমান-যমীন ও উহার মধ্যকার বস্তুরাজি জান্নাতের তুলনায় সামান্য থেকে সামান্যতর। ওখানকার প্রশস্ততার ঠিকানা কি ?

www.pathagar.com

কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

إِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا -

তুমি যখন সেথায় তাকাবে তখন দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল সাম্রাজ্য। —সূরা দাহর ঃ ২০

এ সাম্রাজ্যের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কতটুকু হবে তা একজন নিম্ন স্তরের জান্নাতীর জায়গা দেখে অনুমান করা যেতে পারে।

জান্নাতীরা জান্নাতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, সেখানে মৃত্যু ও নিদ্রা নেই

কুরআন শরীফে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ

لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ -

যারা ঈমানদার ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার হিসাবে রয়েছে চিরস্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট। এ (জান্নাত ও সন্তুষ্টি) তারই জন্য যে তার প্রতিপালককে ভয় করে। —সূরা বায়্যিনা

www.pathagar.com

'তারা তাদের প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট' এর তাৎপর্য হলো, তারা তাদের প্রতিপালকের দেয়া নিয়ামতের উপর সন্তুষ্ট এজন্য যে, তাদের সার্বিক চাহিদা মিটে গেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার দানে সন্তুষ্ট থাকা তার শোকর গুজারীরই নামান্তর।

সূরা দুখানে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

يدعون فيها بكل فاكهة امنين لا يذوقون فيها الموت

الا الموتة الاولى ووقهم عذاب الجحيم فضلا من ربك -

ذلك هو الفوز العظيم -

সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল নিয়ে আসতে বলবে। ইহকালে মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে মৃত্যু আস্বাদন করবে না। তোমার প্রতিপালক তাদেরকে দোযখের শাস্তি থেকে নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করবেন—এটাই তো মহা সাফল্য।

এক হাদীসে আছে, রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদেরকে জান্নাতে এবং দোযখীদেরকে দোযখে দাখিল করবেন (আর দোযখে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে না, যে শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে) তখন একজন ঘোষক উচ্চস্বরে ঘোষণা করবে, হে জান্নাতীরা, তোমাদের মৃত্যু নেই এবং হে দোযখীরা, তোমাদেরও মৃত্যু নেই। তোমরা যে যে অবস্থায় আছ সে সে অবস্থায়ই থাকবে। —তারগীব আনিশ্ শায়খাইন

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হুযূর (স.)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলো—হে আল্লাহ্‌র রসূল (স.)! জান্নাতীরা কি শয়ন করবে? হুযূর (স.) জবাবে বললেন, নিদ্রা তো মৃত্যুরই নামান্তর আর জান্নাতীরা মৃত্যুবরণ করবে না (অতএব নিদ্রাও আসবে না)। —মিশকাত

www.pathagar.com

রোগ, ব্যাধি, দুর্বলতা, অবসাদ এবং পরিশ্রম করার কারণে সাধারণতঃ নিদ্রা এসে থাকে। আর জান্নাতে রোগ ব্যাধি দুর্বলতা অবসাদ এবং পরিশ্রম বলতে কিছুই নেই। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সেখানে নিদ্রা আসবে না। দুনিয়ায় যদিও ঘুমিয়ে সময় কাটানো উদ্দেশ্য নয়, তবুও অবসাদের পর শুলেই সহসা নিদ্রা এসে যায় এবং মানুষের উদ্যম এবং কর্মস্পৃহা তখন আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য মানুষ ঘুম পসন্দ করে এবং তার মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করে। যদি তাদের নিদ্রা না আসে তাহলে ঔষধ খেয়েও তারা নিদ্রা আনার চেষ্টা করে। কিন্তু যেখানে অবসাদের কোন কারণ নেই, সেখানে নিদ্রা যাওয়াটা অপসন্দ হওয়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া শুইয়ে পড়লে অন্তত: কিছুক্ষণ প্রাপ্ত নিয়ামত হতে বঞ্চিত থাকতে হবে।

চাহিদা পূরণের সামগ্রিক বস্তু জান্নাতে পাওয়া যাবে

সূরা যুখরুফে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۚ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ -

সেখানে (জান্নাতে) অন্তর এবং নয়ন যুগলের তৃপ্তিদায়ক যাবতীয় কিছু রয়েছে আর সেখানে তোমরা চিরদিন থাকবে। —সূরা যুখরুফ

জান্নাতে যখন চাহিদা পূরণের যাবতীয় সামগ্রীর সুব্যবস্থা থাকবে তখন সেখানে দৈহিক ও কায়িক পরিশ্রমের কোন প্রশ্নই উঠে না। দুনিয়ার মানুষ যত ঐশ্বর্যশালীই হোক না কেন, সে কখনো অভাবশূন্য হতে পারে না। এখানে এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মানুষের যাবতীয় চাহিদা মিটতে পারে। কিন্তু জান্নাত এমন জায়গা যেখানে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার বিপরীত কোন জিনিসের অস্তিত্বই নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ -

www.pathagar.com

তাদের জন্য জান্নাতে তাদের চাহিদামত সবকিছু মওজুদ রয়েছে এবং তারা যা আকাঙ্ক্ষা করবে তা পাবে।

জান্নাতী ব্যক্তিকে জান্নাত থেকে বের করা হবে না এবং সে নিজেও অন্যত্র যাওয়া পসন্দ করবে না

সূরা হিজরে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ -

সেখানে তাদেরকে অবসাদ স্পর্শ করবে না এবং সেখান থেকে তারা বহিষ্কৃতও হবে না। —সূরা হিজর

সূরা কাহাফে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ

نُزُلًا - خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا -

যারা ঈমানদার ও সৎকর্ম সম্পাদন করে তাদের আপ্যায়নের জন্য রয়েছে ফিরদাউস নামক বেহেশত। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার কামনা করবে না। —সূরা কাহ্ফ

যেহেতু জান্নাতে কোন কষ্ট নেই এবং চাহিদা পূরণের যাবতীয় সামগ্রী রয়েছে তাই জান্নাতীরা অন্য কোথাও যাওয়া পসন্দ করবে না। তাছাড়া সেস্থান পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজনও দেখা দেবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে রেযামন্দীর আহ্বান

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, হুযূর (স.) ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক জান্নাতীদের সম্বোধন করে বলবেন, হে জান্নাতীরা!

www.pathagar.com

তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু. আমরা হাযির। আপনার বাণী পালন করার জন্য প্রস্তুত আর সার্বিক কল্যাণ আপনারই নিয়ন্ত্রণে। তারপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন—তোমরা কি খুশী? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আপনি আমাদেরকে এমন নিয়ামত দান করেছেন যা আপনার সৃষ্টির অন্য কাউকে দান করেন নি। কাজেই আমরা খুশী না হয়ে পারি? আল্লাহ্ পাক বলবেন, আমি তোমাদেরকে এর চাইতেও উত্তম নিয়ামত দেব কি? তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু, এর চাইতে উত্তম নিয়ামত আর কী হতে পারে? উত্তরে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করবেন, স্মরণ রেখো, তোমাদের উপর আমার রেযামন্দি সব সময় নাযিল হতে থাকবে এবং আমি আর কখনো তোমাদের উপর নাখোশ হবো না। —বুখারী ও মুসলিম

জান্নাতে সব কিছুর উপর অতিরিক্ত যা থাকবে তা হলো আল্লাহ্ তা'আ-লার অবারিত রেযামন্দীর প্রকাশ্য ঘোষণা। একজন সম্মানিত গোলামের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত হল, তার উদ্দেশ্যে তার প্রভুর শর্তহীন সন্তুষ্টি ঘোষণা। যদি সবকিছু থাকে এবং সেই সাথে থাকে প্রভুর অসন্তুষ্টির-সম্ভাবনা তাহলে নিয়ামতরাজির ব্যবহারে একটা বিতৃষ্ণার ভাব থাকে; মনের মধ্যে থাকে অস্থিরতা। তাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় রেযামন্দীর ঘোষণা দিয়ে জান্নাতীদেরকে চির দিন আনন্দচিত্তে জান্নাতে থাকার ব্যবস্থা করে দেবেন।

কুরআনের বহু স্থানে رضي الله عنهم ورضوا عنه এর ঘোষণা রয়েছে, যার অর্থ হলো এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতীদের উপর সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহ্ তা'আলার উপর সন্তুষ্ট।

জান্নাতে মর্যাদার স্তরসমূহ

হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) বলেন, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে, নামায কায়েম করেছে এবং রোযা রেখেছে, আল্লাহ্ পাক তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন—চাই সে আল্লাহ্র পথে হিজরত করুক অথবা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানেই অবস্থান করুক।[১] সাহাবা-ই-কিরাম আরয

১. তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় হজ্জ ও যাকাতের কথা উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমরা লোকদের কাছে কি এ সুসংবাদ দেব ? হুযুর (স.) ইরশাদ করলেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাক মুজাহিদদের জন্য জান্নাতে একশটি স্তর তৈরী করে রেখেছেন। প্রত্যেক দু'স্তরের মধ্যে ততটুকু দূরত্ব যতটুকু দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যে বিদ্যমান। সুতরাং যখন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফিরদাউসের জন্য প্রার্থনা করবে। কেননা তা জান্নাতসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সবচাইতে উন্নত পর্যায়ের। এর উপরে আল্লাহর আরশ অবস্থিত এবং এখান থেকেই জান্নাতের নহরসমূহ প্রবাহিত। —বুখারী

ফাতহুল বারীর গ্রন্থকার লিখেন, এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, জান্নাতের একশটি মর্যাদার স্তর মুজাহিদদের জন্য নির্দিষ্ট। তবে মুজাহিদ ছাড়া অপরাপর লোকদের জন্য এই একশ' স্তর ব্যতীত অন্যান্য স্তর, যা মুজাহিদদের স্তর থেকে নিম্নমানের থাকার ব্যাপারে কোন নেতিবাচক উক্তি এতে নেই। —ফাতহুল বারী, কিতাবুল জিহাদ

এ হাদীসটিকে ইমাম বুখারী (রঃ) কিতাবুত্ তাওহীদে উল্লেখ করেছেন। সেখানে ফাত্হুল বারীর গ্রন্থকার লিখেন 'একশ' স্তর যে বলা হয়েছে তার বর্ণনাভঙ্গি এমন নয় যে, এর দ্বারা জান্নাতে একশটি স্তর আছে বুঝতে হবে। কেননা একশ' চাইতে বেশী হওয়ার ব্যাপারে কোন নেতিবাচক ইঙ্গিত এখানে নেই। অতএব এই সংখ্যা আরো বেশী হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত নিম্নের হাদীসটি এ কথাই প্রমাণ করে।

কুরআন তিলাওয়াতকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, পড়তে থাক এবং (উপরে) চড়তে থাক। যেভাবে দুনিয়াতে ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে পড়তে, তেমনিভাবে পড়তে থাক। কেননা তোমার মনযিল (ঠিকানা) সেখানে (নির্দিষ্ট) হবে যেখানে তুমি শেষ আয়াতটি পড়ে শেষ করবে।

—ইমাম তিরমিযীর মতে হাদীসটি হাসান সহীহ

এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল যে, কুরআন অধ্যয়নে মনসংযোগকারী ব্যক্তি যত পড়তে থাকবে তত উপরে উঠতে থাকবে অর্থাৎ তার মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর কুরআন শরীফের আয়াত সংখ্যা হচ্ছে সর্ব সম্মতিক্রমে ছয় হাজার দুশো (৬,২০০)। আর একথা তো প্রমাণিত হল যে, কুরআনে যে পরিমাণ আয়াত আছে জান্নাতে মর্যাদার তরে অবশ্যই সে পরিমাণ আছে।

www.pathagar.com

জান্নাতের বালাখানাসমূহ

সূরা ফুরকানে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

أولئك يجزون الغرفة بما صبروا و يلقون فيها تحية

وسلاما ـ خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما ـ

তাদেরকে প্রতিদানস্বরূপ বালাখানা দেওয়া হবে যেহেতু তারা ধৈর্যশীল আর সেখানে তাদেরকে আপ্যায়িত করা হবে অভিবাদন ও সালাম দ্বারা। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। ঠিকানা ও আবাসস্থল হিসেবে উহা কতই না উৎকৃষ্ট !

সূরা যুমারে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية

تجري من تحتها الانهر ـ

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য তৈরী রয়েছে বহুতল-বিশিষ্ট উচ্চ অট্টালিকা, যার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে জান্নাতীরা তাদের উপরের প্রকোষ্ঠে অবস্থিত লোকদের দিকে তাকাবে, যেভাবে তোমরা উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাক, যা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। তাদের মধ্যে মর্যাদার তারতম্য অনুসারেই এমনটি হবে (উচ্চ মর্যাদার অধিকারীরা উচ্চ প্রকোষ্ঠে থাকবে যা সাধারণ জান্নাতীদের দৃষ্টিতে আকাশের নক্ষত্রের মতই মনে হবে)। সাহাবাই কিরাম (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল, এমন মর্যাদা তো শুধু আম্বিয়ায়ে-কিরামের জন্যই হতে পারে, যেখানে অন্য কেউ

www.pathagar.com

পৌঁছতে পারবে না। হুযূর (স.) ইরশাদ করলেন, ঐ সত্তার শপথ, যার নিয়ন্ত্রণে আমার প্রাণ। আম্বিয়ায়ে কিরাম ব্যতীত অসংখ্য লোক ঐ সকল প্রকোষ্ঠে বাস করবে, যারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর রসূলকে সত্য বলে মেনেছে। —বুখারী, মুসলিম

অবশ্য এই হাদীস এটাও বোঝাচ্ছে না যে, নবীগণ উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হবেন না। কেননা প্রকোষ্ঠসমূহের মধ্যেও তারতম্য থাকবে, এক প্রকোষ্ঠের চেয়ে অন্য প্রকোষ্ঠ উচ্চ পর্যায়ের হবে। যেমন সূরা যুমারে বলা হয়েছে।

সূরা ফুরকানে সর্বপ্রথম সালিহীন ও মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর তাদের জন্য জান্নাতের বালাখানার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আর সূরা যুমারেও মুত্তাকীদের জন্য বালাখানার উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব বোঝা গেল, জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ভাগ্যে বালাখানা জুটবে।

হযরত আবু মালিক আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুযূর (স.) ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে জান্নাতে এমন বালাখানা রয়েছে, যা এত স্বচ্ছ যে, বাইরের থেকে ভিতরের দিক এবং ভিতর থেকে বাইরের দিক পুরোপুরি দেখা যাবে। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ সমস্ত বালাখানা ঐ সকল লোকের জন্য তৈরী করে রেখেছেন যারা সদালাপী, অতিথিপরায়ণ, ক্ষুধার্তকে অন্ন দানকারী। অধিকন্তু যারা রোযা পালনকারী এবং লোক যখন শুয়ে থাকে তখন তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে। —বায়হাকী, ফী শু'আবুল ঈমান

জান্নাতে তাঁবু ও গম্বুজ

হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—রসূলে করীম (স.) ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে জান্নাতে মু'মিনের জন্য এমন তাঁবু থাকবে যা হচ্ছে মোতির তৈরী (মোতি অনেক বড় হবে)এবং ভিতর দিক থেকে ফাঁপা। এক রিওয়ায়েতে আছে যে উহার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল এবং উহার আনাচে কানাচে মু'মিনদের জন্য নিয়োজিত রমণীকুল ও খাদিমরা থাকবে। আর উহার কোণসমূহের মধ্যে এত দূরত্ব থাকবে যে, এক কোণের লোক অন্য কোণের লোকের নযরে পড়বে না। তাদের নিকট ঈমানদারগণ আসা-যাওয়া করতে থাকবে। [তারপর হুযূর (স.) ইরশাদ করেন, মু'মিনদের জন্য] এমন দু'টি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুহাদ্দিসগণ লিখেছেন, মানুষের মর্যাদা ও অবস্থানের তারতম্য অনুযায়ী দুরত্বের এই তারতম্য। পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

জান্নাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

জান্নাতের অবস্থাদি আপনি পড়েছেন, সেখানকার নিয়ামতরাজির বিস্তারিত বর্ণনাও শুনেছেন এবং সেখানে সর্বক্ষণ থাকার জন্য আপনার হৃদয় নিশ্চয়ই উদগ্রীব হয়ে থাকবে। জান্নাতী হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আপনি দোয়াও করে থাকবেন। আর প্রত্যেক মুসলমানের অন্তর জান্নাতে স্থায়ীভাবে থাকার আগ্রহ থাকাও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রেরণা ও উদ্দীপনার সাথে নেক আমলের পুঁজি সংগ্রহ করা অতীব জরুরী। জান্নাতের মত জিনিসের প্রার্থী নেক আমল বা আমালে সালেহ থেকে দূরে থাকতে পারে না। প্রকৃত নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে জান্নাত কামনা করে কিন্তু গুনাহের সাগরে নিমজ্জিত এবং আমলে সালেহ বা নেক আমলের সামগ্রী সঞ্চয় করা থেকে বিমুখ। জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক মু'মিনের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন। সুতরাং মুমিন বান্দাদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে শরীয়তের দাবির উপর জান-মাল ব্যয় করে জান্নাতের পথ সুগম করা। ইরশাদ হচ্ছে।

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة -

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক জান্নাতের বিনিময়ে মু'মিনের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন।

নামাযের জন্য যখন মুয়াযযিন আহবান করে তখন নিদ্রায় নিমগ্ন থাকা অথবা কাজ কারবারে লিপ্ত থাকা, যাকাতের বিধান না মানা ও রমযান মাসে পানাহার করা, হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ না করে মৃত্যুবরণ করা, ব্যবসা-বাণিজ্যে বৈধ-অবৈধের প্রতি দৃষ্টি না রাখা, অবৈধ উপায়ে ধন-সম্পদ অর্জন

করা, কুরআন-হাদীস পড়াকে দূষণীয় মনে করা, দুর্বলের উপর অত্যাচার করা, দরিদ্রকে বলপূর্বক কাজে নিয়োগ করা, সুদের আদান-প্রদানকে বৈধ মনে করা, পিতৃহীনের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা, শরীয়ত মুতাবিক উত্তরাধিকারী স্বত্ব বণ্টন না করা, নফল আদায়ে ভয় পাওয়া, আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে উদাসীন থাকা ইত্যাদি কুকর্মে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও যে জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা কামনা করে তার চেয়ে বড় আহাম্মক আর কে হতে পারে ? জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের জন্য সর্বদা অন্তরে আগ্রহ থাকা দরকার। তবে শরীয়তের বিধি-নিষেধ থেকে যে নফ্স বিমুখ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আরো বেশী দরকার।

হাদীসে ইরশাদ হচ্ছেঃ

خفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره -

জাহান্নামকে উপভোগ্য বস্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রাখা হয়েছে এবং জান্নাতকে বিস্বাদ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রাখা হয়েছে।

এর অর্থ হচ্ছে, ইবাদতে কষ্ট করা, আল্লাহ্‌র আনুগত্য করা, অবৈধ প্রবণতা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি প্রবৃত্তি-বিরোধী কাজ। আর এই সমস্ত কাজের বিনিময়ে হচ্ছে জান্নাত। নফস বা প্রবৃত্তির প্রতিকূল কর্ম সম্পাদন করা জান্নাতে পেঁছার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আত্মপূজারী এবং হালাল-হারামের ব্যাপারে নীরব, তার জন্য দোযখের রাস্তা একেবারে খোলাসা

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز

من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله - (ترمذى)

ঐ ব্যক্তি মুত্তাকী (সাবধানী) যে তার নফসকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। আর নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে আত্মপূজায় মত্ত রয়েছে এবং নেক আমল ব্যতীত আল্লাহ্‌র সাক্ষাতের আশা রাখে। —তিরমিযী

www.pathagar.com

যে ব্যক্তি দোযখ থেকে আত্মরক্ষা করতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করার আশা রাখে, সে কখনো দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় না এবং নিজের জান-মালকে জান্নাতের মুকাবিলায় মোটেই বড় মনে করে না। সে যত নেক আমলই করুক না কেন, তাকে কমই মনে করে। মর্যাদার স্তর বৃদ্ধির জন্য সে ফরযের সাথে সাথে নফলের উপরও গুরুত্ব প্রদান করে। হুযূর (স.) ইরশাদ করেন:

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا -

জাহান্নামের ন্যায় এমন বস্তু আমি দেখিনি যার শাস্তি ও মুসীবত থেকে অব্যাহতি লাভকারী (অলস হয়ে) শুয়ে থাকে। অনুরূপভাবে জান্নাতের মতো এমন মজাদার ও স্বাদযুক্ত বস্তু আমি দেখিনি যার অনুসন্ধানকারী ঘুমিয়ে থাকে। —তিরমিযী শরীফ

এর মর্ম হচ্ছে এই যে, দোযখের দুঃখ-কষ্টের কথা যে বিশ্বাস করে এবং জান্নাতের নিয়ামতরাজিরও খোঁজ-খবর রাখে তার জন্য নিষ্কর্ম বসে থাকা বা সৎ কর্মের চিন্তা না করা আশ্চর্যের বিষয় বৈ কি!

দুনিয়ার জীবন মুসাফিরের জীবন। মু'মিন বান্দাদের জন্য এর শেষ গন্তব্যস্থল হচ্ছে জান্নাত। জান্নাতী হবার জন্য অবশ্যই পরিশ্রমের প্রয়োজন রয়েছে। যে বস্তু যত উত্তম তার মূল্যও তত অধিক। হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে:

مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ - (ترمذی)

যে ব্যক্তি সফরের দূরত্ব ও দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে অবহিত সে রাতের প্রথম ভাগেই সফরে রওয়ানা হয়। আর যে রাতেই রওয়ানা হয়, সে মনযিলে মকসুদে অনায়াসে পেঁছতে পারে। সাবধান আল্লাহ্‌র সওদা খুবই

www.pathagar.com

মূল্যবান। সাবধান! আল্লাহ্‌র সওদা হচ্ছে জান্নাত, যা বান্দা তার কাছ থেকে খরিদ করে নেবে। —তিরমিযী

দুনিয়ার স্বার্থে যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ সফরে যাওয়া হয় তখন যাত্রী অনেক আগেই রওয়ানা হয়ে পড়ে এবং আরাম-আয়াশকে কুরবানী দিয়ে যথাসময়ে কিংবা তার কিছুটা পূর্বেই গন্তব্য স্থানে পেঁছে যায়। আখিরাতের মুসাফিরদের জন্য এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা উচিত। আর নফসের পূজা ছেড়ে দিয়ে শরীয়তের বিধি-নিষেধ ভালভাবে অনুসরণ করে এ গুরুত্বপূর্ণ সফরকে ফলপ্রসূ করে তোলা উচিত। অস্থায়ী এ দুনিয়ার জন্য মানুষ সম্পদ, শক্তি-সামর্থ্য, স্বাস্থ্য, যৌবন-সবকিছুকে কাজে লাগায়। অথচ এটা ধ্বংসশীল। অতএব স্থায়ী জান্নাতের জন্যে অবশ্যই কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। জান্নাতী হতে হলে এবং তথাকার নিয়ামতরাজি ভোগ করতে হলে জান-মাল সব কিছুকেই আল্লাহ্‌র পথে বিসর্জন দিতে হবে।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র

আমরা এখানেই পুস্তিকার যবনিকা টানছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যার ফযলে ও করমে এই পুস্তিকাকে সমাপ্ত করতে পেরেছি। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে সবিনয় মুনাজাত তিনি যেন আমাদেরকে, আমাদের মাতাপিতা ও শিক্ষকবৃন্দকে এবং সমগ্র মুসলিম নর-নারীকে জান্নাতবাসী করেন। আর এ পুস্তিকাটিও যেন কবুল করেন। আমীন! সুম্মা আমীন!

وما ذلك عليه بعزيز سبحان ربك رب العزة عما
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين -

IFB—86-87—P/4073—3250—31.7.1986

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ